উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪০৫ ● জুলাই ১৯৯৮ ● মূল্য ২ টাকা

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

'ইন দ্য ল্যান্ড অব লেপচা' তথ্যচিত্রটি 'রজত কমল'-এ পুরস্কৃত

৪৫তম জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব গত ১০ জুলাই ১৯৯৮ নিউ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে মাননীয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বিতরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের অধীনে কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট দার্জিলিং-এর লেপচা আদিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ে একটি ১৬ মি মি রঙিন তথ্যচিত্র 'ইন দ্য ল্যান্ড অব লেপচা' নির্মাণ করেন।

উক্ত তথ্যচিত্রটি নৃতত্ত্ব ও মানবজাতি-তত্ত্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে 'রজত কমল' পুরস্কার পায়। উক্ত পুরস্কারটি গ্রহণ করেন কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অধিকর্তা ডঃ মানসকমল চৌধুরী। আর শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য ডঃ মানসকমল চৌধুরী এবং শ্রীঅঞ্জন বসুও ওই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

সারাংশ

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ের কোলে বসবাস করে লেপচা আদিবাসী গোষ্ঠী। তাদের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর সঙ্গে মিশে আছে প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পূজারি আদিবাসী গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ভর করে প্রকৃতির উপর। তাঁদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও এই তথ্যচিত্রে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

উত্তরণ

বিশেষ সংখ্যা ☐ অষ্টম সংখ্যা ☐ আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৪১৪ ☐ জুলাই ১৯৯৮ ☐ ৪৮—৮৮ পৃষ্ঠা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভানেত্রী
[illegible]

সহ-সভানেত্রী
[illegible]

[illegible]

সম্পাদনা
[illegible]

সম্পাদক
[illegible]

সহ-সম্পাদক
[illegible]

সহায় সহকারী
[illegible]

সূচি

☐ সম্পাদকীয়
পোষাকের পক্ষ ও বিপক্ষ ৩

বিশেষ নিবন্ধ

☐ ত্রিপুরা সমাজের তফসিলি ও অন্যান্য অনগ্রসর বিভাগ শ্রেণীভুক্ত মহিলার সুরক্ষার পুনর্মূল্যায়ন ৪

☐ সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে সমাজের শ্রেণীভিত্তিক বিভেদী সংস্কার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে—আলোচনাচক্রে প্রতিবেদন সংকলন [illegible] ৫

সংস্কৃতি সংবাদ

☐ [illegible] ৯

প্রবন্ধ

☐ নীরবতার বিরোধ—ড. শ্যামসুন্দর দে ১০

বিশেষ রচনা

☐ [illegible] ১৩

অভিযোগপত্র-বিশেষ

☐ অভিযোগ : নির্যাতিতদের নিয়ে ও নির্যাতনের বৃত্তিকরণ
—শ্রীমতী শান্তি মণ্ডল ১৭

☐ [illegible] ২০

অভিমতাবলী ২২

সংবাদপত্রে

☐ [illegible] ২৫

☐ নীরবতার বিরোধ: [illegible] ২৪

প্রচ্ছদ : [illegible]
লিপি : শ্রীমতী চৌধুরী

পরিচালনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত ও কলকাতা [illegible] লিমিটেড, ১৮৯ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

নিবেদন

এক বছর আগে 'উত্তরণ' ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। মাত্রই সংখ্যা প্রকাশে বীতিমত পরিশ্রমে 'উত্তরণ' তার ভূমিকা পালন করতে পেরেছে; কিন্তু সব ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পূরণ হয়তো সম্ভব হয়নি।

পাঠকসাধারণের মতামত যেকোনো উৎসাহে, তাঁদের মতামত প্রতি সম্মান জানিয়ে 'উত্তরণ' মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হল। আমাদের বিশ্বাস, পত্রিকাটি পাঠকসাধারণের আনুকূল্য লাভে ধন্য হবে। —সম্পাদক

'উত্তরণ'-এ লেখা পাঠাবার নিয়ম

- সমাজসচেতন গবেষণা, নির্দিষ্ট অনুভবের চিন্তন ও সংলাপ, আলোচনা ও বিশেষ বিশেষ লেখার মূল উপজীব্য এমন লেখাই 'উত্তরণ' চায়।
- সমাজ, সংস্কৃতি ও শিল্পসাহিত্যের সম্পর্ক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র (বিষয়) বা প্রতিবেদন পাঠানো যেতে পারে।
- লেখা পাঠানো বা যাইপাঠানোর আগে এক পৃষ্ঠায় এবং একটি পৃষ্ঠা ছেড়ে অন্য পৃষ্ঠায় মূলের বক্তব্যসার টুকে রেখে মূলকে ত্রুটিমুক্ত করে তারপর টাইপ করে পাঠানো ভাল হয়। লেখার শেষে অবশ্যই লেখকের পূর্ণ নামের, বয়স, পেশা ও পূর্ণ ঠিকানা জানা আবশ্যক।
- লেখার কপি নিজের কাছে রেখে মূল কপি (আসল বা জেরক্স নয়) পাঠাতে হবে। কোনও লেখা ছাপা না হলেও কোনও লেখাই ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না।

'উত্তরণ' কার্যালয়

অলচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট

অলচারাল সাসটেনেন্স অ্যান্ড রিসার্চ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পি ১/৪, সি আই টি স্কিম নং ৭৪, সি আই সি রোড, বাঁধুলবাগান, কলকাতা-৭০০ ০৪৪

ফোন নং ০৩৭-১১০২ / ০৩৭-৭৬২০

- প্রতি মূল্যের বিক্রয় কেন্দ্রে থেকে সদ্যে ছাড়া পাবে 'উত্তরণ' পত্রের ফোন পাবেন।
- লেখকেরা এখানে লেখাসংক্রান্ত যোগাযোগ করতে বা লেখা পাঠাতে পারেন এবং প্রয়োজন পরিষেবার উক্ত ঠিকানায় ফোনেও করা যায়।
- এ ছাড়া পরিষেবা এবং এ ধরনের লেখার জন্যও এখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

সম্পাদকীয়

পোখরানের শব্দ ও ধূলি

দিল্লিতে বি জে পি'র ক্ষমতালাভের পর ৬৯ দিন পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই (পরবর্তী সময়েও ঘটে নাই)। একমাত্র পরিচয় লালকৃষ্ণ আদ্বানীর নাম কখনও শোনা গেছে। কিন্তু ৬৯ দিনের মাথায় বি জে পি নেতৃত্ব কাশ্মীরেও কিছু না জমাইয়া, যখন খুশি, যত মেহনতে ও যত খরচে মাল-মশলা ও প্রস্তুতি যাচাই করিয়া, সহসা আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। এর প্রমাণ কারণ হল, তাদের অন্তর্ভাষিক ভাষিতে করিয়া একদিকে 'আবশ্যী-ধাক্কাপন্থী ভিলাসে' ধ্বনি তুলাইয়া পরিচয় লালকৃষ্ণের বিবর্তিতের ভেলাসুর ভাঙাইয়া দিয়া আসিয়াছে, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিবাদমুখর জনতাকে আণবিক বোমার শব্দে কানে তালা লাগাইবার সন্তা চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শব্দে দুই-একদিনেই এই ভেলাসুর ফাঁসিয়া যায় তবে তাহারা এই শব্দকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য পোখরানের মরুভূমিতে পরিত্যক্ত স্থানগুলির এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শব্দ হইতে এই মরুভূমি অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বীজ-বিটিকের ভূমিতে ভূমিতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিচয় ভাষার ধ্বনি চক্ষু দেখিয়া তীব্র-সন্ত্রস্ত বীজ পুরুষেরা 'ভেলা ভেলা' করিয়া ভবিষ্যতে আণবিক অস্ত্র নির্মাণ না করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র সি টি বি টি চুক্তিতে সই করিবার জন্য সরকারের অনুরোধে প্রস্তুতি নিতেছেন। কিন্তু সে কথা বাহাতে 'নিরোধ' জনগণের কানে না পৌঁছায় তার জন্য এক কলমের ইট পূজার ছলে পোখরানের মাটি পূজার ধুমি আয়োজন হয় এবং তাহাতেই ধুমি ইতর জনের অনেকটা সময় কাটিয়া যায় তাহাতেও আশ্চর্যের কিছু নাই।

কিন্তু বি জে পি'র ধকলের মহাজন-মনুতাবাদের ধুমি ধকলের অল্পকদিনের মধ্যেই ভিলিসপত্রের দরে আগুন লাগিয়া যেন এবং ধরিবের পেটেও সে আগুনের আঁচ লাগাই ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর হইতে থাকিল। পোখরানের ভূগোলসমূহ অস্ত্র কি সে আলা করিবে? কিন্তু হিন্দু পরিবারের হিন্দুত্বের জাতিভিমানের আগুন কি এই বন্দিত মানুষগুলির, বিশেষত হিন্দুসমাজভুক্ত নিম্নবর্ণের নিম্ন আয়ের বন্দিত মানুষগুলির, ভিলিসিনের ধকলের মধ্যে হিমশীতল প্রস্তরে স্পর্শ করিতে পারিবে?

হিন্দুত্বের, সঙ্কীর্ণতাবে বলিতে গেলে, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী বি জে পি সরকারের অস্তিত্বই বন্দিত শ্রেণীর পক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্থে বিপজ্জনক। বন্দিত ও অন্যান্য সমস্ত সমতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সরকারকে ধর্মীয় অন্ধত্বমুক্ত করে তোলে সমর্থ হইবে। এই বোমার শব্দ ও পোখরানের ধূলোপরের মধ্য দিয়া হিন্দুত্বিনত জনসমূহকে বিভ্রান্ত করিয়া যাহে তাহারা সাধারণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বন্দিত অংশের ক্ষতি। তাই এই বোমার শব্দ ও পোখরানের ধূলোপরের মধ্য হত তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়, তত্তই মঙ্গল। □

ত্রিপুরা সরকারের ডকসিলি ও অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগ প্রবর্তিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কার পেলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাস

গত ১১ এপ্রিল পরিষদ ভবনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাস ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি জাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে ১৯৯১ সালের জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কার (১৯০৪) প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি কল্যাণ ও সিভিলাইজ মন্ত্রী শ্রীমতি সরকার। এই অনুষ্ঠানে মূল উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষাবিভাগ সম্পাদক (ডব্লিউ, বিশ্বাসের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক বিশ্বাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বসুমিত্র বর্মণ, সর্বভারতীয় তফসিলি কর্মচারী কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস ও ত্রিপুরা সরকারের সচিব ও পরিবার কল্যাণের মন্ত্রী সুকুমার বর্মণ।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উপস্থিতদের হাতে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের দল বিষয় মন্ত্রী বিমল সিংহের মৃত্যুতে উক্ত শোকে ১৫ মিনিট নীরবতা পালিত হয়।

এরপর স্বাগত ভাষণ দান করেন ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা নিবিদ বর্মণ।

ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী শ্রীমতি সরকার ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাসকে ১৯০৪ সালের অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কারের উপহার স্মারক ও বস্ত্র তুলে দেন। তিনি ডঃ বিশ্বাসের সাহিত্যকীর্তি ও ত্রিপুরা সরকারের নানা কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহাশক্তি সরকারের তফসিলি কল্যাণ, সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবদান অপরিসীম তবে তা সুস্থ ও কল্যাণকর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পরিশেষে অনুষ্ঠানে সাহিত্য ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তফসিলি জনজাতি সমাজ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন যখন ত্রিপুরা একটি নবীন রাজ্য রাজ্যটি পড়ছে তখন উপজাতি ভাষা পরিমার্জনার বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অধ্যাপক অনুষ্ঠানে বর্মণ বলেন, প্রকৃতি প্রদত্ত অফুরন্ত প্রেরণার বিষয় আছে, তিনি নিজেকে পরিচালনা তিনি বীরভূমি পেয়ে যাবেন। অফুরন্ত প্রতিভার মধ্যে সবাই মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁদের নিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরা এখনও মরেন নি। তাঁদের সমাজ সমাজ বাঁচিয়ে রাখবে।

অধ্যাপক বিশ্বাস বলেন, ১৯৭২ সালে তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন তখন সেই মন্ত্রিসভার সচিব ছিলেন ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। এমন এক সময় নির্বাচন সময় পুরস্কার ঘোষণার জন্য তিনি ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বাসের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতি বিশ্বাস ত্রিপুরা সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, সাহিত্য যেন কেবল সমাজের দর্পণ না হয়, সমাজের কল্যাণও করতে পারে। সাহা দিয়ে ১৮৫টি ভাষার মধ্যে ত্রিপুরা ভাষা বৈচিত্র্য, জাতি বিদ্বেষ কোথাও দেখা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার দেশ, রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশ এগোবে। এই দেশ থেকে জাতিভেদ প্রথাকে দূর করতে হবে। বহু সংখ্যক সমাজ সংস্কারক কবিগণ এই বাংলার জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলেই জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাসের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে তিনি প্রেরণা উৎসাহ লাভ করেছেন। সংবর্ধনার উত্তরে ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি মনে পড়ছে "আমি যদি জন্ম নিতাম এই দেশে" তাহলে যাদুমন্ত্রের পাওয়া যেত। তখন যাদুমন্ত্রের অর্থে সবকারী সম্মান তাও যে কোথায় যাদুমন্ত্রে পাওয়া যায় তা নয়। তিনি বলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিনি এক সঙ্গে প্রেসিডেন্সি পাস করেন। "অর্থাভাবে দুই বছর দুই শ্রেণীতে পড়া দিয়ে হলেছি তবে দুই বছর অনুপস্থিতি সমান—কলিযুগের জন্মদিনে সমবয়সী। অদ্বৈত কোথাকার প্রাণ, আমি সেই সুযোগ পাইনি। এই ৮০ বছর বয়সে সম্মানটা আমাকে কী আনন্দ দেবে। আমি যে এখন মৃতপ্রায়ের মধ্যে। আমি কী নিয়ে যেখান পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা বুঝতে না? তবে কিছু না হোক ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত এক অবেদন বই, A Book of Bengali Verse আর Calcutta and Calcuttans বই দুখানার দুঃখ ঘুচিয়ে দিল।"

ত্রিপুরার মন্ত্রী সুকুমার বর্মণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁদের নিয়ে লিখেছেন তাদের সমাজ অনগ্রসর সমাজ ভুক্ত। সমাজের অনুন্নত সাহিত্যে স্থান দিয়ে উৎসাহিত করে তাহলে অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

অনুষ্ঠানের শেষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পৃথ্বীরাজ দেববর্মা পরিবেশন করেন রবীন্দ্র বর্মণ ও সুমিত্রা বর্মণ। সর্বশেষে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ভাষা ভাষী কবি সাহিত্যিকদের কবিতা 'ত্রিপুরি কবিতা' আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বটি পরিবেশন করে।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বীরেন বিশ্বাস। তিনি এ অনুষ্ঠান ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের অদ্বৈত অনুরাগী অনুষ্ঠান যৌথ উদ্যোগে এমন বিপুল সাড়া পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদন: বিমল বিশ্বাস

সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রেণীশত্রু-বিরোধী সংগ্রাম যেন দুর্বল না হয়

ভারতের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি বিশ্লেষণ করতে হবে, দেশের সামগ্রিক স্বার্থে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রেণী সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উপায় আলোচনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তুলতে গিয়ে সমাজতন্ত্রের মূল শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেন দুর্বল না হয়।

গত ১১ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মবিভাগ কেন্দ্র ও ঐকতান আয়োজিত রাজ্য কর্মীসংস্থা রবীন্দ্রসদনের বিতর্কের সভাপতিত্বে আয়োজিত 'সামাজিক ন্যায় ও বলিত সমাজ : সমস্যাবিচার ও সমাধানবিশ্লেষণের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাচক্রের সভাপতির আসন গ্রহণকালে সরকারের অন্যতম সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা উপরোক্ত ভাষণটির প্রকাশ করেন।

সামাজিক ন্যায় ও বলিত সমাজ প্রসঙ্গে আলোচনাচক্রে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরার ভাষণ

আলোচনাচক্রে বিষয়বস্তু আলোচনা করে তিনি বলেন যে, গত ২৫ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের সমস্যের মূল স্রোতে পতিত করার সমস্যা ও সমাধানের উপায়' শীর্ষক আলোচনাচক্রের আলোচক ও প্রেরকদের দেশের প্রায় উপকূল অংশগ্রহণের মধ্যে এই সভার মধ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, দেশের প্রায় প্রত্যেক স্তরে উল্লেখে দেশবাসের মধ্যে 'শ্রেণী' ও 'জাতি' প্রসঙ্গই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেদিনের প্রধান আলোচক শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্যের তিনি উদ্ধৃতি দেন: "সামাজিক ন্যায়ের পরিপন্থী বলিনতার পরিপূর্ণ করার পথেও কুসংস্কার, জাতির সমস্যাকে শ্রেণীভিত্তি সে পরিপ্রেক্ষিতে উপেক্ষা করতে হবে।"

আলোচনাচক্রের (বিষয়) সামাজিক বলিত হওয়ার উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী বলেন যে, তাঁরা অনুসন্ধান করিয়ে দেখেছেন যে, অতিমাত্র শ্রেণীর উপেক্ষার ছিল, জাতি থেকে বলিতদের তথা কুসংস্কারের উৎপত্তি করা: সেই উপেক্ষাসমূহের জন্যই তাদের বলিত সম্প্রদায়ভুক্তদের কুল করেছে। তাদের জাতি ছেড়ে দিয়ে হলে দেশের প্রত্যেক অংশের জীবন করা সেই হলে বলিতের প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, এই হচ্ছে কর্ম বা জাতিগত বিশেষের কারণ নয়, জাতির শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতের প্রকাশ। উপসংহারে সাম্প্রতিক বিধিব্যবস্থাগুলি আলোচনার উল্লেখ করে মন্ত্রী মহাশয়া বলেন যে, কাজগুলি প্রায় সমস্যাগুলির প্রতি অভিমুখে তিনি করেই উপসংহার প্রকাশ করেছেন, পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্যও বিভিন্নস্তরে আলোচনা চালানো হয়েছে, তথ্যের ভিত্তি হলে বিভিন্ন জাতিগত বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে, বলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর সংজ্ঞাকে শ্রেণী সংগ্রামে অগ্রগতির কারণ করে দিয়েই এই বিভিন্নতাকে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, যদি সংগ্রামের প্রথম চেতনা হবে শ্রেণীগত, পরবর্তী চেতনা হবে জাতি ও শ্রেণী। এই বলিত শ্রেণীর উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রকাশ, সামাজিক শ্রেণী প্রকাশ করতে হবে। তিনি আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা জাতি ও শ্রেণীর প্রশ্নে আলোচনার আহ্বান জানান। উপসংহারে তিনি রবীন্দ্রনাথের অমরোক্তি কবিতা আবৃত্তি করেন—

"...
...
শেষের সম্বন্ধে হবে বিলিয়ে
আমার নিজে
এই জগতের মাঝখানেতে
সবখানিতে।"

আলোচনার উদ্বোধন ও আহ্বায়ক প্রসঙ্গ : আলোচনাচক্রের আহ্বায়ক শ্রীউদয় নারায়ণ সিংহ আলোচনা অধ্যক্ষ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন। আলোচনা মুখ্যমন্ত্রীর তাঁর বক্তব্যে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিদের উপস্থিত প্রত্যেকে প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে তাদের সমস্যের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বলিত সমাজের সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিকদের এই আলোচনাচক্রে পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি আবেদন প্রকাশ করেন।

আলোচনাচক্রের উপসংহার শ্রীউদয় নারায়ণ সিংহ অনগ্রসর শ্রেণীর বিভিন্ন উন্নয়নের বক্তব্য দিয়ে বলেন যে, তথ্য থেকে তথ্যে চিন্তার সমস্যা পরামর্শদাতা আলোচনা-আলোচনা পদ্ধতির তথ্য দিয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে চেতনা সমাজের কার্যসূচি গ্রহণ করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আলোচনার পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় সেচিবের করেন। তিনি মাননীয়া নেতা ই এর এর নাগরিকদের উপর অনুষ্ঠানের উদ্যোগী জন্যে তাদের বলিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার তা আলোচনার অনুরোধ

ঈশ্বরচন্দ্র ভারতের অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি দেখান যে, এ দেশ শিক্ষায় সকলের অগ্রগামী থাকলেও ইংরেজ ১৮ শতকে হঠাৎ করে এগিয়ে যায় এবং ভারতের তুলনায় বহুগুণ বেশি উন্নতি করে। শেষে তিনি বলেন এখন ভারতের শিক্ষার অবস্থা কি? ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা ও ফারসি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের জন্য উপযোগী নয়। ভারতের জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা হবে মাতৃভাষায় শিক্ষা। তিনি বলেন যে, ভারতে শিক্ষিত শ্রেণী বলতে বোঝায় ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণী। তিনি বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনসংখ্যার ১% হবে। তিনি বলেন যে, ভারতে শিক্ষিত শ্রেণী বলতে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণী বোঝায়। তিনি বলেন যে, ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের জন্য কাজ করছে না। তিনি বলেন যে, ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের জন্য কাজ করছে না। তিনি বলেন যে, ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের জন্য কাজ করছে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের জন্য কাজ করছে না। তিনি বলেন যে, ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের জন্য কাজ করছে না।

ইংরেজি আমল : ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজ এবং ইংরেজের শিক্ষা ও সংস্কার শ্রেণী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী বাড়ী ঘটিল সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের প্রথম ইংরেজ ... বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ... ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ... ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ... ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ...

"এসে যে আর, এসে আর,
বিদ্যু বুদ্ধিমান।
এসে এসে আজ তুমি ইংরেজ,
এসে এসে দুর্দিন।
এসো হুজুর তুমি একি কর
ভাই হয় সাজাও,..."

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই 'ভাই হয় সাজাও'ই হল ভূমিকা। এই আলোকে তিনি এক ব্যক্তিগত মূল্যায়ন করে তিনি বলেন যে, ইংরেজকে তারা নিজের অভিভাবক বিশ্বাস, সংস্কারের আসল অভিপ্রায় তারা অনুধাবন করে যে তাদের অনুকরণ করে ভেবেছে তাদের হয় ভাই পুরা সমাজ পরিবর্তন করিতে হবে আসলে তাহাদের।

তিনি আরও বলেন যে, তাদের সমাজ সম্পর্কের উৎপাদক শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক, তাদেরকে তারা উৎপাদিত পণ্যের মালিক ভোগ করার সমাজের নিম্নশ্রেণী শ্রেণী। এই শ্রেণীরা শ্রেণীর সমাজের মূলধারের নিয়ন্ত্রণ শ্রেণীর হাত তাদেরকে ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ইংরেজরা এদের ইংরেজরা নিয়ে তাদেরকে ভাগ দিয়েছে।

শ্রেণী শোষণ এবং শাসিত শ্রেণীর ভাষা তাদেরকে যে তাদের শাসন চালিয়ে যেতে হবে তার বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, শোষণের জন্য শাসন শ্রেণী তাদের শাসিত জনগণের ভাষা শাসন চালাতে হবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে বিশ্লেষণের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাদেরকে ইংরেজ শাসন চালাতে হবে। ইংরেজ ও ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে। তিনি ফোরেস্ট নামে এক ইংরেজ লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে।

তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে।

তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে।

তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের জনগণের ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে।

বৃদ্ধিসম্পদের ৯২ ভাগ লাভ করে থাকে; অন্যদিকে সংখ্যার শতকরা ৮৫ জনের জন্য থাকে শতকরা ১০ ভাগ সম্পদ, ৯ ভাগ বুদ্ধিমত্তা এবং ৮ ভাগ বৃদ্ধিমত্তা। সমাজও সমাজের ই ১১ ভাগের একদল সমাজের বেশির ভাগ সম্পদ শ্রেণীর উৎপন্ন প্রভৃতি করার ভার-প্রাপ্তাই তিনি ঘোষণা করেছেন।

ইসলামের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের তিনি বলেন যে, শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজন এই ও শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সমাধান করেন না; বরং, তাদের শ্রেণী বিলুপ্তির চেষ্টা এবং ও ধর্মের দ্বারা বিভেদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম ও ধর্মসংগ্রাম সমাধানের পরিপূরক।

উপসংহারে শ্রী ভাদেক বলেন যে, সামাজিক ন্যায়, বৃদ্ধিমত্তা ও সম্পদের সংগ্রামের উদ্ভবের পথ সংকোচন এবং তাদের সংখ্যালঘী বিভাগের প্রথম প্রতিশ্রুতি—নিয়মের প্রতিজ্ঞানি, অনুযায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক পদ্ধতি। ইউরোপে যাকে বলা হয়ে সমাজ পরিচালিত (পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত)—তাদের শ্রেণীর অনুযায়ের অধিকার, চলাফিরে, বসতিতে ও কৃষিতে অধিকার প্রদানে সরকারিকে নিয়ে হয়ে থাকে। শেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, একজন ভোটারের জন্য ভাই-এ-এর পদ সংরক্ষিত হবে এবং ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট হবে আসুনদের জন্য। তারা সংবিধান ঘোষিত তাদেরই সংবিধান পরিষদ—এটা সমাজের পুনর্গঠন করলে হবে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ ঃ। বাসুদেব বর্মা :

অন্যান্য বিভিন্নসদস্যের উপরোক্ত ঃ: বর্মা অনুযায়ের অপব্যবহার করে পরিষদ সমাজের দৃষ্টির গ্রহণ করেন। তাদের উদ্দেশ্য ও অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ৪৮ সালে তাদের ঃ: অনুযায়ের প্রতিষ্ঠা সংবিধানের প্রথম বাক্যটি "We the people of India"(আমরা ভারতের জনগণ)-এর মধ্যে নিহিত করেছে তাদের অনুযায়ের ছাড়ানি। তাদের প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থাগুলি মধ্যে এই বাক্যটি প্রতিফলিত হলে তাদের ধারণা এমন হবে যে, তারা ভারতের নয়। ফলে ভারতের ৪৮ কোটি নাগরিকের মধ্যে ১৯ কোটির ছিল নিজস্ব। অবশ্যই তাদের সাংবিধানের সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুযায়ের ভোটের ভাগ্যনির্ধারণ হলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সংবিধানের প্রথম বাক্যটি অনুযায়ের করে কেন পরিষদ হলে এখনো অবধা ছাড়তে পারত না।

সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব প্রসঙ্গে ঃ: বর্মা বলেন যে, প্রথমে ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের ধারণা থাকলেও এই সময়ে মধ্যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা হলে সংরক্ষণের সময় বাড়ানো হয়। এই জাতীয় ধারণা মূলত সংবিধান নাম, সভা, শৈথিল্যের ও নৈতিক দীপ্তি প্রদান করে নিশ্চিত পরে সব অনুযায়ের এগিয়ে আসবে হয়ে এবং সে জন্যই সংশোধন এমনও তাদ্য প্রথম প্রয়োজন হলে তিনি অভিযোগ প্রকাশ করেন।

অন্যান্য শ্রেণীর অনুযায়ের জন্য প্রদানের সিদ্ধান্তগুলো প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারী, মধ্যমারীকী প্রভৃতি ছোট খাওয়া অনুযায়ের ছেলেমেয়েদের ৮/১০ বছর পরই স্কুল ছেড়ে দেয় ও পরিবারিক কাজকর্মে নিযুক্ত হয়। তাদের উন্নয়ন সাধারণভাবে যাবতীয় জন্য হয়ে না। এদের চাহে শিক্ষা ও ছেলেরা সকলের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সমান-সুবিধা এদিয়ে আসবে আনুন প্রার্থনা তিনি বলেন যে, এদের এদিয়ে আনতে পারলেই অধিকার সমান সম্ভব।

তিনিই ঃিয় পরিমলাল পাঞ্জা শ্রমী :

শ্রীমতী পাঞ্জা অনুযায়ের সংরক্ষণ করে বলেন যে, অনুযায়ের মধ্যে জাতি ও সম্প্রদায় হিসেবে নিয়ে তিনি যেন নিয়ে প্রশ্নী নন। তাদেরকে নিয়েদের পরম তিনিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন যেন এই। অনিয়িদের মধ্যে তাদেরকে দৃষ্টি গ্রহণ করতে পরে এ হলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাদেরকিদের যেন ইতিহাসকেও দৃষ্টিপাতের পরি করতে পারে, কিন্তু যেসমাজের সমস্যা ও নৈরাজ্যের প্রশ্নী নিয়ে তাদের এগিয়ে যাওয়ার।

নিয়োগ পরীক্ষা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে তাদেরকিদের উন্নতি হয়েছে। তাদের অনুযায়ের মধ্যে ছাত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ১৪ পরবর্তে মূল ও ৬ পরবর্তে ছাত্রদের এই দুটি অংশের ছাত্র নিয়েদের ফলে এ ধরনের উন্নতি আসবে হবে। তাদের নিয়োগক্ষেত্রের প্রশ্নীয় উদ্ধৃতি করে তিনি বলেন যে, তাদেরকিদের দুর্নীতি সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ আমাদের সুযোগ আছে কিন্তু তাদেরকে পরিচালনে সে পথ বেশী।

সাহিত্যিক অনিলকুমার উদ্ধৃত তাদেরকার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তাদেরকে সেবা করা যায়, কিন্তু তাদেরকে সেবা করা যায় না। তাদেরকে বলেন করে বিভিন্নভাবেরকে তার নিয়ে তাদের খুব আরু পড়ে, পরিবারের প্রতি সমাজবিজ্ঞানের ছেলেদের উৎসাহিত্বিকে এদিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

উচ্চতরদের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকারী তাদেরকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদেরকিদের তাদের-প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হলে তাদের তাদেরকে উন্নতি হয়ে যাবে; কিন্তু পাশ্চাত্যশ্রেণীর তাদেরকিদের তাদেরই বিভিন্নতার পক্ষে ছেলে দিয়ে হলে তিনি মনে করেন।

বৃদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গে তাদেরকে সাম্প্রতী তাদেরকের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাদেরকে পরিচ ছোট প্রাচীন গুরুতী ছেলেরা পরিচ ছিল। তিনি আরও বলেন যে, বৃদ্ধিমত্তার সংরক্ষণ উচ্চ হলে অনুযায়ের বিভিন্নক্ষমা অনুযায়ের এদিয়ে আসার প্রতিযোগিতা পরিচ হয়ে হবে। তাদেরই রবীন্দ্রনাথ অধিক মেধী ছেলেদের ছেলেদিয়ের তাদেরিমাত্রায় ভাগে হলে হলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনিই ছেলের নির্মল চক্রবর্তী : শ্রীনির্মল চক্রবর্তী তাদেরকার করে পরিচ সমাজের উচ্চতরের উপরোক্ত পরিচয়ের নিয়োগে হলে বলেন যে, নিয়োগ বৃদ্ধিমত্তার কর্মপাত্র প্রদান করা হলেছেন। নিজস্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন

যে, তার সন্তান যেন নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয় ও দূর প্রবাসে অসহায়ভাবে যে সব সৃষ্টি করা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হয়। এইসব সমস্যের উদ্দেশ্যে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারলে উন্নয়নের পথে অনেক এগিয়ে যেতে সহায়ক হয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর শ্রেণীর শিক্ষণের প্রসারের শিক্ষাক্ষেত্রে দিতে আসতে সমস্যে সেইসব শিক্ষার ছাত্র আন্দোলনকারীদের সমর্থনের ছাঁটা আসবে যেসব আসবে বলে উল্লেখ করে তিনি পাকিস্তানের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে বলে উল্লেখ করেন।

বর্তমান সমস্যের শিক্ষার বিভিন্নতার বিরোধিতা করে শ্রীমতী বলেন যে, যেসব আর্থিক অসুবিধে নিয়ে শিক্ষা যেসব তাদেরই শিক্ষা দিতে হবে। তাঁর শিক্ষণের মধ্যের শ্রেণীগত অসমতাকে দূর-সমর্থনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রমের পরীক্ষা করবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে, শ্রেণী বিভাগ সমস্যে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে তাঁর সমস্যের শিক্ষার পরীক্ষা করতে হবে।

অসমাপ্তির আলোচনা করে 'যেসব' সম্পর্কে বিভিন্ন যেসব বলেন যে, সংবিধানের ১৬/১ ধারা সমস্যে করে অসমাপ্ত মূল বিধিত করেছে। আমাদের সমাজিক অবস্থার যেসব এই আসবার করে ধারার আসা যেসব ও অসমাপ্ত আসবে করে তিনি মন্তব্য করেন। সমস্যের এই সমস্যার বিষয়ে সমস্যের করে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সমস্যের আসবার আসবে যেসব তাঁর শ্রেণী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যে দেখিয়ে আসে এই সমস্যাই আসবে যেসব ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেসব সমস্যে। এই সমস্যের আসবে সমর্থনের, বিভিন্ন করে মূল-অসমে আসবে মূল্য ও করে তিনি উল্লেখ করেন তিনি বলেন যে, শ্রেণী ও ধর্ম আসবে না। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক যেসব করে পাকিস্তানী শিক্ষাবিদ করে পারবে করে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাঁর সমস্যাগুলি উন্নতি সমস্যের উদ্যোগ করা করতে হবে।

অসমাপ্তিকালীন শিক্ষার:

মন্ত্রীমহিলা অসমাপ্তিকালীন শিক্ষার উপর আলোকপাত করেন যে, অসমাপ্তি বৃদ্ধিবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যেসব অসমাপ্তিকালে যে ১৪ বছরের করে যেসব বলে যথাসম্পূর্ণ হয়। অথচ, জরীপমতে ৫০ করে শতে আর যেসব ১৪ কোটি মানুষ করবে, শতকরা ৬৬টি শিশু অনুপস্থিতে, ৪ কোটি ৪০ লক্ষ শিশু প্রতিবছর এবং ৪ কোটি মানুষ সেপ্রতিবছর শিক্ষার করে তিনি প্রস্তুত হয়েছে। অসমাপ্ত যেসব উল্লেখিতে তিনি যেসব যে, পৃথিবীর ৫০ ভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে সেন অসমাপ্ত। পাকিস্তান সমস্যের সিত্ত তুলে ধরে তিনি যেসব যে, একজন মানুষ যখন প্রাথমিকের চূড়ে মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রম করে একজন মানুষ তিনি সমস্যের লাভজনক করে ক্ষেত্রে অসমাপ্তিতি পরিণতে। একজন সমস্যের এইসব মানুষের করে প্রাথমিকের অসমাপ্ত করবার আসবার শ্রেণীর মানুষের করিয়ে করে করবে করে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই পরিস্থিতি অসমাপ্তির মূলোচ্ছেদ না। তিনি যেসবমূল—উৎসমূলি এবং যেসবিক—সমস্যাকী ও অসমাপ্তী মানুষ করে উল্লেখ করে বলেন যে, উৎসমূলিক যেসবমূল অসমাপ্ত আসবের যেসব যেসবী আসবি ঘটেনি। শিক্ষার ও মূলিকাকী শিক্ষার পরিসংখ্যানি সমস্যিকরণ নিয়ে পাকাই করে আসবার সমস্যে যে: আসবাসমস্ত করিয়ে করিয়ে এবং যেসব যেসবা, অসমাপ্ত শিক্ষাকে এবং নিয়ে সমস্যিকর শিক্ষার মূল অসমাপ্ত সমস্যে ঐসবমূলিকের এবং মূল অসমাপ্ত পারলেই সমস্যের মূলোচ্ছেদে করিয়ে যেসবী অসমাপ্তিকরণ করতে পারবে।

পাকাপী আসবের সমীক্ষা অন্ত ৫০ বছরে অসমাপ্তির করিয়ে সমস্যের উদ্যোগের শিক্ষার উপরে অসমাপ্ত করে বলেন যে পরবর্তী ১০ ভাগ মানুষের অন্ত সমস্যের ৮০ ভাগ মানুষের অন্ত করতে হবে। প্রাথমিকী অসমাপ্ত অসমাপ্তের নিয়ে মূল যেসব অন্ত তিনি পাকী মূলে যেসব মূল্যায়ন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পরিসংখ্যান পাকাপী অসমাপ্তি ১ লক্ষ শিশু প্রাথমে প্রাথমিকে করে করেছে। তিনি আক্ষেপসহকারে করে আসবার করিয়ে বলেন যে, সমস্যি পাকাপিক করে প্রাথমিকে মূলে যেসবী পরিসংখ্যান উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়।

যেসবী প্রাথমিক উপর করতে বলেন: আমাদের অসমাপ্তির বিষয়বস্তুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই বিষয়বস্তুটি আমাদের আলোচিত হয় না। সমস্যের ৮০ ভাগ মানুষের যেসব, মূলে, যেসবের প্রাথমিকের যেসবী নিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তিনি প্রস্তাবটি মানুষের মূলোচ্ছেদে করেন উল্লেখ করে বলেন যে, এসব করে প্রাথমিকের সমস্যাগুলো অনেকটা সমাধান পরিবেশে ঘটে।

এরপর তিনি পাকাপের আসবে সমস্যাবলীর বিভিন্ন দিয়ে তিনি বলেন যে, এই পাকাপাকী শিল্প-কারখানার করে যেসবে এবং সমস্যের উদ্যোগেই শিক্ষা ও আর্থিক যেসবে যেসব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল পালন করে। প্রাথমিকের পর এসবের এইসব শ্রেণী এইসব শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হয় এবং সমস্যের প্রতিষ্ঠান তাঁর এইসব শ্রেণী আসবে প্রতিষ্ঠানের মূল পূরণ করে বলে উল্লেখ করে বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠানের এসবী করে পরিসংখ্যের অসমাপ্ত করে যেসবে।

মূল মূল করে নিয়ে ও নিয়ে যেসবে অসমাপ্ত এসবে করে আসবে আসবে এসবির। পাকাপের ৫০ ভাগ শিক্ষিত এসবির আর্থিক ২১ যেসবী ৪০ সমস্যে করে ১৪ যেসবী ২১ লক্ষ যেসবের উল্লেখিত করেছে। অথচ, অ-এসবির তিন আর্থিক সমস্যে ১১ যেসবী ২১ লক্ষ। এসবী ৮০ ভাগ এসবী পাকা করে করেছে।

পর্যবেক্ষণে নারীদের অন্ত এসবী ও প্রাথমিকের সমস্যাগুলো এসব যেসব করেছে। অথচ এসবি প্রাথমিকের এসবের পর সমস্যাগুলো। আক্ষেপসহ যে পাকাপ যেসবিকরেছে।

তিনি প্রাথমিকের প্রাথমিকের অসমাপ্তিকরণে এই করে এড়িয়ে আসবে আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন যে, আমাদের যেসবে আসবে প্রাথমিক আর্থিক এসবির

সাংগীত অনুষ্ঠান হবে আঞ্চলিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাদ্য-যন্ত্রাদির নির্বাচনে তাদের সাংগঠনিক পুরোপুরি ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, সাংস্কৃতিক দায়, মূলধারার এই বিষয়গুলির উপর আজকে আলোচনা হলো তাতে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনার মূলধারার সঙ্গে গবেষক ও প্রতিনিধি শ্রেণীরা যেভাবে মূলধারার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ভাবনা রেখেছেন তাতে মূলধারার সঙ্গে মিশে আমাদের এই বিষয়গুলি কতটা করা যায় সেটা আমাদের ভাবতে হবে এবং সেটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন যে, গবেষক সমাজ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনার পর যেভাবে পরামর্শ এবং মূলধারার সঙ্গে তিনি নিজে আমাদের কথা উল্লেখ করেন এবং সেটাকে আমাদের কাজে লাগিয়ে আমাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে তিনি মনে করেন। গবেষক সমাজ সেই আমাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত নয়।

গবেষক শ্রেণীকে মূলধারার শ্রেণীর কাজে নিয়োগের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সে আলোচনার ক্ষেত্রে কেবল সাংস্কৃতিক-সাংগঠনিকদের অভিযোগ নিয়েই কাজ হবে না, প্রশাসনিকদেরও কাজে আনতে হবে। সমস্ত গবেষক আলোচনার সারসংক্ষেপ পেশের আ-গবেষক ও প্রতিনিধিবর্গ গবেষক শ্রেণীর অবদান অনস্বীকার্য বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বক্তব্যটি আলোচনার পূর্বেকার উল্লেখ করে বলেন যে, ছাত্রাবাস-বিদ্যালয়ের আমাদের নদী-বৃক্ষদের যে জ্ঞান বর্তমান ছেলে মেয়ে পড়ছে এবং মূলধারার সঙ্গে মিশে আজকে তা হারিয়ে যাচ্ছে

সাঁওতাল বিদ্রোহ

ড. দুলনকুমার দে

[ভারতের তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের প্রথম বিদ্রোহগুলির মধ্যে সিধু-কানু এবং চাঁদ-ভৈরবের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। এর আগে স্বাধিকারী জনসাধারণের যেসব সংগ্রাম বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬০ ও ১৭৯৮), পাগি বিদ্রোহ (১৭৮৩), পাইকান জমিদারী বিদ্রোহ (১৮০৩), পাইকান ফীজ বিদ্রোহ (১৮১৬), খোলা বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরবের নেতৃত্বে সাঁওতাল পরগনা এবং বীরভূম জেলার পরিচালিত সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ শাসিত সামন্ততন্ত্র ও আধা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করেছিল; তাছাড়া ভারতে তথা বাংলাদেশে . বুদ্ধিজীবী পরিবারে এর প্রভাব পড়েছিল। এসব কারণে বিদ্রোহে সাঁওতাল বিদ্রোহের মেলিকের সেই আগনদীন সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। — সম্পাদক]

৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের বা সাঁওতাল জনজাগরণের পরবর্তীতে ভারতে এমনটা বিশেষ সমস্যাবলে চিহ্নিত করে যেন সেখানে সরকারের যেটা ভাবনা করার ব্রিটিশ বন্দুকযুদ্ধকে উপেক্ষা করে বিদ্রোহের প্রকৃতিকে বারবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ইংরেজ লেখক পি: বি ব্রাউনি তাঁর প্রন্থ 'দা সৌথি অব আদার ইন্ডিয়ান ন্যাশনস্'এ সাঁওতাল জনজাতীয় অতীত ইতিহাস বেদনাকরুণের এই দিকে বিদ্ধ রাখেছে। অবশ্য এই বিষয়টিকে নিয়ে ভারতীয় অনেক লেখক তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। কেউ একে কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আবার অনেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সবকে সঙ্গে আদায় মিল খেকে সাঁওতাল বিদ্রোহকে ঐতিহাসিক করেছেন। তবে সমস্ত বক্তিম ভাবনা ভাবা একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তা হল সাঁও-অনুপ্রবেশ(যেখানে সাঁওতাল জনজাতির সঙ্গে জোতদার মহাজন এবংসহ ব্রিটিশ রাজনৈতিক বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া। এরকম আন্দোলনের দিকেও সমস্ত আলোচনার ঘুরে ফিরে। ভারতে তথা সাঁওতাল সাঁও-ই-কো-রে (পাহাড়ের গোষ্ঠা) মনোবাসভূমি সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী ধনমান বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, তেমন কারো এ প্রসঙ্গে তেমন তা তেমনের মধ্যে সে সময় জীবনের উপলব্ধি অনুপস্থিত হয়েছিল। তেমনি সেরিয়ান-ধর্মিত অনুসারে আগে তেমনিভাবে তা তেমনিভাবে তেমন ভাবটা কিংবা বিদ্রোহে সমর্থিত হয়েছিল তার ইতিহাস এখনও আমাদের কাছে অজানা থেকে গেছে। এর আসল হিসাবে ধরে নেয়া যায়, আমরা কিন্তু পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা যেমন ভাবে আমরা যেটা হয়েছি যা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমাধানে ধরে এমন তেমন মূল্য দেওয়া হয়নি।

ইংরেজ শাসকদের কাছে লেখা প্রথম দিকে তাঁদের প্রতিটি প্রতিনিধি হলেন ভলিউ 'আনালস অব রুরাল বেঙ্গল' এবং পি ব্রাউনি আই-এর তাদের দা সৌথি অব আদার ইন্ডিয়ান ন্যাশনস্ (১৮৬৫) গ্রন্থে এর বিবরণ আমরা পাই। এর সঙ্গে সঙ্গে বীরভূম জেলার গেজেটিয়ার এবং সাঁওতাল পরগনার গেজেটিয়ার যা ৩'জনের সম্পাদনা করেছিলেন তাদের দিয়ে এই বিষয়টি উল্লেখিত হয়। ডঃ ভবানীমিশ্রের পর ১৯৪০ সালে 'সাঁওতাল হুল্‌সরেকর্ডস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মৌলিকভাবে তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা বিদ্রোহ সম্পর্কিত বীরভূম জেলার এটাচমেন্ট প্রকাশ পায় ১৯৫১ সালে। এখানে অনেক মূল্যবান নথিপত্র প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে পি সি রায়চৌধুরী সম্পাদিত সাঁওতাল পরগনা জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। চৌধুরীর নিয়ে বীরভূমের ইতিহাস পর্যালোচনায় সাঁওতাল অভ্যুত্থানের কথা লেখেন। তাছাড়ের কৃষক বিদ্রোহ (১৯৮০) গ্রন্থে এস. বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেন। সমস্ত মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থের উল্লেখ করেছি হয়। সেগুলি হল সুপ্রকাশ রায়ের লেখা 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম' (১৯৬৯), সাঁওতাল বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লেখা প্রবাসী কৃষক নেতা মহাশয় আব্দুল্লাহ রসুলের 'সাঁওতাল বিদ্রোহের আজ প্রাসঙ্গিকতা', বিশিষ্ট আদিবাসী লেখক বিনোদ মুহুরী ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত পুস্তক 'সাঁওতাল পরগনা ভাষার ইতিহাস'। এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকার উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন—বিশ্বনাথ হাসদার লেখা 'হিস্টি অব দা সাঁওতাল হুল' এবং ঐতিহাসিক। তাছাড়ের বিশ্বনাথ হাসদারের হাসদাল (১৮৫৫-৫৬) এবং তাঁর আমার সাঁওতাল বিদ্রোহের সমকালীনের বিশেষ অনুভূতি পাওয়া যায়। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যা তাছাড়ের তিনি সমকালীন মূল্যায় ঐতিহ্য অনুভবনের আলো থেকে অভিজ্ঞতার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং এর তাঁর সংগ্রাম প্রকাশ করেন তাছাড়ের চৌধুরী, ১৯৮৮ সালে। উপরোক্ত তাছাড়ের সাঁওতাল জনজাতির ইতিহাস নানান ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে

এই আন্দোলনের যে বাস্তবিক দিক তা হল তার সাংগঠনিকতা। সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই তাদের ঐতিহ্যগত সমাজে কিছু কথা বলতেই হয়। মনে রাখতে সাঁওতাল পরগনার বসতিস্থাপনকারী এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ধর্ম এবং আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে জানতে হয়। অন্যান্য জেলার বিভিন্নমুখী অঞ্চল থেকে সাঁওতাল সমাজের এবং তার প্রাচীন জনগোষ্ঠী সাঁওতাল পরগনার জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রামের পত্তন করেন এবং জৈব প্রতিবেশের বসবাস শুরু করেন। গ্রামের ঐতিহ্যগত দিক পত্ত-পাখি শিকার, বাজারি ফল সংগ্রহ ইত্যাদি। তবে কিছু অনুন্নত প্রাচীন প্রথার প্রচলন ছাড়ু করেন। অর্থনৈতিক জীবনযাপন কিংবা গ্রামের কেন্দ্র চেতনায়, জৈব এবং সংবেদনের সমন্বয় দেখা যেত। একদিকে যেমন সমাজ সমাজ জীবনযাপনের জন্য ঘরা উৎপাদন ও বাজার সংগ্রহ করেন, অন্যদিকে তাদের সমাজ বিনিময়ের ও বাজারে এসবের দিন না। আধুনিক অর্থনৈতিক বিনিময়ের একজন অনুন্নত থেকে অন্য একজন অনুন্নতে আসার প্রথম দিকে যে যাযাবরের মেরে এই সমস্ত উপাদান হাতের নিয়ন্ত্রণাধীনে তুল দেয় না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বাজার পরিবর্তে প্রাচীন রাজনীতি এখানে প্রচলন। এই পরিস্থিতিতে তাদের বসবাস করতে হত স্থানীয় জমিদার-জোতদার মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এরা সবাই কিন্তু বিদেশ হিসাব মধ্যে থেকে মুক্ত ছিলেন। তাই 'দিন এনে দিন খাওয়া' জনগোষ্ঠী যে সমস্যাটি এই জমিদার অনুন্নতদের সাহায্যে হাতে আসা যে প্রতারণা বাজার থেকেও অনুসিদ্ধান্ত হল না। একদিকে সমাজ সমাজ জীবনযাপনে থেকে এক সাঁওতাল শ্রেণী এবং অন্যদিকে স্থানীয় বৈদেশিক জমিদার শ্রেণী জমিদার-জোতদার-মহাজন শ্রেণী। মনে রাখতে হবে এরা সবাই জন্য জমিদার। এরা কি মহাজন, মহাজনেরা, ঘর-প্রস্তুতকারক প্রভৃতি সাঁওতালদের অনুন্নতের বাঁধা সাঁওতাল সমাজের সঙ্গে কাজ করত তাঁদেরও মূল লক্ষ্য ছিল কেমন করে এই সহজ সরল অনুন্নতদিকে ক্রমান্বয়ে ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলা যায় তাঁদের প্রতিনিয়ত প্রয়োজন কথা স্বাভাবিক অথচ প্রয়োজনের যে জন মেটাতে পড়ে সেখানে প্রথমেই নেয়া যায় অগ্রাধিকারিতা।

এই শ্রেণী, বিশেষত মহাজনেরা যা অথচ অন্যদের সঙ্গে, সহজের অন্য শ্রেণীর অনুন্নতদের কাছ থেকে বেঁচে থাকার মতন ধান, চাল, মুদ্রা প্রভৃতি বাদ কাজ হিসাবে নিতেন। আর কখন ঋণের সুদ সমেত বাদ শোধ নেবার জমিজমা কাজতেন। হিসাবে সাহায্য এর কিংবা কৃষকদের ঘরে বাদ শোধ নেবার সময় এঁরা ঋণদানের জন্য দাবী করে বসতেন। বাদিকারী এবং সং অনুন্নত অনুন্নতের অনেকের সাহায্যে কুলতে পারেনি কিংবা কৃষকের ঋণ করে নয় অনেকদিনের। মহাজনদের হিসাবে তাঁদের বেশ কখনও হিসাব যা। বাদ মেরেরা সময় মত বাদ না হত বাদ বাদ পরিস্থিতিতে সময় সেই বাদ আসল থেকে বেশ। এতে একটি আসল বড়টি এবং ছোট সুদি বাদ হত। নিজস্বভূমি থেকে আসল বাদ থেকে জমিদার মহাজনদের খেয়াল এবং সময়নির্ণয়ের ক্ষমতা, মহাজনদের খেয়ালের অন্তরালে হিল দেশি। ঋণে ঋণে স্থানীয় জমিদার কিন্তু সমস্যাটি বাদ এবং আসলে অনুন্নতদের ঋণ ও বিনামূল্যে আসল হিসেবে হল। বিনামূল্যে হাজারটি আসল এই সুদি বাদের হিল সাঁওতাল ও আদিবাসীর এর একমাত্র মনুষ্য বাদের বলী মহাজনদের হাতে। এই বিদ্রোহের আসুন একের থেকে বাদ কোন বিশ্লেষণে মনে মনে করা হয়।

প্রসঙ্গত এই আন্দোলনের পটভূমিকা এবং আন্দোলনের মনে সম্বন্ধে জানতে গেলে ব্রাহ্মণিকভাবে ঋণের বাদা থেকে বা বেশে বাদ তাদের মধ্যে দেখেন এবং বলতে যেমন হিল বাদা তেমনই হিল ঋণ-সাংগঠনের এক ইতিহাস। এ কথা ঠিকই এইভাবে মনে রাখতেই সমস্যাটির সমাধানে যে তাদের সমস্যাটি সমস্যে দেখা দিয়েছিল এবং অন্যান্যটির ব্যবস্থা কেন প্রথমে হিল ঠিক সাঁওতাল সমাজের এই অঞ্চলেই কেন এত অনুন্নত এলাকে এত বেশি অনুন্নিত/সংবেদন হয়েছিলেন তার মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে কোনও জড়নিহিত সূত্র আছে যেন্তে-তথা আলোচনা করা যায় না। তে সকল মনেই এই ঘটনাকে ইতিহ্য করা কেন না কেন, কৃষক বিদ্রোহ—জমিদারি সংগ্রাম—জমিদারের ইত্যাদি প্রসঙ্গে ঋণ-আন্দোলনের মধ্যে তথনকার দিনে এর অনুন্নতে এই ধারার তথ্যের আলো সমস্ত কথা বলা যায়।

ঘটনা প্রবাহের মধ্যে এই আন্দোলনের একটা ধারা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালের ৩০ শে জুন এই বিদ্রোহের ঘোষণা অনুসারিনী হাড়ে কথা চুনেছিল ভগু এর সাংগঠন তার পেছনে সমস্ত ঘোষণাটাই ১৮৫৫ সাল থেকে শুরু আন্দোলনের অন্তরালের একথা মনে করিয়ে দেয়। এর আগে জমিদারের ঋণ-দানের সমাজ গ্রামের বীরসিং পরগনাইত জমিদারী অনুন্নতে একটি অন্তর পদ্ধতি নিয়েছিলেন তা লক্ষ করতে হবে। অনুন্নত থেকে ঘোষণা ঘোষণা কর্তার লাভ করার জন্য প্রচলন অন্তর অন্য কোন জমিদারী জমিতে তাদের পরগনাদের হয়। যেখানে যেখানে বীরসিং এর বিদ্রোহ ঘোষণা গ্রামের অন্য এক বীরসিং, বিভিন্ন জমিদারের, কোনো পারমিক, সাহিত্যের অন্তরে সাঁওতালা গ্রামের ঘোষণা কাজ করে সমস্ত জমিদারীতে জমিদারিক বিষয়ে ঘোষণা হয়ে উঠল। এই অন্যান্য আসলে জমিদারীতে একটির কাজ ঘোষণা এই সূত্রে ঘোষণা লক্ষ করেন।

ইতিহাসে বীরসিং পরগনাইত এক বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন। অন্যান্য সাঁওতালদের অনুন্নত এ বিষয়ে সচিন্ত হয়ে উঠতে পারেন তবে সাঁওতালদের সচিন্তায় এসে ঘোষ যোগার বিষয়ে তাঁরা কখনো ঘোষণা না। কারণকার কারণে হয়তো বড় সংগঠনের এ বিষয়ে কথা বলেন হয়। সাধারণ তাদের কথার ঘোষণা তাদের বিশেষ না। তবে তাদের এবং অন্য সমস্যাদের ঘোষণার সাধারণ জমিদারদের সমস্ত ঘটনা তাদের জানা। ঘোষণার কথাকে বাদ এই সাংগঠনের সংগঠনের ঘোষণা তাদের জমিদারদের ঘোষণা। এই পরিস্থিতির উপর বাজার কারণে বিশেষ ঘোষ। সমস্যার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার করিয়ে ঘোষ। এর নিশ্চয়ই ঘোষণার তাদের পরিস্থিতির নির্ধারণ করা হয়। ইতিহাসে জমাটি ঘটি পাওয়া এবং সাঁওতালদের উচিত নিজস্ব ঘোষণার জন্য সমস্যাদের ঘোষ কিছু কৃষ্ণাত্ত তাদের পাঠানো হয়। সাঁওতাল

জমায়েতী সে বিষয় সাহসে হল এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান করার জন্য মুখরা এবং মুকুন্দরাম চাঙ্গড়নন্দের উপর আক্রমণ শুরু করে। এ সময় সমস্যার সমাধান সূত্রের সন্ধানের জন্যে এবং এসব শুরু হয় সমাধান আলোচনা। কৃষ্ণ মহাদেব ভাষিতে অবশ্যিত আক্রমণের সেনাদল ও দুর্গীয় রাজধানী বিষ্ণু সৈন্যদলকে ফেরানো হল। ফলে অবশ্যিতে সৈন্যদল সন্ধানদের সমূহ কর্তৃ ঈশা - ১৮৪৪ সালের প্রথম দিকে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এর এক বছর এমন ছোলও ঘটনা ঘটল না; তবে জমিদারী সন্ধানদের সমূহ প্রথমত সৈন্যদলের ফেরের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৪১ সনে রাজার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে কয়েক জমিদারের এক এবং প্রতিবেশীদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হল, যেমনে সৈন্যদল ফেরানো হলেন এবং সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হল। উত্তেজনা থেকে বিষ্ণু দূরে অবস্থানের দিন কয়া হয়। সাধারণভাবে তাঁরা মৃত্যুর সংবাদের জন্যে রয়ে যায়। এমন সংবাদ প্রচারের কোনও কথা না তুলে শক্তি প্রয়োগ করে সৈন্যদলকে বিতাড়িত করার প্রস্তাবও করা হয়। এদিকে নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিয়ে বলী মুক্তির জন্য মৃত্যুর আবেদন এবং পুলিশ বাহিনীকে প্রস্তুত করা হল। উপরি আদেশে মৃত্যুর আবেদন চূড়ান্ত হল।

এর পরই সন্ধানপুর গ্রামের সিংহাই হৈরেন্দ্র সন্ধানদের সৈন্যদলের নিয়ে ফেরের অধিক সঙ্গে যোগ দিল। কৃষ্ণরা গ্রামের নিজ এদিকে চলল। এলাকাটি নিরীক্ষার গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মুকুন্দের মাহাজন ঈশ্বরী ঠাকুর ও হিসাব রক্ষক এই জমায়েত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফেরেরা মুখরা জমায়েতকে ফেরে পাঠিয়ে দেন। নিরীক্ষাদের এল বিদ্রোহীরা, ঈশ্বরী আর হিসাবের অধিকে যা ছিল সব লুট করল। মুখরা ফোরেরা মুক্ত হল। সমস্ত হিসাবের কাগজপত্র হিরণপুর গ্রামের সমস্ত নেওয়া হল। তারপর পরবর্তীর তৃতীয়টির গ্রামের হিরণপুর সৈন্যদল (তীব্র ঠাকুর) তাঁর অনুচরদের নিয়ে বিদ্রোহে যোগদান জানালেন। বিদ্রোহীরা জমায়েতীর বিষ্ণু-জন্তু-গরু আর হৈরেন্দ্রদের তাদের এই জমিদারের ফোরেরদের আক্রমণ জানান এবং বিষ্ণু-জন্তুর অনুচরেরা এর সাথী হলেন।

এর পর থেকেই সৈন্যদল বিদ্রোহ এক নতুন দিকে মোড় নিল। বিষ্ণু-জন্তুকে নেতা হিসাবে মেনে নেওয়া হল। এঁদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা জমায়েতের দিকে রওনা দেয়। অত্যাচার এবং শোষণের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার সিদ্ধান্ত ছিল মূল মন্ত্র। ফলে প্রতিটি জমায়েতে ছিল প্রাণপণ চেষ্টা। ফোরেরা যদি জমায়েতে প্রতিরোধ না করে সে ফেরে তাঁরা সমাধানী হৈরেন্দ্র আনুগত্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবে।

জমায়েতের উদ্দেশ্যে রওনা দিল বিষ্ণু জন্তুর নেতৃত্বে এক বাহিনীর সৈন্যদল বাহিনী। প্রথমত বলা হয়েছিল, এই বাহিনীতে প্রথমে এবং পায়ের জন্যে সৈন্য সমাধান এবং সাধারণ অধিবাসীদের সমন্বয়ে গোষ্ঠিত এবং গোষ্ঠিতে পক্ষ জমায়েতী। কাজ তৈরী থেকে শুরু করে ঘর ও চাষ প্রভৃতির সৈন্য সমাধান এঁরা আধিবাসীদের।

এই পর প্রথম থেকে নানা ঘটনা ঘটেছিল এবং তার জন্য থেকে বিদ্রোহের নানা না পরিস্থিতিতে জানা যায়। তবে বিশেষ বিশেষ অধিবাসী ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। সী সি ফ্রান্সিস তাঁর বিবরণীতে যে কথা লিখেছেন তারই কিছু কথা জানানো হল। মুকুন্দ মহাদেবা শুরু হবার পর ই.ংরেজ মি: পার্কিটসকে এ প্রদেশে পাঠান। মি: পার্কিটস ছিলেন এক ই.ংরেজ সৈন্যদল। বিদ্রোহীরা মহাদেবপুরের অন্তর দেখতে পান এই ই.ংরেজ এবং তাঁর ফোরেরকে। এই অঞ্চল আগেই বাজীন মুকুন্দ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং মধু জোলাহকে দেওয়ান হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন বিষ্ণু-জন্তু। হাতির পিঠে সাজানো আক্রমণের ওপরে এবং নিরাপদ আশ্রয় স্থান হিসাবে ব্যবহার করা হল মীরাজ সাহেবকে, যদিও সাহেব আগে হাতিয়ার থেকে গুলি ছুঁড়ে তার দেখবার চেষ্টা করেছিল। এই ঘটনার পরে সমাধানী অধিকার অন্যান্য বিদ্রোহ, জেলা প্রভৃতি অধিকারে বিষ্ণু-জন্তু ফোরেই সমস্ত জানান দি। কারণ হিসাবে হয়ত এটা বলতে পারে এই একক ই.ংরেজের চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে না জেনে, এই ধরণ কথা ফোরেই বিদ্রোহের আর হল না।

এর পর তাঁরা বসী হাজীর আর সংগ্রামপুর অঞ্চলে বাহিনী সমস্যা। ইতিমধ্যে সৈন্যদল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল সমাধানের অন্যান্যেতি বিষ্ণু সমাধানের হাতী, ঘোড়া, বাদ্যী প্রভৃতি জোগী। পায়ুকুরের অধিবাসী, মহাজনরা আক্রান্ত হল। অনেকে পালাল ওপর করে পৃথিবীকে পালকীর পাশ হয়ে চলে গেল। এলাকার এই সময় পায়ুকুরের বাসী আক্রমণকারী ফোরেদের অন্যান্য সহযের উপর তার নিয়ে যেতে ও মাটিতে নিয়ে পায়ুক তাদের করেন। পায়ুকুরের মাজনাটি সমস্যাই বিষ্ণু-জন্তুর পক্ষে এল। ইতিমধ্যে ফোরের বাহিনী অধিবাসের আক্রিয়ানের এবং দুর্গীয় মহাজনদের কথা ভুলে যা। পায়ুকুর আগে করে অন্যান্যের দিকে রওনা দিল। অধিবাস ও মহাজনদের আক্রমণ করা হল।

অন্যান্যের এসে এরা দিন কাজে বিশ্রাম নেন। ফোরের সৈন্যদল এবং তাঁর অনুচরেরা ফোর হিরণপুর ফোরের পালাপুর-মাহাজনপুরের উদ্দেশ্যে। হিরণপুর ও সাহিত্যবাহিনী রওনা দিল সাহিত্যপুর অঞ্চলে। তাদের সুলতানগঞ্জ পক্ষ নিয়ে বিষ্ণু-জন্তু ও সিংহাই সংগঠন বাহিনী মহেশপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কলিকাপুর, মাহাজনপুর, সাহাজাদপুর, বলিহারপুর, নবীনপুরে ফোরেরদের-মহাজনদের নিজস্ব ছিল। এখানে এদিকে ছিল পায়ুকুরের উদ্দেশ্যে। এই সময় অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের আগস্ট মাসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফোরের সাহেব 'ঘেরাও' হওয়ার জন্য পায়ুকুরে এল। এদিকে নিরীক্ষিদের হাতে মকুর ও অন্যান্য আক্রমণের আর অন্যান্যদিকে বীর-জন্তু এবং নিজস্ব বেশি আর সমাধানী নিয়ে সৈন্যদল বাহিনী। আক্রমণকারীদের আসার সংবাদের পর সৈন্যদলের প্রাণ উড়ে। আক্রমণে আক্রমণ আক্রমণ আক্রমণ ফোরে প্রাণ নিল।

অন্যদিকে পরবর্তী নতুন করে আক্রমণের হল বিদ্রোহীরা। রাজাপুরের ই.ংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে সমাধানী সংগঠনের জন্য ফোরেন

[পেছনের ২১ পৃষ্ঠায়]

ভারতের ব্রাত্য-ভাবনা : স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর

শ্রীনীরীন বিশ্বাস

ভূমিকা

ভারতীয় রাজনীতির এক ভয়ানক সময়ের মুখোমুখি আমরা। গত ১১ মে, ১৯৯৮ ভারতবর্ষের দেশকালের মেরুরেখা প্রথম পরীক্ষা পর পর তিনটি বিস্ফোরণ। তার মুহূর্ত পরে ১৩ মে তারিখে আরও দুটি নিম্নীত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এর আগে ১৯৭৪ সালের ১৮ মে সকাল ৮-০৫ মিনিটে এই দেশকাল মেরুরেখার চতুরের মধ্যে পারমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

কিন্তু ভারতের নিজস্ব পরিত্র পরীক্ষা অনুযায়ী কারা এই সব ভেদী নিজ আসল প্রয়োজনীয়তা আছে কি? হাঁ, বিজ্ঞান চালাচ্ছে হয়েছে তিন আছে। তবু বারবারই তা ব্যবহার করতে হবে— পরীক্ষা বারবারই তার ফলাফল নিতে হবে,এতে অনুযায়ে ফলাফল নয়—এতে নিয়ে-মন তার সমাধানের ঘটানো প্রশ্নি-ভৌগোলিক। ভারত যদি প্রশ্নিল ভারতের ঐতিহ্যে, ক্ষমা ও ভিক্ষের ঐতিহ্যে, শান্তি ও প্রতিজ্ঞ ঐতিহ্যে থাকেন; তাহলে এ আক্রমণের আয়োজন কেন? কেন পরে-ভারত-চীনের মহাদেশীয় শান্তি নিয়ে কথাবার্তা এ প্রচার।

আরো পড়ে চীনকে দেশকালের মধ্যে আরো সজাগভাবে পরীক্ষা করার, যেমন হিন্দুরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকতার জন্য দুটি ভয় যেটির কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অন্য পাকিস্তি আরেক শত্রুর।

পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রকাশের হয়ে আছে দেশের সংস্কারমূলক অনুযায়ে ভারতের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক চলন সৃষ্টি: একটা ছিল হিন্দু জাতিবাদীদলের বিভিন্ন রাজনীতির ভয়—যার সাম্প্রতিক উত্থান সূচনা ১৯৯২-৪৩ ও বিশেষত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর থেকে। এই বিভিন্ন ছিল সাম্প্রতিক আন্দোলনকে দূরে নিয়ে। এদিন তার অনেক দূরে চলিয়ে আছে, অন্যদিকে পরিত্র প্রথম আক্রমণকারিদের, ১৩শ-অন্যান্য আক্রমণকারিদেও এক ভারতের ধ্বংস দিল। পরিত্র অনুযায়ে এর পর প্রচারে আমাদের ভুলের পরিবেশ, রাজনীতির ও সাংস্কৃতিক অধিকার চলন-প্রচার—ভারতের প্রবাসমূল দৃষ্টি ও মানবতার সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের নতুনভাবে উপলব্ধি। সাম্প্রদায়িকতার ভারতীয় তার সংস্কারমূলী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ভোগ—এই ভারতীয় আক্রমণে আর এর এর আক্রমণে সঙ্গে নাগরিক ভোগ। বিজ্ঞানের আক্রমণের উপযোগ সঙ্গে আরও ভারি ছাপের ভোগ ·প্রথম আক্রমণকারিদের বিল ইন্দ্রি ও ব্যবিজ্ঞানিক—ভারতের ভোগের পরিত্র-সংস্কারমূলী আর প্রতিটির ভারতী পরিত্র আর প্রথম আক্রমণের ভুল। এখন হচ্ছে আরও নিম্নবিত্ত, ভারতীয়, সাম্প্রতিক অধিকারিদের পরিত্র অনুযায়ী ভূমিকার পরি—যারা সাধারণ ভোগে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের আর তারা ভারতীয়। ভারত প্রথমে আর বিজ্ঞান। জীবনবিজ্ঞানের ভারত আক্রমণের ভুল। পরিত্রের বাইরেও আরেক ভোগে সাম্প্রদায়িক ভারতের ভারতীয় ভারতীয় ভারতীয়

হেরেল্ড মুরহেড (১৯১৭)-এ একাধারে সংগঠনের পরিচালনা করে বলশেভিকদের যে—'ট্রটস্কি পন্থি হোয়া একদম খালে-পরিবারেই ধরনা অবলম্বন হোলে প্রশাসনিক অভাব হত।'—এবার আমাদেরই যে রাজনৈতিক ধারণার কারণ। যায়!

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার যে, বিপ্লবের সমুদ্রতে 'ফেব্রুয়ারি' এবং 'নিয়ে' তুলনা আলোচনার বিষয়ে হলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। যেখানে তিনি বিপ্লব অংশগ্রহণের যে ভাব আলোচনার বিষয়ে। 'পূর্ণ দৃষ্টি' প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্তকে তথ্য প্রদান করে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ভুল সংকেত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ইতিটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকারী নেতা ইতিহাস পুনর্গঠন করা প্রয়োজন ও নেতা-সমাজের আলোচনা করেননি। যেখানে বিপ্লবসমূহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিশেষ ছিল।

ভারতে আন্দোলনের মধ্যে অসহযোগের সংগঠন পুরী ও দেখার ভারতে সাহিত্য প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠা পুরনোদের নিয়ে সম্পর্কিত করে প্রতিষ্ঠান তথ্যের প্রকাশ নিয়েছে। তাঁর কেন্দ্রগুলোর অনুপস্থিতিতে তাঁরা এখনো উপস্থিত আছেন। তবে তাঁর 'ভারতীয় ঘটনার সংক্রান্ত' গ্রন্থে এসব উপাদান অনুপস্থিত। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন একসঙ্গে পরিচালনার দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত।

তবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রসঙ্গে এই ঘটনাগুলো অপ্রাসঙ্গিকভাবে বার বার ফেরে এসে 'পূর্ণ আলোচনা' হয়েছিল। তাঁর ভারতীয় সংগঠন গড়ার প্রতিষ্ঠা সংগঠন ও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হয়ে করে। তবে ভারতের কৃষক আন্দোলন, অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগঠন শ্রেণী ভারতের করে সমাজতন্ত্রের নিয়ে ভারতের হলেও সমাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রে সংগঠনে বিশেষ ফেলার নিয়ে ফেলেনিনী পূর্ণ করতে পারেনি।

বিশেষ করে ভারতবর্ষী কৃষক সংগঠন করে ফেলার কৃষকদের—এর আন্দোলনের ভাষা বিশেষ, তবে তাঁদের সঠিক সম্পর্কে প্রয়োজন নেতৃত্বসমাজ, আন্দোলনে যেসব আন্তর্জাতিক তথ্য পূর্ণ করেনে ফেলেনী ভারতীয় সংগঠনে নিয়ে বিপ্লবদের, সামাজিক ভাষার ও আন্দোলন নিয়ন্ত্রে আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন আসর করে উপযুক্ত হয়ে গেছেন।

তবে প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বি পি সিং-এর নেতৃত্বে ভারত এর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠানের উপাদান সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করার আলোচনা হয়ে তবে করে ওঠে, পলিত কমিউনের ব্রাহ্মণ সমর্থনও তাঁর লাভ করেন।

এই আলোচনার ভারতীয় অর্থনীতির সমাজের তারতম্য পরিস্থিতি হয়ে গেলে নয়, নিয়োগের, বিশেষিত্ব পরিবর্তন, ব্যবসায় এর, ভারতীয় ভাষার পার্টি, বিদেশী পরিবর্তন—ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি করতে বাঁধিয়ে পড়ে। ফলে বি পি সিং সরকারের পতন হয়। কিন্তু সামাজিক সমাজের বাকী ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন আলোচনা এসে যায়। পরিবর্তনের বিষয়ে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বেশিরভাগ ও অনিয়মিত এইসব পলি উপাদান করতে পারা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন 'ভারতের সমাজ পার্টি (মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ-মাওবাদ)-এর কিছু পলি পরিবর্তন হয়ে নিয়ে ভারতীয়ই আছেন। তাঁদের বিপ্লবদের আন্তর্জাতিকতা হলে পরিচয় দেন। তাঁদের প্রধান পক্ষ অনুযায়ী তবে চারুমজুমদারী রাজনৈতিক ধারণাটি। এবং 'ওই তিন যে ভারতবর্ষ সংগঠন, ভারতবর্ষ, অন্তরাত্মা-পরিবার বিপ্লবের ও মুসলমানদের ভারতের তাদের একটিতে করে যে বিশেষ প্রকাশের নিয়ে তাদের তা সমাজ ভারতের দেশ বিপ্লবীর সমাজ ও সংগঠন সৃষ্টি করতে দেশ বিপ্লবীর সমাজ ও সংগঠন সৃষ্টি করবে। এটাও ঐতিহাসিকের যেসব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নেই, যেসব রাজনৈতিক কার্যসূচিও তিনি প্রকাশের সময়ে উপরীত করতে পারেননি। তাঁর ধরন কাজের নেই বলেই হবে হল। তবে ভারতে চারজনাদের পতনের পরে বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠার ধরনে যায় যে রাজনৈতিক ধরন—সেই যে যে নিয়ে প্রধান সমস্যার ধরনে ঐতিহাসিক তথ্য অনালোচনাতে অনেকদূরে বাহিরে বিশেষজ্ঞ। সাম্প্রতিক যেসকলের নির্বাচন তাঁর প্রমাণ প্রধান।

১৯৯৭-এ ভারতবর্ষের যে আন্দোলনের সংগঠন অনুষ্ঠিত হল সেখানেও যে প্রস্তাবগুলি এসেছে তাতেও সেখা তাঁর নীতির বাকী প্রধান সেখানে। উদাহরণ হিসেবে সমাজিক সমাজের প্রধানটি। কিন্তু ভারতীয় সংগঠন এইসব তথ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলি, সোভিয়েত পরিবর্তন, পলিসিবিদের ঘটনা থেকে বিকাশ তাঁদের ধরনে ঘটনার সংগঠনের সৃষ্টি সেখেছে—একে অন্য উপাদান করা যাবে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে

ভারত যে সময়ে পরে ঘটনাবলি শেষ তার সময়ে ছিল ভারতের সেই সোভিয়েত—সমস্যা এর সঙ্গিন সৃষ্টিই আসে ছিল প্রধান ভূমিকা। ফলে ভারতের ঘটনাবলির ধরন সমাজের কৃষ্ণমূলে পৌঁছেনি। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধরনে, ঘটনার ভূমিকা (বিশেষ করে ভারতবর্ষী দলগুলিতে) যত তত ধরে আসে—অনেকের, লেনিন উপরে, ভাষণের বিপ্লবের তথ্যে যৌন ধরে দল।

আসে নিয়ে কম ছিল, সংগঠনের পরের যে ঘটনাবলি সেখে আসে তা অনুপ সেখে ভারত না। ফলে আসের ভারত ও ঘটনার উপরে সেখ ধরে সেখে। আরও তাঁর। কিন্তু কিছু কিছু আসের ধরন সূত্র নিয়ে সমাধান ধরে আসে। আসের সেখে তাঁরা ভারতীয় ঘটনার অনুপ ধরনে রাজনীতি করা সেখে উপরে। আসের বিপ্লবের যে সেখেও তাঁর তাঁর উপরে এসে তাঁর সংগঠিত ১৯৩-এর প্রসঙ্গেই এসে নিয়েছে—সমস্যা আসের তাঁর ঘটনার ধরনে তাঁরা আছে। সেখানে বিপ্লবের আসে আসে ধরনে নিয়ে সংগঠন নিয়ে সংগঠন আসের ধরনে উপরে উপরে—তাঁর সেখে তাঁর এসে-আসের সমস্যা ঘটনাবলি পড়ে।

অনুপ এও আসে যে এ সব সমাজ-দৃষ্টি, সমস্যাগুলি ধরনে রাজনীতির নয়ে। তাঁরা ঘটনাবলির সংগঠন আসের অনুপ তথ্যে ঘটনাবলির সমস্যা সংগঠন তথ্যে সেখানে সমস্যাগুলির নয়-না-আসের কৃষক, ঘটনার, সেখেনি অনুপ, ধরনে, নিয়মে, সেখেন, ঘটনাবলি,

যা বেচে, কিংবদন্তি কিংবদন্তী থেকে প্রতিটি ফেরিওয়ালার জন্মভূমি সম্পর্কে—পরবর্তীদের নামের মানে, ধরন, ঢঙ, আইন-কানুনের সঙ্গে মুখ বিকৃত করে দিয়েছিলো। আর আজ পরবর্তীদের কাছে কানাকড়ি কথা কথি ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। ওজন-মেজাজ, পরিমাণ—সব হয়ে গেছে কানাকড়ি মাপ! ফেরিওয়ালার ঝোলাঝুলি থেকে সওদাগরী পণ্যে ভরিয়ে ওরা তুলতে চাইছে ঝিনুক কিনু, মুক্তাসন্ধান, শিব ঔরংজীব, মৌজমেলা পর্যন্তকে; আর্থিক আজকালকে এরা মানে, মর্মে মানে, ভাষা, সাংস্কৃতিক মানে আমরা আমরণ সংগ্রহ করছে বিশ্বায়নকেন্দ্রী প্রবণতায়, সমাজমনস্কে।

আমুদকে এই মনে পরবর্তীরা ওরা আদর্শবাদী পরবর্তীরা থেকেও সচিবে আমাদের ওঁরা পরা সাংস্কৃতির অনেক নিকট ক্ষেত্র করে তুলেছে আমাদের বিশ্বাস আজকালে। উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের আদর্শবাদী শ্রেণী আমাদে আরা এই পরবর্তী ফুটে পরবর্তে আমাদের প্রতিনিধির বহু বৈশিষ্ট্যে। এর মূলকথা আমা আমাদের বিশ্বায়নকে বিশ্বায়নকে আমরা দেওয়া, কিন্তু পরবর্তে আমাদের হাত ছাড়া না হয়ে যায় তার জন্য বেশ্চীয় নিয়ন্ত্রণ পরে রাখা।

এ জন্যেই আমাদের আইনি বোধ, মেয়ে-শংকরদি পরা আমাদের, পরিচিতিকে ঘোষণাপত্র আমাদের, আমাদের আরা পরিচয় করা, জনিপুর-বিদেশদের সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া, পরিচয় আমাদে ও উত্তর আমাদের জন্য পরে প্রয়ে নিয়ে যাব; উত্তরদের আরা পরী-সহ আমাদের পরিবর্তনের এবং পরীনয়ের আমাদের আমাদের যে আমাদিতিক আরা পরিচয় এবং আমাদের প্রধান আমাদিতিকে আমাদের আমাদের পরিচয় নিয়ে উত্তরি সমাজ আমাদের আরা পরাও—সে সব আমা আমাদের আমাদের আমাদের মধ্যে দেখে আমাদের আরা তিনি চলিয়ে নিয়ে আমাদের আমাদের তুলতে দেওয়া সাংস্কৃতি প্রবাহের দৃষ্টির আরা। সমাজ আমাদের সেই দেওয়া আমা পরে পরবর্তনের আমাদের মূলধন-সাংস্কৃতির আমাদের। আমাদের আমাদের না হয়, আমিত্বাদের আরা না আমে। এই দেওয়া আমাদের আমাদের আমাদের চলিয়ে নেওয়া পারে, আমাদের সমাজ আমাদের, নিশ্চয় আমাদের।

সাংস্কৃতিক আমাদের

আমাদের আমাদের আমরা মেরিও-টিমি-বিদেশের আরা বিদেশী। এ আমরা আমাদের। বিদেশী এখনকার আমাদের পরিচয় ছিল; এখন টিমি। আরা আমে সমাজ পৃথিবীর আরা আমরা, দেখা, উপনিবেশ আমাদের এক নয় নতুনের বিজ্ঞানের এক সমাজ আমাদিতে। কিন্তু আমাদের পূর্বাপর, এইসব শুধু আমাদের পরিবারে আমাদের আমাদের আরা আমাদের আমরা আমাদিতিক আমাদের।

এ আমাদের একটা বিষয় পরিবর্তনের পরম আমিত্বে নিয়ে চাই যে আমাদিতির ইতিহাসের প্রধান সচিব ও: মোহনদাস নয় আরা পূর্ণ মোহনদাসের আমাদের আরা বিশ বছরের এক প্রধান বিয়ে তুলে আমাদিলেন আমাদিতির মৌজমেল মোহন। পৃথিবীতে পরম আমরা, আমাদের আমাদিতে মোহন দেখেন আমরা সমাজ আমাদের আমাদিতী এখনো উঠেই—এই আমাদি-কথনে উত্তর আমাদের তুলেছিলেন সমাজ আমাদ আমিত্বে।

আমাদেও আমা আমাদিত উঠে আমাদের, আমরা আমাদিত সমাজের আমাদিতিক আমাদের সমাজের মধ্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের বিষয় আমাদের আমরা আমাদিতির আমাদিতিকে প্রধানিত আমাদের চাইছে। আমাদের উপনিবেশ আমাদেরকেই পরিচয়ের। আমাদের বিশ্ব বর্ণিল আমাদিতাদের আমাদের যেমন টিমেটো পরিচয় পরিচালনী বিদেশি ইঞ্জিন মোহনী আমাদের আমাদিতিক আমাদিতিতেও বিশ্বটি চলিয়ে। মূলে এটিও আমাদি আমার মূলধারি।

একথা ঠিক যে সাংস্কৃতি-আমাদের প্রতিষ্ঠ আমূলপরিবর্তন আমাদেরকেই। কিন্তু পরীনয়ের পরম সমাজে প্রবেশে এসে আমরা কি আমূলপরিবর্তন আমাদের আমাদের মোহনও পূর্ণাঙ্গরূপ ইতিহাসের কেন্দ্রে আমাদের বিদেশি—প্রীতিতে মোহ আমাদিতির আমাদিতির আমাদের মোহনের বিদেশি আমূলের সমস্ত আমাদেরকে। —না, আমরা মূলে আমা মৌলিক বিশ্ব আমাদ-আমরী-প্রথা-প্রতিষ্ঠান উপরূপ আমাদেরকে যা আমাদের আমাদি মূলত মোহনদাসের বৈশিষ্ট্য মধ্যে উপযুক্ত আমাদে।

মোহনী প্রতিষ্ঠ ইতিহাসের আমাদিতাদী বিশ্ব ও সমস্ত উপনিবেশী প্রতিষ্ঠ প্রধানিত না আমে আমাদের সমাজে আমাদের, আমাদিতের মোহন আমাদিতাদীর আমিনী, প্রধ প্রধ আমাদের, ঐ আমা: বিশ্বস মোহন আমা আমূলের, আইনের মোহন,বিশ্ব মৌজমেলার আমিনী—সবগুলি এক আমাদের আমা বিশ্বাস; পৃথিবীতে আমূলিনী, আমেরিকায়—সমস্ত আমিনে আমাদিতিক মূলধারণের সমস্ত আমা বিশ্বাস। এ বি মে নিঃ আমা আমিনীআমাদী প্রাকৃতিকের আমূলিনি আমাদেরকেই আমাদের আমাদের আমূলতী আমার সমাজে।

আমাদেশি আমাদ বিদেশি বিশ্বাস আমাদের এক পূর্ণাঙ্গরূপ-সাংস্কৃতি। বিশ্বের, আমাদের আমা বিশ্বাস আমাদেরকে আমাদে আমাদিতাদী মোহন মোহনে। নবীন প্রজন্মকে নিজস্ব নিজস্ব আমাদিত, মোহনমোহন, আমাদ-পূজারী আমাদে আমা আমাদে। আমাদিতিক আমাদ এ আমাদিতির আমিনাদের প্রধান মোহনে মূলধিত।

মোহন পৃথিবীর আমাদিত মোহন আমা বিদেশি আমাদিতির আমাদেরকে মোহনে আমা আমাদে মোহনী এইসব আমাদাসাংস্কৃতিক প্রধানের আমা মোহনে আমা আমাদে আমাদিতির আমাদিতির আমাদেরকৃতি। সাংস্কৃতির আমাদ মোহন পূর্ণে আমাদের আমা নিয়ে আমাদেরকে পরিচ্ছ আমাদের আমা এই আমাদেরকারী বিশ্বাসের-আমূলটি ৩৩ আমূলধিনী। আমাদের এক সমাদের মূলধারণি মূলধারণ, মোহন সমাজ।

উপসংহার : মোহনা নাম আমার?

পরীনয়ের পরম আমা আমিনের আমা এসে আমাদিতির আমাদিতির যে পূর্ণাঙ্গরূপে আমার উপনিবেশ, সেখানে আমাদের সমাজ যেন আমাদের আমা উঠেছে। কিন্তু আমূল আমাদেরী। জীবন যে নিজস্ব মূলধারণে। মূলধারণ বিশ্বাস নেই। তাই আমাদের পরিচয়ের আমাদের আমাদের পর সমাজ করতে আমা। বিশ্বাস বিশ্বাস আমা আমা খুঁজতে আমা, মূল আমাদে আমা,নিজের

হবে—নিজেকে বদলে ফেলতে হবে। এই যে বিজ্ঞানের বিশ্ব-এর ভেদের পরিচয় দেওয়া গেল। তাই ইতিহাসটি, ইতিহাসটি।

আমরা যখন রাজনীতি করি তা এমন মানুষের রাজনীতি সাধারণ হয়ে যায়। আমরা রাজনীতিটা দেখতে চাইনা পরি, তার পেছনে ইতিহাসের যে রাজনীতি। তাদের এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষ তথা ঐতিহাসিক বিশ্লেষ আমরা হয়ে যাই বিজ্ঞানের মতন। বিজ্ঞানী নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক, পরিবেশের কিছু নয়। আমরা যা এর সঙ্গে যে ১৮৫৩ সালে মার্ক্স লিখেছিলেন তার "The future Results of British Rule in India" প্রবন্ধে বিশ্লেষণ,..."the Indian castes, those decisive impediments to Indian progress and Indian power" তিনি ইংরেজি অর্থনীতিকে ভারতীয় সমাজে ভারসাম্য আনতে সাহায্য করেছিল বলে মনে করেছেন।

কিন্তু কৃষ্ণের বিষয়, এই সাধু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ বা অর্থনীতিজ্ঞরা যখন ভারতীয় ইতিহাসের এই অবস্থানের দেশের ইতিহাস রাজনীতিকে বুঝতে চাই হলেন। তখনি দেখা দিলো—এই দেশের যে না—এই সমস্ত সমস্ত দেশের রাজিও তার সমস্ত থেকে দেশের অর্থনীতি তথা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের অনুকূল তা দেখেন না। সমস্যা হলেছিলেন—

বিশ্ব যা এক বৃদ্ধিজীব ঐ বিজ্ঞানে জেন্ড জন,
আমরা বলব, বুদ্ধিতে মানুষ নয়ন ভেদ হয়।

দেখতে মানুষের, দেখের মানুষকে সমস্যা জন দেখতে যে ইতিহাস ঘটেছে! অথচ আমরা বিজ্ঞান থেকে দেখেছি উপায় হলে বাজার নেতৃত্বের ধরে তাই ভুল পরিচয় না—নেতৃত্ব দেখতে পরিচয়। এই যখনকার আমাদের জাতীয় নেতাদের প্রতি ইতিহাসের ধরা পড়বে।

আমাদের তথা প্রগতিশীল ঐতিহ্য দেখের মধ্যে পথ খুঁজতে পারেনি বা। অথচ ইতিহাস তখনকার দেশের জাতীয় ঐতিহাসিকদের থেকে ইতিহাস খুঁজে দেখেছে। সে পাঠান সমাজে আমাদের সমাজ সমাজের উপর তুলে দেখেছে। আমাদেরকেরা অবশ্যই কিন্তু আমাদের তা প্রতিনিধির করতে পারেনি বা। একথা ইতিহাস আমাদের যে—আমাদের এ দেখের এক বড় সত্য। তার ইতিহাস নেই। কিন্তু তার আমরা ইতিহাস কার্যত্বী দেখেছে? অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ কিংবা আমরা সমাজের মানুষের ঐতিহাসিক দেখেছে? অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আমাদের জাতীয় দেখে রাজনীতির মূলগত পরিবর্তন ঘটাতে হলে যে সমাজিক সমাজের প্রতিটি, তার আমরা বিশ্লেষিকদের, পরিবর্তন মানুষের আমাদের প্রতি কথা আমাদের, যে কোন দেখেছে?

বিশ্বি অর্থনীতি জাতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসি একটি আলোচনাতে (২৪ যে এপ্রিল '৮৭। আলোচনার বিশ্বি ছিল) অর্থনীতিবিদ আমাদের যে ঠিক ইতিমধ্যে আলোচনার যে কথা প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে দেখে আমরা—আমরা প্রশ্নে নিয়ে যেন নিয়ে হয়—রাজনীতির পরিবর্তে। আমরা আমাদেরকে আমাদের মধ্যে পরিবর্তে সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে সমস্ত সমাজের আমাদের দিতে পারেনি। সমস্যা দেখার প্রতিবিধির ছাড়ি; তাই এক মানুষের মধ্যে অন্য মানুষ। এ এক আমাদের অভিজ্ঞতা। এর থেকে পরিত্রাণ চাই। নিজের প্রশ্নে চাই। নতুন পথ পরিচয় চাই।

আজ আমাদের রাজনীতির সমস্যে আমাদের আমাদের প্রশ্নগুলো প্রশ্নের থেকে সমস্ত এসেছে। রাজনীতির পরিবর্তন সমস্যে এসে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে আমরা এসে হবে উঠেছে আমাদের। সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সমাজের অন্য সামাজিক ক্ষয় প্রতিষ্ঠিত সমাজগুলো সমাজ গুলো নিয়ে আমাদের পরিত্র মানুষের সমাজ দেশপ্রেমিক ও আমাদেরই রাজনৈতিক পরিবর্তন তাদের সমস্যার আমাদের হয়ে হয়।

দেখতে নিজের নিয়ে হবে আমাদেরকে, পাবী, রাজিবাদের, বিশ্লেষণের, রাজার, দেশিয় আর মুক্তিযুদ্ধ থেকে। আর পথ নেই। মুক্তি নেই। এর বিকল্প পথ মুক্তির। সমস্ত আমাদেরকে। রাজনীতির মূলগতির এই আমাদেরকে থেকে দৌড়ানের নতুন আমাদের।

আমাদের আলোচনা: গত ২৯ যে মুক্ত '৮৮ বি-তে পি সমাজের তিনটি নতুন রাজ্য গঠন ঘোষণা করলেন। উত্তরপ্রদেশকে ভেঙে উত্তর গড়, মধ্যপ্রদেশকে ভেঙে ছত্তিশগড় এবং বিহারকে ভেঙে ঝাড়খণ্ড। কিন্তু রাজিত মানুষের স্বার্থে এ তার তার আসেনি, এসেছে সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্য। তা না হলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য দাবিগুলির মুক্ত চলে সমাধানের প্রধানমন্ত্রী দেখাতেন যে উত্তরাঞ্চল পাহাড়ের ঘোষণা আসেছিলেন—তাকে আসেনি আমার ঘোষণার উদ্যোগ এসব নেই কেন? এই ধরনের আমরা অভিযোগের নানা ঘোষণা, প্রশ্নমূলক সৃষ্টি যেন—নিজের রাজিবাদিকদের প্রধানের ঘোষে—স্বয়ংমূলো ঘোষণাস্বরূপ প্রধানের যে আমরা আমরা তা সব আমরা নিয়ে—ঘোষণার রাজিত হৈরির আমাদের ঘোষণার আমাদের ঘোষণে ঘোষেছে কেন?

প্রধানে উত্তরাঞ্চল আমাদেরও পরে উত্তরের আমরা প্রশ্ন আমাদের—এ নয় ঘোষণা পরিচয়ের আমরা। যা আমাদের আমাদের এক আমাদের পাশের আমাদে ঘোষণে ঘেরে ঘেরে। এরা আমাদের হিন্দু প্রধান আমাদেরকে নানান হিন্দুত্বই হয়ে হবে। কিন্তু হিন্দু আমাদের যে পরিচয়—তার যে মাত্র ৬%। আর তাদের আমাদিনি সমাজের, আদিবাসী, আমাদের সমাজের যে ১০%। তাহলে আমাদের যে ঘোষণা তার উত্তর গণিত-মাত্র।

ঘোষণা নিয়ে যা পাশ ঘোষণা আমরা আমরা ঘোষণে ঘেরে নিজেদের সমাজে আনি; ঘোষণে পরিত্র-পরিত্র ১০% মানুষ—তার সমাজের ঘোষণে পরে আমরা আমরা আর এ ঘোষণে ঘোষণ আমরা—আমরা যেন হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ আমরা গণিত ও সমাজের মানুষের সমান ঐক্যের সমাজে আমাদের না?

আমরা আমরা হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজের মানুষের আমাদের গণিত আমাদের-আমাদেরকে সমাজে আমাদের হবে। এ সমাজিক আমরা প্রতিষ্ঠার আমাদেরকের আমরা নয়। □

বাবা সাহেব জীবনও রাজনীতি আম্বেদকরের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রবন্ধ আহ্বান করা হয়েছিল। সম্পাদকমণ্ডলীর বিবেচনায় পরপর দুটি রচনাকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সম্পাদকমণ্ডলী যথাক্রমে এক সহস্র ও দু' শতের 'উত্তরণ' বিনামূল্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ভবিষ্যতেও বিভিন্ন বিষয়ে উপরোক্ত রূপ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং সকল রচনাগুলি পুরস্কৃত হবে।

—সম্পাদক

আম্বেদকর : নিপীড়িতের পিতা ও দলিতের মুক্তিদাতা

শ্রীমতী পার্বতী মণ্ডল

সূচনা : আমাদের দেশে যে সময়ে প্রবিভাজন শুরু হয়, যখন অনুন্নত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্র সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অবলীলায় স্বার্থ ভোগ করে। সে সময়ে সমস্ত সেনাই সংখ্যানুক্রমিকভাবে নিম্নশ্রেণী জাতি বা বর্ণের জন্য নির্ধারিত হয়। তার ফলে উচ্চ বর্ণের অনগ্রসর প্রদেশে সেনার জন্ম সৃষ্টি হয় উচ্চ জাতির তথা হিন্দু অর্থাৎ অগ্রসর প্রদেশে সেনার জন্ম সৃষ্টি হয় হিন্দু জাতির। এই হিন্দু জাতির জন্ম থেকে সমাজগঠিত পাত্র এবং অন্যকে ভোগের দূরে রাখিয়ে। ফলে জাতিভেদ থেকে জন্ম নিয়েছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং যেসব কোনও হিন্দু জাতির ভোগেরা উচ্চ জাতির ভোগেদের জন্যে হয়েছে অস্পৃশ্য।

ঘৃণা-ঘৃণা জন্ম হয় যে ভারতীয় এই উচ্চ-নিচু ভেদের ঘৃণা করবে চেষ্টা করেছেন কিন্তু সমাজগঠিতের মানসিকতার একটুকু পরিবর্তন হয়নি, ফলে জাতিভেদ এবং নিচু জাতির উপর অমানবিক নির্যাতন, পাশবিক অত্যাচার থেকেই গেছে।

তাদৃশ্যবর্ষের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতেই তাদৃশীয় সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ড. বি. রাও আম্বেদকরের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অধিকার ও দেশসেবা চেতনায় ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়। সমাজে অন্যের দ্বারা নিজে, সমাজ পিছে, সেই নিঃস্ব, নিরক্ষ, দলিত সমাজভুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ফলে জীবনভর তাঁর সেই অন্যের জীবন সংগ্রামের ঐতিহ্যগত ভাবে বিপুল আবেগে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদৃশ্যে নিপীড়িত, অধিকারবঞ্চিত, অন্ধকারে নিমজ্জিত জনগণ, পরিত্র সংবিধানের মাধ্যমে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন খাঁটি স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একজন সংবিধান প্রণেতা হিসেবে তাদৃশ্যের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে এবং থাকবে।

ড. বাবা সাহেব জীবনও রাজনীতি আম্বেদকর যেন তাঁর জীবন সঙ্গী থেকে এগিয়ে চলেছিলেন, তাদৃশ্য নিয়তির হাতেছিলেন উচ্চশ্রেণীর জাতে নিম্নশ্রেণীর নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নির্ভীকতা ছেড়ে। তাঁকে প্রতিনিয়ত হতে হয়েছে অবমানিত, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন নিয়ত বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনে কৃচ্ছ্রসাধনে যেন বিঘ্ন ঘটা ও সাধনের মূর্ছনে ফেরে যায় না। তাঁর জন্যে বিপুল আশায় জীবনে বিমুক্তি ত্বরান্বিত করে। 'বিশ্বের বাণী জীবনে বিমুক্তি আনে'। তৎকালীন ব্যাপক-সংকুল সমাজব্যবস্থা তাঁর জন্যে নতুন বিস্ময় করে নিম্নবর্ণের দলিত ও পীড়িত, পতিতদের ভক্ত ঘোষণা করে রেখেছে। 'যে পদীয়দের ঘৃণা' এই সমস্যের

হিসিবৃদ্ধি ছেলের প্রাণ ছিল উদ্ভিদ, জন্তু, ফুল ও প্রজাপতি। বিদ্যালয়ে পড়ি সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন 'আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমি যখন ছাত্র ছিলাম।' অত্যন্ত এই শব্দটি, নিশ্চিহ্নিত, নিষ্প্রাণিত, ও সেখিয়ে তাঁর জীবনের মূলসুরটি আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

জন্ম ও পরিচয় : ১৮৮৫ সালের ৩০শে নভেম্বর ঢাকা শহর থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুর পরগণার রাঢ়িখাল গ্রামে এক বিখ্যাত বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ সেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল 'ইন্দু'। তাঁর পিতা ব্রাহ্মণী বঙ্গবাসী ছিলেন বেথুনের এক বিশিষ্টতিনি ছাত্রের প্রথম শিক্ষক এবং মাতা ছিলেন ঈশানচন্দ্র। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান ছিল ২৫পরগণার বেলেরী গ্রামের বাড়িতে ছেলের আরামের প্রায়ে।

শিক্ষাজীবন : মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। তাঁর এই অল্প বয়সেই তাঁকে বুঝতে বাধ্য করা হয় যে তিনি মায়ের মতো এক অসম্পূর্ণ সংসারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই অসম্পূর্ণতার ভাবে তাঁকে অসময়ে ছেলেবেলার সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তিনি বাবাকে কাছি থেকে আদর আদুর না পাওয়াতে। ছেলের শিক্ষকরী তাঁর মাতা, যাঁ স্পর্শ আমাদের না। ছেলেবেলা সুখ থেকে। অবশ্য স্পর্শ আমাদের তাদের পরিচয়ের হয়ে নিয়েই। তাঁকে ছেলের পড়া জিজ্ঞাসা করা হত না। অবশ্য—কথা বলাতেই তাঁর মুখের বাক্যের ভুলগুলি ধরা পড়ে। এইরূপ অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক পাঠক্রমের সাথে সাথে তাঁর শিক্ষার ভার নিজেরই উপর। তাঁর ছোট্ট ছেলে মুখ ফুটে যে কথা বলতে পারত না। একমাত্র উপরের দিকে মুখ তুলে হাঁ করে থাকলে অবশ্যই না ছেলেও উপরওয়ালা তাদের ছবার সময়মতো ওষুধ হয় এবং সে উঁচু থেকে ছোট্ট বর্ণিত তাঁর মুখে ওষুধ ঢেলে দিয়ে তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ করে। একটি ৮/৯ বৎসরের শিশুর উপর এত ছেলে বেশি পরিশ্রম করা কি হতে পারে?

পুরুষ ছবে ছবছরের পরে তাঁকে নতুন করে, নতুনভাবে সব শুরুতে হয়েছে। এই নতুনের, পড়ার তাঁকে ছবে তুলেছিল বিদ্যুতী। তিনি এক ছবছরের মাসিক ছে। যে ছবছরে কেবল ইংরিজিতে কয়েকটি পরীক্ষায় বসা ছবছরের নিয়ম নিয়মতান্ত্রিক নিয়মে।

এর নিযুক্তির পরে ছবছরছরের নিয়ে ছবছরি ছেড়ে ছবছর ছবার ছবার করলে তাঁরা সপরিবারে ছেলেই চলে যান। কিন্তু এবারেও তিনি সমাজিক নতুনত্ব, পড়ার ছবার পরিচিত হন পরিচয়ের পরে। এখানে এসে তিনি এলফিনস্টোন ইন্টিটিউটে ভর্তি হন এবং পরীক্ষাতেও তাঁর ছবার ছেলে ছবে ছেলেছেলী হন। কিন্তু এখানেও পূর্বেকার সেই নতুনত্ব-পড়ার ছবার কিছু ছিল না। তাঁদের ছেলে ছবছরছরকে ছবের উপরের পরে ছবতে হয়েছে। এই ছুলে ছবছরছরকে নতুনত্ব পাওয়ার ছেলের হয় না। ছবার—ছবপূর্ব পরিবেশ ছবছরের নতুনত্বের নতুনত্ব ছবার পাওয়ার তা ছবলীয় হয়ে ওঠে এবং পুরুষের পরে তিনিও নতুন ছেলে ছবার পরে ছেলেতে পারেন। এবারে তিনি ছবার ছবছরে দ্বিতীয় ছবার বিভাগে ছবার ৩৬ ছবছরে। ছবছরটি জীবনে তিনি সাতটি বিভাগের বিভিন্ন ৪৬ছর ছবার ছিল। ১৯০৭ সালে তিনি আন্তর্বিদ্যালয়ের পরে ছবছরে এবং ছবছরিতে পরে ছবছরের ছেলে ছবছর।

বিদেশে আসার পূর্বেই ছবছরছরকে এলফিনস্টোন ছবছরে ছবটি এ ছুলে ভর্তি হন। ছবছরের পরে ছেলে তিনিই ছবছরের ছবছরে ছবছরে ছবছরে। ছবছরের পরে তিনি ছবছরি ছবছরের পরে ছবার এ পরে ছবছরে। এর পর তিনি ছবছর বিশ্ব ছবছরের ছবছরীয় পরে ছবছরে ছবছরের ছবছরছরে বৃত্তি। ছবছরে পরিচয় টিকা। তাঁর এই ছবছরকুলোরী ছবছরছরে এলফিনস্টোনে ছবছরে বি এ ছুলে ভর্তি হন এবং ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছবছর ও ছবছরক বৃত্তিসহ ছবছর পরিচয় পান। এই ছবছর থেকেই তিনি ১৯১২ সালে বি এ পাস করেন এবং ছবছরে ছবছরছরের ছবছরে ছবছরি পেয়ে। কিন্তু পিতার ছবছরছর ছবছরে তাঁকে ছোরাই নিয়ে ফেতে হয়। সেখানেই দুর্দান্ত ছাত্রটি ১৯১৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এর নিযুক্তির পরে ছবছরের ছবছরাজ ৬।৫শে বৃত্তি নিয়ে ছবছরিকাতা ছবছরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ছবছরছরের ছবছরছরের নিকট ছবছরের ছবছরে ছবছরাজে। ছবছরোচ্চা হা ছবছর করেন। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে ছবছরাজের বৃত্তি নিয়ে ছবছরছরের ছবছরিকায় ফেলেন। ছবছরিবছর নিয়ে তিনি ফেন ছবছরের ছবছর ছবছরেন। ছবছর ফেখানে ছবছরছরের ছবছরি, ছবছরের ছবছর-পরের নিয়ে ছবছর পড়ে তাঁর নিজের ছুটে বেরোতে না; ফেখানে তিনি ছবছরাজে ফেলিফছবছরের মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষকের সংস্পর্শ পেয়ে ছন এবং ১৯১৫ সালে তিনি 'ছাইনিজ ছবছরের ছবিজ্ঞা' বিষয়ে একটি থিসিস নিয়ে এম এ উপাধি লাভ করেন। পরের ছবছর ১৯১৭ সালে তিনি 'ছাবতের ছাটীন ছবছা।৩' বিষয়ে ছবছরছরছরের ছবছা লাভ করেন পি এইচ ডি উপাধি। এর পরে তিনি অর্থ সংছরের উদ্দেশ্যে ফোগ দিতে ছবছরের এবং মিটীয়রের সভাপতি নিয়ে নতুন ছবছরিবিদ্যালয় ভর্তি হন এবং ফেখানে থেকে ১৯২০ সালে ডক্টরেটিতে এম এস সি এবং ১৯২৩ সালে তাঁর বিখ্যাত থিসিস 'টাইনস ছবছা' নিয়ে 'ডক্টর ছব্ ছায়েন্স' উপাধি পান এবং এই বছরই ছাটিফিকেটও পান করেন।

ছবছরি জীবন : ছবছরছরের ছবছর বিদেশের নিয়ে ফেকে নিয়ে এলেন, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যার ছবছরি পরিচয়ের ছবছর একজন, তা ছবছর ছবছরে তাঁর ছবছর ফেরি ফেলের মূল্যায়ন। ছবছরের ছবছরাজ ছবছরছরছরও ফেলবিছবছরের সচিব পদে নিযুক্ত ছবছেন। কিন্তু ফেখানেও ঘটল পূর্বের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি। ছবছিরে ছবছর ছবছরাজী একবার নিছবছরও তাঁর সঙ্গে এমন ছবছরছর করতে ছেড়ে তিনি একজন কৃষ্টিছবছরী। পিতৃ-বেছবছরা তাঁর টেবিলে ফাইল ও ছবছর-পত্র দূর থেকে ছুঁড়ে দিতে ছবতে ছোঁয়া না পারে। এমনকি ছবছর ছবছর ফেলেন না। তিনি ফেমন ছেড়ে নিয়েই ফেছবছরা ছবছরছরি ছবিল ছবের পাশেতে পারা যাই ওইটুকু

নিত। এই অসহ্য অবস্থার পরিবর্তনে আন্দোলন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিশ্বাস করতে তিনি এই পথ থেকে সরে এসেছিলেন। তবু কবি তিনি থেকেই গিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে প্রায়ই তাঁকে ভয় দেখানো হতো। তাঁর কবিতা ও গান প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি রীডার পদে উন্নীত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। ১৯৫৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যিক কার্যকলাপ : তাঁর কবিতা খুব সোজাসুজি কথা বলে। তাঁর কবিতা সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। তাঁর কবিতা সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর কবিতা সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর কবিতা সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছে।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ : ১৯২৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

১৯৫১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

সাহিত্য : ১৯৫৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

জীবন সায়াহ্ন : ১৯৫৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

স্বাধীনতার পরিপূর্ণ পৃথিবী থেকে সেবকদের মধ্যে যাদ প্রাণ হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাঁচ দশকেরও অধিক জনতের এক বিপুল সেবকসংঘ বিভিন্ন সময় পরিচালনা করে গণ-আন্দোলনে দিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেবকদেরই তাঁর যেকৃতার সম্মান হয়।

উপসংহার : ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের 'আজ সাম্রাজ্য'। তাঁর হয়েছে জীবন অবসান, কিন্তু তিনি এখনও রয়েছেন আমাদের মধ্যে। ও এক অর্থে তাঁরা আমাদের সাম্রাজ্য। তিনি সর্বপ্রথম ভারতের সমস্ত ধরে মূল মূল্যবোধ গড়ে তাঁরা সমস্যার সমাধানের সন্ধানে নিয়ন্ত্রণ সেই সমস্যার সমাধানকে সামনে রেখে তাঁরা দিয়ে গেছেন তাঁরা ও সমূহ। তাঁদের ছুটে তাঁরা ফুটিয়েছেন, তাঁরা এগিয়েছেন আগে, তাঁদের মেশের বিরোধের ধার, মূল বিরোধের ধারা, দেশের মূলগত অংশগুলি সমস্ত তাঁরা ঐতিহাসিক তাঁরা পালন করে গেছেন তিনি। তাঁর এই তাঁরাদর্শ অনুপ্রাণিত হয়েই আজ আমাদের সেই তাঁরাসাধু তাঁর্থকে সমাধু তাঁরতে হবে। তাঁরতের তাঁরিত্রে প্রতিষ্ঠিত তাঁরতে হবে সামাজিক সাম্যের উজ্জ্বল পরাগ, কিন্তু তাঁরাসাধনের মূলনীতিতে বিশ্বে বিশ্বে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও মূর্তিবিদ্যা মহলে বিশেষ তাঁরাদর। তাঁর সমস্ত ছিল সামাজিক বৈষম্য দূর করে সমতার ভূ-প্রকৃতির তাঁরাদর তাঁরা। সামাজিক বিষয়ে তাঁর সমস্ত তাঁরাও সমান হয়নি। তাঁরা তাঁর যে বৈষম্য তাঁরাই থেকে তাঁরতে। বিশেষত, বিশ্বতেশী ও বিশ্বজাতি যে সামাজিক ও সমান তাঁরার মূর্তিরা তোর করে উজ্জ্বেশী, উজ্জ্বল ও উজ্জ্বাতি তাঁরাকে 'তাঁরার তাঁর', এবং 'তাঁরার তাঁরা' তাঁরাই মনে করে। এ এক তাঁরিতাঁরের সামাজিক সত্য। পূর্বপুরুষকৃত পাপের পূর্তিরা সমাজের তাঁরাদর তাঁরাকে ঘিরে মহান তাঁরাদর্শের তাঁরাই এক তাঁরার তাঁরাস্থায়ী সংবিধান বিকল্পনার তাঁরি নির্মিত। এর সার্থিত্ব কোথায় ? তাঁরিনিধের এই বৈষম্য দূর করে সমাজের তাঁরার সমস্ত ও তৈরীর মহান সৃষ্টি করে উজ্জ্বল-নিম্নের তোরাকে তুলতে হবে। এই তাঁরিনিধের তাঁরিনায়কে দূর তাঁরাতে তাঁরি যে তাঁরুর তাঁরিবেইনের তো সমস্ত করি :

'সমাধে তাঁরাকে তাঁরো
নাইলে তোর চক্ষের তাঁরো দূরবে নাকে,
তাঁরে তুই তাঁরার তাঁরার
তাঁরাতাঁরি তা দিল তাঁরার
এতাঁরে তোর তাঁরা তাঁরার
তিমিরে যে তুই তাঁরে তাঁরে'।

ভারতরত্ন বি আর আম্বেদকর

তীরঞ্জন কৃত

ভূমিকা :

তাঁরতীয় সংবিধানের তাঁরাতার তাঁরেতা ড. বি তাঁর তাঁরেদকর এই তোর এক মহান তাঁরান। বিদ্যাবুদ্ধি, তাঁরিতা ও তোরিনির তুলনায় উজ্জ্বতার তিনি ছিলেন তাঁরনসাধারণ। সমাজে তাঁরের তুল সমান নিয়ে সমান নিয়ে সেই সমাজ, নিঃস্ব, তাঁরির তাঁরাহারের ঘরে তাঁরেছিলেন তিনি। তাই তাঁরে তাঁরনের প্রতিটি সমাজকে সাহিত্য ও তাঁরাসাধীর হৃত তাঁরেছে। সেই তাঁরের তাঁরন সংগ্রামে তাঁরিতাঁরা তাঁর তাঁরনসঙ্গিনী তাঁর বিপুল তাঁরাসান তাঁরে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁরতের নিপীড়িত, তাঁরিতাঁরাহত, তাঁরাসাধারণ নিরক্ষিত তাঁরিত-গরিষ্ঠ তাঁরুষের তাঁরার নিয়ের তাঁরন উদ্দেশ্য করতে। তাঁরাদিনের সংগ্রামী এবং সংবিধান তাঁরিতা হিসাবে তিনি তাঁরতের ইতিহাসে তাঁরর হয়ে থাকবেন। এই মহান তাঁরীয় নেতার তাঁরাদিনে তাঁরারা তাঁর উৎসর্গীকৃত তাঁরনের প্রতি তাঁরাদের গভীর তাঁরাতাঁরেন করি।

তাঁর ও পরিচয় : ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের তাঁরাদেরও তাঁরাতী তাঁরাসাধন তাঁরাগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তাঁরাতী পুলিশ ছিলেন সেনাবাহিনীর একটী তুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁরের তাঁরী নিধন তাঁরাতাঁরীন যোগাই প্রাথমের তাঁরিতী তোলার তাঁরাসাধন তাঁরে। তিনুসমাজের তাঁরাসৃষ্ট তাঁরার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাঁরা। তাঁরাদেরতের তাঁরের নাম তীরঞ্জাই। তাঁরাদেরতের তাঁরা ছয় তাঁরা বয়সে মারা তুলান। তাঁরাতী পুলপালনের তাঁরাসাধন তাঁরাগ্রহণ পর তাঁরে পরিবার তাঁরাসাধুই সাঁতারায় তাঁরের তাঁরী তাঁরিতার হয়ে তাঁরাদেন এবং তীরঞ্জাও এখানেই প্রথম তুলে তাঁরি হন। তুলে তাঁরি হওয়া প্রসঙ্গিক তোরে তোরে তাঁরা তাঁরীন শিশু তাঁরা হয় তাঁরা বয়সে তুলতে তাঁরা হয় তাঁরা তাঁরা তাঁরার সাথে এক তাঁরাপৃশ্য সমাজতে। তাই তাঁরে তোরিতে তাঁরা তোরাদের সাথে বসতে তোরা হবে না, সে বাধ্যে তুলে তাঁরিতে তাঁরি তোরে তাঁরা তোরা তাঁরুরে। তাঁরা তাঁরা নিয়তোরা

দেখবেন মুখ ফেরাচ্ছে, স্পর্শ করলে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে! এরপরই এক মনস্তত্ত্বের নামকরণটির পরিবর্তে যেতে উঠেছেন অনেকেরা আমেরিকায়।

এই অবস্থাটির পরিবর্তে সাহায্য করিয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন ছাত্রাগত শিক্ষক। পরিণত বয়সের তিনি অনুসন্ধান করলে খাবার তাঁদের নাম লেখা হয়েছিল জীবনাও বাকী আমেরিকায়। আমেরিকার উপনিবেশী এই সময়ে শিক্ষক হেনরিকে আমেরিকার ছেলে মনস্তত্ত্বের করে দেন। তিনিই বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছেন পাঁচই এক শিক্ষকের ছাত্রাগত উপস্থিতে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা : আমেরিকার এ সময় অর্থোপার্জন ছাড়া সমাজী এবং পাইকেলেদের মেধা বৃদ্ধি নিয়ে আমেরিকার জনগণিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, ১৯১০ সালে। তাঁর জীবনে এ যেন এক জন্মান্তর—কারণ এখানে যাদি আমেরিকার স্বাধীন, তাঁদেরে আমেরিকার ইংরেজ-নমস্য পড় তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছুটে বেড়ায় না। তিনি অনায়াসে পেয়ে যান মেলিসিয়াসের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, পরে তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি—তাঁদেরে যা ছিল অকল্পনীয়। ১৯১৫ সালে 'প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য' বিষয়ে জনগণিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন শেষ করে তাঁর্থাটিতে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। তার ১৯১৬ সালে 'ভারতের জাতীয় লক্ষ্যাংশ' বিষয়ে 'ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পাদের জন্য লাভ করেন পি এইচ ডি উপাধি।

কর্মভূমি : বিদেশিদের বিদেশ থেকে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। তাও তাঁর জন্য ভারতে কোনও সুবিধের নেই। বহু অর্থী কোম্পানির বিদেশাগত অনেকে অধ্যাপনার আহ্বান করে। প্রথমে যাহোক তাঁদের বরোদা করে, পরে তাঁর প্রস্তাব পরিবর্তন পেয়ে অন্যান্য জায়গার যাহোক তিনি অবশেষে তাঁর জন্মে। কিন্তু এখানেও অপমানের ঘটনা পেছনে। এবারে অনেক তিনি প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদ পান। তিন বছর অন্তর বদলে তিনি।

প্রাইভেট সংগঠন : যে দেশে অবৈজ্ঞানিক অধিকারদের ছেলেরা জায়গায় বিদেশ যুদ্ধ পাড় সেই দেশে মুষ্ঠু প্রতিভা আপনার করে এটা ভাবিনি। কোনও সমস্যাকে একিয়ে নিয়ে তাকে সমাধান করা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার যে সংগ্রাম থেকে তা শিক্ষা পেয়েছিলেন—সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি যখন আইনবাদের এসিয়াটিকের আইসিলেবের ছাত্র সংস্থা (আমরাই) তখন যেন নিজ প্রতিভা প্রকাশমূলক পদক্ষেপ নেন। তা এখানে পরপর্যায়ে। (১) প্রতিভা সমস্যাদের শিক্ষা ও পুনঃশিক্ষণে সাহায্য, (২) অর্থনৈতিক সমস্যাদের সমাধানের চেষ্টা, (৩) অধিবিদ্যাদের মধ্যে, (৪) প্রতিভাদের ৮ ঘণ্টা অন্তরের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া, (৫) শ্রেণি ছাত্রদিনের আবাস আইনি বীকৃতি, (৬) মৃত প্রতিভার পরিবারদের একজনীয় অর্থ সাহায্য, (৭) মুনাফার বেতন প্রদান আইন ইত্যাদি।

উপসংহার : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর ভারতের ৩. বি রায় অসুস্থদের দেখ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর নিজের বাসভবনে। আমেরিকার জীবনকালে তাঁদের আমেরিকার সাথে যোগের তাঁর অনেকানে সংগ্রাম। ভারতের পরিত্র মনুষ্যের সৃষ্টিতে সে সংগ্রাম। এ জন্য আমাদের শিক্ষা নিতে হবে তাঁর কর্মজীবন সংগ্রামী জীবন থেকে আর তাঁর জীবনসমস্যাকে অনুসরণ করতে থেকে, যার অধিকাংশই আজও খাবারনা ও মূল্যায়নের অপেক্ষায় আছে। সেই কাজ আমাদের আজই করে—ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সামাজিক নাগরের উজ্জ্বল সমাজ।

শাঁওতাল বিদ্রোহ [১২ পৃষ্ঠার পর]

আবেক মনুষ। আমার অন্বেষণপুরের পরে মহাজিবনীর কাছে বাঁশলাই নদীর পাড়ে সংঘর্ষে সিধু শাঁওতাল নিহত হন। ইতিহাসে মেকো শাঁওতাল তাঁর মনুষ্যাতীদের নিয়ে বানপুরের নিকে যাত্রা করলেন। বানপুরে আসার পথে জানা যেল ইংরেজ সেনা পাকুরে পৌঁছেছে এবং অনেক সংগ্রাম শাঁওতাল সৈন্য নিহত হয়েছে। প্রতি-আক্রমণের জন্য মোহে বাঁশলাই নদীর পাড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। সমানসি লড়াইয়ে শাঁওতাল বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পেল। আহেলপুরেই এই সমুখ সমরের আসার অবসান ঘটল। তবে এই লড়া অবশ্যের সমস্ত এলাকায় দীর্ঘ প্রসার পেলেন।

শাঁওতাল বিদ্রোহের বর্ণনা নিয়ে পেলে নানারকম তথ্য এবং কথা জানা যায়। তবে এই বিদ্রোহের অবশ্যী মেকোর সিধু-কানু ইংরেজ শাসিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে জনযুদ্ধ এবং সংগ্রামী শক্তি সংগঠন করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে। তবে সিধু-কানুর কী লাভ হয়েছিল সে সম্বন্ধে অনেক জানায় যায়। অনেকে মনে করেন যে, তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল আবার কেউ মনে করেন জনসাধারণ তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। যে যাই হোক, পরাধীন ভারতে এই সংগঠন আন্দোলন যা রাজশক্তিকে নৈতিক করিয়ে বিপর্যস্ত যে করা সম্ভবপর নয় তাও নয় বাস্তব নিয়ে। তবে এ-কথাও ঠিক যে সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে ভারতে তৈরি করে সশস্ত্রে লড়াইয়ে যাওয়া একটি মুশকিল এবং কঠিন পদক্ষেপ যা আজকের দিনের নয় দেখায়। আমাদি নিয়ে সাধারণ প্রজাদীরা সমুখ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

ঋণ—আমার বাবা এবং কুল সম্পাদক শ্রীমান পরিচালক মহাশয় যে কথা আমি জানাই।

—লেখক

কবিতাবলী

সূর্যোদয়

শ্রীনীলাঞ্জন রায়

সূর্য
উঠবে প্রভাত যদি তবে ?
সূর্য ওঠে প্রভাত হবে ?
পশ্চিমের ঘুম ভাঙ্গে
পূর্বে নিত্য আকুল চুমো।
সূর্য
তবুও আঁধার ঘরে
ঘুম ভেঙে যায়।
জেগে উঠে জনপদে
লোকের আসে জানাতে হয়।
তবু
মানুষ জনপদে
কখন যেন জাগার আগে
জনপদ যে পালটে গেছে
লোকের সূর্য-আলো লোভে।

গতিতে

শ্রীইন্দ্রজিৎ সাহা

লোকের চিত্ত থেকে নিকট পক্ষের মতো,
ছড়িয়ে পড়ে এ মাটির নিবাস নিচে।
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে উঠে এসে তারারা,
ওই আকাশ ভুবনের উপর ভুবনে রচি, তবে—
আলো থেকে অর্থের ছড়ানোর মতো,
লোকের পাখের কাছেই পৌঁছে যাবে
সেই বহু লক্ষের পথের পথের।
ঘুমন্তিন লোকের দিকে চেয়ে থাকি,
পূর্ণচন্দ্রের মতো নির্বাসন, মহুয়ে আকাশে।
এর আগ থেকে মেলিয়ন নিয়ম মতো
আইনের আকাশনের মেঘেরি কত কত ঘর।
আইনের মুক্ত হিয়ে, নিয়মের মতো
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিশ্বে বিলীন হয়ে যেখেরি,
চারপাশ নিচে লোকের উপর
একত্র পক্ষিন হাসে পথি অন্ধকারের আকাশ মতো।
লক্ষ্যের বাসর মতো লোকের মন-চঞ্চল
অন্ধকারে (তবুও) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে
আকাশের নিচে তবু এই লোকের চিত্তে।

অরণ্য

শ্রীমতী মৃণালিনী সরেন

তুমি আজও চুপচাপ ?
প্রতিদিন কি যেন না
আকাশের প্রান্তে ওই
ওরে তত সাদা বলাকা পাখি।
একটানি এসে হারা
চিঠি মনে যেমনকে
তবু, তুমি কি নীরব চুপচাপ ?
ওই এল ওই এল
দলে দলে এসে যেন
তোমার সম্পদ সব
ঢেকে রবে হিংসিতে
লুটে নিয়ে যাবে নিয়ে
চলে যাবে শহরের আড়ালেতে।
তবু, তুমি কি নীরব চুপচাপ ?
নিরন্তরের রৌদ্রতেজি নিঃস্বতা
যেমে যেমে সব
নিস্তব্ধতা ছাড়ে যেন কাত
তবু তবুও ওঠে থাক
শব্দ ওঠে কড়কড় ভয়ংকর গোপন
হবে তবু প্রাণহীন পথে তবু নির্বাসন
তবু, তুমি কি নীরব চুপচাপ ?
একে একে সব যায়
ছাড়ে তবু সবাই
পৃথিবীর ছুটে তুমি
অথবা লাগের তত নিয়ে
ছাড়ে আছ একা প্রান্তর
নিয়ে অতীতের স্মৃতি ছুটে
আছো তুমি তবু চুপচাপ।

মাদার টেরিজাকে মরণোত্তর বীরসা মুণ্ডা পুরস্কার

সম্প্রতি ভারতের বিশ্বাধিক ধর্ম সংসদের সভায় এক অনুষ্ঠানে বিরাট বীরসা মুণ্ডা পুরস্কার মরণোত্তর পুরস্কার বলে মাদার টেরিজার উদ্দেশে প্রদান করা হয়। রাজধানী এ আর বিশ্বনাথই এক অনুষ্ঠানে সিস্টার নির্মলার হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন।

উল্লেখ্য, ভারতের বৃহত্তাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (আন্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া)-এ পক্ষ থেকে আদিবাসী কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ টাকা এবং এর সঙ্গে একটি অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। এবারের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিব ডাঃ বি বৈদ্যনাথ আয়ার। অনুষ্ঠানের শুরুতে মাদার টেরিজার সমাধিতে পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন রাজ্যপাল এ আর কিদোয়াই।

বীরসা মুণ্ডা

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে মুণ্ডা অন্যতম। এরা আর্য অভিযানে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে ছোটনাগপুরে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকেও বিতাড়িত হলে ক্রমে আসে ছোটনাগপুরের পাহাড়ঘেরা জঙ্গলে। এখানে তারা বনজঙ্গল কেটে কৃষিকাজ শুরু করে। এই কৃষিতে ছিল প্রতিটি পরিবারের সমান অধিকার। মুণ্ডারাই ভারতের সমাজে প্রথম অর্থনৈতিক সাম্যবাদিতার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের আগে ওদের এই সাম্য-সমাজব্যবস্থায় প্রায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ হয়নি। ব্রিটিশ আমলে এরা শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার হয়।

কিন্তু মুণ্ডারা ব্রিটিশ শাসক ও তাদের আশ্রিত জমিদার-মহাজনদের কোনোদিন মেনে নেয়নি। জমিদার-মহাজনদের কথা বলতে ব্রিটিশ শাসকরা আদেশনামা নিয়ে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহ বন্ধ করতে পারেনি। তীর-ধনুক-টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে মুণ্ডারা প্রতিরোধযুদ্ধ করেছে বারবার।

মুণ্ডা বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম শুরু হয় বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে। ব্রিটিশ শাসন ও তার আশ্রিত জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে মুণ্ডাদের তিনি সংগঠিত করেন। জমিদারদের খাজনা, বেগারখাটা প্রভৃতি বন্ধ করার জন্য তাঁর মুণ্ডাদের প্রতি আহ্বান জানান। মুণ্ডারা বীরসা মুণ্ডাকে নেতৃত্বে নিয়ে ও বীর ভগবান জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকলে বিদ্রোহ ঠিক আগের মতো লড়াই বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। সংঘটিত সশস্ত্রসংগ্রামের বীরসা মুণ্ডাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা হয়। বীর নেতাকে ধরাই জন্য শুধু ঘোষণা করা হয় কিন্তু বিনা দেশ ধরে আগেই তিনি ১ জুন (১৯০০) দেশ বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানার্থে মনে করা হয়

বীরসা মুণ্ডা ও তাঁর সঙ্গীদের স্মরণ করা হয়। কিন্তু মুণ্ডা, সাঁওতাল মুণ্ডা এবং ভারত এর অন্যান্য আদিবাসীদের সংগ্রামও হয়। আদী মুণ্ডাদের ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ফলে মুণ্ডারা ক্রী বিদেশীদের আসল মুণ্ডার ও বহু আন্দোলন হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বীরসা মুণ্ডা তাঁর আদিবাসী সমাজে এবং সেই সঙ্গে সারা দেশের দেহিত-নিপীড়িত মানুষের মনে যে চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন দেশের সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামের ইতিহাসে তা দেহিত-নিপীড়িত মানুষের চেতনা যোগায়। তাঁর সংগ্রামী জীবনের অনুপ্রেরণা পথ তৈরি করেছে।

সমাপ্ত। এইরকমের আরও নিবন্ধ "পরিক্রমার আদিবাসী সংখ্যা"

সাঁওতাল বিদ্রোহের লক্ষ্য অর্জনে সংঘবদ্ধ সংগ্রামচেতনা গড়ে তুলুন

অনুষ্ঠানের গণ-বিক্ষোভ দমনে ঔপনিবেশিক প্রশাসন

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথমের সশস্ত্র গণবিদ্রোহ অনুষ্ঠানের ১৮৫৫ সালে তার ৪৫ বছর বিদ্রোহের ব্রিটিশ পত্রিকে অভিহিত করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অর্থিত কৃষ্ণাঙ্গী ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নাম ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে খ্যাত —সাঁওতাল তাদের নাম নাম 'হুল'। ১৪০ বছর আগে এই হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের শুরুর দিনটির স্মরণে ৩০ জুন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বীরভূম জেলার সিউড়িতে এবং জামতাড়ার শিল্প-কলা-সংস্কৃতি বিভাগ পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করে।

জামতাড়ার অনুষ্ঠানে সাঁওতাল ভাষার সাংগীত পরিবেশন করেন রামচন্দ্র মোরমুরু। গায়ন সমিতি বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার, মাদারি মণ্ডি, লখনমণি মরমু, বাসন্তী মণ্ডি প্রমুখ। গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন হল:

"দিশম হাতা রিঞ্জ হুকরে এঁচে চাঁদকেনা
কুলাওকেন চাঁদকেনা হকন বাক দিন
হকন বাক দিন বনয়া-তানেন রিঞ্জকেন...।"

এই গানের তাৎপর্য—দেশ মরে-জঙ্গলে ফের ফিরে
মন-মানুষ ফিরে মানুষ মানুষ আবার আর
জাতিগত মানুষ মানুষ করত না, আমরাই মানুষ আমরা।

বিদ্যাসাগর শিক্ষায়তনী শ্রীমতিনি বিদ্যাসাগর তাঁর ভাষণে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম সংঘবদ্ধ গণবিদ্রোহে হয়ে ওঠার কথা করে বলেন যে, সেদিনের সে-সংগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও অবিচ্ছি হয়নি। যে ঐতিহাসিক এ দেশের কৃষকরা দূর দূর ধরে নিপীড়ন ভোগ করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় সে ব্যবস্থার নিপীড়ন থেকে মানবের ঐতিহাসিক মুক্তির উদ্যোগ করে ঐতিহাসিক বলেন যে, জমিদার-মহাজন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যৌথ শোষণের বিরুদ্ধে সিধু-কানুর নেতৃত্বে প্রথম প্রজন্ম আদিবাসী জনসাধারণের সশস্ত্র বিদ্রোহের সূচনাটুকু পরিণত হয়। সিধু কানুর সংগঠনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুলিতে অন্তত ১৫ হাজার আদিবাসী কৃষক শহিদের মৃত্যুবরণ করলেন এবং ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের প্রথম সফল পরিণত হলে তিনি অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, সিধুদের যে সফিটি ছাড়ন থেকে ব্রিটিশ শাসনকে সিধু-কানুর প্রতি শহিদ বৃক্ষ জানি অর্পণের, পশ্চিমবঙ্গের বাসভূমি সরকার সেখানে আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সমস্যা কেন্দ্র বিদ্যাসাগরের ডীন নিমা মরমু শ্রীমতিনি বলেন যে, সেদিনের শ্রেণীর সংগ্রামকে বিশ্বাস করার জন্য, বর্তমান এশিয়ার সফিটি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদি কেন্দ্রীভূতিকরণ শ্রেণীর সরকার সংগ্রামের ভোগের ভেতে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, সংহত প্রতিরোধ গড়ে তুলে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার শ্রেণী এগুলো একেই সিধু-কানু পরিচালিত সাঁওতাল বিদ্রোহের সফল সার্থক হবে। অবশেষে শ্রেণী অন্যান্য বিভাগের বাহিনী হাসেম সিধু তাঁর ভাষণে বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও মহাজনদের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে সিধু কানুর সংগ্রামের ঐতিহ্য ভোগে কৃষকরা যে সংগ্রাম করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সে সংগ্রামকে সম্মানের পথে এগিয়ে নিতে চুক্তিসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করেছে।

আদিবাসী ভাষায় প্রথমে বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন অগ্রগতির উল্লেখ করে ব্রিটিশ বলেন যে, আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার সম্প্রতি বাংলার ভাষা স্কুলের ভোগেরদিন চালু করেছে। আদিবাসী সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে উন্নয়নে এই ভোগেরদিনে প্রতি বছর তিন হাজার টাকা করে তিন বছর বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। তিনি আরও বলেন যে, সরকার আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন মন ভোগের বৃদ্ধির, বিদ্যের মন প্রতিটির ক্ষেত্রেই প্রকাশ করেছে এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ৪১১টি মন লোকসংস্কৃতি উৎসবে সংগঠিত করেছে। তিনি বলেন যে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি আদিবাসী জনসমাজকে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যে সচেতন করে তুলতে হবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে সাঁওতাল পরিবারের আক্রমণের উদ্যোগে অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তথা শ্রেণীসচেতন, নিপীড়িত শ্রেণীর সমস্ত অংশকে সংঘবদ্ধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা ডঃ অরুণকুমার উপাধ্যায় সাঁওতাল জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলেন যে, সমস্ত সাংগ্রামের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের স্থানে স্বীকৃত হলেও এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষক-অনুপ্রবেশও তাঁরা আসল দেননি। সেই জন্যই আদিবাসীদের সমস্ত প্রতিরোধ স্তরের কথা যথার্থ মর্যাদা লাভ করেনি বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সাঁওতাল গণ-বিদ্রোহে সিধু-কানুর নেতৃত্বে কৃষকবিদ্রোহের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম গড়ে ওঠে তার উল্লেখ করে অধ্যাপক যে বলেন যে, এই সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায়ের তার কৃষকদের শুরু হয় এবং অব্যাহতিপ্রাপ্তি সে কৃষকদের শুরু করেন। তিনি বলেন যে, তাঁদের সমস্ত-সমিতি এবং প্রশাসনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাংগ্রামের প্রতি মনোযোগের পূর্ণ আকর্ষণ করেন।

পরিশেষে বিদ্যাসাগর শিক্ষায়তনী কবি বিদ্যাসাগর, আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রীমন্ত্রী উপেন সিধু, অধ্যাপক অরুণকুমার যে এবং আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব শ্রীমতী কৃষ্ণা মানা সচিব শ্রেণীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ০

প্রথম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় ● ১৪০৪ (১৯৯৭)

□ সম্পাদকীয়

□ প্রবন্ধ

□ কথা সহসে অনুবন্ধন ● সমালোচনা সমগ্র—ড। হিরণ্ময়ী ঘোষ

□ মনসামঙ্গল কাব্যধারায় অনুবন্ধনের বিচার ● সমগ্র : মূল্যায়ন
—শ্রীবিমল বিশ্বাস

□ অন্নদামঙ্গল ● ড। অনুবন্ধনের বিচারধারা—ড। অমিতাভ চৌধুরী

□ অনুবন্ধনের আলোচিত্য—শ্রীমতী সমগ্র

□ কবিতা

□ ১৯ এপ্রিল ১৯৯৭, অনুবন্ধনের প্রকাশিত—শ্রীমতী সমগ্র

□ ড। মি সমগ্র অনুবন্ধন সমগ্র—শ্রীমতী অনুবন্ধনের

□ প্রেমের খবর

প্রথম বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-পৌষ ● ১৪০৪ (১৯৯৭-'৯৮)

□ সম্পাদকীয়

□ প্রবন্ধ—অনুবন্ধনের বিচার ● সমগ্র (৫৫ পৃষ্ঠা)
—শ্রীবিমল বিশ্বাস

□ অন্নদামঙ্গল সমগ্র কাব্যের বিচার : বিশ্লেষণের ত্রুটিসূত্র
—ড। অমিতাভ চৌধুরী

□ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিচার প্রবন্ধ—শ্রীবিমলাশংকী সমগ্র

□ ঈশানী মেয়েদেরকে কাব্যের মূল্যায়ন প্রেম
—শ্রীবিশ্বনাথ মালাকী

□ পরিচালন কমিটি সভা ● কমিটি সভাপতি ঈশান ● বিশ্ব বিচার

□ বিশেষ প্রবন্ধ

□ প্রবন্ধসমূহ সেমিনার প্রেমে অন্নদামঙ্গল সমগ্র অন্নদা অনুবন্ধনের পর্যালোচনা
—শ্রীঅনুবন্ধন সেন

□ প্রেমের খবর

প্রথম বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন ● ১৪০৪ (১৯৯৭)

□ সম্পাদকীয়

□ প্রবন্ধ—অনুবন্ধনের বিচার ● সমগ্র (২৪ পৃষ্ঠা)
—শ্রীবিমল বিশ্বাস

□ কবিতা—অনুবন্ধনের সমগ্র—শ্রীমতী অনুবন্ধ

□ বিজ্ঞানীয় খবর :

□ পরিচালন অনুবন্ধনের অন্নদামঙ্গল সমগ্রীয় কাব্যের বিচারধারা অনুবন্ধনের অনুবন্ধ

□ পরিচালন সমগ্রবন্ধনের অন্নদামঙ্গল সমগ্রীয় কাব্যের অনুবন্ধনের সমগ্রবন্ধনের অনুবন্ধনের অনুবন্ধ

□ অনুবন্ধনের বিচার অনুবন্ধন (অনুবন্ধনীয় অনুবন্ধনের)-এর অনুবন্ধন

□ পরিচালন অন্নদামঙ্গল সমগ্রবন্ধনের বিচারের ● বিশ্ব বিচার (অনুবন্ধনীয় অনুবন্ধনের বিচারের অনুবন্ধনের বিচারের অনুবন্ধনের অনুবন্ধনের)

□ পরিচালন কমিটি সভা ● কমিটি সভাপতি ঈশান ● বিশ্ব বিচারের অনুবন্ধন (অনুবন্ধনীয় অনুবন্ধনের বিচারের অনুবন্ধনের অনুবন্ধনের)

□ পরিচালন অনুবন্ধনীয় বিচারের সমগ্রবন্ধনের বিচার বিচারীয় (অনুবন্ধনীয় অনুবন্ধনের বিচারের অনুবন্ধনের অনুবন্ধনের অনুবন্ধন

[সংবাদ ৫ থেকে ৯ পৃষ্ঠায়]

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৪০৫ ● আগস্ট ১৯৯৮ ● মূল্য ২ টাকা

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া শংসাপত্র বিতরণ করছেন। মন্ত্রী মহোদয়ের দু'পাশে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক সৌরভ দাস এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক মনোজ পন্থ।

মুর্শিদাবাদের হাতিনগর সারদা বিদ্যাপীঠ। মনোরম পরিবেশে স্থাপিত এই বিদ্যাপীঠে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রীরা শিক্ষাগ্রহণে বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে।

উত্তরণ

বিংশ বর্ষ ☐ বিংশ সংখ্যা ☐ আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৪০৭ ☐ জুলাই ১৯৯৯ ☐ মূল্য—৭ টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি
শ্রীবিমলেন্দ্র মজুমদার
ভী. আসাম সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ

সহ-সভাপতি
শ্রীবিশ্বজিৎ বিশ্বাস
পরিচালক, আসাম সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ
শ্রীমতী কৃষ্ণা আচার্য
প্রধান শিক্ষিকা, আসাম সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ

সদস্যবৃন্দ
শ্রীসুকুমার আচার্যী
শ্রীবিমলেন্দু বসু
শ্রীঅমিয় মিত্র
শ্রীবিপিন সিংহ
ড. অনন্তলাল চৌধুরী (আসাম)

সম্পাদক
শ্রীবিমল দত্ত

সহ-সম্পাদক
ড. কৃষ্ণসুন্দর দে

অনুষ্ঠান সহকারী
শ্রীবিপদে মুখার্জি
শ্রীসুধা মুর্মু

সূচি

☐ সম্পাদকীয়
অর্থনীতে সাক্ষরতা পরিষদ সমাজ ২৭

সংবাদ অন্বেষা
☐ অর্থনীতি অনুষদ : সেমিনার ও একজন
ড. অমলকুমার দাস ২৮

বিশেষ রচনা
☐ ইন্ডিয়ানিটি এবং ট্রেডিশনাল সিস্টেম অফ মেডিসিন ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দত্তরায় ৫১
☐ সিস্টেম সংরক্ষণ : প্রসঙ্গ উত্তরণ
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ৩৪

বিশেষ নিবন্ধ
☐ জনসাধারণের সাক্ষরতাদের জন্য পরিচালনের অন্যতম অভিনব পরিচালন সংস্থার প্রাথমিক পরিচালনা
বিমলেন্দু সরকার ৩৯
☐ অর্থনীতি ৪২
☐ অর্থনীতি অধিকার ও সংরক্ষণ
শ্রীমতী চৈতালী ৪৩

বিশেষ অন্বেষা
ভূমিকম্প ☐ অনুসূচী ☐ ফেলোশিপ ☐ উত্তরণ ২৪-পরিচালনা বিশেষ অর্থনীতি অর্থনীতি ও অর্থনীতি অন্বেষাদীক্ষার ইতিহাস আলোচনা
অনুষ্ঠান ১৯৯৭-'৯৮ ৪৫

অনুষ্ঠান পরিচালনা (বাংলা বর্ষের দ্বিতীয়ার্ধ-২০০৪) :
আসাম রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সাক্ষরতা অনুষ্ঠান একটি অনুষ্ঠান (বিষয়বস্তু : উত্তরণ পরিচালনা) ● উত্তরণপরিষদের সাথে অর্থনীতিবিদদের মুখোমুখি সভা ● সভা-এ বিশেষ উত্তরণ বিশ্লেষণ ● অনুষ্ঠান আয়োজন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার সভা ● পরিচালনা প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের একটি বিশ্লেষণাত্মক একটি অনুষ্ঠান বিভিন্নমুখী। প্রসঙ্গে। অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ।

বিশেষ রচনা : ১৫ আগস্ট ভূমিকম্পের ১০০ বর্ষপূর্তি বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান পরিচালনা উত্তরণ বিশ্লেষণ ৩৩৯৩। (অনুষ্ঠানসূচি : অর্থনীতি অর্থনীতি)

অনুষ্ঠানটি : বাংলা চৌধুরী

পরিচালনা অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান বিভাগ থেকে ড. অনুষ্ঠান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুষ্ঠানী অনুষ্ঠানের নিবন্ধিত ১৮৬ বিশ্বজিৎবিদী অনুষ্ঠানী স্ট্রিট, অনুষ্ঠান-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

নিবেদন

এক বছর আগে 'উত্তরণ' ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। মাত্রটি দু:খ্য এখানে সীমিত পরিসরে 'উত্তরণ' তার যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সব ধরনের চাহিদা পূরণ করতো সক্ষম হয়নি।

পাঠকসমাজের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে, তাঁদের সাথে প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগ রাখতে 'উত্তরণ' মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হল। আমাদের বিশ্বাস, পত্রিকাটি পাঠকসমাজের আনুকূল্য লাভে ধন্য হবে। —সম্পাদক

'উত্তরণ'-এ লেখা পাঠাবার নিয়ম

- সমাজসচেতন কবি, সাহিত্যিক মানুষের জীবন ও সাহিত্য, সমাজ ও দেশের দেশের লেখক মূল উপজীব্য এমন লেখাই 'উত্তরণ' আশ্রয়ী।
- সমকাল, সমাজ ও শিক্ষাবোধে সমৃদ্ধ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র (বিষয়) বা প্রতিবেদন পাঠানো যেতে পারে।
- লেখা সাদা বা লাইনটানা কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং একটি পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠাটির জন্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে সুন্দর হস্তাক্ষরে বা যদ্রস্থ টাইপ করে পাঠালে ভাল হয়। লেখার শেষে অবশ্যই লেখকের পূর্ণ ঠিকানা, ফোন, পেশা ও পূর্ণ টিকানা থাকা আবশ্যক।
- লেখার কপি নিজের কাছে রেখে মূল কপি (জেরক্স বা ফোকস নয়) পাঠাতে হবে। কোনও লেখা গ্রহণ না হলেও ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না।

'উত্তরণ' কার্যালয়

জনশিক্ষণ বিভাগ ইনস্টিটিউট

জনশিক্ষণ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সি ১/৪, সি আই টি স্কিম নং ৭৯, সি আই সি রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

ফোন নং ৩৩৭-৬১০২ / ৩৩৭-৭৬২০

- প্রতি মুদ্রণের বিক্রয় তিনটি থেকে সর্বোচ্চ দুটি পর্যন্ত 'উত্তরণ' পত্রিকা ফেরত যাবে।
- লেখকেরা এখানে সরাসরি যোগাযোগ করতে বা লেখা পাঠাতে পারেন এবং গ্রাহক পরিষেবা উক্ত কার্যালয় থেকেই করা হয়।
- এ ছাড়া পরিষদ ভবন ও এজেন্সি নেবার জন্যও এখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা সংগ্রামে দলিত সমাজ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সমারোহ সম্প্রতি শেষ হল। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশে নীরব শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি নানা উৎসবে-অনুষ্ঠানে ঘোষিত হয়েছে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প, সমবেতকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সংহতির অঙ্গীকার। গ্রামের গরিব ও দলিত শ্রেণীর, শহরের মেহনতি মানুষগুলির কাছে কি পৌঁছুল কোন আশ্বাসের বাণী? যাঁরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও খাওয়া পরা ও মাথার উপর একখণ্ড টিন বা কিছুটা পাতার ছাউনির আশ্বাসও পেলেন না তাঁদের কাছে সুবর্ণজয়ন্তীর সমারোহ কি অর্থ বয়ে আনল? এঁরাই কিন্তু তাঁদের উত্তরপুরুষ, যাঁরা একদিন আজকের শহর-বন্দরের বাইরে থেকে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দীপালোকে নিজ বাসভূমি আলোকিত হবার কামনাচালিত না হয়ে, আত্মদান করেছিলেন।

এ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের গোড়াপত্তনকালে দখলদার ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইর ময়দানে এইসব নিরন্ন নিপীড়িত শিক্ষাবঞ্চিত মানুষগুলির পূর্ব পুরুষদের ভয়ভাবনাহীন লড়াই স্বদেশি নিপীড়ক ও বিদেশি শাসকদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। যাঁদের তীর-ধনুক-বল্লম-টাঙ্গির আক্রমণের মুখে আধুনিক হাতিয়ারের বলে বলীয়ান বিদেশি সেনাপতিরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সেই জনগোষ্ঠীর লড়াইর স্মরণে গোটা বছরের সমারোহে নীরব শ্রদ্ধানিবেদনের কোন সর্বভারতীয় কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। জমির লড়াইর সেই অতীত স্মৃতিকে সম্মানিত করার মতোই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আদি-ভারতবাসীদের সে-লড়াইর স্মারক স্থাপনের ক্ষেত্রেও অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী।

ইতিহাসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অধ্যায়ের প্রথম পাতা খুললেই, সন্ধানী চোখে, দেশের দলিত জনসমাজের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আদিম কাল থেকে ভারতবর্ষ যাঁদের মাতৃভূমি সেই আদিবাসী মানুষ দেখেছেন, একদল মানুষ সুজলা-সুফলা বাসভূমির সন্ধানে মধ্য এসিয়া থেকে এ দেশে এসেছিল; আরও পরে নানা সম্প্রদের যোঁজে হিমালয়ের ওপার থেকে পাহাড়-কন্দর পেরিয়ে শক-যুগল-পাঠান-মোগল অভিযাত্রীরা এসে ভারত দেশের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে তারা এ দেশের মাটিকে নিজ ভূমি রূপে গড়ে তুলল। ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দদের কাছে তারা সকলেই ছিল স্বদেশবাসী, ভারতবাসী। বিবিধের মাঝে এক মহামিলনের বিচিত্র সুর ধ্বনিত হল ভারতমাতার অঙ্গনে।

আরও একদল এল জলপথে। ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে তারা হানা দিল বেনিয়ার বেশে, লুঠেরার দুরবেশে। এদেশবাসীর বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের রস নিঙরে তারা পাচার করতে লাগল নিজ নিজ দেশে। শ্বেত-ঘামারে যাঁরা সোনা ফলান, সেই সোনা চুরির চাহিদায় এ দেশেরই একশ্রেণীর পরগাছার আড়ালে থেকে তাদের মদত দিতে লাগল। আদিবাসী কৃষক তাঁর সোনার শস্য বাঁচাতে জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে চিনে নিলেন তাঁর আসল শত্রুকে—এ দেশের ভূস্বামীতন্ত্রের পাহারাদার ব্রিটিশ শাসককুলকে।

পলাশিতে স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে (১৭৫৭) সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর, মীর কাসিমের শত্রু-সংহার প্রয়াসও বক্সার যুদ্ধে (১৭৬৪) ব্যর্থ হলে আগ্রাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইর শেষ মিশারি আলোটিও নিবে গেল। কিন্তু ইংরেজ বেনিয়াদের শাসনযন্ত্র দখলের অপচেষ্টা এ দেশের আদি অধিবাসীরা মেনে নিলেন না। সিরাজ ও মীর কাসিমের দেশরক্ষার নিশান তুলে নিলেন তাঁরা। ১৭৬৭ সালের চুয়ার বিদ্রোহে যে অভ্যুত্থানের সূচনা, সে অভ্যুত্থানকে খণ্ড খণ্ড গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ১৮৫৫ সালের ভাগ্‌নাডিহির গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত করল। সিধো-কানহু-চাঁদ-ভৈরবদের নেতৃত্বে বিশাল সমাবেশের বিরল গণ-সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় রচনা করল। সে অধ্যায়ের সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল জমিদার-মহাজন-গোমস্তা-পেয়াদার নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক। সিধো-কানহু, অত্যাচারী শ্রেণীকে ধ্বংস করার সেই ডাক দিয়েছিলেন, জড়ো করেছিলেন হাজার হাজার কৃষককে। কৃষকদের সে সংগ্রামের সহায়ক হয়েছিলেন গ্রামের কামার, কুমোর, তাঁতি প্রমুখ মেহনতী মানুষ—দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষের অংশ। তাঁদের সে সংগ্রাম ছিল শ্রেণী সংগ্রাম—জমিদার শ্রেণী ও তাদের রক্ষক ইংরেজ পুলিস ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। ১৮৫৫'র সে সংগ্রামে হাজার হাজার কৃষক যোদ্ধা তাঁদের জীবনদানের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে না পারলেও পরবর্তী শ্রেণী সংগ্রামের বীজ বপন করে গেছেন। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের গণভিত্তিও রচনা করেছে তাঁদের সেই সংগ্রাম। ১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহকে যদি স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলে আখ্যা দেওয়া হয়, সাঁওতাল গণসংগ্রাম তথা আদিবাসী সমাজের জমির গেরিলা লড়াইর শুরু থেকে সাঁওতাল গণবিদ্রোহ এবং আরও পরের বিরসা মুণ্ডার লড়াই শ্রেণী চেতনায়, সংগ্রামের তীব্রতায় সিপাহী বিদ্রোহ থেকে কোন অংশে কম নয়।

শেষ অধ্যায়ে, ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের শুরুতে গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আহ্বানের সঙ্গেও আদিবাসী নেতা সিধো'র ৮৭ বছর আগেকার আহ্বান হুবহু মিলে যাচ্ছে: ইংরেজ আমাদের দেশ ছেড়ে যাও।

আগস্ট আন্দোলনেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সরাসরি যোগদানের তথ্য বিরল নয়। বাংলা, বিহার সীমান্তের পাহাড়ঘেরা গ্রামে ইংরেজ সৈন্যরা আগস্ট সংগ্রামী একদল আদিবাসীকে অতর্কিত গুলী চালিয়ে হত্যা করে। এই আন্দোলন কালে ২১ আগস্ট আদিবাসী তথা দলিত মায়েরা প্রতিটি ঘর থেকে একজন করে ছেলেকে আন্দোলনে পাঠানোর শপথ নেন।

১৮৬৭ সালে আদিবাসীরা জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে যে জমির লড়াই শুরু করেছিলেন, সে লড়াইর শত্রুদলের নেপথ্যচারী ইংরেজ বেরিয়ে এসেছিল মুখোমুখি লড়াইএ। সে লড়াই ১৮৫৫'র লড়াইর পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে সিধো-কানহু ও বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে হাজার হাজার আদিবাসীর আত্মদানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ রচনা করে দিলেও আদিবাসীদের লড়াইর মূল শত্রুরা এখনও ভারতবর্ষের কৃষক সমাজের ও সেই সঙ্গে গোটা মেহনতী শ্রেণীর রক্ত শোষণ করে চলেছে।

সে শোষণের অবসান ঘটানোর আন্দোলনকে জোরদার করতে পারলেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে।

আদিবাসী কল্যাণ : সেকাল ও একাল

ড. অমলকুমার দাস

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে আদিবাসী উন্নয়ন ও কল্যাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়েছে। তবুও অনেকক্ষেত্রে এখনও অনেক আশা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যর্থতাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই পরবর্তী কালের আদিবাসী সংক্রান্ত নীতি আমাদের একটি বহুল আলোচিত শব্দ 'উন্নয়ন ও সংরক্ষণ' (Development and Integrity) বলিও উন্নয়নের কৌশল (Strategy) মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়েছে বহুল অংশে।

আদিবাসী কল্যাণের গতি ও প্রকৃতি বোঝার সুবিধার্থে আমরা এই সময়কে তিন পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, প্রাক্-স্বাধীনতা কাল (অর্থাৎ ইংরেজ শাসন কাল), দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তী কালের মধ্যে পরবর্তীকালীন প্রায়ত্ত কাল পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত), তৃতীয়ত, স্বাধীনতার শেষ ২০ বছরের কাল (অর্থাৎ পরবর্তী, বর্তমান, এবং পরবর্তীকালীন কাল যেহেতুনির্ণয় শাসন কাল)।

১

ব্রিটিশ শাসনের আদিবাসী সংক্রান্ত মূলনীতি ছিল 'পৃথকীকরণ' (Isolation)। অর্থাৎ জনজাতি জনসংখ্যাকে অন্যান্য করে রাখা। ১৮৫০ সালের সাঁওতাল 'হুলের' পর সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে 'সাঁওতাল পরগনা' জেলা গঠন করা হয়। ১৮৩৩ সালে অনুরূপ (আদিবাসী অঞ্চলভিত্তিক) কিছু সাঁওতালের বিদ্রোহের পর সাঁওতালদের জেলা প্রশাসনের জন্য এবং প্রশাসনের অনুকূলতা করে যোগাযোগ জন্য একটি বিশেষ শাখা বহুত-আদিবাসী শাখা (Aboriginal Section) সৃষ্টি ও ভূমিব্যবস্থা বহুতের অধীনে খোলা হয়। এবং এই ভাবে আদিবাসী অঞ্চলের সূত্রপাত হয়। এই শাখার কর্মক্ষেত্র পরিচালনা করতেন একজন প্রশাসক। তিনি কৃষি ও ভূমিব্যবস্থা বহুতের উপ-সচিব হিসেবে এই শাখার স্বাধীনতাপূর্ব কাল থেকে আদিবাসী অধ্যুষিত প্রতিটি জেলায় একজন বিশেষ প্রতিনিধিত্ব (Special Officer) কর্মরত ছিলেন। এই প্রশাসন অবশ্যে প্রথম কাজ ছিল আদিবাসীদের জমি যেন কিনা অনুমতিতে অ-আদিবাসীদের হস্তান্তর না হয়, তার ওপর নজর রাখা। বিনা অনুমতিতে হস্তান্তরিত জমি প্রকৃত আদিবাসী মালিকদের কাছে হস্তান্তরিত করা হত বাংলা প্রজাস্বত্ব আইনের সপ্তম ক অধ্যায়ের (Chapter VII A of Bengal Tenancy Act 46) ধারা অনুযায়ী [স্বাধীনতার পর এই ধারা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে ১৯৫৫ সালের ভূমিসংস্কার আইনের তিরিশ ক অধ্যায় (Chapter II A of Land Reforms Act, 1955) এর অন্তর্ভুক্ত হয়]।

১৯৩৫-৩৬ সালে সাঁওতালদের জন্য 'পরগনাইত' আইন চালু হলে অন্যান্য আদিম নিবাস অঞ্চলের সাঁওতালদের 'পরগনা', 'মেঝ মাঝি' এবং 'মানকারের' নিযুক্ত করা হয়। এঁরা আদিম নিবাসের সেবাদানের অতিরিক্তের নিয়োগের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করে দিতেন। এই ধারণা করেও অনেক অবৈধভাবে ভূমিকা গ্রহণ করলেও পরে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জেলাশাসন প্রশাসনের কাজে সাহায্য করার জন্য অর্থাৎ সামাজিক ঐক্য ও সমস্যা প্রতিরোধের জন্য পুরস্কার হিসাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত বলিও এই কাজের জন্য যথেষ্টসংখ্যক যোগ্যব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল।

প্রশাসন সেবাদান প্রতিনিধিত্ব বিশেষভাবে এবং সংগঠনগুলো এরাই ছিল যে তাঁর মাধ্যমেই (অর্থাৎ নিবাসন) আদিবাসী বহুত অঞ্চলের নেতাদের কাছে পরিচিত ছিল।

মালদহ-দিনাজপুর এলাকায় 'বিটলার'ও খুবই প্রচলন ছিল। এই ধারা প্রচলন নেই করা হয়।

আমরা আগে ব্রিটিশ শাসনকালে ব্যবসায়ী মহাজন ও জমিদারী কার্যকলাপের মাধ্যমে আদিবাসীদের কাছ থেকে জমিদার ও জমির অধিকার কেড়ে নেয়। কেড়ে তখন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলে প্রচুর বহুত অর্জন। এই ভাবে আদিবাসীদের বহুত তৈরি করে তাঁদের প্রতিক হিসাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলে ব্যবহার করা হয়।

প্রাক্ স্বাধীনতা কালে আদিবাসী সমাজের শিক্ষাগত ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য কারো থেকে কিছুই করা হয়নি। 'পৃথকীকরণ' নীতির ফলে আদিবাসী সমাজ ও তাঁদের এলাকাসমূহ অন্যান্যে বিচ্ছিন্নে পড়েছিল। সাক্ষরতার জাতীয়গড় প্রতিবাসীর সংখ্যা ৪৩ শতাংশেরও কম ছিল। সমূহী ক্ষেত্রে নিযুক্ত আদিবাসীদের সংখ্যা হাতে গোনা যেত।

২

এই অবস্থার আমূলপরিবর্তন প্রয়োজন হল। পৃথকীকরণ নীতির পরিবর্তে গ্রহণ করা হল 'উন্নয়ন ও সংরক্ষণের নীতি'।

জনজাতি সংক্রান্তের ৩৪২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালে ৭টি সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত আদিবাসী হিসাবে পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে এই তালিকা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়। ১৯৫৬ সালের তালিকাভুক্ত জাতি ও তালিকাভুক্ত আদিবাসী আদেশ (সংশোধন) আইন (Sch. Castes and Sch. Tribes Orders (Amendment) Act, 1956) অনুযায়ী ১৮টি আদিবাসী সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই তালিকা আবার ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠনের পুনর্বিন্যাসের (State Reorganisation) পর পরিবর্তিত হয়। ৪১টি আদিবাসী সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ ১৯৭৬ সালের তালিকাভুক্ত জাতি ও তালিকাভুক্ত আদিবাসী আদেশ (সংশোধন) আইন (Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders

(Amendment) Act, 1976) অনুযায়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা হয় ৫৮। Area Restriction উঠিয়ে দেওয়া হয়।

৩

১৯৬১-'৭১ অর্থাৎ গত তিন দশকে আদিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৩.৪২ শতাংশ অর্থাৎ বছরে ২.৮৫ শতাংশ। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যায় ৫.৮৮ শতাংশ ছিল আদিবাসী, ১৯৯১ সালে সেই হার হয়ে দাঁড়ায় ৬.৬০ শতাংশ।

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে) একটি ছিল বিভাগ 'আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ' (Tribal Welfare Department) সৃষ্টি করা হয়। এই সময় থেকেই আদিবাসীদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হতে থাকে। আদিবাসীদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও তুলিয়াজন বিভাগের আদিবাসী (Aborigenal) সমাজ কল্যাণের ব্যাপারে আদিবাসী বন্ধুদের কেন অন্তর্ভুক্তকরণ সমিতি রাজস্ব পর্ষদের (Member, Board of Revenue) হওয়া সত্ত্বেও পদাধিকার বলে আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের সচিব (ex-officio) হিসাবে এই বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এই বন্ধুদের অবহেলার ফলে কেউ কেউ হিসেব অনুযায়ী বন্ধুদেরও বটে। তাঁদের সাহায্য করার জন্য কেউ কেউ হিসেব রাখতেন, কেউ কেউ আবার উপদেষ্টা।

পরবর্তী সময়ে এই ধারা পরিবর্তিত হয়। আদিবাসী আমলে পূর্ণ মন্ত্রী ও পূর্ণ সচিবের অবস্থা করা হয়।

আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক চেতনা, সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতি যথাযথ অন্যান্য অনুভূতির সমাজ পরিবেশ না থাকায় পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে এই বিভাগের একটি শাখা সাংস্কৃতিক অনুসন্ধানাগার (Cultural Research Institute) সৃষ্টি করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে প্রধানত শিক্ষামূলক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এই বিভাগের অধীনে আদিবাসী কল্যাণ অধিকার নামে একটি পৃথক অধিকার (Tribal Welfare Directorate) সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু কিছু আর্থিক প্রকল্প রূপায়ণের ভার দেওয়া হয় নিজ প্রতিষ্ঠানের ওপর। অনুরূপ সংস্থাসমূহের অনুপস্থিতি না হওয়ায় ১৯৬৫ সালে এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব সরাসরি আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের অধীনে আনা হয়। এ জন্য একটি নিজ উপশাখা সৃষ্টি করা হয়।

এই সময়েই সুন্দরবন আদিবাসী প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য প্রতি জেলায় একজন বিশেষ প্রাধিকারীকের (Special Officer) অধীনে একটি করে জেলা অফিস চালু করা হয়। জেলা অফিস ছাড়াও অনেকটি মহকুমা সদরেও অফিস চালু করা হয়। প্রত্যন্তরে কিছু আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্রও খোলা হয়।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের (United Front Govt.) আমলে ১৯৬৭ সালে আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের নাম সংশোধন করে 'তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ' (Scheduled Castes and Tribes Welfare Dept.) রাখা হয়।

১৯৭৬ সালে উপজাতি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 'উপজাতি জাতি উন্নয়ন ও বিশ্বাসিনম' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে আদিবাসীদের এই উন্নয়নের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয় [১৯৮১ সাল থেকে এই নিয়ে কার্যকরী বৃদ্ধিকে গ্রহণ করে]।

'পরিচালক আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার নিবন্ধ' ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি রাজ্যের একটি শীর্ষ সংস্থার সমিতি। প্রাথমিক স্তরে গঠিত 'সমিতি'গুলি এর সদস্য।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে, সংহত আদিবাসী প্রকল্প (ITDP) পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় একজন করে প্রকল্প আধিকারিক (Project Officer) নিযুক্ত হন। বর্তমানে এই আধিকারিকের নতুন নাম হয়েছে জেলা কল্যাণ আধিকারিক তিনিই জেলাস্তরে উপজাতি জাতি ও আদিবাসী বিষয়ের দায়।

আদিবাসী সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নের ব্যাপারে প্রশাসনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য পরিচালক আদিবাসী উপদেষ্টা পরিষদ নামে উপজাতিভাগুলির পর্ষদ রয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ থেকে স্বাধীনতার পর উন্নয়নমূলক পরিচালনায় অনেক বেশি পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

৪

আদিবাসী জাতি উন্নয়নের ব্যাপারে উন্নিখিত সাহায্য প্রথম ১৯৪৭-'৫১ সালে ১,৫৫৯ টাকা ব্যয় হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আদিবাসী উন্নয়নের কার্যসূচিগুলি ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে থাকে। প্রথম পরিকল্পনা কালে ব্যয় হয়েছিল ৫০.২ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১.৪৯ লক্ষ টাকা, এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৩১.৫ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ তিন বছরের (১৯৬৯-৭৪) Plan বছরের মধ্যে এবং প্রতি বছরের জন্য পৃথক ব্যয়ের পরিকল্পনা স্থির হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে ব্যয় হয় ৩২.৮৭ লক্ষ টাকা, Centrally Sponsored Scheme-এ ব্যয় হয় ১৫.৮৭ লক্ষ টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে রাজ্যস্তরে ৩৮.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং কেন্দ্রীয় খাতে ১১.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ ছাড়াও বিশুদ্ধ জাতির কল্যাণের জন্য ০.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৯৭৩-৭৪ সালে আদিবাসী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

১৯৫১-৬১ অর্থাৎ ১৮ বছরের মধ্যে পরিচালনে অর্থবিনিয়োগ ব্যয় ছিল ২৫০ টাকা। তারপরের দশবছরে ব্যয় পরিচালনের ব্যয় ছিল দ্বিগুণ। আদিবাসীদের মোকাবিলায় এই ব্যয় ছিল আরও বেশি।

শিক্ষা : শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই বিশেষ নজর দেওয়া হয়। শিক্ষার আওতাভুক্ত আদিবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, ছাত্রাবাস সৃষ্টি; প্রাথমিক, বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, পরীক্ষা ফি, আশ্রম ছাত্রাবাস নির্মাণ, মেরিট-এর স্কলারশিপ, পরীক্ষা ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ মেডেলপ্রাপ্তি, ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, বিশুদ্ধ জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আশ্রম হস্টেল নির্মাণ ইত্যাদির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৭-৭৮ সালে সারা রাজ্যে ১৪,০০২ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রী বই কেনার জন্য কুপ ভাউচার পেয়েছিল। ১৯৮৪ সাল সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১,২০,১৩৪ জন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৮ গুণ। বর্তমানে মাধ্যমিক হস্টেলে থাকার সুযোগ পাওয়া ছাড়া পঞ্চম শ্রেণির জন্য আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি হিসাবে বছরে ৫০০ টাকা করে দেবার ব্যবস্থা আছে। ২০ বছর আগে এই প্রকল্পটি ছিল না। ১৯৭৯ সালে শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ৮৭,০০০ আদিবাসী ছাত্রছাত্রী (মাধ্যমিক) এই সাহায্য পায়। আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার উৎসাহদানের জন্য ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটি সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ সালের আগে পর্যন্ত ছাত্রাবাস, আশ্রম ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ইত্যাদি খাতের জন্য মাত্র ৫২টি ক্ষেত্রে অর্থসাহায্য করা হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রটি ছাত্রীনিবাস ছিল একটি। তখন আবাসিক ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। ১৯৭৭-৭৮ সালে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসে ১২ জন ছাত্র থাকত। ১৯৭৮-৭৯ সালে আবাসিকদের সূত্রে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২,৫২৯ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রী, অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ ১০,৪৫,০০০ টাকা। আবাসিকদের পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত মোসাফি বৃদ্ধি দেওয়া হয়। ১৯৭৯-৭৭ সালে ১,৮৪০ আদিবাসী ছাত্রছাত্রী এই বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৪-৪৫ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮,০৭৬। বৃদ্ধির হার ৪ ½ গুণ। ১৯৭০ সালে রাজ্যসরকার নিজস্ব ক্ষেত্রকে শুধু আদিবাসী ছাত্রীদের উপযোগী করে পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য একটি কৃষিভিত্তিক হাইস্কুলে পরিণত করা হয়েছিল (পরে হাইস্কুলে পরিবর্তিত হয়)।

১৯৫০-৫৭ সালে আদিবাসী ছাত্র অধিকারে রাজ্যের পরিচালনের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের পরিসংখ্যান করা হয়। এই বাবদে প্রাথমিক পর্যায়ে সাঁওতালী ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়ে। প্রথম পুস্তকটি সরকারের আদেশে এর ভিত্তিতে পাঠ্য পুস্তক তৈরি করা হয়। প্রথম ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 'ধারা' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজ, শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। দেখা যেছে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সাক্ষরতার বৃদ্ধির হার তফসিলভুক্ত জাতির তুলনায় বৃদ্ধির গতি ছিল আশাব্যঞ্জক। ১৯৬১-'৭১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২.৩৭ শতাংশ, ১৯৭১-৮১ সালে বেড়েছে ৪.২৯ শতাংশে কিন্তু ১৯৮১-৯১ সালে সেটা হার বৃদ্ধি পেল প্রায় পরিমাণেই হয়েছে, ১৪ শতাংশের বেশি।

বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধির মুখে। স্বাধীনতার প্রথম দিকে পরিস্থিতি ছিল এমন, প্রায় সেই

পরিচালনা থেকে প্রকল্পের হচ্ছে। এর মূল কারণ তৃণমূল পর্যায় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অভাব ছিল।

আর্থিক উন্নয়ন : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রের ন্যায় 'আর্থিক উন্নয়ন' ক্ষেত্রে ব্যয় ৫৩৬৪ পরিমাণ অর্থের সংস্থান ছিল। এর মূল কারণ হলো ৩৬৫ সে, আদিবাসী কল্যাণে তাদের কিছু করণীয় নেই। সবই আদিবাসী বন্ধুদের উপরে ছেড়ে দেয়া হয়। এটি খুবই ভুল ধারণা। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে পর্যন্ত দেখা গেছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার থেকে আদিবাসী কল্যাণে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কম। ৫৫ শতাংশেরও বেশি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল থেকে প্রণীত 'আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা' (Tribal Sub-Plan) কার্যক্রম থেকে প্রত্যেক রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে আনুপাতিক অর্থ ব্যয় করতে হবে। আদিবাসী বন্ধুরা এই ব্যবস্থায় লাভবান হবে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে কোন অর্থের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং বর্তমানে সেই হার জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার থেকে কম নয়। এখন আদিবাসী কল্যাণে ব্যয় অর্থের থেকে কিছুটা বেশি।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত আদিবাসী এলাকায় শিক্ষার কোনও উন্নয়ন প্রকল্প ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯৮-৯৯ থেকে ১৯৯২-৯৩ (প্রথম চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত) আদিবাসী সাব-প্ল্যান প্রকল্পে ৭৩০টি ব্লকের ৮২টি সাব-ব্লক-এ প্রবর্তিত। এ সময়ে ২.৪১ লক্ষ আদিবাসী পরিবারের জন্য ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় জল সরবরাহ, প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, চাষের জমি বিতরণ, জমির উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র সেচের জন্য এবং পশু ও মুরগি কেনায়। একটি মূল্যায়ন সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে এই প্রকল্পগুলি আদিবাসী জীবনে তেমন কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি; কারণ, নজরদারির অভাব (follow up), পরিকাঠামোর অভাব এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রভাব।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে মোট ৩৩টি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাকে সংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে গড়ে এলাকা ভিত্তিক ও পরিবার ভিত্তিক প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পগুলি আদিবাসী জীবনে আংশিক ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এগুলির সাফল্যের কোন কিছু আদিবাসী এখন মধ্যবিত্তশ্রেণির ঈর্ষার কারণ হয়েছে।

আদিবাসী জীবন কৃষি ও অনির্ভরশীল। তাই প্রথম থেকেই এগুলিকে ভিত্তি করে প্রকল্প রচিত হয়। পতিত জমি উন্নয়ন, ভূমিহীনদের জন্য জমি বিতরণ, কুয়োকে ও পশুপালনের ব্যবস্থা, ভূমিহীন চাষিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, ঝিরনালার সীমা ও সাব বিতরণ, গ্রামীণ সমবায় ও মহাজনীর উন্নয়ন, কৃষিকৃণ্ড ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, জলাভূমি ও বিস্তৃত জমির পুনর্বাসন ইত্যাদি। অন্যান্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিবাসী সেই ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

কয়েক ক্ষেত্রে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীর পূর্বে ভূমিহীন আদিবাসী শ্রমিক হলে জমি বিতরণের সংখ্যা ছিল অতীব অল্প। ভূমিসংস্কারের এবং ভূমি বিতরণের অন্য ক্ষেত্রগুলি সরকারী দৃষ্টির বাইরে ছিল। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে এই রাজ্যে উদ্বৃত্তের ৪.৬৫ লক্ষ আদিবাসী সরকারি জমি পেয়েছেন এবং ১.৯২ লক্ষ আদিবাসী কর্মচারীদের দখল বেকর্ড হয়েছে। মোট আদিবাসী কৃষকের ৫৩৮ লক্ষ আর্থিক ঋণের ওপর নির্ভরতে লক্ষ হয়েছে।

সেচ প্রকল্প সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। রাজ্যের এই ৫৫ শতাংশ আদিবাসী পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সদর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে বর্ধমান, বীরভূম, জলপাই জেলায় অবস্থানের জন্যে প্রতি বছর খরায় ভোগে। কিন্তু যেন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া (যা পরিকল্পনা থেকে) সেচের এদিকে আদৌ সাহায্য যেন করে দেয়া হয়নি। ঠিকাদার প্রথা দেখাই যায় না। এর মূল কারণ সেচ প্রকল্পের ওপর ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা ওষিগুলি তৈরী হয়ে উঠে এবং সেচ জমির হয়ে এবং প্রকৃতির জমির মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যায় এলাকার পর্যন্ত মোকদ্দমা ফৌজিদারীদের জন্য যাইতে থেকে হয় না। বিভিন্ন দপ্তরের জন্যেই জমান্তর হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে পর্যন্ত কিছু জমি সেচ, অর্থ-মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং ক্ষুদ্র আদিবাসী গোষ্ঠী উন্নয়নের কিছু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকেই এই তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে 'প্রিমিটিভ ট্রাইব' রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং উন্নয়ন সামাজিক এবং পুনর্বাসনের উদ্যোগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোনোক্রমে আজ তাদের অস্তিত্বকে রক্ষা দিয়ে করতে না এবং আন্দোলনের কোনোও আজ আর তাদের ভাবে নাই নয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে ছিল "সমন্বয়ন" (Clustering)। এগুলি ছোটদের ও বর্তমান কৃষকদেরই বেশি সাহায্য দেয়েছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল থেকে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় "সমন্বয়" ধারণার প্রথম প্রকল্প নেওয়া হয়। তাতে বর্তমান আদিবাসীদের সুবিধার এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়।

পূর্বে শিক্ষিত যুবক ও অন্যান্য চাকুরি সাহায্য প্রবেশিকা পরীক্ষাসমূহের মাধ্যমে সরকারী চাকুরি পাওয়ার সুবিধের্থে ছাত্র-পরীক্ষা শিক্ষণ ক্ষেত্র ছিল না। বর্তমানে জলপাই্গুড়ি ও মেদিনীপুরে এ ধরনের শিক্ষণ ক্ষেত্র চালু আছে। ১৯০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। আদিবাসী যুবক-যুবতীরা যাতে সমানভাবে জীবিকার নিশ্চয়তার ভিত্তিতে প্রকল্পে যোগদান করতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র (Training-Cum-Production Centre) ছিল ২১টি। বর্তমানে আদিবাসী মহিলা ও আদিবাসীদের জন্য এরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা ৩২টি। বর্তমানে ৮৯১ জন শিক্ষার্থী আছে। ট্রেনিং থেকে বিভিন্নতার উদ্যোগে যোগদান ভিত্তিক প্রকল্পে সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১৯৭১ এর পূর্বে হাসপাতালে অধিবাসীদের সংরক্ষণ ছিল ৫ শতাংশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার হত ৩ শতাংশ। বর্তমানে সংরক্ষণের হার ৯ শতাংশ। ১৯৭৬ সালে সরকারি চাকুরিতে অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ২.৩ শতাংশ। ১৯৯১ সালে সেই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৪১ শতাংশ।

আজ অধিবাসী যুবক-যুবতীরা প্রয়োজন ও পছন্দমতো পেশার উন্নয়ন ও অনুপ্রবেশে নিয়োজিত আছে।

স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বাস্তা, ঘর ও সংস্কৃতি

শিক্ষা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধারণ প্রকল্পগুলি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বল্প আদমশুমারে রোগীদের জন্য শয্যা সংরক্ষিত ছিল, উপজাতদের অনুকূল দেওয়া হত বলে পরিচ্ছন্ন অধিবাসী রোগীদের হিসাবের মূল্যায়ন কম পাত, যাদুকেন্দ্র ৫৭১ টি Clinic খোলা হয়, পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করা হয়, বাস্তা নির্মাণ ও আগ লাগানোর পথ নির্মাণ করা হয়, অধিবাসীদের গৃহনির্মাণ করা হয়, অধিবাসী অঞ্চলে কেন্দ্র খোলা হয়, বেসরকারি সংস্থাকে অনুদান, গৃহনির্মাণ ঋণের অনুদান, প্রাথমিক উপকরণ, বি বি Unit খোলা হয়, কূপ খোড়া, সেচের, পানীয় সরকার নির্মাণ করা হয়।

অধিবাসী ঐতিহ্য ও কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ১২৮টি মেলার ও কৃষ্টির গুরুত্বে অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়াও অনুদান দেওয়া হয় বহুমুখি শিক্ষা কেন্দ্রে, নৈশ বিদ্যালয়ে; ছাত্রবৃত্তি এবং সাংস্কৃতিক ও অবসর বিনোদনের জন্য। অধিবাসী অঞ্চলে কৃষ্টিকেন্দ্র সহ কাজ করার জন্য পুরস্কার প্রদানও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রকল্পটি আমলে অধিবাসী অঞ্চলগুলিকে উন্নয়ন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতি বছরে অধিবাসী এলাকা নাটক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের অধিবাসী গুণী ব্যক্তিদের প্রতি বছরে সংবর্ধনা করা হয়। প্রতি বছরে রাজ্য ও জেলাস্তরে 'যুব' বিভাগ পালন করা হয়। এছাড়াও অধিবাসী সাংস্কৃতি পর্যটন ব্যবস্থার আয়োজনকল্পে, মেলা প্রদর্শনী ও সভা আয়োজন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।

নিয়োগের সংস্কৃতি অধিবাসীদের আরো বৃদ্ধি দিয়ে। রাজ্যগুলি সরকার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনকে অটুট রাখা ও সমৃদ্ধশালী করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন।

রাজ্যগুলি সরকারের আমলে পঞ্চায়েতরাজ চালু না থেকে অটোর সঙ্গীত রাখা হয়েছে। আজ গ্রাম অধিবাসীদের পঞ্চায়েতের বহুমুখী কার্যকরী ভূমিকা অধিবাসীদের।

৫

চতুর্থ পরিকল্পনার পর দেখা যায় যে মূলত উন্নয়নের ফলে অধিবাসী এলাকাগুলির মধ্যে অনেক বৈষম্য বেড়ে গেছে। এমনকি অধিবাসী শ্রেণিগুলির নিজেদের মধ্যেই অনেক তফাৎ বেড়ে গেছে। প্রশাসকের কাছে উন্নয়নের অনেক কিছুই গৌণবস্তু। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সর্বপ্রথম অধিবাসী উপ পরিকল্পনার (Tribal Sub-Plan) সূচনা হয়। উপজাতি অধিবাসী এলাকাগুলির দ্রুত উন্নয়ন ও অন্যান্য অন্যান্য উন্নত এলাকার সমতুল্য করা; অধিবাসী জীবনযাত্রার গুণমান দ্রুত উন্নয়ন। অর্থাৎ অধিবাসী এলাকাগুলির মধ্যে মধ্যে অধিবাসী সম্প্রদায়গুলিরও উন্নয়ন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত সরকারি নথিপত্র, রিপোর্ট ও গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, অধিবাসীদের উন্নয়নের ছবি মোটা অক্ষরে। এলাকা ও সম্প্রদায়ভেদে পার্থক্যগুলি দেখেই নিতে হবে।

অধিবাসীদের স্থিতিস্থা তথা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ থেকেই অধিবাসীদের উন্নয়নের ধারা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ রাজ্যগুলি সরকার গঠন করার পর থেকেই (১৯৭৭) অগ্রাধিকার হয়ে পড়ে।

বিশেষ সংবাদ

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল শিক্ষায় তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা

পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেন্দ্রী তফসিল বিভাগের বৃত্তি প্রতিবেদনসমূহ অনুসন্ধান করলে উক্ত বিভাগের সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা (Cultural Research Institute) সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল শিক্ষায় তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত একটি গবেষণা করেছে। সমীক্ষার জন্য তারা বেছে নিয়েছে বৃত্তি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: তারমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং তারমধ্যে বিশেষ বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

সমীক্ষার দেখা যায়, ১৯৮৬ সালে ৩১ বৃত্তি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে মোট ৮০৬ জন ছাত্র যাদের মধ্যে ১১১ জন (১৪.৮১%) তফসিলি সম্প্রদায়ের। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ৩১ বছর ৩১ বৃত্তিকলেজ তফসিলি সম্প্রদায়ের কেউই ৩১ বৃত্তি কলেজে ভর্তি হয়নি। আরো জানা যায়, মোট যেসকল ছাত্র বৃত্তি, অসমাপ্তিপ্রবণতা থেকে একজন এবং ব্যবসায়ীর থেকে একজন—এই মোট চারজন তফসিলি ৩১ বৃত্তি কলেজে ১৯৮৬ সালে ভর্তি হয়। ৩১ চারজন তফসিলি ছাত্রের অবশ্য ফলাফল সমীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১১১ জন তফসিলি ছাত্রের মধ্যে ১৮ জন (১৬.১৪%) ছাত্র শেষ পর্যন্ত কোর্সের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। উল্লেখযোগ্য

[শেষাংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়]

শিক্ষায় সংরক্ষণ : প্রসঙ্গ উচ্চ শিক্ষা

নিখিলেশ বিশ্বাস

॥ প্রথম প্রবন্ধ ॥

এখন যা চলছে

বিভিন্ন পাস, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে তফসিলি প্রার্থীদের জন্য যে সংরক্ষণের ব্যবস্থাটিকে সাম্প্রতিকতম নিয়মগুলি জারির পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনের পক্ষ থেকে পত্র (১৯৯৮-৯৫) ৮ জানুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যসরকার অধীনস্থ কলেজগুলির পরিচালন। বিজ্ঞপ্তিটি পড়লেই, বর্তমান, অনুসরণ, আবশ্যক, প্রতিটির সঠিক অবস্থানে পরিষ্কারও প্রকাশিত হয়েছে সমস্যার বিভিন্ন দিকে।

পাঠকদের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

স্নাতক, স্নাতক (সাম্মানিক) ও স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে: (১) স্নাতক, স্নাতক (সাম্মানিক) ও স্নাতকোত্তর কোর্সে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২২% ও ৬% আসন সংরক্ষিত থাকবে। ঐ আসনগুলিতে যেসব বিভিন্নে কেন্দ্রসমূহ উক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে তফসিলি জাতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে তফসিলি উপজাতি প্রার্থী ও তফসিলি উপজাতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে তফসিলি জাতির প্রার্থী বিবেচিত হবে। যদি ২২% অনুসংরক্ষিত আসনের জন্য বিহিত পরীক্ষায় সফলের বিভিন্নে যে সকল তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থী মূল্যায়ন পাবে, তাদের সংরক্ষিত আসনের হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না। (২) বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ ভর্তির জন্য মূলতম নম্বরপ্রাপ্ত সকল তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি প্রার্থীকে অবশ্যই ভর্তির অর্থ দিতে হবে। অনুরূপ অর্থ অথবা কোনও মূলতম নম্বর সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্ধারিত করা চলবে না। (৩) স্নাতক (অনার্স) কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মূলতম নম্বর ধার্য করা থাকবে। সংরক্ষিত আসনে ভর্তির জন্য কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কলেজের কেন্দ্রে থাকবে। যেসব কেন্দ্রে কোর্স আছে (কলেজের নয়) সেই সকল সংরক্ষিত আসনের জন্যও প্রার্থীকে অবশ্যই সেরে হবে। (৪) সংরক্ষিত আসনের জন্য বিবেচিত মেধা প্রার্থীর তুলনায় ২৫% কম নম্বরের হলেও তফসিলি সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীকে নম্বর দিতে হবে। তবে বিশেষ নম্বর পাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম মূলতম নম্বর পেয়েও সেই প্রার্থী সংরক্ষিত আসনে ভর্তি হতে পারবে না। (৫) কোনও অবস্থাতে সংরক্ষিত আসনগুলি উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে সংরক্ষণমুক্ত করা যাবে না। উপযুক্ত প্রার্থী সংক্রান্তে রাজ্য সরকারের জানাতে হবে (অযোগ্য অভিমানের এর বিজ্ঞপ্তিকেন্দ্র, পরিচালক সরকার), যাতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। (৬) যে সমস্ত ক্ষেত্রে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে সেখানে রাজ্য সরকারের নির্ধারিত নিয়ম (২৫% কম পর্যন্ত ভর্তির সুযোগ) মানতে হবে। অন্য কোনও ধরনের ধারা-নিয়ম (মূলতম নম্বরের) গ্রহণ করতে পারবে না। (সূত্র: রাজ্য সরকারের সংস্কৃতির No 905 TW/SC/O/MR—1/95(1) Dt. Calcutta-- 12 September 1995)

পরিচালক সমাজ কর্মী, পি. এ/১৯৯৫(৪)/৬৮

তারিখ ১.১.৯৮

সরকারের যে সংস্কৃতির ভিত্তিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, তার বঙ্গানুবাদ পাঠের পাশে দেওয়া হল।

॥ দ্বিতীয় প্রবন্ধ ॥

নিম্নোক্ত সংশোধন বিষয়ে পরিচালকমণ্ডলীর উপরোক্ত সংস্কৃতিসমূহের বিষয়টি আজ যে এত সরলভাবে গ্রহণ পেয়েছে তা একদিনে হয়নি। তার জন্যে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বা এ আলোচনার উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইউ কি সি এর রাজ্য সরকার জন্যে যেসব পরামর্শ বিশেষজ্ঞের তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা যাক।

মূল প্রশ্নটি: তফসিলি সংবিধানের শিক্ষা মূল অধিকারভুক্ত। তবুও সাধা তফসিলি একটি সুনির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করে শিক্ষানীতি আজও নির্ধারিত হয়নি। তাই সাধা রাজ্য এ প্রশ্নে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসরণের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করতে পারে। আর এর ফলে বেশ্রীর সরকার যেসব নীতি নিয়ম তৈরি করে—তার সবই রাজ্য সার্বিকভাবে অনুসরণ করা হয়। তবে শিক্ষার্থে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায় থাকা আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভর্তিসিদি ভাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগ

মহাকরণ, কলিকাতা-১

নং-৮০৫ টি ভর্তি/৪ সি — তাং কলিকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

এস. সি/৩/এস. আর-১/৯২ (১)

এবং নং ২৭১ টি. ভর্তি/৪. সি — তাং ২২.৩.৯৬

এস. আর-১/৯৫ (১)

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তফসিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সমস্যা বিবেচনার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার পর রাজ্যপালের সন্তোষ অনুসারে আমি জানাচ্ছি যে, নিম্নোক্ত স্থানসমূহের সঙ্গে নিম্নোক্ত নির্দেশসমূহ প্রদান করছেন।

১ (ক) নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য যথাক্রমে ২২% ও ৬% আসন সংরক্ষিত থাকবে:—

(১) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পৌরসভা, পৌর সমিতি ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত অন্যান্য সমমূল্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

(২) সকল সরকারী ছাত্র-সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ।

(৩) সকল সরকারী ছাত্রী-সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার অনুমোদিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ।

(৪) সকল সরকারী, আধাসরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক, ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/সেন্টার/কৃষিবিদ্যা টেকনিক্যাল স্কুলসমূহ।

(৫) সকল সরকারী, আধাসরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার অনুমোদিত কলেজসমূহ—যার অন্তর্ভুক্ত হবে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল কলেজ, ফেসিলিটেশন, আন্ডারগ্রাড ও নার্সিং কলেজ।

(৬) সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিম্‌ড্ বিশ্ববিদ্যালয়।

(খ) প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক কোর্স/স্ট্রীম/বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে তফসিলি জাতি ও উপজাতির সংরক্ষণ পালন করা হবে।

(গ) তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা নির্ধারণে ০.৫ ও তার অধিক ভগ্নাংশে একটি আসন ধরে ধরা হবে।

(ঘ) মেডিসিন, ডেন্টাল সায়েন্স ও নার্সিং-এর সেমি প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল কোর্সের ক্ষেত্রে যদি প্রতিটি স্ট্রীমে তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ০.৫-এর কম হয়, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি নং ১৬০১ এস তাং ২.৮.৯৫-এর ৫০ শতাংশ ডেন্টাল অনুযায়ী আসন পূরণ করতে হবে।

২ (ক) আসনসংখ্যা পূরণ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কোর্স/স্ট্রীম/বিষয়ের জন্য পৃথকভাবে সাধারণ মেধা-তালিকা (যা মহাকরণে মেধাতালিকা হবে) প্রস্তুত করতে হবে এবং এ তালিকা ভর্তি/উপজাতি নির্বিশেষে পূর্ববর্তী পরীক্ষা/যোগ্যতা-নির্ধারক পরীক্ষার ভিত্তিতে তৈরী হবে। তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনে ভর্তির জন্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যেক কোর্স/স্ট্রীম/বিষয়ে পৃথক মেধা-তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। যে সকল তফসিলি জাতি উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের সংরক্ষিত মেধা-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

(খ) বি.এ (অনার্স), বি.এসসি (অনার্স), বি.কম (অনার্স), এম-এ, এম.এসসি, এম.কম, বি.টেক, এম.টেক, এম.এস.সি (টেক), বি.এল, এল.এল., এল.এল.বি, এল.এল.এম, বি.সিস সায়েন্স, এম.সিস সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেকচারের প্রফেশনাল কোর্স, মিডওয়াইফারি ও মিডওয়াইফারি(হেলথ ভিজিটর)এর প্রফেশনাল কোর্স, এম.সিস, মেডিসিন, ডেন্টাল সায়েন্স ও নার্সিং-এর সেমি প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল কোর্সে তফসিলি জাতি উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সাধারণ মেধা-তালিকার সর্বশেষ প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের ২৫% কম হবে না। তবুও যদি কোন তফসিলি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত নিম্নতম নম্বর পায়, তবে সে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যদি। সাধারণ মেধা-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকে সংরক্ষিত আসনের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

(খ) ডাক্তার মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কোর্সে ভর্তির সংরক্ষিত তালিকা পূরণের জন্য তফসিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেই এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাঁটাই করা হবে না।

(গ) সকল কোর্স/স্ট্রীম/বিষয়ে সংরক্ষিত আসন পূরণের জন্য যে সকল তফসিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত ছাত্রী-ছাত্রী পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতার ন্যূনতম নম্বরও পেয়েছে, তাদের সকলকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভর্তির জন্য বিবেচনা করবে।

(ঘ) কোর্স/স্ট্রীম/বিষয় অনুযায়ী আসনসংখ্যার জন্য আসন সংরক্ষিত সমস্যক মেধা-তালিকার তফসিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত ছাত্রী-ছাত্রীদের সংরক্ষিত মেধা-তালিকার উপরে স্থান দিতে হবে। কোর্স/স্ট্রীম/বিষয় অনুযায়ী আসনসংখ্যার সমস্ত সমস্যক মেধা-তালিকা ও সংরক্ষিত তালিকার তফসিলি জাতি-উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও পছন্দ বিবেচিত হবে।

৩ পূর্বোক্ত বিধানগুলি অনুসরণ করার পরও যদি তফসিলি জাতিভুক্ত আসন শূন্য থাকে, তবে তা তফসিলি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এবং বিপরীত ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসৃত হবে।

৪ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যেক প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্যক বিভিন্ন কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। কলিকাতার কলেজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এবং জেলা সংরক্ষণ কমিশনার পদাধিকারবলে এবং কলিকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংরক্ষণ বিষয়ক অফিসার কমিশনারকে এই রিপোর্ট দেবেন।

এই বিষয়ে পূর্ববর্তী সকল আদেশের পরিবর্তে বর্তমান আদেশ প্রদত্ত হল।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে,
(স্বাঃ) এম. কৃষ্ণমূর্তি
যুগ্মসচিব, পশ্চিমবঙ্গ

* বিভিন্ন সার্কুলারটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল। তবে তথ্য সংগ্রহের ৪, ৫টি ও ৬ষ্ঠ, তফসিলি জাতিভুক্ত ও উপজাতি ভুক্তদের শিক্ষাসূচক সংখ্যা।

এ আলো: পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বৃষ্টি ধরে একটানা একটি প্রগতিশীল অ-কংগ্রেসী সরকার অবস্থান করছে। এদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেই জন্য রাজ্য সরকারের তুলনায় কেন্দ্রিকরণেই পৃথক। তাই এদের কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েও বিক্ষোভ প্রয়োজন। তবে এখানে আমরা আলোচনার সূচনা করতে চাই ইউ জি সি'র প্রসঙ্গটি। উচ্চশিক্ষার জন্য যে অনুদানের বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতে হয় তা দেয় এই 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন'। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হল কোন সরকারের শিক্ষা কাজ জন্য সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ের আলোচনা। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে প্রশাসনের সমৃদ্ধিতে যে সংরক্ষণগুলি নির্ধারণ করা হয় সেই অনুযায়ী আসন সংরক্ষণ করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রেও। কিন্তু সংরক্ষণ কার্যকর-করণে থাকলেই তার বাস্তবায়ন হয় না। সে জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা। আমরা এখানে সংরক্ষণ করা কিছু দেখেছি, সংরক্ষণের অনুকূলে নিয়মে পরা অনুমোদন আমাদের বেতেন্দ্রনাথ নিয়ে আমরা ভাবিনি কখনও। ডেটেল মেডিকেল কোর্সে সংরক্ষণ-ই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ও-ই ছেড়ে ইউ জি সি ভর্তির ক্ষেত্রে যে গাইডলাইন নিয়েছে তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ছাত্র ভর্তিতে সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ইউ জি সি: ১৯৮১ সালের মূলনীতি সূত্র প্রকাশিত এই সার্কুলারটি (নং DO No F1-6/80 SCT) পাঠিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আঞ্চলিক অফিসগুলি এবং এল মেয়রা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এটি পাঠানো হয়। এই গাইডলাইনের অনুরোধ তাঁরা যেসব চিঠি লিখেছেন তার উল্লেখ করে তিনি লেখেন—

> 'আমার বিশ্বাস, এতদিনে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজসমূহে এই সংরক্ষণ কার্যকর হতে শুরু করেছে। এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি যথাযথভাবেই ভর্তিকরে দেওয়া হচ্ছে—তা অনুরোধ নিয়ে পূরণ করা হচ্ছে।'

এ বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশিকা আমরা অবশ্যই পাঠিয়েছি—যেখানে সংরক্ষণ বাস্তবায়িত করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যই দিই। তবুও বিষয়টি নিয়ে যেন আর কোনও অস্পষ্টতা না থাকে এবং আপনারা যাতে পূরকরূপে কাজটি করতে পারেন তার সুবিধা হিসেবে যাতে এ নির্দেশিকা কাজ করতে পারে তাই পুনরায় এই 'সংশোধিত নির্দেশিকা (U G C's Revised Guidelines)' পাঠানো হল।

এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় স্তরে (সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে) সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণ কার্যকরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আনুকূল্যের নিয়েই মঞ্জুরী কমিশন মনে করে। আশা করবে এ ক্ষেত্রে সমিতি উদ্যোগ

ও সমবেশ—এর জন্য উপাচার্যের অধীনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ।

ইউ জি সি'র গাইডলাইন অনুযায়ী মূলে একটি কথা বলতে হবে: যে কোন মানসম্পন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংযুক্তিকরণ অথবা একত্রীকরণ চলবে না। ব্যতিক্রম একমাত্র ঔপনিবেশিক বিশ্ববিদ্যালয়। ঔপনিবেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমল থেকেই একটি কথা আমাদের জানা ছিল তবে এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন কম-বেশি সচেতন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে যে ১০% সংরক্ষণের কথা উল্লেখ আছে তা আমরা সবকিছুর 'আগে—১৯৭৬' এ রূপ পরবর্তী সংশোধনের ফলে ঐচ্ছিকভাবে নয়।

কটকুরুলাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর আগে থেকেই প্রান্তিক বিদ্যা শাখায় ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা হলেও ছাত্রসংখ্যা বিচারে তা হ্রাস হয় না। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থায় মূল্যায়নের ত্রুটিগুলি ছাত্রদের বঞ্চিত করা হয়। নিম্ন বর্তমান রেজিস্ট্রার ও উপাচার্যের উদ্যোগে ও তিনটি আসনসংখ্যার ভিত্তিতে সমাধান সূত্রের ফলে বর্তমানে ভর্তির ক্ষেত্রে আমরা কৃতকার্য ছাত্রসংখ্যার সংরক্ষণ করা হয়। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তাতে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই সুষ্ঠুভাবে ভর্তিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

কলকাতা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পর্যন্ত সংরক্ষণ নীতি মানা করা হলেও যেখানে পরীক্ষা নেওয়া হয় সেখানে এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ভর্তিতে এখনও করে যেতে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনো খিল।

যে যাই হোক, আমরা ইউ জি সি'র গাইডলাইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই যেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

(১) সংরক্ষণের হার: জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংরক্ষণের ছক হবে। আমাদের জনসংখ্যার ২২.৫% তপশিলি জাতি-উপজাতির অনুপাত। তাই সংরক্ষণ (১৫%+৭.৫%)=২২.৫%। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ২৮%-এর উপরে। তাই এখানে সে হার (২২%+৬%)=২৮%। কেরালার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ২২.৫% আর পশ্চিমবঙ্গের মতো বিহার রাজ্য সেহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সে হার হবে জনসংখ্যানুপাতে।

(২) ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রয়োগ নীতি:
(ক) ভর্তির মূলমান যে ক্ষেত্রেরা (যা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করে থাকে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ/এম.এসসি কোর্সে ভর্তির জন্য সেই বিষয়ে অনার্সে ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে।) প্রয়োজন তা অনুসরণ এই সংরক্ষণের প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করতে হবে যেমন বিভিন্নে।

(খ) যদি তপশিলি জাতি-উপজাতির প্রার্থীরা শেষ যে নম্বরে ভর্তি হতে পারবে সে নম্বর যা ২৫% ওপরে নম্বর থাকলে সেসব তপশিলি প্রার্থীদের 'জেনারেল মেরিট লিস্ট' (General Merit list)-এ রাখতে হবে। সংরক্ষিত আসনে তাদের ধরা হবে না।
(গ) উপরের (খ) ধারায় যারা ভর্তি হবে তারা যাতে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে সমান ভিত্তিতে ক্লাসিকা করতে হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না কোর্স সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায়।
(ঘ) ইউ জি সি'র মতে কোর্স পূরণের জন্য পাস কোর্সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনও কথা নেই, অনার্স ছাড়া যে ডিগ্রি তাই। এ কারণে অনার্সের উচ্চতর কোর্সেও ছাত্র ভর্তি করতে হবে।
(ঙ) যেসব কোর্স প্রফেশনাল ক্ষেত্রে বা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেসব বিষয়ে কথা কোর্সে কোর্স পূরণ করা হয় না—এটাই (ইউ জি সি'র) অভিপ্রায়। এসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা (Minimum eligibility) মানে কথা বলতে উচ্চতর নম্বর রাখে (অনার্সে উত্তরের তুলনায় তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে মাইনে করা হয়। এই সব ক্ষেত্রে কাট অফ পয়েন্ট (cut off points) নির্ধারণ ভর্তির ক্ষেত্রে এক ধরনের অসুবিধা। পূর্ববর্তী পরীক্ষায় পাস নম্বরের থেকে এই সব উচ্চ নম্বর নির্দিষ্ট 'ন্যূনতম নম্বর'—কথাটা তপশিলিদের জন্য প্রযোজ্য করা বর্তমান ক্ষেত্রে একান্তভাবে আবশ্যকীয়। আমার উপরোক্ত (ক, খ, গ, ঘ) সমস্যার নির্দেশই পূর্ণ সংরক্ষণের জন্য যথার্থ। আর তা সমস্ত ধরনের কোর্স-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
(চ) যদি কখনও দেখা যায় যে তপশিলি জাতি-উপজাতির সমস্ত কোটাই যথাযথভাবে পূরণ হয়ে আছে এবং প্রকৃত সংরক্ষণ ভর্তিপ্রার্থীর চেয়ে সময়ে তখন একটা ন্যূনতম নম্বর ধরার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তাও হতে হবে অ-তপশিলিদের থেকে কম নম্বরের।
(ছ) তপশিলি জাতি-উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন অন্য অ-তপশিলিদের দিয়ে পূরণ করা যাবে না।
(জ) যে সব ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ ছাত্র ভর্তি হতে পারে সেখানেও, অভাবে দেখা যাচ্ছে, যে ছাত্রের মেডিসিনে ভালো মন, চাহিদা নেই, এ ধরনের কোর্স, অসমাপ্তি বা ড্রপআউটদের এসব ভর্তি করা হচ্ছে। আর চাহিদা ও উপযোগিতার দিকে এসব বিষয়ে আরো যত্ন নেওয়া করা হচ্ছে।

এই ধরনের আসনগুলি ফাঁকা আছে কিনা তা দেখতে হবে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় ক্যাটেগরিতে বা ডিসিপ্লিনেই আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) যে সমস্ত ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে এমন কি পাস ক্ষেত্রেও যথেষ্টসংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যাবে না—সেক্ষেত্রেও কোনো পূরণ আসন কিন্তু পরবর্তী অর্থবছরে নিয়ে যেতে হবে। যথা—

(ক) কোন্ বিষয়ে কয় আসন পূরণ করতে তা যেমন আগে আগের পূরণ সংরক্ষণের বিজ্ঞাপনে দিতে হবে।

(খ) তবে কোন বিষয়ে প্রার্থী না পাওয়ার এই ঘটনা কোনও একটি (অর্থাৎ তফসিলি জাতি বা উপজাতির কোনও একটি)র ক্ষেত্রে হতে পারে সেক্ষেত্রে (ইউ জি সি সার্কুলার নং—P.II-6/87 (SCT) তাং ১৩.৩.১৯৮২ অনুসারে) আন্তঃপরিবর্তন (inter-transferability) সূত্রানুসারে তফসিলি জাতির প্রার্থী না পেলে তফসিলি উপজাতির প্রার্থী আর তফসিলি উপজাতির প্রার্থী না পেলে তফসিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীদের থেকে নিতে হবে।

(গ) আর এসব করেও যদি কোনও প্রার্থী না মেলে সেক্ষেত্রে—

(১) ইউ জি সি'র স্পেশাল অফিসারের কাছ থেকে ডিরেক্টরেট জেনে আসতে হবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর শিক্ষা বিভাগকে এ কথা জানাতে হবে যে, এই সব সত্ত্বেও যেহেতু পাস মার্ক পাওয়া কোনও প্রার্থীর পাওয়া যায়নি, তাই তাদের এই সংরক্ষণ আসন পূরণ করা যায়নি।

(২) এই সব কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অনুমতি পেলে তবে ঐসব সীট ওপেন করা যাবে যা ঐ পূরণ আসনগুলি ঐ বছরের জন্য অ-তফসিলিদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া যাবে।

(প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের কোনও বিষয়ে অনার্স না পেলে মাধ্যমিকস্তর ক্লেত্রীতে ছাড়ের আবেদন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, যারা সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে কোনও চালুসীট বা অন্য ক্ষেত্রে কোনও পদ বা আসন অ-তফসিলিদের জন্য ওপেন (মুক্ত) করতে হলে প্রথমেই তফসিলি জাতি-উপজাতি কমিশনের অনুমতি প্রয়োজন হয়।)

(ঘ) তবে একমাত্র যারা কোনও সংরক্ষণ আসন উন্মুক্ত করার জন্য অনুমতি প্রদান করবেন, সে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরবর্তী বছরে আরও কোনও সীট ওপেন করবার আবেদন না জানাতে তা এককথায় পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ উক্ত ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের নির্দেশক্রমে এককথায় পরিষ্কারভাবে দিতে হবে যাতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী পরবর্তী নিয়োগবর্ষগুলিতে পাওয়া যায়।

(৬) পূর্বের ২ (ক) এবং (খ) ধারায় উল্লেখিত তফসিলি জাতি-উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের নয় অ-তফসিলি (সাধারণ) ছাত্র-ছাত্রীদের মতোই তাদের অবশ্যই সাধারণ মেধা-তালিকা (general merit list) ভুক্ত করতে হবে। তফসিলি তালিকাভুক্ত রাখা হবে না।

(৭) রাজ্যের যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি তালিকা করা হয় এবং পরে কলেজে কলেজে তাদেরকে ভাগ করে পাঠানো হয়, সেসব ক্ষেত্রেও কিন্তু বেসরকারকে অতিরিক্ত পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তালিকা এবং তার কলেজের মধ্যে তফসিলি ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাতক্রমে এককে পাঠানো হয়—যা তাদের পক্ষে সুবিধে অবশ্যই সৃষ্টি করে। যার ফলে তফসিলি ছাত্রদের ঝরা আটকানো যায়।

এই ঠিক অতিরিক্ত কাটানোর জন্য ইউ জি সি ঠিক করেছে যে এসব ছাত্রকে ভর্তি করা হবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। এবং তাদের বিভিন্ন কলেজে বা বিভাগে কেবল ক্লাস করতে পাঠানো হবে। কোন্ কলেজে কোন্ গ্রুপে যাবে বা তার টার্মিনেটিভ হবে কি হবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ই সিদ্ধান্ত নেবে, অন্যান্যদের এক্ষেত্রে কিন্তু কথার সুযোগ থাকবে না।

(৮) কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিভাগে ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষা আছে। এ বিষয়টি নিয়ে খুব বেশিমাত্রায় যেসব অভিযোগ থাকে তেমনি ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তফসিলি ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা দিয়ে দেওয়াও হয়ে থাকে। এটা যে অভিযোগমুক্ত তা বলার নয়। তাই যদি এমন কোন ব্যবস্থা করাতেই হয় যে তা যেতে পারে অ-তফসিলিদের জন্য। তফসিলিদের জন্য ২ (ক) ও ২ (খ) ধারা অনুসরণেই ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং কোনোরকম যেটিই নিলেই যে তফসিলি ছাত্ররা চান পাবে তা ছাড়াই পুরো কোটা তাদের জন্য তফসিলিদের দিয়ে পূরণ করতে হবে। এইসব প্রবেশিকা পরীক্ষা কোনোটা নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা নয় (Entrance tests

is not a qualifying test)। যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা সাধারণভাবে ছাত্রদের নিয়ে থাকে অনুত্তীর্ণদের নিয়ে ছাত্র যা সে পাস করে এসে এই স্তরে ভর্তির জন্য প্রার্থী হচ্ছে।

কোন কোর্সে বেশি বিভিন্ন প্রবাহ বা ধারা (বা Stream) এর বিভিন্ন ধারার সমান মানের ছাত্রদের জন্যে সে ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষা নির্ণায়ক হতে পারে তবে তাদের নয়। সেক্ষেত্রে ভর্তিদের জন্যে বিশেষভাবে পরীক্ষা নিতে হবে এবং তাদের মধ্যে যোগ্যরা যেন পূরণ করতে হবে।

(১) বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রথম দিকেই উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁর প্রতিটি অনুষদে (Faculties), প্রতিটি বিভাগে (Departments), অনুষদগুলির প্রতিটি কমিটি বা প্রতিটিতে এই নির্দেশিকা (Guidelines) অনুসারে যথাযথভাবে তফসিলি জাতি-উপজাতির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা পালিত হচ্ছে কিনা। এক্ষেত্রে যেকোন ধরনের বিচ্যুতি বা বিভ্রান্তির অবকাশ যাতে না থাকে তাও তাঁকে দেখতে হবে।

(১০) (ক) তবে এই পূর্ণ-সংরক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য তিনি যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সেই ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণ নীতিকে পালন কিভাবে করা যায় তা দেখা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি উপদেষ্টা বা স্টান্ডিং কমিটি (Advisory Standing Committee) তৈরি করবেন, যার সভাপতি হবেন তিনিই। এই কমিটি যেসব বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবে তেমনি নানা পরিবীক্ষণ সংক্রান্তী পদক্ষেপের মূল্যায়ন সহ সমস্ত ব্যবস্থাগুলির উপর নজর রাখবে। যদি মনে করেন কমিটি কার্যকরী থাকে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়মিতের ও অন্যদের অন্তর্ভুক্তির কমিটিতে নিতে হবে।

(গ) উপাচার্য বিভিন্ন অনুষদে এই ধরনের কমিটি গঠন করার জন্য অনুষদগুলির পরিচয় দেবেন।

(ঘ) এবং সংরক্ষণ পূর্ণভাবে প্রয়োগের জন্য প্রতিটি অনুষদে অন্তর্ভুক্তির সমন্বয়ক হবে এক একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

(১২) (ক) প্রতিটি নিয়মমতো অনুষদগুলি পাঠানো রিপোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় রিপোর্ট এবং তার বিশ্লেষণ সহ রিপোর্ট উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে পাঠাবেন।

(খ) অনুষদ থেকে পাঠানো রিপোর্টে যেসব ত্রুটি থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদ সংশোধনী পদক্ষেপের নির্দেশ পাঠাতে পারবে।

(গ) একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার রিপোর্ট নিয়ে ইউ জি সি'র কাছে অভিমত ও নির্দেশ পাঠাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে। এক্ষেত্রে শেষোক্ত অভিমতগুলির যে অভিমত তাদের বিরুদ্ধে থাকবে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যসহ সে নির্দেশ তফসিলি জাতি-উপজাতির জন্য আছে তা।

(১৩) এবং এইসব রিপোর্ট পাঠানোর জন্য ইউ জি সি'র সুনির্দিষ্ট ফর্ম আছে। তা যথাযথ পূরণ করা অনুষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলির আবশ্যিক কর্তব্য।

(১৪) বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুষদসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দেশসমূহের অনুযায়ী করে যে তারা যেন ছাত্রী বা অন্যান্য সুযোগের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও উপজাতির মেয়েদের জন্য বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে বেশি বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে উৎসাহিত করতে ও কোনও অনুবিধার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহায্য সহযোগিতা করতে তারা যেন এগিয়ে আসেন।

(১৫) (ক) তফসিলি জাতি-উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য, প্রয়োজনমতো অনুদান, অনুদান ও বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপ যোগ্যতা করতে পারবে।

(খ) ইউ জি সি'র অভিমতে এসব অনুদান জন্য বিভিন্ন প্রকল্প (Scheme) আছে। তার পাশ থেকে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলিকে নিজস্বের জন্য সাহায্যের (humanization)প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়। তবে এসব প্রকল্প গ্রহণ করলে তা করতে হবে পূর্ণ অনুদান সহ—সাহায্যের অনুদান জন্য নয়। অনুদান এই ব্যবস্থায় তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের মূল প্রবাহে সংযুক্ত করার জন্যে তুলে তুলতে হবে। তার এজন্যে পরিচালন অভাবী ও নির্দেশের প্রাণ নিয়ন্ত্রণ-পরিচালকে নিযুক্ত করতে হবে।

(গ) ছাত্রছাত্রীদেরকে এসব স্কলারশিপ-এ যোগদানের জন্য আগ্রহান্বিত করা সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ করতে হবে ও সংযুক্ত করতে হবে—যাতে তারা এসব ক্ষেত্রে যোগ নিতে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে।

(১৬) তফসিলি জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ছাত্রাবাস তৈরি করে তুলতে এবং তাও যেসব স্থানে

[পরের ৪১ পৃষ্ঠায়]

চাকুরিতে সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর জাতিগত শংসাপত্র লাভের প্রাথমিক শর্তাবলী

শিবশংকর সরকার

[সূচীর তালিকা বাদ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৩ সালে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও ডি সি (অনগ্রসর কল্যাণ)-কে নিয়ে একটি যৌথ তালিকা প্রস্তুতের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি বাসস্থানের তালিকাভুক্তি জাতি ও আদিবাসীদের এ সি সি'তে সংরক্ষণের সুবিধা সংক্রান্ত পরিচিতি জানানো নিয়ে প্রবন্ধটির প্রকাশ শুরু হল।

প্রবন্ধটির লেখক প্রসঙ্গে শিবশংকরটি সংকলন 'উত্তরণ'-এর সম্পাদনা সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গের ডাকবাংলো অবলম্বনে লেখা পত্রিকাটির সমৃদ্ধ করেছেন। সেই সূত্রে তিনি কলকাতায় বিদায় উপস্থিতিতে অবস্থান করেছেন ৪৪ বছরের ও বর্তমানে পাকা ছেড়ে গেছেন। — সম্পাদক]

ইকনিমি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠি হারও আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক দিক থেকে পেছন অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসাবের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তাদের চিহ্নিত করার জন্য রাজ্য সরকার ডাকা কমিশনকের নেতৃত্বে 'অনগ্রসর সম্প্রদায় কমিশন' (ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন) গঠন করেছেন অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে বিরোধী প্রশাসন ১৩দের নেতৃত্বে ১৩দল অভিযান গঠন করা হয় এবং ১৯৯০ সালে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরিতে ২২ শতাংশ সংরক্ষণ বিষয়ে আদেশনামা পেশ হয়। তবে পেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু বিতর্ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং উক্ত সংরক্ষণ সম্পর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সূচীর কোটায় বাদ বলা হয়, যেসব মানুষ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ও বি সি'র) তালিকা কোন তালিকা নেই সে সব রাজ্য সরকার যেন একটি বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করে অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা প্রণয়ন করে। আদালত সূচীর কোটার সেই নির্দেশের কার্যকরণ ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা-১ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় কমিশন (ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন) গঠিত হয় সূচীর কোটার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীএ এন সেনের নেতৃত্বে। কমিশন গঠন নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুনানি, লাখি-সমীক্ষা ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সর্বাধিকারী যেসব সম্প্রদায় বা জাতিকে অনগ্রসর হিসাবে চিহ্নিত করে সুপারিশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, সে-সংখ্যা মোট ৫৩টি জাতিকে অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ৫২টি জাতির নাম অনগ্রসর সম্প্রদায় বিভাগের বাংলা মুখপত্র 'উত্তরণ'-এর প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ-আশ্বিন) ২৪ পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে। বাকী একটি জাতির নাম হল 'হেলে / হালিয়া / হালী মৈকার' যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের ৬-১১-৯৭ তারিখের ১০৫৪-বি সি (কন্ট্রিট) / ই সি / এম আর-৩০২/৯৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন বলে যোগ করা হয়েছে। উক্ত ৫৩টি জাতির মধ্যে, সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার মোট ২৬টি জাতিকে সংরক্ষণীয় চাকুরিতে সংরক্ষণের সুযোগ পেশের জন্য কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত করেছে এবং সে তালিকা 'উত্তরণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের অধীনস্থ যে কোন রাজ্য কমিশনে পরীক্ষা সূচীর ও বিভিন্ন সংস্থায়, রাজ্য সরকারের ৫১ শতাংশ মূলধনযুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক বিভাগে, রাজ্য সরকারের অধীন অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থার চাকুরির বা পদের সুপারিশপত্রে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ৭ শতাংশ এবং পরবর্তী সময়ে ৭ শতাংশ হারে সংরক্ষণের বিধান দিয়েছে।

সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতির জন্মিত সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট সূচীর ফোটা 'ক্রিমি লেয়ার' বা সমাজ স্তর সম্বন্ধে করে যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন অনগ্রসর জাতি / সম্প্রদায়ভুক্ত সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়া বা না পাওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলি বিচার:

১। সাংবিধানিক পদে (কনস্টিটিউশনাল পোস্ট) যুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ (ক) রাজ্যের রাষ্ট্রপতি, (খ) রাজ্যের উপ-রাষ্ট্রপতি, (গ) উচ্চ ও সর্বোচ্চ আদালত (হাইকোর্ট ও সূচীর কোর্ট) এর বিচারপতিদের, (ঘ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউ পি এস সি ও স্টেট পি এস সি)-এর সভাপতি ও সদস্যদের, তুধা নির্বাচন কমিশন, রাজ্যের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এবং (ঙ) অনুরূপ সাংবিধানিক পদাধিকারী ব্যক্তিদের পুত্র ও কন্যাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারে কথিত সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য হবে না, তা তিনি যে জাতিরই হোন না কেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাংবিধানিক পদের ব্যাখ্যায় পৃথকীকরণ হোলার অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ মন্ত্রকের প্রকল্প আধিকারিক

তবে জেলা প্রশাসক আগামী ১১ জুলাই, ১৯৯২ তারিখের ১৭০/টি তারিখ সি/প্রেসক্রাই নম্বর পত্রের উত্তরে পরিবর্তিত সরকারের প্রশাসনিক সম্পর্কের প্রশাসন বিভাগের সংবাদপত্রে সরকারী কর্মচারীদের ছুটা সম্পর্কিত ৩৫৮ নম্বরের ৫০ আগস্ট তারিখের ৮২৫-টি তারিখ/টি সি/৫৮ আদেশ ১০৫/১৪ নম্বর পত্রে জানিয়েছেন যে, জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্টটি এবং পরবর্তে সমিতির সমাপ্তিকে সাংবিধানিক পরিষদী বিলুপ্ত করা যাবে না।

১। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সাধুক সর্বসাধারণ বৃত্তি এবং প্রেষণীয় বৃত্তিসমূহ ও বাজা সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ও বাজা বৃত্তিসমূহের 'ক' শ্রেণী (গ্রুপ-এ) / প্রথম শ্রেণী (গ্রুপ ওয়ান) সমতুল্য ব্যক্তিবর্গের পুত্র বা কন্যার ক্ষেত্রে এই সংবক্ষণের সুযোগ প্রযোজ্য হবে না, যদি (ক) তাঁদের পিতা/মাতা উভয়েই প্রথম শ্রেণীর অধিকারিক হন; (খ) পিতা / মাতার মধ্যে যে কোন একজন প্রথম শ্রেণীর অধিকারিক হন; (গ) পিতা / মাতা উভয়েই প্রথম শ্রেণীর অধিকারিক, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে কোন একজন মৃত অথবা স্থায়ীভাবে পঙ্গু / অক্ষম; (ঘ) পিতা / মাতার মধ্যে যে কোন একজন প্রথম শ্রেণীর অধিকারিক এবং তিনি মৃত বা স্থায়ীভাবে পঙ্গু / অক্ষম এবং মৃত্যু বা স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব / অক্ষমতার পূর্বে যদি বাইসাৎ, আনুষ্ঠানিক অর্থ তাৎপর্য, বিবাহের ইতাদির মতো কোন আনুষ্ঠানিক সাংস্থে অন্যূন ২ (দুই) বছর কাল অবাধ সুযোগ পেয়ে থাকেন; (ঙ) পিতা / মাতার উভয়েই প্রথম শ্রেণীর অধিকারিক এবং মৃত অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষমতার / পঙ্গুত্বের আগে যদি অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর উপরোক্ত কোন আনুষ্ঠানিক সাংস্থে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু (১) পিতা / মাতার মধ্যে যে কোন একজন প্রথমে উভয়েই প্রথম শ্রেণীর অধিকারিক এবং উক্ত পিতা অথবা মাতা অথবা উভয়েই মৃত অথবা স্থায়ীভাবে পঙ্গু / অক্ষম হন এবং (২) অন্যত্রের সম্পাদনের ক্ষেত্রে মহিলা ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর অধিকারিকের সঙ্গে বিবাহিত হন তাহলে উক্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ (১) এবং (২) বর্ণিত ক্ষেত্রে কোন সংবক্ষণ প্রযোজ্য হবে।

সরাসরি নিয়োগিত 'খ' শ্রেণী (গ্রুপ-বি) বা দ্বিতীয় শ্রেণী (গ্রুপ-বি) মূলক সাধুক সর্বসাধারণ পদ এবং বাজা সরকারের অধীনস্থ সংস্থা বা আনুষ্ঠানসমূহের পদাধিকারিকদের পুত্র/কন্যাদের সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হবেন না, যদি (ক) পিতা/মাতা উভয়েই 'খ' / দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারিক; (খ) পিতা/মাতার মধ্যে যেকোন পিতা 'খ' / দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারিক হন এবং তাঁর ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়স অথবা তার আগে 'ক' / প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতি হয়; (গ) পিতা/মাতা উভয়েই 'খ' / দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারিক হন এবং তাঁদের মধ্যে যে কোন একজন মৃত অথবা স্থায়ীভাবে পঙ্গু/অক্ষম এবং তাঁদের যে কোন একজনের মৃত্যু বা স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব/অক্ষমতার আগে যদি অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর বাইসাৎ, আনুষ্ঠানিক অর্থ তাৎপর্য, বিবাহের ইতাদির মতো কোন আনুষ্ঠানিক সাংস্থে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন; (ঘ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অথবা ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সের আগে 'ক' / প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতি হয়ে থাকলে পিতা যদি 'খ' / প্রথম শ্রেণীর অধিকারিক হন এবং মাতা 'খ' / দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারিক হন এবং পিতা মৃত বা স্থায়ীভাবে পঙ্গু/অক্ষম হন; কিন্তু (১) পিতা/মাতা উভয়েই 'খ' / দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারিক হলে এবং তাঁদের মধ্যে যে কোনও একজন মৃত অথবা স্থায়ীভাবে পঙ্গু/অক্ষম হলে এবং (২) পিতা/মাতা উভয়েই 'খ' / দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারিক হলে ও উভয়েই মৃত বা স্থায়ীভাবে পঙ্গু/অক্ষম হলে এবং তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা স্থায়ীভাবে পঙ্গু/অক্ষম হওয়ার আগে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর বাইসাৎ, আনুষ্ঠানিক অর্থতাৎপর্য, বিবাহের ইতাদির মতো কোন আনুষ্ঠানিক সাংস্থে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন তাহলেও তাঁদের পুত্র/কন্যাদের সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হবেন।

সরাসরি অধিযুক্তির সংস্থা (পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং বা সংক্ষেপে পি এস ইউ), ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ইতাদির ক্ষেত্রে সরকারি বৃত্তি বা অর্থানুকূল্যের পদগুলোর শ্রেণী-বিন্যাসের অবস্থানগুলোর মতো তুলনামূলক সমপর্যায়ের পদগুলোর অধিকারিকদের পুত্র/কন্যাদের মতো সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়ার জন্য বিভাগীয় কাজ/সম্পন্ন বিষয়ীকরণ বিভিন্নে সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য করতে হবে।

৩। আধা-সামরিক বাহিনীসমূহ সম্পন্ন বাহিনী (সাধারণ পদাধিকারিকবিবৃন্দ) এর ক্ষেত্রে পিতা/মাতার মধ্যে যে কোন একজন অথবা উভয়েই সেনা বাহিনীর অর্থোন পদ-মর্যাদায় অথবা তার উর্ধ্বে এবং সমপর্যায়ভুক্ত নৌ ও বায়ুসেনা এবং সামরিক বাহিনীর পদগুলোর অধিকারিকদের পুত্র/কন্যাদের নিম্নোক্ত শর্তানুযায়ী সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না:

(১) পিতা সামরিক বাহিনীর অধিকারিক এবং তাঁরা সামরিক বাহিনীতে কর্মরত (নিয়োগ শ্রেণী) হন এবং তাঁদের অর্থোন পদমর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন; (২) অর্থোন পদমর্যাদায় নিযুক্তির কর্মরত পিতা/মাতাকে এক্ষিকলন করা যাবে না; (৩) পিতা সামরিক বাহিনীর অধিকারিক হলে ও তাঁর সরাসরি অধিকারিক (নিয়োগ এজেন্সিতে) হলে এবং তাঁরা তাঁদের অর্থোন পদমর্যাদা-সম্পন্ন অধিকারিক হবেন।

৪। বৃত্তিমূলক শ্রেণীর পদ এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পদসমূহ (যেক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজনমত গ্রুপ আছে সেক্ষেত্রে উক্ত গ্রুপ আছে ইত্যাদি) অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের,

আইনের উপদেষ্টা, অর্থনৈতিক অথবা পরিসংখ্যান উপদেষ্টা, দন্ত চিকিৎসক, প্রকৌশলিবিদ, ব্যাংকার, পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ, ভেটেরিনারী এবং অন্যান্য অনুরূপ বৃত্তিধারী, লেখক, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, খেলাধূলা বিষয়ক বৃত্তিধারী, সাংবাদিক অথবা বিজ্ঞান বিষয়ক অথবা যে কোন সমমর্যাদার বৃত্তিতে নিযুক্ত এবং ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের পুত্র/কন্যাদের নির্ধারিত আয়/সম্পদ নিরীক্ষার ভিত্তিতে সাংরক্ষণের আওতাভুক্ত হবেন (এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার বলা হয়েছে যে, (১) পিতা কিন্তু বৃত্তিতে নিয়োজিত এবং মাতা 'ক' / দ্বিতীয় শ্রেণী বা তার নিম্নবর্তী পদে কর্মরতা হলে তাদুয়ের পিতার আয়কে ভিত্তি করে আয়/সম্পদ নিরূপণ করতে হবে, অথবা (২) মাতা যে ক্ষেত্রে বৃত্তিতে কর্মরতা এবং পিতা 'ক' / দ্বিতীয় শ্রেণীর বা তার নিম্নবর্তী পদে কর্মরত হলে তাদুয়ের মাতার আয়কে ভিত্তি করে আয়/সম্পদের পরিমাণ নিরূপিত হবে এবং ক্ষেত্র দুটোই পিতার আয়কে মাতার আয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না)।

৫। সম্পত্তির অধিকারদের পুত্র-কন্যাদের ক্ষেত্রে (সম্পূর্ণ আয়ে ভরসাই অথবা প্রধানতঃ) : (পিতা-মাতা এবং অন্যান্য বয়স্ক সদস্যাদুক্ত পরিবারের কৃষিজমির অধিকারভোগীর অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের ক্ষেত্রে) (ক) সেচসেবা এলাকার জন্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ৮২ শতাংশ বা তার উপর সেচসেবা জমি থাকলে; (খ) সেচ ও অসেচ এলাকার জন্য নির্ধারিত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত জমির ক্ষেত্রে কোন পরিবারের সেচ এলাকায় ৪০ শতাংশ বা তার উপর জমি জমি থাকে সেই পরিবারের অধিবাসীদের অসেচ এলাকার মোট জমিতে প্রদর্শিত নিম্নমানুযায়ী সেচ জমিতে পরিবর্তিত করে মোট সেচ ও অসেচ এলাকার জমির যুক্ত যোগফল ৮০ শতাংশ বা তার উপর হয় তাহলে উক্ত পরিবারের পুত্র-কন্যাদের সাংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না, তবে সম্পূর্ণ জমিই যদি অসেচযোগ্য হয় তাহলে সাংরক্ষণের আওতায় পড়বেন।

আবাদী জমি/জমির অর্থাৎ জমি, বা, বসত, আম, সেচ জমীর জল, আইলসহ বাধান ইত্যাদি এবং পতিত/খালি জমি ও গাছ বা আবাদ-সহযুক্ত গাছবতলি এলাকার অট্টালিকার অধিবাসীদের পুত্র-কন্যাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আয়/সম্পদসীমা দ্বারা সাংরক্ষণ প্রযুক্ত হবে (অট্টালিকার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে আবাসিক, শিল্প পণ্যোৎপাদনী অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে)।

৬। আয়/সম্পদ নিরীক্ষার মাধ্যমিক ১ নম্বর টার্গেট বা তার উপর আয়ভুক্ত প্রতিষ্ঠান অথবা সম্পদকর আইনের শীর্ষতালিকায় ১৯৫৭ সালের সম্পদকর অধিনিয়মভুক্ত (১৯৫৭ সালের ২৭ নম্বর আইন; পূর্ববর্তী পাঁচ বছর হিসাব) অট্টালিকাদের পুত্র-কন্যাদের সাংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না।

নিম্নমানুযায়ী জমির সাংরক্ষণের আওতাভুক্ত হবেন, কিন্তু জমির বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আয়/সম্পদসীমা নির্ধারিত পর্যায়ের অধিক পরিবারের যে ক্ষেত্রে সে সব পরিবারের পুত্র-কন্যাদের সাংরক্ষণ বঞ্চিত হবেন। (এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, (১) কৃষি জমি বা বেসরকারি আবাদে কৃষকদের বলা যাবে না এবং (২) কৃষি বা শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান বা শ্রেণী প্রত্যেক তিন বছরের পরিবর্তিত মূল্যমান বিবেচনায় আয়ের সংজ্ঞায়ন করা হতে পারে এবং তেমন বিশেষ কোন পরিবর্তিত উদ্ভব হলে সরকারী সংস্থার অন্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে আয়সীমাকে পরিবর্তন করা হতে পারে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হলে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জমি বা সম্পত্তিসহ সংশ্লিষ্ট যেকোন সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ের উদ্ভূত জটিল ও ঘাটি প্রশ্নাদির (সম্পর্কিত সংক্রান্ত প্রশ্নের সমস্যা নিরসনের জন্য তদর্থকালি সম্প্রদায় ও আপিলাতী কমিশন (বর্তমানের ট্রাইবুনাল সমতুল্য কমিশন) বিভাগের প্রকাশিত ১৯৬২ সালের ১৭ মে তারিখের ৫৮১-টি জমিটি/ই সি এবং প্রজ্ঞাপনের ৭ নং ৮ নম্বর ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে সম্পত্তিসহ বা জমি বাণিজ্যিক সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যার সম্পত্তিভোগের প্রমাণ, পৌরসভা/প্রজ্ঞাপিত এলাকার সম্পত্তি (মোকাদ্দমা) বা অন্যান্যভোগের কাছাকাছির বিচারী হবে এবং মোকদ্দমা / বিবাদমানের বিরোধ মীমাংসার জন্যে যার আদালতী বা তদারকীর আদালতের পক্ষে হওয়া বলে বিবেচনা করতে হবে। মোকদ্দমার নথির বক্তব্যের বা এই ধরণের প্রশ্নসমূহ এ সম্পর্কে চিঠিতে কোন তদন্তকারী/জরিপীর সংশ্লিষ্টের অনুমোদন যথিত হলে গণ্য করা যাবে না, প্রয়োজনে স্থানীয় সাক্ষী-সাবুদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের কাছে খোঁজ নিতে হবে এবং যৌক্তিক সাক্ষ্য বিবেচনা করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পরিসংখ্যান সমস্যার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তিসহ জমি চূড়ান্তভাবে প্রত্যেকের অর্থোপার্জন সমান ও বন্ধন নির্ধারণ করবে।

শিক্ষায় সংরক্ষণ

[৫৮ পৃষ্ঠার পর]

পাহাড়ীদের ছেলে মেয়ে উপজাতিদের, অন্যান্য অনুন্নতদের অথবা যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের বিশেষত্ব আছে—তাহলে তা তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে মূল্যায়ন করতে পারেন।

এই খাইয়াদাই বা বিশেষিত ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বার্থের নিয়োগিত পাঠিয়ে থাকে। তার জন্যে ১৯৫৯-এ তারা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সংরক্ষণ, অবৈধকরণ সুযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে। কিন্তু দুঃখের কথা, এসব অনুরোধের প্রতিক্রিয়াতে আজ অবধিকোনো ফিরে এখনও আমরা পাইনি করতে পারে থেকে। ব্যাপক অনুসন্ধান এ বিষয়ে আমার, গভীরভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা, আমার মতে এখন প্রয়োজনীয় আজ সবচেয়ে বেশি যেন হয়ে। [শেষে]

কবিতাবলী

বিড়াল

বিমল কবিত

গ্রামে মহাজনের ঘোর পড়ল
মোর পরমের বিড়ালের উপরে।
বুঝলেন সে—
তার অবরে যাই বিড়ালে এই বিড়াল,
ধানে ক্ষেতে ঝাঁপতে ঝাঁপতে—
বিড়াল ধরে—প্রকাণ্ড একটা লম্বা মিয়ে
তার ধরল সে—বিড়ালটিকে।
বিড়ালও ধরাধড়ুলো ধরিয়ে ছিঁড়িয়ে
এক লাফে উঠিলো গিয়ে জানালায় উপরে।
ঘটিত ঘটিয়ে—
সুজারে ডাকাত ধরে—
বিড়ালকে লক্ষ্য করে।
সভাগ্রহী হয়ে লাঠী পড়ল গিয়ে—
হড়লো ছিঁড়িলো ধারাদের উপরে—।
নোংরা ধারাগুলো ছিঁড়ে পড়ল
জোতারের মুখে মুখে—
তার দেহের বিভিন্ন অংশে।
আমার অন্তরের লাফিয়ে উঠিলো বিড়াল,
ঝিলমিল করে হেসে উঠলো সে,—
বলল সে চিৎকার করে,—
"এতদিন পেটপুরে খেয়েছো তোমরা,
পর-ছেড়েও পাইনি কিছু,
আজ সেই পুরে ছেড়েই আমি—
তোমাদের আজ না ছাড়লে পরব।
ওই দেশ আজ থেকে খেতে দেবার পালা,
সবাই হবে পৃথিবীর জীব—
তবে পৃথিবীর অন্নে সমতার সবার,
তাই হবে ঠিক,— তবে
কেন না খেয়ে থাকা আর?
বিদায় বাহাদুর বিদায়—
আজ থেকে ওই দেশ
তোমাদের উপরে।

আমি যাবো

বিত্তা দাস

অনন্ত, আমি তোমাদের সাথে যাবো
পশ্চিম পাহাড়ে পাল তুলে সূর্যাস্তের দেশে
উধাও করা যাবে।

সোনালী ফসল ঘরে লালচের চলন।
ঘুমের পূজার ঘাম ঝরানোর খেলা হবে,
তখন তুমি আনমনা দাঁড়িয়ে
হাত ধরা তোমাদিনির সাথে।

অনন্ত, আমি তোমাদের সাথে যাবো
পৌষের মেলা বসে, দুই ধারে ফসলের মেলায়
যেখানে মেলা হয়, যখন আর নিরিবিলি ঘর,
একলা হবে দেখাশোনা
লালুলি কথাটা বলি, কথা শেষ আর
কথাটা দিল আমি আমাদের
কতটা তার?

অনন্ত, আমি তোমাদের সাথে যাবো
উধাও করা যাবে
যেখানে ধানের দিন উৎসবের ডাকে
যেখানে মেলা মনে লালচের চলন
আঙ্গিনার ছাদে মুকুলের ছড়ার মেলে
হয় আর আবে।

ছোট বড়র কাহিনী

লুনী দাস

তুমি বড় আমি ছোট
এই নিয়ে তো ভাবনা,
কিসের জোরে তুমি আমার
কষ্টিন পাবর চাবনা?

সবুজেতে ধূসরের খেলা
আছেতোই শেষ
ফল ও ফোরার মোসব তুমি
নিধি আছো বেশ!

নব-অঙ্গে পূজো-পার্বণে
এবা নিয়ে সবাই
ভক্ত-ভিতর আমরা যত
অকাজনে আছো!

আমার অঙ্গের জল ঠেও না
ফেরোনাতে যাও
জলে পেলেও চল কাটিলেই
আর যা খেতে পাও।

অন্তরের ভালবাও সও
বড়ো ভালবাসে
ফুলপাতায় নিত্যদিনের
এ নিয়ে সাজাবে!

আর যদি আর কখন কখনই
পাল তুলেও এস,এ
অনুর হয়েও অনুরূপে
তোমার দেখেই নেবে!!

নারীর অধিকার ও সংরক্ষণ

গৌরী আলমগীর

বিগত ৪৪তম সোভিয়েত নির্বাচনের আগে এবং অব্যবহিত রাজনৈতিক দল, তাদের নির্বাচনী কার্যসূচিতে নারীসমাজের জন্য সোভিয়েত এবং বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের এক ভাগ আসন সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছিল। বৃহত্তর সমকালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বি ভেলেন্টিনা কৃষ্ণমূর্তি কুমারে কার্যসূচিতেও এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পর সোভিয়েত হলে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতাদের থেকে কিছু সংখ্যেয়ক ৮১ জন সদস্যকে নিয়ে (যারা নারী সমাজের জন্য মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের বিরোধী করেছে) পাস করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই দিন পাসের ক্ষেত্রে বামপন্থী সদস্যদের মধ্যে অনেকের মধ্যে সমাধানের আশার অনুপস্থিতি দেখা দেয় দীর্ঘদিন। ফলত দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনের বিরোধিতার জন্য বিরোধীদের বিশেষই অতিরিক্ত পাওয়াতে হল।

স্বভাবতই এর অর্থ হলো যে, উনা নির্বাচনী কার্যসূচিতে বিষয়টি যোগ করেছিল বৈধতাকে পাস হয়ে এসেছেন তাঁদের সমর্থনে কি এর যে নারীসমাজ সংরক্ষণের দাবিতে সইসংগ্রহসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমের অংশগ্রহণ করেন। বিষয়টির প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিন্নধর্মী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। এমনকি নারী সংগঠনের একটি অংশ, যারা সংবিধানের প্রস্তাবিত সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে মনে-প্রাণে চাচ্ছে পারেনি, তারা নারী সমাজের জন্য প্রস্তাবিত সংরক্ষণেরও বিরোধী। তাদের মতে সংরক্ষণের মাধ্যমে না দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে এই দল পাবে নির্বাচিত হওয়া উচিত।

তাঁরা এই মতের প্রবক্তা, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হল, ভালকর্মে সংরক্ষণ নিয়েই নতুন কিছু নয়। আমরা এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে রয়েছে সংরক্ষণ ব্যবস্থাটির অস্তিত্ব। একটু বিশ্লেষণ করলে সকলের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আজ থেকে প্রায় ৩ হাজার বছর পূর্বে আমাদের পিতৃ সমাজকে আমি করে কার্যত এ দেশে এসে প্রধান করেন বর্ণভেদ-ভিত্তিক সৈনিক সমাজ। তখন থেকেই ৮৯ ভাগ মানুষকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থ- সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ এদের উপর নির্যাতনীয় করে রাখা হল। তাদের পূর্ব আজ দিয়ে সমাজ দিয়ে হয় (৩৯৯ হল)। আমা হল যারি অর্থ বিনিময় ব্যবস্থাগুলীর উপরের দিন অর্থের সেবা করাই তাদের কাজ। ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মধ্যে ওঠেনি, কারণ ব্রাহ্মণ আর তার সাহায্যকারী ব্যবস্থা-পত্র-অর্থ-সম্পদের ব্যবহার পারেনি এই শ্রেণী বিভাজনে মানুষকে অন্তরায় করে রেখে রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে নারী সমাজকেও অধিকারহীন এবং নির্যাতনের ভিত্তির পরিণত করা হয়েছে। বিয়ে ও বিয়ে পূত্রার মেয়েও অধিকার নেই। আর নারীরও সম্পত্তি। মেয়েরও বিয়ে ও সম্পত্তির অধিকার ছিল না। আজ আমরা এই বৈষম্যের যাত্র ১২ থেকে ১৫ ভাগ উচ্চবর্ণের পুরুষদেরই সমস্তকাল করছে অধিকার। বাদ বাকিরা অধিকারী তারাই, তারাই সমাজের মালিক। এইরূপ যদি সংরক্ষণ করা না হয় তবে সংরক্ষণ করতে আর কী বোঝায়!

কিন্তু সমাজ যে কোনও নিয়মে বদ্ধ নয়। সমাজ গতিশীল। অনুদের উপর যেসব ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির অবস্থান তারা পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কাজের ধারার বিষয়ে বিভাগ করা সমাজের প্রতিনিধিত্বে পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কাজের ধারার বিষয়ে বিভাগ করা সমাজের প্রতিনিধিত্বে পরিবর্তন করছে প্রধানতম শর্ত।

এখনে এই দলটি কার্যসূচিতে ১১ টি ভাগ অনুসরণ। দুটি দেশ সমাজের বিভিন্নতর এই বিশ্লেষণ তাদের অধিকার রাজনৈতিক জন্য লড়াই করেছিল তখন সেই বাস্তব তাদের অনুদের মধ্যে সিদ্ধান্তের মা থাকার অধিকার বোধও তাদের ছিল না। উচ্চশ্রেণীর অনুদের তাদের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করত তার সমাধান বিশেষতে তাদের প্রয়োজনীয় ছিল না, সমাধান জানাতে তাদের প্রয়োজনের অধিকার ছিল না, দাবা করাই ও মোকাবিলা করতে এগুলি মোটেও মেয়েদের পড়ে তাদের নেতৃত্ব অধিকার ছিল না। ইতিহাসের দ্বন্দ্ব ঘটনা এবং তাদের সমর্থ উপরই যেন ব্যবস্থার ভার তাদের নিজস্ব মনে করত। এই ভয়ে অবস্থাপন্ন উদ্দেশ্যে আমার অনুদের অধিকার থেকে উদ্ভূত করা এবং তাদের নিজের ও সমাজের কথা করে অনুসন্ধান নিজেকে উপযুক্ত করেছিলেন। নারীর-বঞ্চিত অনুদের জন্য সংবিধানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা যে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভাবে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে, তাদের কাছে বিষয় পরিষ্কারভাবে এই আশের অনুদের মধ্যে বিভাগ আলোচনা হয়েছে ৩৩ বছরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ পদে থেকে তাঁরা এই সংরক্ষণকে মনে-প্রাণে চাচ্ছে পারেনি। তাঁর চাচ্ছে পারেননি বলেই সংবিধানে কোটা অনুযায়ী তা করেননি। উপযুক্ত লোক না পাওয়ার অনুহাত দেখিয়ে এই আশের অনুদের জন্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা এক ধারাবাহিক নিয়ম হয়ে গেছে। কংগ্রেস কার্যকরী পাসকর্মকর্তা কোনদিন এই সংরক্ষণকে চাচ্ছে পারেনি। এমনকি দেশের সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচিও কেন কিন এই বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগকর্তা কোনও কথা আলোচনি।

আজ যখন সেই সব রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নারীসমাজের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের কথা উঠছে, তখন মনে হচ্ছে, দেরিতে হলেও তাঁরা বুঝতে পারছেন যে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার তথা নিয়মের সাহায্যে অবস্থান করছে, তাদের এই ভাবনাকে ভেঙে মূলে আঘাত হয় তাহলে সংরক্ষণ ব্যতীত আর কোনও উপায় নেই। তাঁরা যেভাবে এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তাঁদের এই কথাটি বুঝতে হবে যে নির্বাচনে-পরা আসনের মধ্যেও তথা সংরক্ষণ করলে উচ্চ আসনের আসনে ভেঙে পারে না বা সমাজের চালিকা শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত না থাকে। পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত ও পৌর সভাগুলিতে এই সংরক্ষণ কার্যকরী করার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিধানসভা আসনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেখা গেছে, মেয়েরা মহিলা পরিচালনার পঞ্চায়েত ও পৌরসভা আসনে, মেয়েরা সুযোগ ও সুবিধাদানে কাজ করছে। আজ যদি এই সংরক্ষণ কার্যকরী করা না হয় তা হলে বোঝা যেতে না যে মহিলা যেসব মহিলাও যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজ করতে পারে। বর্তমানে সমস্ত আসনের পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে প্রায় সব সদস্যও যেসব মহিলা প্রতিনিধি যোগ্যতার সঙ্গে কাজ

করে হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের স্বার্থের ও শৈক্ষাবিজ্ঞানীদের প্রতিনিধিত্বের জন্য সংরক্ষিত মোট পদ হবে ১১৬২ জনের। অর্থাৎ মোট ২ হাজার ৫৪৭টি সিটের মধ্যে অধিকাংশই যে ছাত্রদের জন্য ও শেখানোর পরিচয় দিচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে।

এই সব সমিতির কথা বলতে এসে ১১ জন সদস্যবিশিষ্ট সিনেট কেন শুধু তাদের নিয়েই একটি সমিতির কথা বলা হল না তার কারণ বোঝা যাবে সিনেটের মোট সদস্য সংখ্যা হল ২৪৬। এই বিশাল সংখ্যক সদস্যের মধ্যে ১৮১টি আসন ছেড়ে দিয়ে হবে নির্বাচনের জন্য। অথচ সিনেটের অধিবেশনের জন্য সর্বোচ্চ ঊনষাট বিষয়ে এমন একটি সমিতির কথা বলা হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা হবে ১১১টি আসন ছেড়ে দিতে হবে। যেটি আসন ১৪৫ ছেড়ে যেটি বাকি ও প্রশাসনিকদের জন্য ৩০২টি আসন ছেড়ে দিতে হয় তখন বাকি থাকে ১৪১টি আসন। এই আসনে তাঁরা নিজেরা হাজির থাকা সত্ত্ব উপস্থাপক নেবেন। তারপরেই প্রশ্ন আসে যে অনুমান সম্ভবপর যা ৩ সি ই হলে তখন পরীক্ষার হলের প্রতিটি টেবিলে বসিয়ে হবে? এই হলে ৩৯৮ জনকে বসে অনুমতি ১১ জন সংরক্ষণ করতে হবে ৩ টি টেবিল জন্য। তাহলে দেখা যাবে আরও ১৪১টি আসন ছেড়ে দিতে হবে। সেই হিসাবে উপস্থাপক পেয়েছেন সমিতি-সদস্য ১১৬টি আসনে নির্বাচিত হয়ে পারবে। অথচ এই হিসাবে তাদের হিসাব অনুযায়ী তিন হাজার ৫৩ জন ধরে পরীক্ষা আসন হিসাব করার সর্বোচ্চ অবধান অনুযায়ী উপস্থাপক পরীক্ষা আসন হবে ৮৮টি, অথচা অনুমান সম্ভবপরের পরীক্ষা আসন হবে ৪১টি এবং ছাত্রদিনি প্রতিনিধিদের পরীক্ষা আসন হবে ৪১টি—এই মোট ১৮১টি পরীক্ষা আসন যেটি এই হারে হবে করা যে হয় তাহলে সিটিং-প্লান করীসভাদের প্রতিনিধিত্বে বেশের আশ্বাসন নিয়ন্ত্রণই প্রতিনিধি হবে না। ছাত্র হিসেবে ৫৪ জনে আসন সংরক্ষণের কথা বলে যদি সমিতির মধ্যে ৩ জন অনুমান সম্ভবপরের হল নিয়ে যেসবদের অধিকার আছেন পরীক্ষার হলে এই আসনগুলি পূরণ করা হয় তাহলে সমস্ত সংরক্ষণ করে যা হবে মাত্র ৫৪ নমুনা ছাত্রের। তবে এই ভাবনা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলাফলই প্রতিফলিত হবে। কারণ তখনে তবে এই ভাবনা পাশ হলে 'সিটি-বেটি-ডিফেন্স' তৈরি হয়ে যাবে। অর্থাৎ বেআইনিক অনুমান বেরুবেশ্বর নিয়ন্ত্রণের ট্রি ও অন্যকারী যেসব সুযোগ পাবে। অথবা উচ্চ প্রতিনিধি প্রতিনিধিরা যেসব আসন পাবার যোগ্য হবে ও তা-সার্থকের দুই সাধারণিক ও সাধুবাদিক এবং হিসাবে পরিচিত তাদের মধ্যে যে আসনটি সমাধান প্রতিনিধি অনুমান সহজ দুই, তারা তা পেয়ে যাবে। তবে যে প্রশ্নটি উঠেছে তা অবশ্য সঠিক যে এই ভাবনা ভৌতিক আগে ভিত্তি একই সঙ্গে অধ্যয়ন অনুমান সম্ভবপরের জন্য ২১ জন সংরক্ষণের ভাবনাটিও পাশ করানো অবশ্য জরুরি।

কিন্তু এটা অবশ্য সত্য যে যেটি কখনও যেসবের ভাল সমিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু যেসব নিজস্ব অধ্যয়নটি সমিতি-সদস্য সমিতি ও অধ্যয়ন ভাবনা অনুযায়ী কৃতকে পারবে যে সাধারণিক অবস্থা তারা যেসবের অধিক যা সম্ভাবনা সংরক্ষণ বাস্তবিক যেসবের সঙ্গে চলতে পারে না। তাই অবশ্য ক্ষেত্রে উঠেছে তাদের জন্য অধিকার ভিত্তি পাওয়ার জন্য। অথচ যেসব কথা যেসব অধ্যয়ন ক্ষেত্রে ভিত্তি হয়ে। এই প্রসঙ্গে সমিতি-সদস্যের অধিকার কৃতকটি অনুমান করে বলতে হয়—

'যে যেসব সুযোগ যেসব ভাবনাতে অধ্যয়ন
অধ্যয়নে ছাত্রে হয়ে অধ্যয়নে সমস্ত সমস্ত

অনুমান অধিকারে অধিক অধ্যয়ন করে
অনুমান ধ্যানের ভেবে তবু ভেবে পড় নবী হাম
অধ্যয়নে হয়ে হয়ে প্রভাবের সমস্ত সমস্ত।'

আমাকে সেই ভিত্তি সমস্যার যে ভিত্তিক উপস্থাপক কবি নিম্নোক্তভাবে-

'যবে তুমি ভিত্তি যেসব যে যেসবের ধরিবে যে ভিত্তি।
পড়বে ভেবে যবে যে যেসবে পড়াতে উচিবে।।'

অথচ এর উঠেছে পড়েছে ৮৪ জন অনুমান অধ্য যেসব পড়েছে ৪১.৫ জন সাধারিত হবে? অর্থনীতি অধিবাসীদের ২২.৫ জন আর বাকি অধ্যয়ন অনুমান সম্ভবপর, ৩৯৮ অধিকারে ভাবনা অধ্যয় নিয়োগ করা হয়েছে পড়েছে ৫২ জন। অর্থনৈতিক ও নিয়ন্ত্রণকারীদের ৫৭ জনাধিক ভাবনার তিন ভেবে তাদা নিয়ন্ত্রে আছে। তবে তাদের অধ্য যেসব ৫২ জন সংরক্ষণ করা হবে না? এই প্রশ্নে উত্তরে অবশ্যে হয়, রাজধানী বাদে বাইরে যাদের একটা যথেষ্ট সংখ্যক সুযোগ ভেটিকল পিছিয়ে যে নিম্ন বর্ণীদের অধ্যয়ন যেসবের পড়েছে ৫০ জনের বেশি হবে না। সেই অধ্যয়ে অনুমানে অধ্যে ৩৯৮ অধিকার ৫২ জন যেসবের অধ্য ২৭ জন সংরক্ষণের সুযোগিক অধ্যয়নে। অথচ অর্থনীতি অধিবাসীদের অধ্য অধ্যে যেসবেই সমিধানে পড়েছে ২২.৫ জন সংরক্ষণ নিয়ে অধ্যে। এই পরীক্ষাগুলিতে অধ্যয়ে হয় যেসব প্রশাসন যেসব বিষয় অধ্যয় পাবে ঠাঁরা কর্তৃক অধ্যয়ন ঠাঁরা সব ছাত্র ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত অধিকারে সমস্যার যেসবে আসা যেসব। বিশেষ হয় যেসব সুযোগ-সুবিধা এই বাধ্যবাধ্যতায় যেসব যেসবেই নিয়ে যেসব অধ্যে এসেছেন তা হাস্যকর অধ্যয় অধিকারের কী অধ্যে আসা অধ্য যায়?

এখানে আইনসভার অধিবাসদের আসন সংরক্ষণের অধ্য যে সিনেট উপাসন অধ্য হয়েছে, সেখানেও নিম্ন অধ্যয়নটি ভাবা হয়েছে। আমা যেসব আসন যেসব এই সিনেটদের আইনে পরিষদ অধ্যয়নই হবে। তবে অধ্যয়নটিগুলি যুক্ত না হলে ৪৫টি নিয়ে আসন সমস্যা অধ্যয়ে হবে। অধ্যয়নটিগুলি হল, মহিলারা যেসবেরও যেসবেরও এবং আসন নিয়োগকারী নির্বাচিত হয়ে পারবে। নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে যেসবের ভাবনাসমস্যা যেসবেও প্রশ্নে নির্বাচিত হয়ে পারবে না। এইসব অধ্যয়ন নিয়ে ছাত্রীটি অধিকারে পড়াশুনা যেসবের অধ্যয়ে নির্বাচিত করা হয়। তাহলে কি পর নিয়ে হবে, অধিকারে হবে সেই অধ্যয়ে অধিকারী অধিক সেই অধ্যয়ে এই সব আসনের নির্বাচিত করা উচিত? আর একটি আসনটি হল, যে-সব ছাত্রের নিয়ে এবং সংরক্ষিত আসন আছে, সেখানে যেসবের অধিকারী অধিকারে পাঁচ অধ্যয়ে হবে না। অর্থাৎ একজন পাঁচটি আসন যা যেসবেরও অধ্যয় আছে যেখানে এই সংরক্ষণ অধ্যয়েরই হবে না। এইভাবে সংরক্ষিত পদ অধিকার আসন অধ্যয়েরটির নিয়ন্ত্রণও অধ্যয়ন করতে হবে। তবে এই প্রশ্নগুলি এই মুহূর্তে উপাসন না করে যে নিয়েই পাশ হবে অধিকার, তা যেসব আইনে যেসব? সেই প্রশ্ন যেসবের সমস্ত প্রশ্নটিকেই অনুযায়ে সংসদীয় হবে যেসবের হবে হবে। অথচ প্রশ্ন-সমস্ত-পাঁচ-পাঁচজন সমস্যে অধিকার অনুযায়ে অধ্য যে সমস্যার আছে ঠাঁরাই, আর অধিকার যা পাওয়ার পৃষ্ঠিকৃত যেসব যেটি যেটি যেসবেরও অধ্যে ইতস্তত নিয়ন্ত্রণ অধ্যয়ন প্রকাশ পাবে। আর এই অধ্যয়নে আর আমা না হয়, এই অধিকার প্রতিনিধি করতে ভুল হয়, তাহলে এই যেটি যেটি যেসবেরটি একটিন একটিন হয়ে সমূহ অধ্যয়ন উন্নতিসাধন হবে। পাঁচজনের পর আমার যেসব যেসব যেসবের অধিকারের প্রতিনিধি। অধিকারজনক হবে যেসবি হয়ে হয়ে সমূহ পাশে পরিষদে অধিকার যেসব অধ্যে অধ্যয়ে অধ্যয়ন অধ্য।

মুর্শিদাবাদ

ডঃ আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মন্ত্রী কর্তৃক সংসাপত্র বিতরণ

গত ১৮ জুলাই '১৮ বহরমপুর রবীন্দ্রভবন হতে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সমাজ কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য জনগণের সহযোগিতায় জেলা বিভিন্ন প্রান্তে ৪টি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপযুক্তদের সংসাপত্র বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ৪টি এই সংসাপত্র প্রদান করেন এবং ডঃ আম্বেদকরের ওপর আলোচনা

বহরমপুরে আয়োজিত ডঃ আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলার জনপ্রতিনিধি সহ জনপ্রতিনিধিরা।

প্রতিযোগিতার ফলে তুলে ধরেন। সভায় বহরমপুর মহকুমার জনগণ শ্রীকৃষ্ণা চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক শ্রীকৌশিক হাজরা। অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবিনোদ পাণ্ডে ভাষণ দেন। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীঘোষী কীর্তনী বিশ্বাস ও বিশ্বেশ্বর রায়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শ্রীবিশ্বেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, আবৃত্তি করেন শ্রীঅরিন্দিম সরকার এবং জারিগীতা লোক সংস্কৃতি সংস্থার শিল্পীবৃন্দ জারিগানী নৃত্য পরিবেশন করেন।

সভায় বিতরণীয় পত্রিকা 'উত্তরণ'এর গ্রাহক হবার এবং লেখা পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত

১৪ এপ্রিল '১৮ বহরমপুর কলেজহাটে ক্লাব হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ডঃবেদকর ডঃ ভীম রাও আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মজয়ন্তীর সূচনা হয় একটি র‍্যালির অনুষ্ঠানের দ্বারা দিয়ে। ডঃ আম্বেদকরের প্রতিমূর্তিতে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীদীপক সাহা, শ্রীঘোষী সোমালী দেবনাথ ও প্রমুখী সুরভা দেবনাথ। আবৃত্তি করেন শ্রীপ্রবীণ মুখার্জি, ডঃ

ডিন্ন ডঃ আম্বেদকরের ওপর আলোচনা করেন বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীপক চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট জেলা অতিরিক্ত শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। অতিরিক্ত জেলাশাসক পরিবেশন করেন জেলার অতিরিক্ত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র।

বাঁকুড়ায় ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বে ভারতে যুগ জন্ম গ্রহণকারী মহান সমাজসংস্কারক ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বাঁকুড়ায় ১৪ এপ্রিল '১৮ বিকেল ৪ঃ বি আর আম্বেদকরের জীবন সংগ্রাম নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাধিবেশনের কুর্তী আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমতী সুচরিতা সরকার। ডঃ বি আর আম্বেদকরকে সম্মানিত করে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপা

উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাইশটি প্রীতিভোজ বিদ্যু, সরস্বতীপুর প্রীতিভোজন বিদ্যু, জেলাশাসক প্রীতিভোজ বিদ্যু, মুকুল মেলা প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান, প্রীতিভোজন বিদ্যুৎ ও প্রীতিভোজ বিদ্যু। এঁদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠান ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা বাইশটি প্রীতিভোজ বিদ্যু—৩: মি জন অংশগ্রহণকারীকে বিশেষভাবে পুরস্কার, প্রজাপুর, তেজপুর বাসী, মহান প্রজাতন্ত্র, বিশ্ব রাজনীতিবিদ, ও এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থায়—এক অসাধারণ সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি জনসভা থেকে সমস্যার [illegible] অনুষ্ঠানের তাঁকে অভিনন্দন জানে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। বিস্তারে শেষে বাইশ বছরের ৩: মি জন অংশগ্রহণকারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র তুলে ধরেন।

'অংশগ্রহণের ক্রীড়ন ও জনতির প্রতি আহ্বান'—এই শিরোনামে উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে পঞ্চাশ টিকা ও দুই টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করেন বাইশটি প্রীতিভোজন বিদ্যু।

প্রতিবেদক : জীবনকৃষ্ণ সাহা

উত্তর ২৪-পরগনা জেলার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখা ১৯৯৭-৯৮

১৯৮৬ সালের ১ মার্চ অবিভক্ত ২৪-পরগনা জেলা উত্তর ২৪-পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই দুটি পৃথক জেলায় বিভক্ত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য মহকুমাগুলি উত্তর ২৪-পরগনার জেলা সদর। ৫টি মহকুমা, ২৭টি পৌরসভা ও ২২টি ব্লক নিয়ে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। একদিকে ব্যাঘ্রপুরের শিল্পাঞ্চল, অন্যদিকে সুন্দরবনের উর্বর কৃষিভূমি; এক দিকে উপনগরী বিদ্যাধরনগর, অন্য প্রান্তে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সীমা, বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকত অধিকার করে আছে এই জেলা। ১৯৯১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ৭২,৮০,২৬১ এবং তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনসংখ্যা যথাক্রমে ১০,০৬,৭৪১ এবং ১,৭৪,১৬৬।

উত্তর ২৪-পরগনার মিলনী থানা—অশোকনগর, হাবড়া ও বিদ্যাধরী নিয়ে গঠিত হয়েছিল মূলত তফসিলি উন্নয়নে এলাকা। এই প্রকল্পভুক্ত আদিবাসী জনসংখ্যা ৩৬,২৬৭ যা জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ২০.৮%। এই জেলার প্রধান প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী—সাঁওতাল, মুন্ডারি, ভূমিজ ও ওঁরাও। তফসিলি জাতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই জেলার প্রধানত বসবাসকারী, পৌণ্ড্র, মুচি, মাহিষ প্রভৃতি জাতির লোকেরা বেশি বেশি বাস।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য সরকার পরিচালিত নানাবিধ কর্মসূচি ও পরিকল্পনা রূপায়ণের মৌল দায়িত্ব আছে জেলার প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয় এবং উন্নয়ন ও বিস্তার শিক্ষার। এছাড়া বলিষ্ঠভাবে অনুসূচিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব আছে ব্যাঘ্রপুরে অবস্থিত মহকুমা অনুন্নত

নিম্নে ১৯৯৭-৯৮ সালে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির কিছু দেওয়া হল :

প্রকল্পের নাম	রূপায়ণ	অর্থ বরাদ্দ টাকা	উপকৃত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা
১। তফসিলি ছাত্র ছাত্রী বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি	তফসিলি জাতি আদিবাসী	১,৪৭,০১,৪৭৫ ৫,২০,৫৮৫	১,৭১,১৬০ ৫,৯১১
২। তফসিলিভুক্ত ছাত্র বৃত্তি	তফসিলি জাতি আদিবাসী	১,৬৫,৪১,৪০৬ ৪,৩১,৭৪৫	১৫,৪৮৭ ৪৪১
৩। তফসিলি ছাত্র ছাত্রীদের ছাত্রাবাস প্রকল্প	তফসিলি জাতি আদিবাসী	৫৪,১২,০০০ ১১,৪৭,৪০০	৯,৭০০ ৩,১৮৭
৪। তফসিলি ছাত্র-ছাত্রীদের তফসিলি ছাত্র ছাত্রী	তফসিলি জাতি আদিবাসী	৮,৪৭,৯০০ ২,৮৪,০০০	২৭০ ৯৬
৫। আমার ছাত্রাবাস	কলা জাতি/আদিবাসী	৪,৪৭,৯১০	১৫৫
৬। তফসিলি ছাত্র ছাত্রীদের মেধা অনুদান	তফসিলি জাতি আদিবাসী	২,১০,০০০ ৪৫,০০০	১৬২ ৬০
৭। সমর মেধে এককালীন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ মেধা অনুদান	তফসিলি জাতি আদিবাসী	১,৭১,৪০০ ১,০০,১০০	৩৪ ২১

সম্প্রসার কল্যাণকেন্দ্র।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কর্মসূচিতে প্রধানত তিনটি ভাগে ৯৮ ধরা হয়: (১) শিক্ষা-সংক্রান্ত কল্যাণকর প্রকল্প (২) পরিবার ভিত্তিক কল্যাণকর প্রকল্প (৩) পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প। এছাড়াও তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জাতিগত সংশোধন প্রদান এবং চাকুরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য পরিদর্শন ও তদারক কর্তৃপক্ষের হাতে দায় বর্তেছে।

শিক্ষাসংক্রান্ত কল্যাণকর প্রকল্প: তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সহায়তা দেবার জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এই জেলায় নিয়মিত রূপায়িত হয়ে আসছে। এই জাতীয় প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে—(১) আবাসিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক ক্রয় বাবদ অনুদান (২) আবাসিকেতর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভরণপোষণ ভাতা (৩) আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণপোষণ ভাতা (৪) আবাসিক স্তরে আসন সংকোচন ভাতা (৫) আবাসিকস্তরে ছাত্রীদের জন্য বেতনমুক্তি (৬) নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বেতন অনুদান। (৭) ছাত্রাবাস নির্মাণ।

ছাত্রাবাস নির্মাণ: উত্তর ২৪-পরগনা জেলায় এ পর্যন্ত ১০টি কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস অনুমোদিত হয়েছে। তার মধ্যে বসিরহাট মহকুমার টাকিতে ৮০ শয্যাবিশিষ্ট তফসিলি জাতি আবাসিকদের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসটির নির্মাণকার্য এই বছরই সম্পূর্ণ হয়েছে। গত ১৫-৪-৮৮ তারিখে ছাত্রাবাসটির উদ্বোধন হয়ে গেছে। ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করতে যার হয়েছে মোট ৩১,৮৬,৫০০ টাকা। আসন্ন তিনটি ছাত্রাবাসের নির্মাণকার্য ত্বরান্বিতে হয়েছে। বাকী ছাত্রাবাসগুলির নির্মাণকার্য আগে তফসিলি জাতির হয় তার চেষ্টা চলছে।

এই বছর, জেলার বিনাথ ও হাড়োয়ার দুটি ছাত্রাবাস হস্টেলের নির্মাণকার্য হাতে নেওয়া হয়েছে। হস্টেল দুটি প্রতিটিতে ২০ জন আবাসিকী ছাত্র থাকতে পারবে। প্রতিটি হস্টেল নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ১ লক্ষ টাকা।

নতুন উন্নয়ন পরিকল্প (অতিরিক্ত জেলাপরিকল্পনার ভিত্তি) : তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনসম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্প জেলাতে রূপায়িত হয়। তফসিলি জাতি বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় পরিকল্পগুলি উন্নয়ন এই পরিকল্পের নাম। ১৯৮৭-৮৮ সালে এই পরিকল্পে ব্যয়ের ছিল:

(১) রাজ্য নির্দেশ—৮,৪৩,২৬১
(২) বিশ্বাসিক ঋণ নির্দেশ ও সংস্থান— ৮০,০০০
(৩) ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য নির্দেশ— ৩,২১,০০০
মোট—১২,১৬,২৬১

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও ব্যয় বিবরণ: তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার ভিত্তিক বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। এক নজরে এম বি সি, টি এস সি, এস এস এ ও বি সি প্রকল্পের ১৯৮৭-৮৮ সালের চিত্র দেওয়া হল:

এম বি সি টি এস সি এবং এস এস এ ও বি সি

	উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	তফসিলি জাতি	আদিবাসী
১। এম বি সি	৪,৫০৬	১২,৪১,৪২৮	২,২২,১১,৪৪১
২। টি এস সি	৫৪৩	১,৪২,৫৪৪	১১,৭৭,৮১৫
৩। এস এস এ ও বি সি	১৫	১৩,৭৮,৪৭০ (এস এস এ ও বি সি খাত সহ)	১,০৮,০০০

প্রতিবেদক : সুব্রত নারায়ণ

কোচবিহারে আবেদকর জয়ন্তী : অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ

কলকাতা ৩১ মার্চ আজ আবেদকরের ১০৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কোচবিহার জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও প্রসারের উদ্যোগে জেলা প্রশাসন এবং জেলার তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ ৭দিনের সাপ্তাহিকের বিভিন্ন অনুষ্ঠানী পালন করা হয়। পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরু হয় জন্মদিবসের তারিখ ১৪ এপ্রিল এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় ২৮ এপ্রিল।

২৪ এপ্রিল: জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ ৭দিনের প্রধান কেন্দ্র থেকে প্রকাশকেরিত পত্র। আবেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন কোচবিহারের সভাধিপতি শ্রী এম এস আদিবাসী এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী বি বসাক। জেলা ১০টির মালাচন্দন হলের আলোচনাচক্রে সভাধিপতি এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক ছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষকগণ অংশ গ্রহণ করেন। জেলা সদর এলাকাটি এই যে এম চক্রবর্তীয়ে জাতিগত বন্ধুজন শিবিরে কোচবিহারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধি শ্রী এম কে বেরেবন্দ সহ ২১ জন সরকারি কর্মচারী যোগদান করেন। এই পর শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বন্দোবস্তির পরিচিতিকরণে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ করে গঠিত অধিবাসীরা যোগদান করেন। সন্ধ্যা ৬'টায় জন্মদিবসের আবেদকর মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১০০ জন প্রতিবন্ধী বালক-বালিকাদের মোট ও পেন্সিল প্রদান করা হয়।

১৪ এপ্রিল : মাসিক মাসোহারা শ্রেণী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৮টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিপ্রদান করা হয়।

১৬ এপ্রিল : ডেকরিলি সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং ও বি সি-দের মধ্যকার সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য সমস্ত তথ্য-সংবলিত লিখিত আবেদনপত্র গৃহীত হয়। সমস্ত বালশিংহ পাড়ায় পরিদর্শনের বিষয়ে তালিকাভুক্তির অনুমতি দেয়।

১৯ থেকে ২৩ এপ্রিল : ব্লক ডিভেলপমেন্ট অফিস থেকে সার্টিফিকেট প্রদানের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে অফিসসমূহ সম্পর্কে তথ্য সেখা, প্রতিবেদনসমূহ জমা দেয়া হয়।

২২ ও ২৪ এপ্রিল : এ দুটি দিনে মহকুমা শাসকের অফিস থেকে সার্টিফিকেট প্রদানের প্রক্রিয়াকরণ দেখা করা হয়।

২৪ এপ্রিল : ডেকরিলির সোনাঝুরি শাখা সমাজ কল্যাণকেন্দ্রে 'ডেকলিজ' নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে।

২৭ ও ২৮ এপ্রিল : সমস্তটি মহকুমা সদর দপ্তরে সার্টিফিকেট প্রদান লিখিত অনুমোদিত হয়।

বিদ্যের কর্মসূচী

১। পানীয় জল প্রকল্প : প্রতিটি গ্রামের তিনটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি শৌচ এলাকার দুটি ক্ষেত্রে চালু করা হয়।

২। মোল প্রতিরোধক কর্মসূচি : প্রতিটি গ্রামের একটি করে গ্রামের প্রতিটি শিশুকে মোল প্রতিরোধক ব্যবস্থার আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ।

৩। প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি কর্মসূচি : প্রতিটি গ্রামের একটি করে গ্রামের প্রতিটি শিশুকে স্কুলে ভর্তির কর্মসূচী গ্রহণ।

৪। অনুর্বর মাঠের বিশেষ উদ্যোগ : বিশেষ সাহায্যের পরিকল্পনা এবং আদিবাসী উন্নয়ন-পরিকল্পনা মোতাবেক সমস্ত অনুর্বর জমিগুলোর অনুর্বরতা দেখার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় তফসিলি জাতি ও আদিবাসী বিল ও উন্নয়ন নিগম পরিচালনা পর্যদের সমস্ত পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রেরণের বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত।

৬। সালাই কর্মীদের পুনর্বাসনের (পুনর্নিয়োগ) বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়নের বিশেষ উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

৭। বেশের জনবিন্যাস বেশের মানুষ ডেকরিলিদের বসতি রয়েছে, বালশিং পাড়িতে বাস করেন তাঁদের জন্যদের জন্য ও নতুন টিকের আবাদের পাড়া প্রশাসনী তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। বালশিং পাড়ির আদিম দিক থেকে দুর্বল শ্রেণির মানুষদের জন্য ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

৯। পাড়ি বন্ধন ত্রিবিধন প্রাইমারি স্কুল বালালি পাড়ি ত্রিবিধন প্রাথ প্রাথ প্রাইমারি স্কুল ডেকরিলিপ্রাথ ত্রিবিধন প্রাথ প্রাথ প্রাইমারি স্কুল ডেকরিলি আবাসনাবাসে ডেকরি জন্য ১০ হাজার টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছে।

২৮ এপ্রিল : সমস্তটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডেকরিলির মহকুমা শাসকের অফিসে ও: বি প্রাথ আদেশনামের প্রতিলিপিতে ছাপা দেওয়া হয়। পরে, ডেকরিলিদের তথ্য ও সংস্কৃতি বহুল কলাল অঞ্চলে ডেকরিলি নিজস্বলিপি 'ডেকলি' চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে।

ইঞ্জিনিয়ারি: এক ডেকিলাল নিকাশ

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

যে, ম-তফসিলি ছাত্রদের মধ্যে উত্তীর্ণের হার ৮৮.২১% পাওয়া যায়। ৮৮ জন উত্তীর্ণ তফসিলি ছাত্রের মধ্যে ৪ জন অনার্স ছেড়ে, ৬৪ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ২০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেখানে ম-তফসিলি ছাত্রদের মধ্যে ২২১ জন (প্রায় ৩০%) অনার্স ছেড়ে, ৩৪৩ জন (৪৪%-এর বেশি) প্রথম শ্রেণী এবং ৭৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেছে।

ডেকিলাল শিক্ষা-সাহায্য সমিতিটি চালানো হচ্ছে যাদের মোট পাঁচটি ডেকিলাল আছে : জনসংখ্যা ডেকিলাল আছে, জীবনযাপন সমস্যা ডেকিলাল আছে, আর বি জন ডেকিলাল আছে, শাসনযন্ত্র ডেকিলাল আছে এবং ছয় জন আছেন ডেকিল ডেকিলাল আছে। সমীক্ষার সময়: ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ। এই শিক্ষাবর্ষে ৩৫ পর্যন্ত আছে ভর্তি হওয়া মোট ৬৪৮ জন ছাত্রের মধ্যে তফসিলি সম্প্রদায়ের ৮৪ জন এবং আদিবাসী ২৫ জন ছাত্র স্থান পেয়েছিল। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যারা এস বি বি এস ডিগ্রি লাভ করল তাদের তথ্য সমীক্ষকেরা সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে ঠিক আগের শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ১৯৯০-এর এপ্রিলে যারা যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৮জন সদস্যে সমীক্ষকেরা প্রত্যেক প্রতিবেদনে আংশিক তথ্য উপস্থিত করেছেন। যেমন আছে, ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রির প্রথম ডেকরি ডেকিলাল আছে (ডেকিল আছেনটি আছে) ভর্তি হয়েছিল তফসিলি আদিবাসীর ৮০ জন এবং সম্প্রদায়ের মোট ২৪ জন ছাত্র। ৩৪ বছর ডিগ্রির প্রথম তিনটি ডেকিলাল আছে (আদনাল ডেকিলাল আছে এবং ডেকিল আছে বছর) ম-তফসিলি ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩৭০ জন। এদের মধ্যে ১৯৯০ সালের এপ্রিলে যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তফসিলি সম্প্রদায়ের ৬২ জন (৭৭.৫%), আদিবাসী ১১ জন (৪৪.৮%) এবং ম-তফসিলি ৩৪৪ জন (৮২.২%) ছাত্র।

সমীক্ষাটি থেকে সমীক্ষকেরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সমস্যার নিরিখে তফসিলি ছাত্রের ম-তফসিলি ছাত্রদের থেকে বেশ পেছিয়ে আছে। তফসিলি ও ম-তফসিলি ছাত্রদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বিবেচনা করলে আপাতটি মোটেই আশাজনক মনে হয় না।

ছবি : বিপ্লবী মাহমুদ, ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের দেয়ালে গণচিত্র অঙ্কন করছেন

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • অগ্রহায়ণ, ১৪০৫ • ডিসেম্বর ১৯৯৮ • দাম—১ টাকা

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উত্তরণ

বিশেষ সংখ্যা : দুর্গাপূজা সংখ্যা ○ বর্ষ [illegible], ১৪০৪ ○ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ○ দাম—[illegible] টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভানেত্রী
শ্রীমতী [illegible]
[illegible]

সহ-সভানেত্রীবৃন্দ
শ্রীহিমেন্দু বিশ্বাস
[illegible]
শ্রীমতী কৃষ্ণা আচার্য
[illegible]

সদস্যবৃন্দ
শ্রীঅমূল্য [illegible]
শ্রীহিরণ্ময় [illegible]
শ্রীঅনিল সিংহ
শ্রীঅজিত সিংহ
[illegible]

সম্পাদক
শ্রীঅমিতাভ [illegible]

সহ-সম্পাদক
[illegible]

বন্ধুত্ব সহকারী
শ্রীঅমিতাভ মুখার্জি
শ্রীসুবর্ণ [illegible]

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
○ সদ্য প্রকাশিত মূল্য শাসক প্রতিযোগিতা ও [illegible]	১০
○ সম্পাদকীয়	
শিক্ষা সংস্কারের [illegible]	
শিক্ষা-সংস্কারের বিভিন্নমুখী	
○ শিক্ষার ভূমি — শ্রী [illegible] বিশ্বাস	৩৩
○ [illegible] : শিশু [illegible] — শ্রী [illegible]	৪৫
○ শিক্ষার সংস্কার : [illegible] — শ্রী [illegible]	১০
বিশেষ নিবন্ধ	
[illegible] — শ্রী [illegible]	১৩
আলোচনী	১৭
গল্প	১৮
বিশেষ দিন	১৯
[illegible]	২৪
বিশেষ সংবাদ	২৭

প্রথম প্রকাশ : [illegible]
১৭ : [illegible]
[illegible] : [illegible]

বিভিন্ন ও [illegible] : [illegible]
শ্রী : [illegible]

মুদ্রণ সংখ্যা : [illegible]
শ্রী : [illegible]

পরিবেশক [illegible] [illegible] [illegible] থেকে ও : [illegible] ও [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

সাবু রামচাঁদ মুর্মু স্মারক প্রতিযোগিতা ও গবেষণা বৃত্তি

সাঁওতাল সাহিত্যিক সাবু রামচাঁদ মুর্মু সরকারিভাবে উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় সাঁওতালী ভাষার উন্নয়নের জন্য দুটি সাংস্কৃতিক প্রকল্প চালু করে।

১। **সাহিত্যিক সাবু রামচাঁদ মুর্মু গবেষণা বৃত্তি**

সাঁওতালী সাহিত্যের উপর গবেষণা করার জন্য সাবু রামচাঁদ মুর্মু গবেষণা বৃত্তি মাসিক ৩,০০০ টাকা হারে দু বছরের জন্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে (শুধু সাঁওতালীদের জন্য)।

শ্রীসুরেন মুর্মু এই বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ও ১ সেপ্টেম্বর '১৮ থেকে কাজ শুরু করেছেন।

২। **সাহিত্যিক সাবু রামচাঁদ মুর্মু স্মারক প্রতিযোগিতা**

এই ভাষায় কবিতা, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধের উপর এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে প্রথম তিনজন করে পুরস্কৃত হবেন। পুরস্কারের মূল্য যথাক্রমে প্রথম—১,০০০ টাকা, দ্বিতীয়—৭৫০ টাকা, তৃতীয়—৫০০ টাকা।

বিভিন্ন বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নাম দেওয়া হল :

প্রবন্ধ	১।	শ্রী সুরেন টুডু*	
	২।	শ্রী উত্তম মুর্মু	কলকাতা বিশ্ব ইনস্টিটিউট, অনারারি সাঁওতাল কালচার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বি ১/৪, বি আই পি জি ফেজ ২, ৫২, বি আই সি রোড, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪।
	৩।	শ্রীমতী শ্যামলী টুডু	গ্রাম—বড়মাদুর, পো:—কাঁকড়ঝোর, জেলা—পশ্চিমমেদিনীপুর
ছোট গল্প	১।	শ্রী চন্দন মুর্মু	এইচ এস ও কেমিস্টস হল নং ৯, ৪র্থ তলা বড়বাজার কলকাতা, চন্দননগর, কলিকাতা-৭০০ ০০০
	২।	শ্রী দেবাশিস মুর্মু	১৮/১, বিশ্বাসপাড়া রোড, দমদম-২,কলকাতা
	৩।	শ্রী বাবলু হাঁসদা	গ্রাম—শিমলাদিঘি, পো:—কাশিপুর, পুরুলিয়া, ৭৩২ ১০১
কবিতা	১।	শ্রী কালাচাঁদ টুডু	গ্রাম—কলাডিহিদিঘি, পো:—বেলুনডিহি, পুরুলিয়া, ৭৩২ ১০১
	২।	শ্রী চুনারাম টুডু	গ্রাম ও পোস্ট—মাকলী, থানা—বেলপাহাড়ী, পশ্চিমমেদিনীপুর
	৩।	শ্রীমতী সুবর্ণরেখা হাঁসদা	গ্রাম—শিমলাদিঘি, পো:—কাশিপুর, পুরুলিয়া, ৭৩২ ১০১

* প্রবন্ধ প্রেরকের নিবন্ধের সঙ্গে ফোন নাম্বার না থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। ঠিকানা দিয়ে তাঁকে সার্টিফিকেট পাঠানো হয়েছে, বি১/৪, বি আই পি জি ফেজ ২,৫২, বি আই সি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪-৫৪ ঠিকানায় যোগাযোগের সঙ্গে ফোনযোগে অনুরোধ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

সাক্ষরতা শিক্ষা চেতনা

স্বাধীনতা অর্জনের মূল কারণের অন্যতম হিসেবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-দলিলে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিদেশী আধিপত্য থেকে ও সঙ্কীর্ণ মুসলমানদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে-তখন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও তাঁর মূলের নীতির অনুকূলে তৎকালীন সমস্যার সমাধানে পরিকল্পনাকে চিহ্নিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার জাতীয় বিদ্যালয় সমাজের দৃষ্টি পরিত্রাণ করিয়া অবজ্ঞার জন্য রেখা দিয়েছে। ইহার দ্বারা যে কাজ এবং কর্মের পূর্ণ লাভ করতে পারেনি।...." এই কথা ও কর্মের সমন্বয়ের জন্যই তখনকার উপযোগ রেখা দিয়েছিল আর এই সমাজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। তিনি সফলতা দেখিয়ে। বিদ্যালয়ের সেন্ট্রিয়ের মেধার পূর্ণতার প্রতিষ্ঠার তিনি প্রথম থেকে বিদ্যালয়ের জনশিক্ষা চেয়েছে। সেই কারণে মৌলিক সাক্ষরতাশিক্ষার সেন্ট্রিয়ের মেধা থেকে শিক্ষিত মেধার সর্বোচ্চ উন্নীত হয়েছিল। বিদ্যালয় শুধু বই পুঁথি সাক্ষ সে মেধার পরীক্ষা, সেন্ট্রিয়ে, শিল্পিয়ে-শুধু মানুষগুলির সর্বোচ্চের অন্তর উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন, "আমি বিদ্যার প্রেমে যা বোঝাতে নিজে করতে পারলুম না যে, অশিক্ষা ও অবজ্ঞাকরণে নিজের ঘরে থেকে আমার কোনোরকম কম সহায়ের চেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই দুঃ ব ব ব দেখাতে, মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করছে।" তিনি দৃঢ়ের বিষয়ে, বলেন দুর্ভাগ্যক্রমে ১০ লক্ষ মানুষের প্রতিটি মানুষের দুঃ সমস্যাকে জন্মে যেন দুর্বহ ভারস্বরূপ পরে রয়েছে। সেই শিক্ষা-সমস্যা ১০ বছর পরও স্বাধীন ভারত সরকারের সর্বাধিক শিক্ষাখাতে ভারস্বরূপ হয়ে রয়েছে আছে তিন ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ পর থেকে এ পর্যন্ত প্রথমের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের উপযোগ পরিচয় অনেক প্রতিষ্ঠান দুটি দুটি দৃষ্টান্ত অবশ্যকারী হয়ে রয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত হিল, শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় আয়ের্যের পরিমাণ ছিল ৫১। আজকে আয়ের পরিমাণ তিনগুণ বেড়ে গেছে, পরিমাণ হিল তিন ভাগ কমে এসে। তবুপ্রতি ভারতবর্ষে বাড়ে, তখন শিক্ষার পরিমাণ বেশি, পরিমাণ হিল তিন ভাগ কমলেও বেড়ে গিয়ে হিল তিনগুণ বেশি ভারতী।

তখনকার সাক্ষরতার নির্দেশকের শিক্ষিতে দেখানো হয়ে দুর্ভাগ্যিল যে, দশ বছরের ঘরে, অর্থাৎ ১৯৬০ সালের ঘরে, ১। বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। আমাদের সমাজে সে শিক্ষা প্রবর্তিত হল না।

জাতীয় কাঠামোর বিদ্যালয় সর্বাধিক সমাজতন্ত্রের সমাজ বিপুল আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও মৌলিক সমাজের সমস্ত ছেলেকে ছেলে মেয়ে সমানে আজকে সমাজে পারেনি, অন্তত পঞ্চম শ্রেণীর ছেলে মেয়ে পর্যন্ত করে যা। যাইহোক আমরা আজ। আমাদের পরিকল্পিত তিনটি ধারা—ছেলে, পরিমাণ ও বিপুলের ধারণ এই। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে বিপুলে অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৯ সালের ধারে সমস্ত ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ের মূল সমাজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটি ছড়িয়ে মৌলিক সমাজের উপযোগীকরণের ধর্ম হয়েছে। পরিণামে ছেলে, সমস্যা ৪২ ভাগ আজ সমাজের ধারে পৌঁছতে পেরেছে।

বিদ্যালয় প্রবেশ ছেলেদের সমাজ ছেলেরা দূরের কথা, বর্তমানে যে দে পি সমাজের মধ্যে সমাজের অংশগ্রহণের ধারে সমাজে (১৯৯১-৯৮) মূলধারে সমাজের সমাজ ১৩৩ কোটি টাকা থেকে ৩৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আশ্চর্যজনক হল, সমাজতান্ত্রিক বিদ্যালয় পরিষদ মূলধারণের বিভিন্ন ধারণা কম পেয়েছে, সমাজে, বিদ্যালয়ের ধারে বৃদ্ধিতে। অন্যান্যমূলক ছেলেদের শিক্ষা প্রবর্তনের উপযোগ ১৯৯১ সালে

মুক্তাঞ্চলে সরকার যে তিন শেণি অর্থাৎ, যে তিন ক্রয়ের পরিশোধ করার জন্য মুদ্রা বি কে পি সরকারের হাতে রেখে যায়। মোট সরকারের পরিমাণের বাড়ার দিকের বাজেটই তার সম্বল।

স্বাধিকারের পরবর্তী মুহূর্তে ক্রয়ের ব্যয় ভোগের ১৫ শের সরকার এবং বর্তমান বি কে পি সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মুদ্রার কোন বিশ্বাস অর্জনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। যেমন, পরিমাণ ও বিশ্বাসের মতো আন্তর্জাতিক নীতির সম্পর্কের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণের বিনিময়মূল্যের ব্যবস্থা যেটি যেকোন সরকারের বেশকিছু উৎপাদনী হতে পারত। কিন্তু জাতীয় ক্রয়ের সরিয়ানী প্রয়োগের বিকল্প কোন বিশ্বাস অবলম্বনের সরকারের হবে ইতিহাসের ঘটে না। যেমন, অনুমান করছে, সেই সময় বিদেশ সরকারীর সংখ্যাও। যেমন ক্রয়ের নিয়ে বিদেশ মানুষের অর্থের সংখ্যাকে নিয়ে একটি ৭ পরিমাণ পরিমাণ ক্রয় এসে পরিমাণে। এই বিপুল সংখ্যার বিদেশ অনুমানকারীর মতো, আমার, ক্রয়ের পরিমাণ ও ছোট-খাওয়া অনুমানের অনুমানকারীর সরকারী সংখ্যা নেই। এসব সরকারের মধ্যেতে পরিমাণ ক্রয়ের মোটের সরকারের উৎপাদন অনেক মানুষ পরিমাণে ক্রয়ের কিন্তু যেসব পরিমাণগুলির উৎপাদী হবে ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন ক্রয়ের অনুমানিত ক্রয়ের ও অনুমানিকদের সরকারের অর্থমূল্য ক্রয়ের হয়েছে। যেমন, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল সরকারের সংখ্যার অনুমানিক হিসাবে এইসব অনুক্রম সম্পর্কের সরকারের হয়, অন্যদিকে সম্পর্কের তুলনায়, যেন বিপুল উৎপাদনী। এই সরকারের হবে মানতে হলে সরকারের অনুমানকারে বা অনুমানকারে হিসাবে খুঁজে দেখতে হবে। ছোট-খাওয়া অনুমানের সংখ্যানগুলির ক্রয়ের মূল্য ও মূল্যের যেসব বিপুল অনুমানের সরকারের ব্যবহার উন্নয়ন করতে হবে।

১৯৮০ সালে এ দীর্ঘকাল আমরা অনুমানকারে ব্যবহৃত জাতীয় মানুষের সিদ্ধান্তগুলি নীতিতে সরকারের তথ্য নিয়মে প্রতিফলিত দৃশ্যটি। উৎপাদন বাজার কাজে ও শিল্পের-পড়া অনুমানকারীর সরকারের ও নিয়ম হিসেব সরকারের আমরা পরিমাণে ৩: অনুমানের ক্রয়ের মৌলিক উৎপাদন জাতীয় মূল্যের বিশ্ব মানুষের অর্থমূল্য অনুমানিল। উৎপাদ, সমস্যার মূল হোতে পরিমাণের—বিনিময়ের প্রকাশ প্রতিফলে। কিন্তু মানুষের ব্যবস্থার ৯০ ভাগ পরও যেসব বিশ্ব-বিদেশ কাজে বাজারের ক্রয়ের অনুমানের উৎপাদন সরকার হতে পারেনি। মূল কারণ, দুধারী শ্রেণির সরকারের প্রকাশ সমস্যার কারণ। এসব কাজে অনেক মানুষের মূল্যের প্রকাশ এবিষয়ে হোতে পারছেন না হোতেপারী বিদেশ অনুমান। ছোট-খাওয়া উৎপাদ যেসবের বিনিময়ে ছোট পরিমাণের মূল্যের খাতায় ছোটোখাও হোতেপারে কাজে, সেখানে হোতেপারছে মূল্য না পরিমাণ কারণে ছোট অনুমানের বিদেশ ক্রয়ের মালিক হতে হয়। মূল্য ও মূল্যবিনিময়ের হোতেপারছে বিশ্বাসীদের বিদেশ সরকারের কারণেই সরকারের ব্যবহৃত সম্পদের কারণ বিদেশ এবিষয়ে এসেছে। কিন্তু সমস্যা যেসব মূল্য তথ্য ছোট-খাওয়া অনুমানের সরকার সরকারের পর মূল্যবিনিময়।

ব্যবহৃত কারণেই সরকারগুলি যে পরম ভারসাম্যিক। বিশ্বের কারণ মানুষ সরকার মূল্যবিনিময়ের কারণ বিদেশ দুধারী শ্রেণির কারণ থেকে প্রকাশ পরিমাণের মূল্যের বিদেশ। মূল্য মূল্য মূল্য উৎপাদন বাড়িয়েছে। প্রকাশ সরকারের বিদেশের পর উৎপাদ হয়েছে, মূল্যের বিদেশ উৎপাদ বাড়িয়ে, প্রকাশ যেসবই মূল্য হয়েছে, মূল্যবিনিময় মূল্যের সরকারী মানুষ যেসব যেসব। বাজার ও যেসবের অনুমানকারীর মানুষ পর-প্রকাশকারের কারণ বিদেশ অনুমান মূল্যবিনিময়ের সরকারী বিশ্বাসের সরকার অনুমানকারের সরকারের ও বিদেশ সরকারের প্রকাশ সরকারী সরকার।

শিক্ষার হাল

শ্রীকান্তি বিশ্বাস
শিক্ষক সিকদারী, পরিচালনা সমবায়

রাশিয়ার মতো একটি সমাজতান্ত্রিক এবং বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক শিল্প গড়িয়েছিল যেসিলের নেতৃত্বে এই দেশের জনগণিকরা। বিপ্লবের পর দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যখন কর্মযজ্ঞ শুরু হলো, লেনিন তখন ঘোষণা করেছিলেন, এই মুহূর্তে দুটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। একটি সমরসজ্জা জনগণি বিদ্যুৎ। পরবর্তী ইতিহাসই প্রমাণ করেছে লেনিনের এই দূরদর্শী তত্ত্ব মূলধারণ। শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রশ্ন নয়—সর্বত্র এই সত্য প্রমাণিত। বিশ্ব মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদনের প্রধান দুর্গতি মহবুবুল হক উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের চলার সময় থেকেই আমাদের দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষা প্রসারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালিয়েছেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় তাঁদের জাতীয় বিশ্বাসের স্থাপন করে শিক্ষার প্রতি আমরা আন্তরিকের প্রমাণ দেখেছেন। শিক্ষা-সরঞ্জামের বিশেষ শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশগুলির একমাত্রে অনন্যতার রহস্যের ঐতিহ্যকে খুঁজে বের করার জন্য এই প্রয়াসের উৎসাহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্ব শিক্ষা প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিশ্বের দেশগুলির যে শিক্ষা চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে ভারতের স্থান অতীব লজ্জাকর, অবশ্যই বৈদেশ্যজনক।

বিদ্যালয়ে ১৬ শতাংশ যায় অথবা আদৌ যায়তে। কিন্তু সাধা পৃথিবীর মোট শিক্ষায় মানুষের ৩০ শতাংশই আছেন এদেশে। বিশ্ব শিক্ষা সচিবালয় হিসাব অনুযায়ে নতুন শতাব্দীতে পা বাড়ার শুরু মুহূর্তে ওই ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৩৫ শতাংশ। এই জাতীয় গ্লানি কি আমাদের অধিকার ছিল? প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বত্র সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য আবৈতনিক সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করার অর্থাৎ ১৯৯০ সালের মধ্যে হবে বা বিশ্বাসে এই ঘোষণা ছিল। ১৯১ দেশে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু হয়েছে—ভারত এখনো চলছে। সমগ্র পৃথিবীতে এই বয়সের মধ্যে শিশু এখনও বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত—তার ২২ শতাংশ আছে ভারতে। আঠারোর থেকে ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ অর্থাৎ যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আফ্রিকা মহাদেশ দেশগুলিতে এই হার ২১ শতাংশ। বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি কি হতে পারে তা তো সহজেই বোঝা যায়। শিক্ষার এই ক্ষুদ্রে ছোটো পুঁজিবাদ বড় মাঝ-মাঝারী আমাদের তার ১২.৬ শতাংশ মাত্র ব্যয়তেন।

এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটাতে হলে শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব দিতে হবে দুটোর বিষয় তার কোনও লক্ষণ জাতীয় স্তরে দেখা যাচ্ছে না। সাধা পৃথিবীর সকল দেশগুলি তাদের নিজের মোট জাতীয় আয়ের গড়ে ৫.১ শতাংশ ব্যয় করে শিক্ষার জন্য। শিক্ষার পশ্চাৎপদ অঞ্চলে এই হার ৩.৭ শতাংশ। শিক্ষার জন্য অনেক অতিরিক্ত আয়ের দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয় বরাদ্দের ১০ শতাংশ এবং রাজ্যের ১৩ শতাংশ ব্যয় করতে হবে শিক্ষার জন্য – এই সুপারিশ করে অন্তত ওই কমিশনগুলি করেছিলেন। রাজ্যগুলি তাদের ব্যয় বরাদ্দের গড়ে ২০ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে আসছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত ওই মানের ধারে ৫ শতাংশ স্পর্শ করতে পারেনি। শিক্ষকের বেতনের সামান্য অংশ দেন কেন্দ্রীয় সরকারের গত বছর ব্যয় করা ছিল ১৪০ কোটি টাকা—এবার তা হ্রাস করে করা হয়েছে ৮১ কোটি টাকা। শিক্ষকদের প্রতি কত আদর কী বহরী উদার! সার্বিক সাক্ষরতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৮৩তম সংশোধনের বিধেয়ক বিল ১৯৯৭ সালের ২৮ জুলাই রাজ্যসভায় পেশ হয়েছিল—এখনও তা আইনের মুখ দেখার সুযোগ পেল না। উপযুক্ত শিক্ষার বৈজ্ঞানিক, কারিগরিগত ও মূল্যবোধ বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে করে তার সাম্প্রতিকতা ও সংকীর্ণতার আবর্তের অনুবিত্ত আমরা চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বিবেচনায় শুরু করেছে। তাদের ইতিহাস পরিবর্তন (ইতিহাস কাউন্সিল এবং রিসার্চ কাউন্সিল বিলুপ্তি) কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে রায় ঘোষণা করেছে তা থেকে এই কথা প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে গেছে।

যেই সাথে সরকারের সহিষ্ণুতে জাতীয়তা করে যেসবকারি ব্যক্তিমালিকানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার দিকে কেন্দ্রীয় সরকার বেশি বেশি করে ঝুঁকছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষার শিল্পে পড়া মানুষের দেশ। ৪০ শতাংশ মানুষ এখনো ঘর করেন দারিদ্র্যসীমার নিচে। এখানে এই মানুষকে বঞ্চিত করে যে পয়সায় শিক্ষা বিশ্বের করে উচ্চ ও বৃত্তি শিক্ষা হবে বৃটিশের মানুষের জন্য। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যারাই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিয়ে দেবে। শিক্ষা হবে বৈজ্ঞানিক, মানবতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিকেতর। শিক্ষার ঘরে হবে ধর্ম সম্পর্ক নিরপেক্ষ। শিক্ষার প্রক্রিয়ার হবে মানব শিশুর জন্মগত অধিকার। তার তার প্রবর্তনের মূল্য বহিত্ব বাজারে সরকার তথা সমাজকে। এই নীতির উপর ভিত্তিতে এই অন্তত জনগণ বিশ্বাসকে মোকাবিলা করতে হবে।•

• 'গণদাবি'র সৌজন্যে।

জেলার খবর

বীরভূমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

সাক্ষরতা শিক্ষার যে অন্ধকূপ থেকে বের হয়ে এসে পূর্ণ করে সবকিছু হাত দিতে যাওয়ার যে পাঁচটি জেলায় বিশেষ 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করা হয়েছে বিহারের জেলায় তার অন্যতম বিশেষ উদাহরণ। ওই জেলার ৩,২৫,১৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন প্রায় বেড়ে গুণে দাঁড়িয়েছে। ২,২৭৮টি স্কুলের ২,২০৯ জন শিক্ষকের প্রত্যেকে ৫০০ টাকার ঋণ নিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলে টানার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালনকারী ডি পি ই পি ঘোষ এই টাকা সরবরাহ করছে। এই টাকার তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সরঞ্জাম কিনে দিয়েছেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মাহাতো জানিয়েছেন যে, ওই কর্মসূচির জেলায় শিক্ষার নতুন জোয়ার এসেছে। স্কুল ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। ড্রপ-আউট কমেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, গ্রামের সবজায়ের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতায় স্কুল গৃহ তৈরি ও সংস্কারের কাজ হয়েছে। এলাকায় এলাকায় নতুন স্কুল স্থাপনের দাবি আসছে। সম্প্রতি ১,৪০০ জন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সহায়তায় এই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে। ফলে বহু বেশি অনুন্নত এই কর্মসূচি ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা প্রত্যাশার বাড়িয়ে দেখেছে।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মনোন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এই শিক্ষা কর্মসূচি তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। 'গাছের তলায় জানতে জানব' প্রকল্পের মাধ্যমেও পরিচালনা করা হয়েছে। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের এই শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় ভাবনাও গ্রহণ করা হচ্ছে। এদের ডি পি ই পি স্কুল থেকে জানানো হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে সাইকিয়া ও মাধ্যমিকের মধ্যে সচিবদের করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনার জেলার অভিজ্ঞতাকে আরও বেশি বাস্তবের ওপর প্রকল্প, সেই বাস্তবের কর্মসূচিকে সহযোগপযোগী করে তোলা প্রশাসন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও নির্দিষ্ট হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্লকে ১১৯টি প্রোকেলন হয়েছে। শিক্ষা সহায়ক বিভিন্নসম্ভার জেলার জন্য প্রতি স্কুলকে ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত স্কুলে হাজিরা এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নজর রাখার জন্য জেলার ১৯টি ব্লকেই গ্রামস্তরে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা ভিত্তিক রেজিস্টার তৈরি হয়েছে। ১৫টি স্কুলবাড়ির সংস্কার হয়েছে, আরও বহু নতুন ২০টি স্কুল স্থাপিত হবে। বিদ্যালয়ের অভাবীন ছেলেদের আরও ভালভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে পঞ্চায়েত সদস্য ছাড়াও অভিভাবকদের কর্মী, শিক্ষক, বিভিন্ন দলসংগঠন, ক্লাব ও সংস্থার প্রতিনিধিরা আছেন। অনাগ্রহ সন্তানের জন্য বিদ্যালয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের কমিটি সংস্থিতি পড়ুয়াদের জন্য বিভাগীয় নানা সহায়ক সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ সংবাদ

আম্বেদকরকে অবমাননার অভিযোগে সৌরির বিরুদ্ধে মামলা

আম্বেদকর কলিত অভিযোগের প্রতি বিশিষ্টদের বিরুদ্ধে কলিকাতা মহানগরী নেতা ডঃ ভিমরাও আম্বেদকরের প্রতি অবমাননার অভিযোগে সংসদীয় মন্ত্রক সৌরির বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের একটি কলিত সংগঠনের অভিযোগের ভাঁজ ১০ দেশটি ভিমরাও আম্বেদকরের নাতি।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইত্ত অংশে দাবোগ করা হয়েছে যে, অভিযোগে প্রকাশ, ডঃ বি আর আম্বেদকরের উপর দেয়া সাম্প্রতিক একটি পুস্তকে সৌরি অপমানকর কিছু কথা বলেছেন অভিযোগ।

মহারাষ্ট্রের ডাক্তার জেলা আদালতে মামলা করা হয়েছে। উপরোক্ত কলিত সংগঠনটির নেতা মহাত্মাটি আশা যে সরকার জানাবে যে, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদেরটি দপ্তরে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বয়স্ক সাক্ষরতা আন্দোলন : কিছু ভাবনা

শ্রীবসুসূদন চক্রবর্তী

এই জটিল অর্থে ৮ সেপ্টেম্বর আমরা আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করেছি। ১৯৬৭ সালের ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর উদ্যোগে তেহেরানে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন থেকে বিশ্বব্যাপী বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে ৮ সেপ্টেম্বর সেই কর্মসূচির প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে স্থির হয় ৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই বিশ্বের প্রায় সব দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। তবে তার পরেও এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে পালিত হয়।

দিনটি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা আন্দোলনের মূলধারে স্মৃতি বহন করলেও বাস্তবে দিনটি তৃতীয় বিশ্বে বয়স্ক সাক্ষরতার বার্তাকেও বহন করে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় স্বাধীন দেশগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল ব্যাপক নিরক্ষরতা, যা আমার ছিল দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের অনিবার্য ফলশ্রুতি। ৫০-এর দশকের শেষদিক থেকে প্রায় স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিভিন্ন বিশ্ব সংস্থার সদস্যভুক্ত হতে থাকে। সেই সুবাদে তারা ইউনেস্কো, ইউনিসেফের মতো বিশ্ব শিক্ষা সংস্থাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এইসব বিশ্ব শিক্ষা সংস্থা থেকে সবসময়ে হয়ে পরামর্শের মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থা নিজ নিজ দেশে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কর্মসূচি স্থির করার সুযোগ পেত। সেই মতো আফ্রিকা, এশিয়া আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা-ভি-ভিন্ন বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হয়ে আগামী ২০ বছরের জন্যে নিজ নিজ দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচি সফল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

একই সঙ্গে বয়স্ক সাক্ষরতার সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। তাদের খুব জানা ছিল এখন যখন তারা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমমর্যাদায় বিশ্ব শিক্ষা সংস্থার সদস্য হয়েছে, তখন নিরক্ষরতা দূরীকরণে এই সংস্থাগুলি তাদের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশ্ব সংস্থাগুলি তাদের সম্পূর্ণ হতাশ করে।

৬০-এর দশকের প্রথম দিকে মিঃ ফেলী হাল্ হাউনেস্কোর আইয়েরীয় কেন্দ্রগুলো পরে যেসব বেতারের পত্র, বলতে গেলে, নিজের উদ্যোগে সারা বিশ্বে বয়স্ক সাক্ষরতা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি বিস্তৃতির কর্মসূচির প্রস্তাব রাখেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে একটি ভীষণ আশা জেগেছিল যে, সাম্রাজ্যবাদীদের দূরীভূতির ফলে তাদের যে বিরাট নিরক্ষরতার বোঝা বইতে হচ্ছে বিশ্ব সংস্থাগুলি তার প্রতিকারে এগিয়ে আসবে। কিন্তু যেসব দেশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রস্তাবগুলিকে যেভাবে গ্রহণ করে নিতে দ্বিধা করেনি। এমনকি, কিছু কিছু উন্নত দেশ তাদের মধ্যে ঠাঁই করিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে। এর সঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার যে সমস্যাগুলি প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে পর্যন্ত দেখা দেয়, অর্থ সংস্থানের প্রশ্নে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে এমন সময় ইউ এন ডি পি, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ইউ এস আই ডি প্রভৃতি অনেকটি ঘনিষ্ঠিকে অর্থসাহায্য দিতে রাজি হয়। কিন্তু পরিকল্পনাকে অর্থ যোগানের প্রতিশ্রুতি দিলে তার বাস্তবায়ন করার একটি পরিচালনামূলক প্রকল্প প্রস্তাব দিতে হয়। সেই সিদ্ধান্ত মতোই ১৯৬৭ সালের ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের তেহেরান সম্মেলনে ই মু এস সি (এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ল্ড লিটারেসি প্রোগ্রাম) গ্রহণ করা হয়। ফলে উন্নত পুঁজিবাদের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে যেসব যে প্রকল্প তৈরি হয়েছিল, তার ব্যাপক পরিচর্যাতের ঠিক দশ বছর পর ১৯৭৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পারস্যনগরীতে সংগঠিত একটি সম্মেলন থেকে একটি বার্তাত্মক সমর্থ তুলে ধরে প্রকল্পটির তুলোধোনা ঘোষিত হল। এই হল সংক্ষেপে ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বের আন্তর্জাতিক চিত্রণ।

এতৎসত্ত্বেও এই দিবসটি উদযাপনের গুরুত্ব ছোটো করে নয়। এই দিবসটি উপলক্ষ করে আমরা বিশ্বে নিরক্ষরতার সমস্যা-সমাধানের হিসেব করতে পারি। আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নবতর পরিস্থিতির নিরিখে চিন্তাকে কর্মসূচিতে ফেরে করতে পারি নতুন নতুন উপায়ে। এই দিবসকে উদ্দেশ্য করে গত ৯ সেপ্টেম্বর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ-প্রতিবেদন থেকে জানতে পেরেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলায় চলতি

প্রতিবেদনে প্রকাশিত ছবিটির সঙ্গে এই লেখাটির কোনো সম্পর্ক নেই। ছবিটি শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন বলে ব্যবহার করা হয়েছে।

একটি কারখানার গেটে বসে আছে শ্রমিক নারী ও শিশুরা।

প্রথম পর্যায়ে ৮০ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে এবং বাকি সবই কোনো ক্ষেত্রে কমেছে বা অপরিবর্তিত রয়েছে। জরিপ করতে গিয়ে দেখেছি যে, ১৫টি জেলায় বর্তমানে সাক্ষরতার কার্যক্রমের ৫৩ ভাগে। সাক্ষরোত্তর কার্যক্রমের ৫৯টি গ্রামের ৪টিতে প্রথম সাক্ষরতার ফলটি সুফলের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম বেশি। তাই মনে হয় এই কাজে মিডিয়াকে নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও তাদের আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

এটা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, "সাক্ষরতার যে কোনো কর্মসূচির সাথেই লক্ষ্যই থাকে তার প্রতিবেদন আদায় ও রক্ষা করতে হয়।" তাদের এই জন্য প্রয়োজনই যা প্রয়োজন তা হল প্রতিবেদন সংরক্ষণের, সেই প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য উৎস ইত্যাদি। মূলত নানা ধরনি প্রতিবেদন কাজের জন্যের, কর্মসূচির নানা কার্যক্রমের ফলাফল পাওয়া যাবে, যেমন—মূল কাজে নিযুক্ত শিক্ষিকা, মূল-মূলকী নানা শিক্ষকের কাজ পরিদর্শন করিয়ে ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ হল লক্ষ্যপূরণের প্রাথমিকভাবে। সেই অর্থে কাজ নিয়োজনের শিক্ষার প্রতিবেদন সম্পর্কে ফোকাসদের অনেক প্রশিক্ষণ আমরা দিয়েছিলাম। কারণ প্রতিবেদন যেভাবেই শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রতিবেদন সংগ্রহের ব্যবস্থাপনার নানা মূল্যবান হিসেবে গণ্য করা যায় না, যেমনটি দেখতে পাব অন্যান্য ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী, মূলক-মূলকী।

প্রতিবেদন কাজ থেকে ২৫/৩০ বছর আগে যে অর্থে সত্য ছিল, আজ কিন্তু আর তা নেই। এর পরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে সামাজিক সমস্যাগুলোর আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্তনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির এমন কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন যা আজ নানা সামাজিক আন্দোলনের ধরি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমাদের দিকে নানা কার্যক্রমের দেখা যায়, নিরক্ষরতা নিয়ে সম্পর্কে উৎসাহিত করার জন্য বলা হত, 'শিক্ষা মানুষকে চোখের দৃষ্টি দেয়, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা দেয়।' শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের কথা বলতে গিয়ে প্রথাগত মানুষের কাছ থেকে টাকা আর সময় চাইবার জন্য এটা একটা ভালো যুক্তি ছিল। কিন্তু ঘটনাগুলির মধ্যে নিশ্চয় সত্য থাকলেও প্রকৃতক্ষেত্রে নিরক্ষর মানুষের খুব কম অংশকেই তা স্পর্শ করত। তখন টাকাকড়ি দিয়ে টাকা কম নেওয়া বা পরিবেশ টাকাকড়ি দিয়ে বর্ণিত হওয়ার ঘটনা বেশির ভাগ গ্রামীণ মানুষের জীবনে কখনই ঘটেনি। ওই সময় দেখা গেছে, সাক্ষরতা মানুষের মধ্যে আগ্রহ বাড়া, পরিবর্তনের বা কাজ কোনও অবস্থাপরিবর্তনের আশায় বসবাসকারী সাক্ষরতা কাজে পারেনি, কারণ তাদের কাছে টাকা পয়সার উপর হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করত, আর বাস্তবে ছিল সেরকমই একটা। তবে কখন টাকা বাদ দিয়ে দেওয়া সেখানকার প্রয়োজন হবে সেই ভেবে এই সময়ে সেখানকার জন্য গ্রন্থ ও সময় দেওয়ার মতো অবস্থান বর্তমান মূলক-মূলকীদের ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতির তুলনায় পরিবর্তন হয়েছে। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণে দেখা যাক।

প্রথমেই যে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করতে হয় তা হল, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের ফলে ইতোমধ্যে গ্রামবাংলার বেকার হ্রাস পেয়েছে। খুব সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১,৫১,৮৩৯ একর জমি ২১,০০,০০১ জন ভূমিহীন চাষী খেতমজুরের মধ্যে বিলি করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭,৮০,৮৫৯ জন তফসিলি জাতি এবং ৪,০৭,৫০০ জন তফসিলি উপজাতিভুক্ত। এছাড়া অনেক লক্ষ একরের সরকারি বাঁধাইকৃত পেয়েছে। উপরন্তু ভূমিহীন অনেক লক্ষ গরিব মানুষ বাসিন্দার বা বাস্তুজমির পাট্টা পেয়েছে। এসব এক সময় ছিল যখন গ্রামের জমিদার, জোতদার ও বড় চাষীদের মধ্যেই বাড়ি জমি সংক্রান্ত ঘটনা, গাড়ি, পশুর ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কানি ছাপা বা ছবির দেখা আমরা পাচ্ছিলাম। গরিব চাষী খেতমজুরের বাড়িতে ঘড়ঘোরের যোগাযোগের চেয়ে হিসাবে ছাপা আমরা দুর্লভ। কিন্তু আজ গ্রামীণ সমাজের অনেক অভিজ্ঞতাই পরিবর্তেই কোন না কোন সম্পর্কানি ঘটনা, গাড়ি, পশুর, ঘটনা ইত্যাদি অনেকের কাছ থেকে নিজের পড়ে জানতে পারা খুবই জরুরী।

দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটি মোটা গ্রামীণ সমাজকে আরও গতিময়তায় আনুত করে তোলছে তা হল—বিশ্বায়নীকৃত পণ্যজগতের আগমন। এর ফলে যোগাযোগের প্রসারের ও পরিবহনের গ্রামীণ মানুষের গতিময় বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। এখন তারা অনেক সহজ আরও আরও কেবল ছোট মেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে তারা, তারা জনসংখ্যিনি হিসাবে বিবেচিত হয়, আর অনেক এক-তৃতীয়াংশ মহিলা। গ্রামীণ মানুষের মৌলিক আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজনী আগের পণ্যজগতের যেসব যা ছোট ছোট সহজ যোগাযোগ ছেড়ে আসতে হয়। যোগাযোগের জন্য সাক্ষরতা কর্মীরা মহিলাদের কথা ছেড়ে শুরু করে আগের জন্য যোগাযোগ, বিভিন্ন সংস্থাগুলি সংগ্রহ করা; পণ্যজগত, আজ যা আজ যেসব মহিলা

সংখ্যা থেকে মানুষের যা কম পাওয়ার আশ্বাসসহ সুপারিশ করল তা, পঞ্চায়েতের হিসাব-নিকাশ খুঁজে নেওয়া, পঞ্চায়েতের ঘোষণা ও নির্দেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রভৃতি সব কাজই শিক্ষার পরিধি থেকে অনায়াস যাতায়াতটি প্রধান প্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধে হিসাবে ছাড়িয়ে।

চুক্তীর পরিবর্তন না হয়েছে এবং এখনও প্রতিদিন ঘরে ঘরে যা হল, প্রয়োজন সাধারণ যেসব্যবহার ব্যবহারে উন্নত বিকাশ, খুন ও জল উন্নত পড়ুন। আজ থেকে ৫০/৬০ বছরে আগের গ্রাম বর্ষার সময় বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হত। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং গ্রামীণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় আজ প্রতিটি গ্রাম তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় বাড়ানোটি শুধু উন্নত করেনি, তারা বিভিন্ন পথ, যেমন, সড়ক প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে তুলে বর্ষার জলস্রোতের সঙ্গে সর্বসময়ের উপযুক্ত স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা করে তুলেছে। বিকল্প, যান, নৌকো থেকে শুরু করে ব্যবসায়ের নানা উপায়ও আজ মানুষের হাতের কাছে।

আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে গ্রামাঞ্চলে অন্তত ৯০/৭০ শতাংশ অধিবাসী পুরুষ ও মহিলা বাইরের দিকে জীবনে কখনও পা বাড়াননি, এমনকি যেন তা বলে চলেননি। আজ সেই সংখ্যা অনেক কমে গেছে; কেবল মহিলা, অক্ষিপ্ত ও প্রতিবন্ধীদের কেউ কেউ এখনও সেই পর্যায়ে আছে। ফলে বাইরের সঙ্গে যুক্ত বিষয় যেমন—ট্রেন ছাড়ার সময়, বেচার বা কেনার হিসেব, জমির নক্সা ও খতিয়ান পড়ার বিষয়ে ইত্যাদি প্রতি ক্ষেত্রে সেখানকার জনার সুবিধা মানুষ খুঁজতে পারছে। উপরন্তু সহযোগে নানা প্রকার সরকারী ফর্ম জমার সঙ্গে যুক্ত বিষয় বলা যেমন নাম ও নাম, জন্মতারিখ ইত্যাদি লিখতে সেখানকার জনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

অনুর্ধ পরিবর্তনটি অবশ্যম্ভাবী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত। অধিকাংশ সরকারের উদ্যোগে আজ প্রতিটি গ্রামেই অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন প্রতিটি গ্রামে অন্তত ৫০/৬০ জন বয়স্ক ছাত্র ছাত্রী যেতেমনুষ পরিবারের এক বা একাধিক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে সব পাঠ্যপুস্তক দেওয়া এবং মেইসব ছাত্র শিক্ষার্থী নিয়মিত আসছে বাবদে এই সরকারি নীতির ফলে আজ প্রাথমিক বয়স পরিবারের অনেকের ঘরেই পড়ার মতো কিছু উপাদান রয়েছে, যা নবসাক্ষরদের ঘর থেকে বাইরে যা নিয়েও স্বাধীনের ব্যবহার চর্চা করে সাক্ষরতা বজায় রাখতে পারছেন।

উপরিউক্ত পরিবর্তনের বিষয়গুলি এবং তার ফলে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা যদি নিরক্ষর মানুষের সামনে নিরন্তরে তুলে ধরা যায়, তবে তারা নিজের অজ্ঞতা থেকেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মৌলিক উপলব্ধিতে উপনীত হবে। তখন শিক্ষা পাওয়ার অধিকারবোধ আরও বা প্রবলভাবে পাওয়ার অধিকারবোধের মতোই জরুরী বলে মনে হবে। ফলে সেই অধিকার অর্জনের জন্য নিজের গরজেই নিরক্ষরেরা

দুর্গাপুরে সাক্ষরতার প্রকল্পে মহিলাদের ভিড়

আসতে হবে। এই বোধ থেকে আন্দোলন সৃষ্টি এ নতুন মাত্রা যোগ হবে।

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলনের মাধ্যমে যে বিরাট সংখ্যক নবীন প্রতিভা, যুবক, যেতেমনুষকে সক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে, তাদের প্রায় শতকরা ৭০/৭২ জন উপরিউক্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই কোনটির দৌলতে পঞ্চায়েতের উপরের বাজারে অথবা পার্শ্বের দোকানদারের কিছু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আমরা প্রয়োজনে থাকে সেই পরিবেশ থেকে তুলতে পারিনি বা করিনি। ফলে নিরক্ষিত ১৫% মানুষের প্রতিটি সাক্ষরতা দুরুহ ও স্থায়ী অথবা অর্থ হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গই যেখানে ভারতবর্ষে একমাত্র রাজ্য যেখানে আনুষ্ঠানিক ভাষা অর্থাৎ বাংলাভাষা এখনও সরকারি ও বে-সরকারি স্তরের কাজকর্মে নিজের স্থান পেল না। ১৯৬১ সালে বিধানসভায় বাংলাভাষা আইনের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরে ১৯৭৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত প্রকার সরকারি স্তরে বাংলাভাষা ব্যবহার করার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে। এরপরেও প্রশাসনে আমলাতন্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা এবং সংস্থিতী গ্রাম এর স্তরের সমিতিগুলি অভাব ও ইংরেজিনবিসের জন্য আজও তা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত সরকারি চিঠিপত্র, ফর্ম ইত্যাদি সবই চলছে ইংরেজি ভাষায়। দুঃখজনক হলেও নির্মম সত্য এই যে যেখানে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ইংরেজি জানেন না, অনুরূপভাবে কাজ চালানোর মতো বিদ্যার অধিকারী, তাদের কেউ কেউ নিরক্ষর, সেখানের সরকারি চিঠিপত্র, নির্দেশনামা আজ ইংরেজিতে। এই ঘটনা শুধু দুঃখজনকই নয় মর্মান্তিক পরিহাস।

গত কয়েক বছরে যাঁরা নবসাক্ষর হয়েছেন তাঁরা মাতৃভাষায় নিজেরা লিখতে পড়তে শিখেছেন। সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে তাঁদের জন্য অন্য উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অনেক কিছু পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে মেইসব উপকরণ এখনও ইংরেজি ভাষায় রয়েছে। তাই নতুন পদ্ধতিতে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী শুরু করতে

পাহাড়ে সমবায়ভিত্তিতে সংগঠিত চাষের ফলে ফুলে আকর্ষণীয় প্রতিবছরই ফোটে বটে, সমবায় আন্দোলন নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে তাদের কাছে বটে, এতদিন তেমন সমীক্ষার অভাব ও উদ্যোগহীনতায় ফুলহাসন উদ্যোগও ঝোপেঝাড়ে হারিয়ে যেত।

সমবায়ভিত্তিতে আলাদা আলাদাভাবে যাদের জমিজমা বা যা আছে তা হলো, সিদ্ধান্তটি সবচেয়ে কঠিন। তাদের আগে বোঝাতে হবে—সমবায়ের ইতিহাস, অর্থ, নিয়মকানুন, ফুল-আলোচনা-বিশ্লেষণকারের সাথে অর্থ, সংগঠন, পোকা দমিনে ও ফলের উৎপন্ন আয় বেচার ও উৎপাদনের অনুকূলে, বেচার ইতিহাস ও ট্রেন্ডের সাথে পরিচিতি, আলোর সম্পর্ক, সমবায়ভিত্তিক বিপণন, সদস্যের ইতিহাস, পরিচালনার সাথে প্রতিষ্ঠানের কাইনবোর্ড, আলোচনা, মিল, উৎপাদন সম্পর্কগুলোর পরিচয় দেবেন, উপজেলার বাবসায়ের এবং উৎপন্ন বেচার ও পণ্য গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণকারী ইত্যাদি। এ কাজগুলো সমবায়ের আগে পরে প্রশিক্ষণগুলো চলতে চলতে প্রায়, অনুষ্ঠানের প্রশিক্ষণের সংখ্যাটা কমে যেতে পারে।

সমবায়ের অংশগ্রহণে প্রতিটি পরামর্শের উঠানি, প্রাণে প্রাণে পরামর্শ ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা, বিশেষ করে সমবায়গুলোর জন্য খুব পরিচয় প্রকাশ করা প্রয়োজন যেসব প্রকাশ বাবের নিঃসন্দেহে তা উন্নত প্রকাশ। সমাজ এর ফলে সার্বিকভাবে প্রাণের পরিবেশ উন্নত, পরিবারিক ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ হবে। প্রাকৃতিক ফুলহাসন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগুলোর আলোয় তৈরি, তা হবে উন্নত মূল্যবান সোপান ও বাজারিক দিক থেকে সমৃদ্ধতর।

সমবায়ের প্রসার ফুলহাসনের জনিত, কৃষক, ফেরিওয়ালা সংগঠনের ভূমিকা:

বর্তমান বিপণনব্যবস্থায় সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণে আমরা দেখা যায়, ফুলের জমিজমাদের হাতের মৌসুমে প্রচুর ফুল ফোটে আবার অনেক জমি নিয়ে আসা যায়, যারা ফুলের কৃষক ও ফেরিওয়ালা। আর আছেন নিয়মিত সংগ্রাহক মহিলা বিপণন, যাঁদের মধ্যে সমবায়ের সদস্যদের মহিলারাও আছেন। মোট বিপণনের মধ্যে আনুমানিক জমিতে, উপজেলায় ও ফলিয়ের সংখ্যা সমান্তরাল।

বর্তমান ফলপ্রাপ্তির আমাদের এঁদের একটি বড় অংশ আজ সংগঠিত, পরিচয় ও আয় উন্নয়নের ট্রেন্ড ইতিমধ্যে এবং কৃষক ও ফেরিওয়ালা ফলসংগ্রহের সমস্যা। তাই এঁদের সমস্ত প্রকার জমিজমা আলায় ও সংগঠনের ট্রেন্ড ইতিমধ্যে ও ফলসংগ্রহকারী এঁদের নেতৃত্ব দিয়ে গড়ে। নিজ ফেরিওয়ালা সমস্ত ফুলহাসন ফলপ্রাপ্তির

অধিকারের অন্যতম হাতি প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের নিজস্ব অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে এটনি ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠন তাদের দাবিটা মর্যাদার সঙ্গে পেশ করতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের মতো শত শত ১২ বছর ধরে যে আন্দোলন সাফল্যের প্রসাদ আস্বাদনের জন্যে হাতে বন্দিদশাই ভোগ করছে এখন কি অমেরিকান ট্রেড ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সংগঠনগুলি সংগঠনতন্ত্রের যুক্ত রাখছে তার বিলুপ্তি ঘোষণা করলেই হয়ে। মত ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের প্রকাশিত একটি প্রকাশে পরিসংখ্যান সাক্ষরতা সমিতির কার্যকরী সভাপতি বলেন, বিশ্বের মানুষ অক্ষরজ্ঞানের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, সাম্প্রতিক ব্যাপ্ত হিসেবের আসন থেকে দূরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে আগামী শতাব্দীর রাজনৈতিক সংগঠন সমিতি মানুষের পক্ষে কাজ করবে, সামাজিক ন্যায় হিসেবের আসন থেকে দূরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে আগামী শতাব্দীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কথা বলে তাদের এ আসরে আরও একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।" এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বঞ্চিত-দলিতদের শিক্ষা প্রসঙ্গে :

৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ৭০-এর দশকে শিক্ষার উপর যেসব অনেকগুলি অনুসন্ধানমূলক দলিল প্রকাশিত হয়েছে। এসব হলো যেসব অনেকগুলি অনুসন্ধানের বিষয় ছিল বঞ্চিত-দলিতদের শিক্ষা। অনুসন্ধানকারী তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন আদিম আমেরিকার বঞ্চিত-নিগৃহীত-দলিত মানুষের অবহেলিত বসতি অঞ্চল এবং আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের স্থিতি অঞ্চল বিশেষ করে মিসিসিপির মতো অঞ্চল। এই অনুসন্ধানগুলি পরিচালিত হয়েছিল ইউরোপ, আমেরিকা ও আদিম আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এসব গবেষণা দুনিয়ার প্রথমারে কোর্স কাউন্সেলর, মাস্টারস ডাক্টরেট, পিএইচ ডি প্রভৃতি বিভিন্ন মর্যাদা ও স্তরে। অনুসন্ধানের ফলে উদ্ঘোষিত অনুসন্ধানকারী হলেন ডাক্টর ইলিয়ট, এডমন্ডসেরেন, গাওলো ফ্রেরে, জর্জ ডেনিসন, হেনরি ফোরল, জুলেস হেনরি, জন হল্ট প্রমুখ। তাঁদের বইয়ের অনেকগুলির নাম—দি ফুলিং সোসাইটি, স্কুল ইজ ডেড, দেয়ারস্কী অব দি অপ্রেস্ড, ফ্রিডম্যান এডুকেশন এন্ড ফ্রিডম, লাইবর্ন্ অব হিউম্যান ইকোলি।

অনুসন্ধানের অভিমতের মতে, বর্তমানে প্রচলিত ফুকোরা শিক্ষাব্যবস্থা, যা প্রচলিত বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রথাবদ্ধ শিক্ষা, তা সামাজিকভাবে সমাজের শোষিত-বঞ্চিত-দলিত জনগণকে ফুকোরা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রচলিত করার সাংগঠিত প্রতিষ্ঠানিক রূপ। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনা ও পরিচালনার কোন স্তরে এসে যুক্ত হওয়া কোনও ব্যবস্থা নেই, ফলে এই ব্যবস্থার তাদের সমাজ-ব্যবস্থারও কোনও স্থান নেই। পরিণতি বিষয়বস্তু, শিক্ষার মাধ্যম, পঠন পদ্ধতি-পদ্ধতি সবকিছু নির্ধারিত হয় সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে। ফলে এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পেয়ে বঞ্চিত দলিত জনগণের ছেলেমেয়েরা নিজস্ব সমাজ বা গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তারা নতুন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনও সুযোগ তারা পায় না। পঠন-পাঠন পদ্ধতির এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তাদের সমাজের কোনও প্রয়োজনেই তাদের শিক্ষা হিসেবে খুঁজে পেয়ে তাদের কাজে লাগানো যায় না, তাদের নিজস্ব সমাজের বিকাশ ঘটে না এগুলোই হয়ে।

তাই অনুসন্ধানকারীদের মূলবক্তব্য হলো বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিচালিত সকলের শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে প্রথমত শোষিত বঞ্চিত-দলিত জনগণের উদ্যোগে তাদের নিজস্ব সমাজ ও গোষ্ঠীর জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনার দায়িত্বও স্বভাবতই প্রতিটি সমাজ বা গোষ্ঠীকে নিতে হবে। এমনটি শিক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে তারা সংবিধানসম্মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবিধাভোগী শ্রেণীর শিক্ষা-সংস্কৃতির সমর্থক বাহক হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ফলে গোষ্ঠীর প্রচলিত ব্যবস্থার প্রায়শ্চিত্ত ফেরানো কথা বলেছেন।

প্রায় সমসময়ে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সালে শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুনিয়ার বিশ্ব-শিক্ষা সংকট নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেখানে প্রস্তাবিত নব-ওয়াল একুডেমেন্স বা প্রথাবিমুক্ত শিক্ষার বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। তবে সেখানে যেসব যুক্তি ও উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে উপরিউক্ত অনুসন্ধানের যুক্তির সাদৃশ্য এই কথাই প্রমাণ করে যে, এরা একই সূত্রে গাঁথা, তার তা হলো তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার বিদ্যালয়ভবন ধারা থেকে সরিয়ে নিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিকল্পব্যবস্থার ধারা প্রবর্তন করা।

বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়েই দেখা যাচ্ছে। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে বঞ্চিত-দলিত মানুষের স্বার্থে কাজকর্ম করছেন এমন অনেকেই গত ২০/৩০ বছর ধরে উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। ফলে বঞ্চিত আন্দোলনে ও সংগ্রামে একটি বিপ্লবাত্মকারী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রভাব সাহিত্যের উপরও পড়ছে। প্রসিদ্ধের এ বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। বিশ্বের অন্য অনেকগুলির মতো দেশে দেশেরে সংবিধানই ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত দেশের সব জনগণের বিকাশের জন্য ৬-১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও বৈতনিক করার ব্যবস্থাকে সংবিধানের নির্দেশক নীতির অন্তর্ভুক্ত করেছে। ব্যাপক জনগণের অনুন্নতকে নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত জনগণের সঙ্গে বঞ্চিতদের জন্য সমসুযোগের ও সমমর্যাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করায় দাবিটি সংরক্ষিত না হয়ে বঞ্চিত জনগণ যদি বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়, তবে তা ব্যাপক জনগণের ঐক্য সংহতিই শুধু নষ্ট করবে না, তারা নিজেরাও বৃহত্তর জনগণের সম্মিলিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছিয়ে পড়বে। ●

শিক্ষায় সংরক্ষণ : প্রয়োগ ও অভিযোগ

শ্রীনিখিলেশ বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। দ্বিতীয় স্তবক ।।

কয়েকটি কথা : শিক্ষায় সংরক্ষণ প্রসঙ্গে এ আলোচনার প্রথম স্তবকে আমরা অতি সম্প্রতি প্রচলিত সংরক্ষণ নিয়মাদি আলোচনা করেছি। সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরেছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক্ষেত্রে গাইড লাইন।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইউ জি সি গাইড লাইন একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষায় ভর্তি বিষয়ক সুপারিশ মালা তেমনি সেখানে বেশ শক্ত ভাষায় তফসিলিদের বঞ্চিত করার নানা কৌশল ও 'ভণ্ডামি' বিষয়ে তীব্র মন্তব্য উচ্চারণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ করে—তাদের সে প্রয়াসের মধ্যে কোথাও কোথাও সে অসাধু প্রবণতা কাজ করে তা বলতে তারা দ্বিধা বোধ করেননি।

এমনকি ভর্তির ক্ষেত্রে তাঁরা কোটা পূরণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা বা নম্বরের বার দেননি। পশ্চিমবঙ্গে জেনারেল কোটার শেষ ছাত্রের চেয়ে তফসিলি কোটার নির্বাচিত ছাত্রের নম্বরের পার্থক্য ২৫% বেশি হবে না। কিন্তু ইউ জি সি-র ক্ষেত্রে এই নম্বরের বাধা নেই। কোটা না পূরণ হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে পাস কোর্সের ছাত্রদেরও নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তাতে অনার্স ছাড়া সাধারণ ভাবে কেউ ভর্তির আবেদনও করেন না।

আর আমরা যারা সংরক্ষণ বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখি তাদের অভিজ্ঞতা হলো যেখানেই ভর্তির পরীক্ষা হচ্ছে—সেখানেই তফসিলি ছাত্রদের ভর্তির হার ১%, ২% থেকে ৪%, ৫%-এর বেশি হচ্ছে না। অর্থাৎ ইউ জি সি-র নির্মম শব্দমালাই সত্যে পরিণত হচ্ছে। আমরা সেখানে মনে রাখি না যে, যে সংবিধানের নির্দেশ মতো আমরা ভোট দান থেকে অন্যান্য নাগরিক সুবিধা ভোগ করি—গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করি—সেই একই সংবিধানের নির্দেশ অনুসারেই তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা সংরক্ষণের সুযোগ পান। আজ যদি ক্ষমতার সুযোগে সেই অধিকারকে আমরা খর্ব করে দিই, তাহলে আগামী দিনের গণতান্ত্রিক অধিকারের যে যৌথ আন্দোলন তা দুর্বল হতে বাধ্য।

যাই হোক এসব বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক। যার মাধ্যমে আমরা শিক্ষায় সংরক্ষণ বিষয়ের সঙ্গে কিছু কিছু সাধারণ বিষয়ের উল্লেখ করবো আর চেষ্টা করবো এ বিষয়ে প্রদত্ত কয়েকটি পুরনো সার্কুলারের অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সংবিধানে তফসিলি জাতি-উপজাতির জন্য যে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা সরাসরি প্রয়োগ হয় চাকুরি ক্ষেত্রে ও নির্বাচনে। তারই অনুষঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে তৈরি হয় সংরক্ষণ নিয়ম। ভারতে তিনটি রাজ্যে তফসিলিদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন (Act) আছে। অন্যান্য রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে বা শিক্ষায় বিভিন্ন সময়ে যেসব গভর্নমেন্ট

গত ১১ আগস্ট ('১৮) অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া মহাশয়ের কক্ষে আগত অধ্যক্ষ পরিষদের সম্পাদক অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষগণ সংরক্ষণের বিষয়ে আলোচনা শেষে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ছবি : নীতীশ বিশ্বাস

অর্ডার (Executive Order) বলে হয়, তার ভিত্তিতে মেটা হয়ে থাকে।

তবে যে কয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটি না কেন পরিচালনার সংবিধান সাধারণ একটি রীতিতে আছে। এ কারণে সাংবিধিক নিয়মিত সভাগুলির মেটা মোটামুটি অন্য পরিচালনা নিয়মিতির হয়েছিলেন ব্যক্তি অংশগ্রহণ। তার ফলেও বিভিন্নভাবে প্রায় সব সাংবিধিক আদালতই পেয়েছেন অবমাননা। এমনকি ব্যক্তিগত দোকানদার নিজেদের ওকালতির এলাকায় অনেক নিয়ন্ত্রণী ক্ষেত্রেই আদালতের প্রায় মেটা অনুরূপ হয়েছেন। এই পটভূমি সামনে রেখে আমরা পরিচালনার বিভিন্ন নিয়ম সংবিধান প্রসঙ্গে বিচার সাধারণ যে সমস্যার সমাধান হিসেবে তার ইতিহাস ও আইন বিষয়ে একটু আলোচনা করব।

পূর্বাপর কথা: সাংবিধিক আইন ফুল-আদালত-বিভিন্নিআদালত রীতি ও সমুদ্রিষ্ট সংবিধান মেনে চলার যে রীতি হয়েছে, তা ১৯৮০-র পরবর্তী সময়ের আগের। যেমন—(ক) ১৯৭০ সালের একটি সংশোধন [না-৫৪৪ Edn (cs) 110 M-6/70 তাং ৮-৫ ১৯৭০] অনুসারে সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে (পরিচালনার প্রতিনিধি সংবিধান সংবাদ সমানুপাতে প্রথমে ১৫% + ৫%=২০%) সংবিধান প্রথমে নিয়ে যেতেন কথা হয়। আগের ও ছাড়াতে এই সংবিধান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সাথে ছিল না। বিভিন্নিআদালত নিয়মিত মূলতবি সময় দেখেই তা দেওয়া হয়।

(খ) শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন সাধারণিকের স্বাক্ষরিত আর একটি আদেশ সময়ের [না-761 Edn (cg)/III- 2/70 তাং 16-7-1970] সংবিধানে আগেকার অনুসারে ১৫% + ৫%=২০% সংবিধানের নিয়ম বোঝান আছে যা আগেকার কথার কথা বলা হয়।

(গ) ১৯৮৩ সালে শিক্ষা বিভাগের আর একটি সমুদ্রিষ্ট নং— 666 Edn (s) তাং-21.7.1983

14A-3/83

প্রকাশিত হয় যেখানে ঐ ২০% সংবিধানের বিষয়টি সংবিধানি ফুল ও সাধারণ পরিচালনা ফুল কোর্টের বোঝানো ফুলে সংবিধান প্রথা প্রয়োগ করে রীতির ক্ষেত্রে ওকালতির হাই-হাইকোর্টের সুপারিশ প্রসঙ্গের কথা বোঝান করা হয়। আগের আদেশগুলি বিভিন্ন ঘটে আমাদের সাধারণ এজলাসের সমুদ্রিষ্টগুলির।

(ঘ) পরে ১৯৮৫ সালে শিক্ষা বিভাগের কেন্দ্রটি সেক্রেটারি এস কে মোহন্তের স্বাক্ষরিত একটি বড় সমুদ্রিষ্ট প্রকাশিত হয়। সমুদ্রিষ্টের নং— 1193-Edn (s)

14A-3/83

এ আদেশনামায় শিক্ষা বিভাগের হিল ওকালতির রীতি ও উপরোক্ত অন্য সাধারণ, সাধারণ পরিচালনার ও সাধারণ সেক্টরের (Govt, Govt Sponsored, Aided) বিভাগগুলির অন্য রীতির ক্ষেত্রে সংবিধান।

(I) এখানে প্রথম ক্ষেত্রিতে রীতি প্রসঙ্গে বলা হয়—

(১) ফুল ব্যবহারের সাংবিধিক আদেশ অনুযায়ী তার মেয়ে রীতি অন্য আদেশের জন্য পড়ে, আদেশে কোনও কিছু না থেকেই সাধারণ রীতি করা হবে। অন্য যেসব রীতি হলে ঐ ওকালতির সাধারণের অনেকেরই মধ্যে একটা টেনেসি বলা আছে হবে। তবে যদি অনেকদিন না থাকে তাহলে যেমন ঐ আদেশ ও-ওকালতিদের নিয়ে পূরণ করা যাবে যেমনি ওকালতি ব্যবহার নিয়ের প্রয়োজনে ও-ওকালতিদের আদেশ পূর্ণ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথম নিয়মাবলি পরিচিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে আদেশই নিয়ম করে দেয় করতে হবে।

(II) নিয়মাবলির ছিতরে রেজিস্ট্রারের ক্ষেত্রে বলা হয়—

২ (ক) যেখানে রীতির ক্ষেত্রে কোনোকিছুই আদেশ করা হয়, সেখানে ১০% করে ওকালতির রীতি হতে পারবে।

(খ) অন্য ও-ওকালতি ব্যবহারে রীতি হওয়া শেষ আগেই যে নজর পড়বে—সাংবিধিক আদেশে রীতি হবে তার থেকে নিয়ের ব্যবহারে ব্যবহার এক, তার থেকে ১০% অন্য নজর পড়ে নেওয়া হবে।

(III) কোনোরকম বেশিই নিয়মে মোহন্ত ওকালতির ব্যবহার রীতি হবে—ব্যবহার নজর দেওয়ার ও-ওকালতির যা সাধারণ নিয়মাবলির ব্যবহারে সমান যা তার থেকে বেশি। এসব ওকালতি ব্যবহারে ওকালতির কোনোর নিয়মের বলে ধরে যা।

সমস্যার বিশ্লেষণ: তবে রীতিব্যবস্থার কোন থেকে এই ১০% করে অর্থ পাওয়া যা দেয় ও-ওকালতি রাখীর ক্ষেত্রে ১০% অন্য নজরে রীতি হওয়ার নিয়মে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রথমত ওকালতি ব্যবহার রীতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দেওয়া যায় না। রীতি হওয়া যেন ঝুলিয়ে থাকে। তাই তৎকালীন ওকালতি রীতি ও উপরোক্ত অসন্তোষী বিশেষজ্ঞ বক্তব্য এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে—

"আমরা একটা নিয়ম দিন সাধারণের তুলনায় পরবর্তী অন্যান্য অন্য দেখেই ওকালতি রীতি-উপরোক্ত সাধারণের ব্যবহার-হাইকোর্ট রীতির অর্থ পাবেন। তাহলে কিছু জটিলতা দেখা যেতে। সেজন্য আমরা সংবিধান নিয়মে দিয়েছি যে, (পরিচালনার উচ্চ ওকালতি) শিক্ষা সাধারণের নিয়ম যেমনি এই আদেশের ব্যবহার-হাইকোর্টের অর্থ দেওয়া হোক। আমি রীতি করা হোক, আদেশনামা আমি পড়া ওকালতি রীতি-উপরোক্ত ব্যবহার-হাইকোর্টের মধ্যে সাধারণ রীতিপ্রেসিডেন্সির হিসাবে।" (আনন্দবাজার, ১৬ জুলাই, ১৯৮৯)। তবে এই পরে যে সমুদ্রিষ্ট সাধারণ প্রকাশ করেন করতে উচ্চ কম পরিচালনা অন্য সাধারণ যে নিয়ম তা তুলে নেওয়া হয়েছে। উচ্চ সাধারণিক আদেশের নিয়মানুসারে মূলতবি নজর দেখেই ওকালতির ব্যবহার এখন রীতি হতে পারবে।

(ঙ) উপরোক্ত বিষয় এই সমুদ্রিষ্টের নং— 20.9 Edn (H.S) 3S-59(9)

তাং-Calcutta, The November 11, 1991, এই আদেশনামায় আলোচনা করা হয়েছে—ওকালতি, পরিচালনা,

বিজ্ঞানীদের এর পরবর্তী সেমেস্টারী ও ছাত্রদের সেমেস্টারী ফলাফলসমূহকে। এর, সরকার কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্যাদের কথা বলা হয়েছে—"নিম্ন ফলাফলকারী, ছাত্রদের বক্তব্যসমূহের বিশ্লেষণের জন্যদের যে সমস্যাদির উদ্ভাবিত করি-উপাদানিদের জন্য সংক্রান্তির আদেশ সংখ্যা সৃষ্টি করে যে সরকারি অনুশাসনে (No-136 TW/EC Dated 27-3-70) তাকে করা হয়েছে তার মধ্যে সমাধি বিদেশ করে ছাত্রদের ছাত্রাবাসে ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে যে, তাদের সরকারি, সরকার পরিচালিত ও সরকার অনুমোদিত যে-সরকারি বিদ্যালয়ে ২২% আসন তফসিলি জাতির ছাত্রদের জন্য ও ৬% আসন তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

একই সঙ্গে সংরক্ষণ প্রসঙ্গে হয় ছাত্র সেমেস্টারী বিদ্যালয়সমূহে এবং সংরক্ষণ প্রসঙ্গে হয় প্রত্যেকটি বিভাগে আলাদা আলাদাভাবে এই বিভাগের আসন সংখ্যানুপাতে। যথা—আর্টস, সায়েন্স, কমার্স বিভাগের জন্য তফসিলি ছাত্রদের আলাদা আলাদা সিটি তৈরি হবে।"

প্রয়োজনে ভেদাভেদ: উক্ত সমীক্ষণের যে প্রস্তুতি সরকার জারি একটি সমীক্ষণের (136 TW/EC) কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সমীক্ষণের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রোস্টার (Roster) ও পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে। তাতে মোট ৫০টি আসন হলে তার মধ্যে তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত হবে নিম্নে আসনগুলি হল—১, ৭, ১১, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৭তম। আর উপজাতিদের জন্য ৪, ২৪, ৪৩তম আসনগুলি।

যেখানে এর আসন থাকে সেখানে মোট পূরণপদ ক্ষেত্রে এই ক্রমিক মেনে ভর্তির সংরক্ষণ করা হবে। তবে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনও যদি তফসিলি প্রার্থী না পাওয়া যায় তো তফসিলি উপজাতির প্রার্থীকে দিয়ে পূরণ করতে হবে। এতেও না পাওয়া গেলে ঐ আসনগুলি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এটাই মূলতঃ রীতি ছিল, কার্যক্রমে বিভাগী আর্টস তফসিলি করা হয়েছে; অর্থাৎ এইসব আসন উন্মুক্ত করার আগে তফসিলি বিভাগের সংরক্ষণ সমিতির পূর্ণ অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। অবশ্য সরকার বিভাগী নিয়ে অনেক বেশি তৎপর হয়েছেন।

সরকারি পরিচালনায়: এসব উক্ত তৈরি করেছেন একটি বিশেষ কমিটি। কেন্দ্রীয়ভাবে করা কেন্দ্র তার সরকারের একজন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে কমিটিকে একটি কেন্দ্র পক্ষ প্রশাসনিক পরিচালনায় করে তোলা হয়েছে। সেখানে বিজ্ঞানীর প্রধান সমিতির সভাপতিত্বে হলেও তাতিরিক্ত সমিতি সংরক্ষণ-কমিশনারের মর্যাদা পালন করেন। তাঁর কমিটিতে আছেন দুজন সমিতি ও দুজন সংরক্ষণ কমিশনার। প্রধান আছেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি, তাতিরিক্ত সেক্রেটারি পদমর্যাদা। তার পর আছেন ডেপুটিরা ও সেকশন অফিসার। এর পর আছেন ১০ জনের এক বিশাল বাহিনী। উপজাতির ক্ষেত্রে হলেও একই সোপান প্রধানত্ব কমিশনার তাঁর নিজের প্রতিনিধিত্বে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে নিয়ে আসেন সরকারের নানা দপ্তর সম্পর্কে যেমন সরকার আছেন যেমনি আবার আসবেন পশ্চিম আদিবাসীদের Lord প্রতিনিধি করে থাকেন। আসামের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে তিন/চার (১৯৯৪-১৮) বছর ধরে একটি একটিনী এর ক্ষেত্রে এর প্রধানদের উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন। যে কারণের কমি নিয়ে আলোচনা আসছে সেখানে এই কমিটির সদস্যরা টেনে নেওয়া। কমিটির সুপারিশ সেই, তাদেরও টেনে-দুটিকে Lord আর আসনে বলে সরকারিকে একটি সরকার পদ্ধতি দেবে।

আদেশটি দৃষ্টান্ত: আদেশটি উদাহরণ; সমস্যাটি আসলে যে প্রেক্ষিতেকি আসলে সরকারি আসলে হলে সমস্যা এইসব সেই আর্থ ভর্তিতে সংরক্ষণ আসছে না। (মোট মোট আসন আসছে না)। আর সরকার তবে আসলেরা আদি প্রতিনিধির জন্য তেমে মোটা যেমন আদিবাসীদের কেন্দ্র নিয়ে আসলেরা আসন নির্ধারিত আসেনি। তবে এবার প্রথম তফসিলি জাত-আদিবাসীদের বিশেষিকরণ নির্ধারিত সুপারিশ সরকার চিঠিতে তার উল্লেখ আছে।

সমস্যার ক্ষেত্রে তার পরবর্তী সুপারিশ সমস্যা যেখানে আসলে উপরে যেখানে তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে বিশেষিকরণ নির্ধারিত সুপারিশ সমস্যা (বিহারে ২০% আসন মোট ৪২%)। বিজ্ঞপ্তিটি সরকারের আসলেই সরকার পূরণ ৭৫তম হবে।

প্রেক্ষিতেকি আসলে, আসলেরা নিজেন, বিশেষ আসন বিশু আসলে সরকারের এ সব নিয়ে যেমন আসন মোট আসনের কোনও কোনও আসলে এমনও আসন যৌক্তিক তফসিলি ছাত্রছাত্রীদেরকে আসনে তেমন সুযোগ নিয়ে না। এর প্রধান কারণ সেমেস্টারের পরীক্ষাগুলি এমনও সমস্যাসংক্রান্ত তফসিলিরা প্রধানত পড়ছে। তার সমস্যার এই পরীক্ষাগুলি আসনের প্রতি সরকারের যে আসলেরাকে পরীক্ষাগুলি তা যেন নিতে পারছেন না। তার ভর্তির এর সরকারিক তথ্যগুলি দৃষ্টান্ত মোটা আসছেন না। এইসব ক্ষেত্রে যে পরিচালনাগুলি যা আসন তা সমিতির আসনে উপরে আসনের মূল প্রশাসনিক আসনের সমানেও আসনে আসনটি সরকারের এই মহৎ প্রধানদের তিনি থেকে গড় আসন মোটা আসছেন। কখনও তাঁর আসনে— সমস্যার পরীক্ষা, সমস্যার সেমেও আসছেন, 'আসনের একনে আসে কেউ এটা মনেনে না, আমি কেন আসবে?' মোট-ও আসও আসে আসছেন ও মৌলিক এই সুযোগ প্রধানে আসে আসে পূরণ আসছেন।

ভর্তিযোগ্য আসন: এসব ক্ষেত্রে তফসিলি ছাত্রদের এসব একটি সুযোগ এসেছে; যে কম একমাত্র হলে তার মধ্যেকারের ১ম ক্রমের তিনজনের 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিযোগ্য আসনে আসছে পারবেন। এরকম আসনেরাও ভর্তিযোগ্য পাঠাতে পারবেন—

প্রিন্সিপাল: ভর্তিযোগ্য সমিতি ও সংরক্ষণ কমিশনার
আসনের সরকারি আসনে বিজ্ঞান
বি ব্লক, সেকেন্ড, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১।

আসনের ছাত্র আসনে বিভিন্ন মেসের আদিবাসী আসনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আসন রাখতে আসনে মেসের প্রধানদের

প্রেসিডেন্সি কলেজ / কলিকাতা

প্রথমবর্ষ বি এ / বি এস সি ক্লাসে ভর্তির জন্য লাভের সর্বনিম্ন যোগ্যতা (১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ

বিষয় (সাম্মানিক)	বিভাগ		সর্বনিম্ন যোগ্যতা
ইংরেজি	উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষা	অথবা	এডিশনাল ৮০% এবং ইংরেজিতে ৫৫% নম্বর এডিশনাল ৫৫% এবং ইংরেজিতে ৮০% নম্বর
বাংলা	ঐ		এডিশনাল ৫০% এবং বাংলায় ৫০% নম্বর
হিন্দি	ঐ		এডিশনাল ৫৫% এবং হিন্দিতে ৫০% নম্বর
ইতিহাস	ঐ		এডিশনাল ৫০% নম্বর
দর্শন	ঐ		ঐ
সমাজবিজ্ঞান	ঐ		এডিশনাল ৮০% নম্বর
পদার্থবিদ্যা	ঐ		এডিশনাল ৮০% নম্বর এবং পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে যুক্তভাবে ৭০% নম্বর
রসায়ন	ঐ		এডিশনাল ৮৫% এবং রসায়নে ৭০% নম্বর
গণিত	ঐ		এডিশনাল ৮৫% এবং গণিত ৮৫% নম্বর
পরিসংখ্যানবিদ্যা	ঐ		এডিশনাল ৫৫% এবং গণিত/পরিসংখ্যানবিদ্যায় ৭০% নম্বর
		অথবা	এডিশনাল ৮০% এবং গণিত/পরিসংখ্যানবিদ্যায় ৮০% নম্বর
অর্থনীতি	ঐ		এডিশনাল ৮০% এবং গণিতে ৫০% নম্বর
ভূগোল	ঐ		এডিশনাল ৮০% এবং ভূগোলে ৮০% নম্বর
ভূতত্ত্ব	ঐ		রসায়ন-এ পাস নম্বরসহ এডিশনাল ৮০% নম্বর
উদ্ভিদবিদ্যা	ঐ		এডিশনাল ৮০% এবং জীববিজ্ঞান/উদ্ভিদবিদ্যায় ৫০% নম্বর
		অথবা	এডিশনাল ৫৫% এবং প্রাণিবিজ্ঞান/উদ্ভিদবিদ্যায় ৭০% নম্বর
প্রাণিবিদ্যা	ঐ		এডিশনাল ৮০% এবং জীববিজ্ঞানে ৭০% নম্বর
জীববিদ্যা	ঐ		এডিশনাল ৮০% নম্বর (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং প্রাণিবিদ্যা নয়)
শারীর	ঐ		এডিশনাল ৮০% নম্বর

তফসিলি/তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে: উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের শংসাপত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে এডিশনাল ৫৫% এবং মাধ্যমিক বিষয় ৪০% নম্বর অবশ্যই ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে।

(স্বাক্ষর) অস্পষ্ট
অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

[illegible] ১৯৯৩ সালে [illegible] [illegible] [illegible]

সাঁওতালদের শারদোৎসব দাঁসায়

শ্রীবিরেন্দ্রনাথ বসু

উৎসব সমাজ জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বছরের প্রথম থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত কত বকমের উৎসব যে বাংলাদেশে পালন করা হয় তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রকৃতি বাস্তবিক করে অবশ্য বিশ্লেষণ করে। এমনি করে সকল অঞ্চলেই বাস্তবিক তার জীবনের মাধুর্য সম্বন্ধে অবহিত নিয়ে উপভোগ করে এসেছে। বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে এ সকল উৎসব অনুষ্ঠান একের পর এক চোখে পড়ে। এ সকল উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে শারদোৎসবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শত দুঃখদীর্ণতা হলেও বাস্তবিক সবকিছু ভুলে অন্তত এ কয়েকটা দিন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। ধনী-দুঃখ আত্মীয়স্বজনের দুয়ে বাড়ি বেড়াবার জন্য যোগাযোগের সেতু রচনা করে। কারণ, এ উৎসবই যে বাস্তবিক বড় আপন নিজস্ব উৎসব।

শারদোৎসবের সময় বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় গ্রামে গ্রামে শোনা যায় মনোরঞ্জন সুরের গান, পায়ের পায়ের ঘোরা হাতে কাঠি নাচ ও দাঁসায় নাচের বাহার। কাঠি নাচ করে সাঁওতাল ছেলেরা। বাড়ির বৌরা নিজেদের ঘুমি কাটির ফলে পরিচয় দেয় তারা সাঁওতালরা প্রতিটি মোহিনীরূপ। পূজোর এ কয়েকটি দিন কেউ চুপ করে থাকে না, সবাই আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

দাঁসায় উৎসব সাঁওতালদের কাছে শারদোৎসব। শরতের প্রত্যুষে ভোরের শালিক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল গ্রামেও শোনা যায় দাঁসায় নাচের গান। সাঁওতাল ছেলে তার নিজের ভাষায় গেয়ে ওঠে—

হাড় হায়! হিহিন দাদিঞরে গুরু হে দুর্গা, সাহেবরন?
হায় হায়! হিহিন দাদিঞরে চেলা হে দাঁসা বাওয়া:জন?
হাড় হায়! সোর্য ঠাকুরে গুরু হে দুর্গা, সাহেবরন।
হায় হায়! তত্ব বা পাত্রনরে চেলা হে দাঁসা বাওয়া:জন।
হাড় হায়! চেতে বৈশিং ব গুরু হে দুর্গা, সাহেবরন?
হায় হায়! চেতে বৈশিং ব চেলা হে দাঁসা বাওয়া:জন?
হাড় হায়! বেল সাড়ান বৈশিং গুরু হে দুর্গা, সাহেবরন।
হায় হায়! নিমন সাঁঝান বৈশিং চেলা হে দাঁসা বাওয়া:জন।

অর্থাৎ-

হাড় হায়! কত দূরে তব গুরু থাকেরে?
হায় হায়! কত দূরে মোর দাঁসার আরম্ভে দেখা হবে?
হাড় হায়! সাকলে উদয়ে তব গুরু থাকেরে।
হায় হায়! ফাটিয়ে পড়লে মোর দাঁসার আরম্ভে দেখা হবে।

উৎসব ৭৫

হবে হবে! কি আর হবে বলুন দেখি?
হবে হবে! কি আর হবে বলে মনের আনন্দকে প্রকাশ করব?
হবে হবে! সে আনন্দের জন্য এক বৃক্ষের প্রয়োজন
যে বৃক্ষ! যেখে আমার মনে যেমন আনন্দ সেমন হবে।

ছেলের মন আনন্দে নাচতে থাকে। বৃক্ষের পরিচয় তাঁরা পুরোপুরি জানিতে পারিলে কাজটা সহজ হবে। মানুষ কি-না বাজনা তাহা মোর না, তাহা হইলে মোর কুমার (কুমার) বাজনা—বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের খেলা সাধারণ এক ব্যাপার। কুমার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাঁশি ও মাটির ঘন্টা বাজানো হবে। মানুষ মনে তাহা তাহাদের নিত্যকার জীবনের দুঃখ-ভরা ভাব-ভাব মানুষের পুরোপুরি সামনে তুলে ধরে। সমস্ত বাড়িতে পরিচালনার জন্য একজন মাত্র বাড়ি থাকেন, তাঁকে বলা হয় গুরু। ছেলেরা এ নামে ডেকে মোর না, কিন্তু তাহাদের আনন্দও ভেতরে অংশে কম না। তাই শোনা যায়:

ঈই না ঈই না শাঁড় মন চং পীরিত মন চং
ঈই না ঈই সমাজের জন্য কবরখানি মোর
সমাজের জন্য ঈই না কবরখানিরে
ঈই না ঈই ছেড়ে তোমা: মনার ক:
ঈই না ঈই তোমা: তোমা: তাজা মরণে
ঈই না ঈই তোমা: তোমা: বালাক পাকরাম
তোমা: তোমা: বাবি লাই না:
ঈই না ঈই ইবা তোমা: আমার মনার ক:।

অর্থাৎ—

বিবি মোর বিবি শাঁড় মোর কিংবা পীরিত মোর থেকে
বিবি মোর বিবি সমাজের জন্য মোরিয়া আসছে
সমাজের জন্য মোরিয়া এসিছে আসছে
বিবি মোর বিবি কি নিয়ে তোমার অন্তর্দাহ করব
বিবি মোর আমাদের চলে আছে
বিবি মোর আছিয়া আছে
আছিয়ে মন আছে
বিবি তাই নিয়ে আমরা অন্তর্দাহ করব।

ঝুমুর উৎসব সাঁওতাল সমাজে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না, তবে ঝুমুর আসলে অর্থে তাদের ইতিহাসের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা যেন যেন আনন্দের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে কিংবা ঘুরে ফিরেছে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

"হবরে! হবরে! হবরে!
হিহিন সরিজম আতিজম নিজ মৌহি ব?
হিহিন সরিজম আতিজম আজ মৌহি ব?
হবরে! হবরে! হবরে!
হবরে মো জোম:তাম মো
হবরে জোম:তাম
নিজ মৌহিবে ম ঘুরা ম এসেছিলাম
আজ মৌহিবে ম মুরি ম আসি:বে।"

অর্থাৎ

"হবর! হবর! হবর!
আজকের বন্ধু মোর্হিতে সমুদ্র?
আজকের বন্ধু হেতে সমর?
হবর! হবর! হবর!

ঐ যে দেখা যায়
ঐ যে দেখা যায়
দেবীর সমুদ্রে ঘুরা বেলবে
"হেতে সাগরে ঘুরা উঠবে।"

বহু পুরানো গান। হয়তো এক সময়ে তারা এই অঞ্চলে বসবাস করেছিল, সে অঞ্চল ত্যাগ ছেড়ে এসেছে। ঝুমুর অনুষ্ঠানের সময় সেই পুরনো দিনের স্মৃতিই তারা রোমন্থন করে।

ঝুমুর উৎসবের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। পূর্ণাঙ্গভাবে ঝুমুর উৎসবের সম্পর্ক কিংবা অর্থ-অনর্থ সংস্কার ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় তাহলে আলোচনা করতে হয়, কিন্তু তা এখানে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা চলে যে পূর্ণাঙ্গভাবে ঝুমুরের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার যে তাদের ঝুমুর মনে করেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

সন্ধ্যাবেলা ভোট ছেলে মেয়েদিদির দিন থেকে সাঁওতাল ছেলেরা মহুয়া ও মেয়েরিলা গুরুর আসরের দিয়ে দিয়ে। যে বাড়ি তার মহুয়া মনে ও মেয়েরিলার পরবর্তী তাদেরই গুরু বলা হয়। সাঁওতাল সমাজে এরকম বহু গুরু যেমন আমরা গুরু, মহাশিং গুরু, মনার গুরু, শিং গুরু, বাজনা গুরু, মেয়েরা গুরু, উজান গুরু প্রভৃতির নাম শোনা যায়। সাঁওতাল সমাজে এঁরা ছেলেদেরই যাদুমন্ত্রে দীক্ষিতকারক হিসেবে। এর-ওদের মধ্য-মাঝারা ও সন্তানাদের গুরুত্বের সম্পর্কে এঁদের যথেষ্ট মান ছিল। এঁদের নির্দিষ্টসংখ্যাই সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত। ভোট ছেল থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সাঁওতাল ছেলেরা গুরুদের আশ্রমে মেয়েরিলা নিয়মিত করে। গুরুরা মধ্য-মাঝারা ও সন্তানাদের নাম নিয়মের নিয়িয়ে যেন এবং কি পরিমাণে আসরে আসতে হয় তা বলে দেন। পূর্ণাঙ্গভাবে সমস্ত সন্তুষ্টির দিন থেকে নিয়মে গুরুপল্লীর আশীর্বাদ নিয়ে গুরুর নাম গ্রামের যেন হয় এবং বিজয়া দশমী পর্যন্ত তারা ঝুমুর অনুষ্ঠান করে নিয়ে গ্রামের গুরুদের আশীর্বাদ করে।

কবিতাবলী

আবাহন

শ্রীমতী মিতা পাল

একটি বিন্দু চুয়া থেকে
কে যেন ফেলে ছেড়ে গেলো
ধরিত্রী-ধরণীর প্রাণি তরে
মনে নয় অন্য কে—
যেখানে
জলের অধিকার নেই।

মরমল ধরণীর দেহটির
নিঃসঙ্গতে ভরে যে তরুণ
তার তরে বিন্দু যেন না—
বিন্দুক নয় তিনি।

তিনি বৈশাখ মাসে
লাগল হতে লবণের হও—
যেখানে ফেলে আসবে।

উদ্ভিদ মনের মেঘে ঝুলে নিয়ে
যে তরুণ যেটি যায়
তার তরে হও—
সন্তোষ জন্য যাবে।

বাথানিটোলা—'৯৬

শ্রীনিলীপ পাল

লাল পুকুরের জল
এবার ঘুমিয়ে পিতে হবে—
ঘুমাতে এবার হবে।

অর্থনৈতিক অবস্থাটা ফেরে
এবার ফেলিয়ে হও—
ফেরে এবার ঘুরে।

এখন থেকেই প্রতীক্ষা উঠুক,
নিজের লাল জন্মে জন্মক,
ভূমিকম্পের ভয়টা চলুক।

এখন থেকেই চলুকের
আত্মহত্যা ছেড়ে জন্মাক
জীবন জন্মুক।

সূর্য উঠা দেখবো বলে

শ্রীমতী জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেরে উঠা মেঘ জমেছে
হয়ের উপর হা
চশমিয়ে চুমের ফেলে
জীবন চলে যায়।

বহু ফেলেছে ধরার ঘড়ি
চলন্ত হলে ঘাঁস,
পিঠে বসে ধরে বসি
ফেক হলে গল।

ছেলিকপ্টারের ঘর্ণিঝড়ে
ধরার দিয়ে ধর্ণি,
ভয়ংকর ঘিনিয়ে নদী
ধরণী হলি হাঁসি।

ফুল উঠা ফেরেছে বলে
ধরা ভরে ওঠ
ফটিয়ে ফেলে কালের শৈশব
ফেরে ওঠ ওঠ।

তা চলে যা...
ও ধরা তি
না হয়ে না,
আমরা সবাই ধরার ছেলে
ফেরে যাই যাই

ফেরে উঠা মেঘ জমেছে
হয়ের উপর হয়
ধরিত্রী জীবন পাবার তরে
চাই যে নতুন সূর্য।

এম এসসি ২য় বর্ষ, রসায়ন বিভাগ

এতঃ হর খনাং মারাশাল ডাহারতে

শ্রীহিরণ্ময় মৃণালী

পৌষের হিমেল রাত হলেও ঘেমে গেল সে। ঘরে একটা আলো জ্বলছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা। ওরা মানে ওর বাবা-মা, ভাই-বোন। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুম আসছে না। ওর ঘুম আসবে কী করে? ওর ঘুম আসবে না। ওর ঘুম আসবে না। ওর ঘুম আসবে না।

ওর ঘুম আসবে না। ওর ঘুম আসবে না। ওর ঘুম আসবে না।

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

১ অক্টোবর :

- মহাত্মা গান্ধী-ডিজিটাল প্রকাশ (১৮৪৪)।
- প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের জন্ম (১৮৯১)।
- ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কারণে জেলে আটক থাকার সময়েরই মৃত্যু হয়েছে (১৮৮৭)।
- নরউইচে সিনিয়ারদের প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৮৬)।
- জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রিপোর্ট প্রকাশিত (১৯৪৬)।
- চলন্ত পুরাতন আইনমন্ত্রী অ্যাক্টসনের পতন (১৯৪৩)।
- ইউরিয়ার এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিন বার্টার অ্যারিস্টাইড অপসৃত হন (১৯৯১)।

২ অক্টোবর :

- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম (১৮৬৯)।
- ইরানিয়ান তেলের বাজারটা বন্ধ হল (১৯৭৯)।
- ভারতের তিউনি প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম (১৯০৪)।
- ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ থেকে ব্রিটিশদের নেতি পতাকা হল (১৯০৫)।

৩ অক্টোবর :

- হিরোশিমা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ও ইতালীয় মধ্যে যুদ্ধবিরতি (১৯৬৯)।
- নিরক্ষীয় গুহাটি আবিষ্কার (১৬৭০)।
- ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যের হাতিয়ার ত্যাগের সময় করে (১৮০১)।
- ইরাক জর্ডানপুত্র (শিয়া আর বেদুইন) ঘোষণা করে (১৯০২)।
- বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীর সৈন্য অনুমতি ক্রমিক সংখ্যাগুলি নিয়ে ট্রেন ইউনিয়ন (ভারতীয় এর ৩ ছিল) গঠন করে (১৯৪৫)।
- অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রোপকূলের পূর্ববর্তী এক যানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরীক্ষাকূলের আবিষ্কার হিসেবে গঠন (১৯৪২)।
- নিউজিল্যান্ডের অনেক অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ ছাড়া পুরিটির করে ফেলা হল (১৯৭৭)। ফেডারেল সরকার নিউজিল্যান্ডে পরাধীন হওয়া অবধি এমন সরকার যেটি সময় করে তিনি ফেডারেল (ই) সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির সমন্বয় (১৯৭৯)।
- জার্মান ও ইতালিয়ানের মধ্যে শান্তি চুক্তি (১৯৪৪)।

৪ অক্টোবর :

- মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৮২৪)।
- মহাকাশ বিজ্ঞানের অত্যন্ত্যুত্ত সফলতার সূচনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশের 'স্পুটনিক' উপগ্রহ করে বিশ্বকাঁপিয়ে দিয়ে উৎক্ষেপণ করে (১৯৫৭)।
- টিন আমেরিকার ইউরুগুয়ের মোট বিদেশকালের পুঁজি পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষাতে প্রথা ঘোষণা করে (১৯৯৯)।
- জার্মানিয়োগে পার্ক (পার্লামেন্ট ইনফরমেশন মেরে) পরিত হয় (১৯৭২)।
- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাট সরকারের উদ্যোগে প্রথম বর্ষের চলচ্চিত্র পুরস্কারগুলির উদ্বোধন (১৯৭৯)।

৫ অক্টোবর :

- স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯৩৯)।
- এক আমেরিকার অভ্যুত্থানের কবিতাকার ও সাহিত্যিক সভাপতির উপর নিয়ে হয়ে যায় (১৯৭৪)। এর ফলে প্রায় ১০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে।
- কবিতাগুলির ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রণে ও কবিতাগুলির পরিত হয় (১৯৪৭)।
- পেশাদারের প্রতিক সমাধি আন্দোলনের মেরে সে মেরেদেরকে পরিষ্কার জন্য মেরেদের পুরস্কার দেওয়া হয় (১৯৮৫)।
- সকলই সকল মেরেদের শান্তি পুরস্কার পান (১৯৮৯)।

৬ অক্টোবর :

- ফুটবলের 'ফুটবলের রিজার্ভিটি' আন্দোলনের মেরে বিশ্বের ব্রিটিশ ডকটোরিয়ার ইনাম আর্টিস্ট-এর জন্ম (১৮৮৩)।
- ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী পালনের ডকটোর মৌলানাদি বিশ্বের সাধারণ আইনসভায় গঠন করে (১৮৬০)।
- প্রথম নিজামী মেরেদের নামাজ জন্ম (১৯১৫)

৭ অক্টোবর :

- ভাস্কোদা মেরেন কুক-এর পিতৃত্বিকালে অবতরণ (১৭৬৯)।
- ইরাক ব্রিটিশদের প্রথম মহান আলো সংগঠন মেরেন ইরাক মজুর ইউনিয়ন (বি সি এম ইউ) গঠন (১৯০৭)।
- পূর্ব জার্মানি 'জনগণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' নামে ঘোষিত হয় (১৯৪৯)। ১৯৯০ সালে জার্মান মেরেদের পিশাচিকের সঙ্গে মিলিত হলে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব লোপ পায়।

- ভারত ট্রেনিং স্কোয়াড্রন প্রথম অভ্রভেদ বিমান পায় (১৯৫০)।
- পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়ান টিমার কর্তৃক সর্বপ্রথম পাকের জন্ম (১৯৫৮)।
- রাজীব মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের রাজ্যপাল হন। পরবর্তী অন্ধ্র বিধিবিজ্ঞান দুর্ঘটনা (১৯৮৩)।
- ভারত সরকার ইন্টারপোলে উপগ্রহে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে (১৯৭৫)।

৮ অক্টোবর :

- পত্রিকার সম্পাদকের 'ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয় (১৯১৯)।
- প্রথমবার পরমাণু বৃষ্টি মেঘেদের ঈক্ষণাগারে (১৯৫৮)।
- ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে 'ভারত ইন্ডিয়ান এন্ড কোং' নামের ব্যবসায়ীটি চালু করে (১৯০২)।
- অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের ঈক্ষণাগারের (১৯৭৯)।

৯ অক্টোবর :

- ত্রিপুরা সরকারের সহায়তা তার পুরনো আইনগত দিয়ে চলতিকা সাবস্ক্রাইব (অর্থনীতিবিদ্যার আইন পাস করিয়ে নেয় (১৯০১)।
- ইন্ডিয়ান এয়ারওয়েজ বিমান কলকাতি স্থাপন (১৯০১)।
- এ মেঘে আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী (ইন্টারন্যাশনাল আর্মি)-২ নাম শুরু হয় (১৯৪৯)।
- মেঘালয়ের জন্য অনলিক মেঘ ইন্ডিয়েনিয়ার-২২০ উৎপাদন করে (১৯৭০)।
- রাজধানের সরকারী আন্তর্জাতিক ট্রেনিংদের মেঘালয়ের প্রথম (আই এস টি) চালু হয় (১৯৭৯)।

১০ অক্টোবর :

- গুরু মেঘালয়ের ঈক্ষণাগার (১৯০৯)।
- ১টি মুখ আকার ও ১০০ সৈন্য নিয়ে ফর্মার ত্রাণের অন্ধ্রপ্রদেশ উপগ্রহের সহায় থেকে যেতে শুরু করে (১৯৫৯)।
- ইং-আমেরিকা যুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারসমূহের জন্য (১৯৪২)।
- ৬ঃ সম ইন্ডিয়া মেঘ-এর নেতৃত্বে বিমানের চালু রাজধানের আকাশ পাইল (১৯১১)।
- পরমাণু পাকের পরমাণু ঈক্ষণ থেকে নিয়ে আইনগতির এ প্রকার আকাশের সংযুক্ত করা হয় (১৯১০)।
- বিমান আই-মেঘ ত্রিপুরা মেঘেদিনী হিসেবে পাকার মেঘ (১৯৪০)।
- ট্রেনিংদের সর্বপ্রথম এরিয়াল এরিনিস মেঘ শুরু হয় (১৯৪৪)।
- প্রথম একদল সদস্য ত্রিপুরা সরকারসমূহের অধিকারের কর্মীদের নিয়ে উপযুক্ত ঘটনিয়ার নাম করণ (১৯১০)।
- ত্রিপুরাসমূহের সরকারের দ্বিতীয় ত্রাণের সেতুর উদ্বোধন হয় (১৯৯২)।

১১ অক্টোবর :

- বৃষ্টিপাত, ওষুধপত্রে ও মূল্যবৃদ্ধি আকাশগঙ্গের চালু একদিনেরই ক্রীকেটারে ঠিক লক্ষ সরকারী ও বিশুর চালু হয় (১৯৫১)।
- আকাশের বিস্ফোরণ (ওয়েদের মেঘের) শুরু হয় (১৯০২)।
- বিহারের বর্ণিতা মেঘের আকাশের আকাশের জন্য (১৯০২)।
- এম-মে-৭৪ এর 'বিমান ও আকাশ ঈক্ষণাগারকে ঠিকে মেঘেদের করা হয় (১৯৭৯)। এটি 'পরমাণু আকাশ মেঘের' নামে অভিহিত।

১২ অক্টোবর :

- ইন্ডিয়ান আবিষ্কার ত্রিপুরাসমূহের কলকাতার আমেরিকার অভিযান করেন (১৯৪২)। তিনি আকাশ আমেরিকাদের প্রথম ব্যক্তি চুক্তি করেছিলেন।
- ত্রিপুরা সরকারসমূহের মেঘেরা আকাশগঙ্গের ঘটিকার করে (১৯৭১)।
- প্রথমের ঔপনিবেশিক ইন্দোনেশিয়ান পরমাণুসমূহের চালু (১৯৭১)।
- পাকিস্তানের আবিষ্কার থেকে বৃষ্টিপাতের বৃষ্টি (১৯৮২)।
- মেঘেদিনের ইন্ডিয়ান পৃথিবীর আকাশগঙ্গে পৃথিবীসমূহ সুবেদ-৬ এর চুক্তি সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রথম একদল সরকারসমূহ সুবেদ-৭ মহাকাশযানে প্রবিষ্ট করতে পারে (১৯৮৪)।

১৩ অক্টোবর :

- বিখ্যাত 'আকাশগঙ্গের' ত্রিপুরাসমূহ একদল চালু-মেঘেদিনের মেঘেদিনাল ঘটনির প্রতিষ্ঠাতা ডা: বিজয়কুমার চালু ঈক্ষণাগারে মারা যান (১৯৮৬)।

১৪ অক্টোবর :

- উত্তরাঞ্চলের আকাশে আকাশ পিরামিড্ পরীক্ষা প্রতিষ্ঠা (১৯২৮)।
- আমেরি নিউক্লিয়ার সংগঠন ও শিল্প আর মেঘেদের প্রথম করে (১৯০৬)।
- আকাশে প্রথমে বিমানী আরো চালু হয় (১৯৫৩)।
- ত্রিপুরা সরকারসমূহ আকাশগঙ্গে-৭ থেকে সরকারের প্রথম পরমাণু বৃষ্টি পরীক্ষায় শুরু করেন (১৯৮৭)।
- রাজধানের (বর্তমান ঈক্ষণাগার) আকাশগঙ্গী মেঘে আইন নাম বৃষ্টি ১৯৯১ সালের মেঘেদে পরীক্ষা পুরস্কার লাভ করেন (১৯৯১)।

- ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সি-এন-এন নেটওয়ার্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং সারা পৃথিবীতে নেটওয়ার্ক সংবাদ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার (১৯৯৪)।

১৫ অক্টোবর :

- বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে ঢাকায় আন্তর্জাতিক জন্ম হয় (১৯৪২)।
- টিন ব্যাগ প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে বিক্রয়ের ঘটনা (১৯৬৪)।
- ভিটামিন আবিষ্কারক নোবেল বিজয়ী বৈজ্ঞানিক কাজিমির ফাঙ্ক যে, বিশ্বের নোবেল ও ওয়েবের মিলন ঘটান (১৯৬৯)।
- ভারতীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিংয়ের জন্মলগ্নে-এর জন্ম হয় (১৯৮৬)।
- অর্থনীতির জাতীয় কংগ্রেসের নেতা নেলসন মান্ডেলা ও লিডার অর্থনীতির প্রেসিডেন্ট এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক যুগ্মভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন (১৯৯৩)।

১৬ অক্টোবর :

- প্রতিদিন প্রথমে নোবা ওয়েবসাইট আত্মপ্রকাশ করে (১৯৯৩)।
- বাজারের প্রতিদিনে ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম ৩ প্রতিটি ঘরে থাকবে (১৯০৫)।
- এক বিদেশী ব্যাঙ্কারদের আনার প্রায় ৪০ হাজার অনুরোধ পূরণ হয় (১৯৪২)।
- মার্টিনিয়া বিমানে জাতীয় পর্যন্ত সূচনা হয় (১৯৪৯)।
- ডা: হরগোবিন্দ খুরানা মেডিসিনের নোবেল পুরস্কার পান (১৯৬৮)।
- আরবান আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজ বিশ্বের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেন (১৯৭০)।
- জার্মান পুরস্কারটির হেনরি ডিসিন্দর এবং উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়ের দি ডক থো নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য পুরস্কারে প্রস্তাবিত হলে দি ডক থো পুরস্কার গ্রহণ অস্বীকার করেন (১৯৭৩)।

১৭ অক্টোবর :

- ভারত সফরে আসেন জীবনকৃষ্ণ ঘাই (১৯০৫)।
- বিজয়ী প্রতিযোগিতা বাজারের ডিসিন ব্যবসার প্রতিযোগে 'আমার ভাই আমার জন্য' আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। জাতীয় নেতৃত্বে বিশ্বে ডিসিনে জাতীয়তাবাদ পথে পথে আন্তর্জাতিক সমাজের স্বীকৃতি হয় (১৯০৫)।
- নোবিয়ের ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কারস অর্গানাইজেশন পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২৩)।
- আর আমুদসেন নোবেল ব্যাঙ্কার জন্য ব্যাঙ্কার ডিসিন নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন (১৯৭৯)।

১৮ অক্টোবর :

- আমেরিকান এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ব্যাঙ্কের নাগরিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৯৭১)।
- বিশ্বের বিজ্ঞানসমাজে আমার একটিমাত্র নোবেল নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৯৫১)।
- আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন এন এ-৫১৫ বিশ্বব্যাঙ্কের এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ভারতবর্ষের আমন্ত্রণে ভারতে আসে (১৯৭২)।

১৯ অক্টোবর :

- নোবেল সভাটি উদ্যোক্তাদের নোবেল পুরস্কার আদায়ে বিজয়ীদের ব্যাঙ্কারসমিতির জন্য আমন্ত্রণপত্র করেন (১৯৮৯)।
- ইংল্যান্ডের দুঃখিত কোটিপতি ডিসিনপতির জাতিসংঘে এসে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কারদের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৭৯)।
- বার্টরান্ড রাসেল শান্তিনিকেতনে আসেন প্রতিষ্ঠার (১৯২৮)।

২০ অক্টোবর :

- জার্মানির নতুন আইন অনুযায়ী ইওরো ব্যাঙ্কে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কারদের উদ্যোগে পরিচালনা পর্ষদ (১৯৭৪)।
- জার্মি আমুলান্সের নোবেল জন্ম (১৮৭১)।
- প্রথমে মহিলা সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক জার্মিটিতে পরিচয় প্রতিষ্ঠিত-সমান জন্ম নীল-এর জন্ম (১৮৮৭)। তাঁর বিখ্যাতির গ্রন্থ 'সুলিজা জীবনের বল ভিন' (টেন ডেজ দাট শুক দি ওয়ার্ল্ড) সারা বিশ্বে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
- ভারত-চীন বিরোধ সমাপ্ত শুরু (১৯৬২)।
- তৎকালীন জার্মান প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি জার্মিটিতে বিশ্বব্যাঙ্ক পদে নোবেল বিশ্বব্যাঙ্ক ঘোষণা করেন (১৯৬৩)।

২১ অক্টোবর :

- আলফ্রেডিনা বিশ্বাস বিশ্বের জনপ্রিয় অর্থনোবেল করেন (১৯৯৬)।
- প্রথমে সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগের দান জার্মিনের জন্ম (১৯৭০)।
- আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কারদের নেতৃত্বে কংগ্রেস নেদারল্যান্ডে পরিচয় পরিচয় (১৯৫৪)।
- নোবেলী পুরস্কারের জন্য ব্যাঙ্কার আমার হিসেব নীতির পরিচয় (১৯৪০)।
- জেনেভাকনভেনশন সংক্রান্ত প্রস্তাবনার হয় (১৯৪১)।

২২ অক্টোবর :

- আলো ও বিদ্যুতের শান্তিসমর্থন হিসেবে সমাজসেবা প্রদানের

সেন অনে ট্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশের ৭০ প্রান্তর অধে (১৭৫৭)।

- হুগলি-নবাবগঞ্জ স্টিমার ও সেবা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহ (১৮৮২)।
- ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স সার্ভিস ভেঙে দিয়ে রিয়ার ইন্ডি-এর ইন্ডিয়ানাইজেশন ঘটে (১৯৮৯)।

২৩ অক্টোবর :

- মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের জন্ম (১৬১৮)।
- বিহার-বিহারের প্রথম বেসরকারি সংবাদপত্র প্রকাশ (১৮৪৮)।
- কলকাতায় পরিষ্কার পানীয় জলের জন্য ফিল্টার সিস্টেম চালু করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন (১৯১৭)।
- নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯৪৩)।

২৪ অক্টোবর :

- মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর শিখদের অমৃতসর অধে (১৬০৫)।
- অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ্‌ দেবা প্রথম টেলিফোন যোগাযোগ চালু হয় (১৮৭১)।
- প্রথম বাঙালি অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার জন্ম (১৯০৩)।
- বাঙ্গালোরে উদ্যোগ (১৯৪৫)।
- বন্ধু বিহারে ইন্ডিয়ান উদ্যোগে ডঃ মুখুজ্জের অধে ইন্ডিয়ানাইজ (১৯৪০)।
- ট্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর কন্যা থেকে অভিনয় বৃত্তি (১৯৬৪)।
- কেন্দ্রের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পলায়ন (১৯৬৯)।
- পলায়ন ইন্ডিয়ান আইন কমিশন গঠ (১৯৭৫)।
- প্রথম ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণ হয় (১৯৯৮)।
- প্রথমের প্রথম পলাশ মোন অভিনয়ে চালু হয় (১৮৭৪)।

২৫ অক্টোবর :

- প্রথম লন্ডনের ও ঘরি প্রথমের উদ্যোগনাথন ঘটে (১৯০০)।
- ট্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উদ্যোগ্য গঠন অধে (১৮৭৪)।
- প্রথমের ভিক্টোরিয়া পলাশে নিজামের অন্তর্ধান অধে (১৮৮১)।
- প্রথমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রথম অধিবেশন (কলকাতা অধিবেশন অন্য সাইন্স কংগ্রেস টেকনোলজি) প্রতিষ্ঠা হয় (১৯১৩)।
- প্রাইমারি অধিবেশনের ইন্ডিয়ান আমল পরে এবং অভিনেতাদের ইন্ডিয়ান অধিকার (১৯৭১)।
- পি এল ৪৮০ অধে যুক্তিকরে ইন্ডিয়ান পলাশগুলির অধিকার যুক্তি দিয়ে শুরু অধে (১৯৯৬)।

২৬ অক্টোবর :

- অধিকার বাজার প্রথমমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের জন্ম (১৮৭৩)।
- পার্লামেন্টে উদ্যোগে প্রাচীন নিয়মের উদ্যোগের উদ্যোগে একটি কমিটি গঠিত হয় (১৮৫৪)। এই কমিটি পরে লেখার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারি প্রশাসনের ভূমিকা হ্রাস করে।
- ৮৫ কে ৭[-এর মেয়াদে ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স পার্টি সরকার গঠন করে (১৯০৬)।

২৭ অক্টোবর :

- শিল্পী রবীন্দ্র অধে (১৯০৪)। ৬০ বিঘা অমলা অধে তিনি অমলাদের পরিবেশ বৃক্ষরোপণ করেন।

২৮ অক্টোবর :

- ব্রিটিশ বিমানবাহিনী আকাশযুদ্ধে জয়লাভ করে (১৯৪৭)।
- অমলের প্রথম ব্রাহ্মি সাধারণ ডিগ্রিতে ডাকে ট্রেন ছিনতাইয়ের অধে (৫ আই টি ছিনি)-এর প্রথম সদস্যপদের অধিবেশন অধে (১৯২০)।

২৯ অক্টোবর :

- শিল্পীমহলে ছিনতাই ঘরি ভান ছিনিয়ে জন্ম (১৭৯৫)।
- ঘরি ও সময়ের মেয়াদিকাল অনুমোদনের জন্ম (১৮৮৮)।
- শিল্পীমন ও বৃটিশি বিমানযন্ত্র চালু জন্ম (১৮৯৬)।

৩০ অক্টোবর :

- স্বাধীনতা সাম্রাজ্যি এবং ভারতীয় শিল্পী সংগঠন অনুষ্ঠিত সমিতির প্রতিষ্ঠাকে-সভাপতি প্রথমমন্ত্রীর ছিনিয়ে জন্ম (১৮৫৩)।
- প্রথমের পরমাণু শিল্পীদের ছেলে ভারতীয় প্রথম জন্মগ্রহণ অধে (১৮৩৯)।
- প্রাইমারি অধিবেশনে ছিনতাই বিরোধের মেয়াদের সময় সময় পলাশের ফলে ট্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিশের লাঠিচালনায় অধে হন (১৯২৮)।
- প্রথমে প্রাইমারিয়ন (ইউ এন ও) সদস্য পদ লাভ করে (১৯৫৫)।

৩১ অক্টোবর :

- শিল্পীমন ও মুখ্যমন্ত্রী মেয়ে অমলে অধে মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন (১৯৬৯)।
- অভিনয়ের জন্মগ্রহণ অর্ডিন্যান্সটি পার্টির মন্ত্রণ অধিবেশে অনুমোদিত হয় (৩) অধিবেশ মেয়াদে ৭ অধিবেশ)। এই অধিবেশেই জন্মগ্রহণ অর্ডিন্যান্সটি পার্টি (অর্থমন্ত্রী) গঠিত হয়।
- অভিনয়ীদের ছিনিয়ে ঘরি ছিনতাই ভান ছুঁ ছুরমন অনুমোদন ছাড়াছিনি ঘটে (১৯৮৪)।●

দ্বিতীয় বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা
আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৪০৫
অক্টোবর ১৯৯৮

উত্তরণ

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এই শব্দটি একটি কথা আছে—'লেজেন্ডারি কিংবা' অর্থাৎ 'কথায় কথায়'। শব্দটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সচিনদেবের সিদ্ধান্তটা (১৯৭৭-৮৩), বিটীয় মানিক সরকারের ইনসুধাংশী (১৯৯৩-৯৮) সব প্রসঙ্গে বলেন যেন ত্রিপুরা রাজ্যের এক মহান 'লেজেন্ডারি কিংবা' অর্থাৎ কথায় কথায় এবং তা ছিলেন সর্ব জনপ্রিয়।

ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পরিচয় এবং সেবাকর্মের জাতি-উপজাতির ঐক্যের সেতু বন্ধন যেন যেখানেই একজন জাতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদী ছিলেন না, ছিলেন তিনি একজন প্রথাগত গ্রামীণ, মুরুব্বি এবং অভিভাবক। সর্বোপরি, ছিলেন তিনি ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির যেহনতি জনগণের আপনজন। এ জন্যেই তাঁর মৃত্যুর পর পরদেহ নিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলা থেকে নিজ গ্রাম পূর্বাঞ্চলস্থাই পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৮ কিলোমিটার রাস্তার দুপাশে জাতি-উপজাতির লোকজন হাজার হাজার মানুষ ফুল, মালা নিয়ে, অশ্রুসজল শুধু শ্রদ্ধাটুকু সাথে নিয়ে যেভাবে শ্রদ্ধা জানাল—এ ত্রিপুরার ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা।

অথচ অথচ ছিলেন তিনি ত্রিপুরার যেসবী অন্যতম পূর্বাঞ্চলস্থাইটের আদিবাসী গ্রামের লোকসীর এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। তারিখটা ছিল ১৯১৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারী। বাবা কৃষ্ণচন্দ্র যেবর্মা এবং মা জনাতি যেবর্মার পাশে পরিবারে দাদার যেন প্রায় ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তার করেছেন নিজের হাতে। যোগাযোগের এক সুযোগহীন দশরথবাড়ুকে আগরতলা মুনিসিপ্যাল অভিজাতী দশ

দেশবরেণ্যের স্মরণে

এক যে ছিল রাজা

জলধর মল্লিক

ক্লাস ফুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৪ বছর বয়সে দশরথ যখন তৃতীয় আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের জন্য প্রায়োবী এক স্কুল থেকে। যেখানে থেকে প্রাথমিক শিক্ষাজীবনের পর তিনি আগরতলার ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক থেকে মাট্রিক পাস করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার হবিগঞ্জের বি সি কলেজে ভর্তি হন। তখন এখানেই দশরথবাবুর কমিউনিস্ট দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তখন থেকেই তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। হবিগঞ্জের কলেজ থেকে ফিরে আসার পর তিনি আগরতলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইএসসি-সহ ইতিহাস পত্রে অনার্সসহ তখন পড়াশোনা শুরু করেন প্রথমে মেলাঘরে থেকে। নিয় বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থে, পড়াশোনার পাশে আন্দোলন থেকে দূরত্ব নিয়ে মেলাঘরে ১৯৪৮ সালের যে মাসে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মেলাঘর এড়িয়ে চলে আসেন ত্রিপুরায়। ঘটিয়ে সহজে মুক্তি পরিষদের আন্দোলনে।

এক আন্দোলন থেকে সৃষ্টি হয় আরেক আন্দোলন। এরমধ্যে আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এক সময় পুরানো সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। মার্কসবাদী দশরথ যেন সে কথা জানতেন। মুক্তি পরিষদের আন্দোলনের সাথে যুক্তা যেবর্মা, যেবর্মা যেবর্মা এবং আরও অনেকজন উপজাতীয় বিভিন্ন যুবকের সঙ্গে যুবক দশরথ যেন ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ত্রিপুরার নিজের জন্য খাদ্যআন্দোলন শুরু করেন। উপজাতি ত্রিপুরাদের সর্বপ্রথম রাজ-তীতিকে উপেক্ষা করে দশরথবাবুরা ৪৮৩টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন ত্রিপুরার পাহাড়ে-জঙ্গলে উপজাতি জনগণের মাতৃভাষা ক খ ঘ ঙ-কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আগরতলা জনশিক্ষা ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। দশরথবাবু ছিলেন জনশিক্ষা সমিতির সভাপতি। ত্রিপুরাদের অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মার্কসবাদী দর্শনের প্রভাবে দশরথবাবুরা বুঝতে পারেন, সমাজের উপজাতিদের অবহেলিত ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির প্রশ্নে প্রয়োজন আরও বৃহত্তর আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে দশরথবাবুর নেতৃত্বে গঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য মাতৃমুক্তি পরিষদ। তিনি ছিলেন আজীবন এই সংগঠনের সভাপতি।

১৯৫০ সালে দশরথবাবু অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি হন পার্টির ত্রিপুরা কমিটির সদস্য। ১৯৬৪ সালে পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-তে যোগ দেন। বর্তমানে এই কেন্দ্রীয়

(শেষাংশ ৮০ পৃষ্ঠায়)

উত্তরণ

বিংশ বর্ষ ☐ চতুর্থ সংখ্যা ☐ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৪০৪ ☐ অক্টোবর ১৯৯৮ ☐ দাম—দু টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি
শ্রীবিমলেন্দু তালুকদার
খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদ

সহ-সভাপতিবৃন্দ
শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদ
শ্রীমতী কৃষ্ণা ভাদুড়ী
প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদ

সদস্যবৃন্দ
শ্রীঅনুপ ঘোষাল
শ্রীবিমলেন্দু সরকার
শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাস
শ্রীঅরুণ বিশ্বাস
ড. অমলকান্তি চৌধুরী (সম্পাদক)

সম্পাদক
শ্রীঅমিতাভ দত্ত

সহ-সম্পাদক
ড. বৃন্দাবনচন্দ্র দে

পত্রিকা সহযোগী
শ্রীঅমিতাভ মুখার্জি
শ্রীসুবীর সাহা

শ্রীঅরুণ বিশ্বাস প্রদত্ত 'শিক্ষা সংসদ : প্রয়োজন ও সম্ভাবনা' নিবন্ধটি পত্রিকা রূপে প্রকাশের সম্মতি দান—সম্পাদক

সূচি

বিষয় — পৃষ্ঠা

☐ সম্পাদন সমীক্ষা — ৭৪
☐ সম্পাদকীয় — ৭৫
পরিষ্কারের বার্তালাপ

সেমিনার বিভাগীয় উদ্যোগে আলোচনা
☐ পরিবেশের পরিজ্ঞান সমস্যা : সম্ভাবনা ও সার্থকতার দৃষ্টিকোণ — ড. অমলকান্তি সেন — ৭৭
☐ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৮-এর মেয়েলি-জীবনী আলোচনা সেন
ড. অমিতাভ বিশ্বাস — ৮১
☐ আলোচনা সেন : আলোচনাসভা আলোচিতবিষয়ের উপস্থাপনা
আলোচনা সূচনায় সেনগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গের) — ৮৪
☐ আলোচনার আলোচিতবিষয় : আলোচনা-পরিচালকের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে
ড. অমলকান্তি চৌধুরী — ৮৯
☐ মনে রাখার মতো দিন ও মনে পড়ার মতো ঘটনা — ৯১

বিশেষ রচনা
☐ বিশেষ শ্রেণিভুক্তি ও ভূমিকায় সংসদের ভাবনা — সুব্রত মজুমদার — ৯০
☐ পুলিনের পাশ থেকে (প্রবন্ধ) : আলোচনাসভা থেকে পত্রিকায় পরিবর্তিত রূপের — ৯৬

প্রচ্ছদ আলোচনা : শ্রেণিভুক্তি আলোচনা সেন
বিশেষ আলোচনা : পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদ—একটি পরিচয়
আলোচনা : অমিত মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদের আলোচনা পত্রিকা উত্তরণ থেকে ড. অমলকান্তি চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রণশ্রী অফসেট প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত
কার্যালয় : পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদ, সি ১/১, সি আই টি স্কিম ১৫৫, সি আই টি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

সমীক্ষা ১

ঝাড়গ্রাম থানা মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

পুরাতন পরমাণবিক পরিবহনের কাজ থেকে আর্থিকভাবে দুর্বলদের একেবারে সাধারণ অংশগ্রহণের পরিপন্থী অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সমবায় সমিতির কার্যকরী নেতৃত্ব হয়েছে। ঝাড়গ্রামে পরিচালনের একক পরমাণবিক প্রতিষ্ঠান আছে। এই সমিতি আর তেমনি কৃষি কাজ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অর্থনৈতিক কাজের উন্নতির জন্য এবং নিয়মিতভাবে কাজ পরিচালন কাজকে করে তোলা। সমস্ত সমস্ত যে-সব কাজ আসবার সময় কাজ থেকে তেমনি সুযোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজগুলির কাজকে এবং অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ নিয়ে এইভাবে যে সেবার ব্যক্তিদের কার্যকর ভাবে নিয়মিত কাজ করা। তারা হবে সুদ, ভাতে হল-সমৃদ্ধির সম্পর্কে নিয়মে নেওয়া—এ দিন এর নিয়ম অর্থনৈতিক। এখন সেখানে কাজ উঠেছে এই সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমস্যে সমিতির কাজগুলো হচ্ছে। এখানে দুটি সমিতির কাজ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

পরিচালনের বেশীরভাগ কেন্দ্রের কাজকাজ কাজের কাজ কেন্দ্রীভূতভাবে কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ('ঝাড়গ্রাম মালটিপারপাস সমবায় সমিতি') ৯১৪টি গ্রাম নিয়ে কাজ করে থাকে। উক্ত এলাকার সমস্যাটে ১,৪২,২১০ জন বাসিন্দার মধ্যে এই গ্রাম পরিচালন ৪২ জন (৪২.০১%) অধিবাসী। এই সমিতি ১৯৮ ইংরেজি সালের কেন্দ্রের কাজ সম্পাদন সালের এই নিয়মিতভাবে কাজ করে আসছে। প্রথমে নিয়ে অধিবাসীরা আসন এবং কার্যকরীদের অনুমতি সমস্ত সেবে সে এক সমিতি সেক্রেটারির কাজ সেবে। এরপর তাদের সেবে নিয়মিত কাজের পরিবর্তন করে সমস্ত হয়। কিন্তু আমাদের এই আসন্ন কার্যকরী-চক্র একবারে অনেক অনুমতির মধ্যে থাকে। সমস্যার কারণে সমিতি কাজের কেন্দ্রগুলোর কাজের এখানে সংক্ষেপে হয়ে থাকে।

সমস্যাটি সালের সংখ্যা ২,৩১৫ জন এর মধ্যে ২,০৪১ জন অধিবাসী পুরুষ এবং অধিবাসী মহিলা ২৯৬ জন। তপসিলি পুরুষের সংখ্যা ১২০ এবং মহিলা ৯ জন। এই সমিতির কাজ পরিচালনার জন্য ৮ জন কর্মী রয়েছেন। পরিচালন কমিটির সমস্য সংখ্যা ৯ এবং বছরে কমপক্ষে ১২ বার পরিচালনাকমিটির সভা হয়। গত পাঁচ বছর সেক্রেটারির দুর্ঘ পেয়ে গত ১৯৯৬-৯৭ সালে লাভ হয়েছে ৭,৫৪৪ টাকা। এখনে কেন্দ্রগুলোর কাজে ৪৮০ জন অধিবাসী ৩০ দিনের কাজ পেয়েছেন এবং মৌসুমিক মজুরি হিসাবে ২৪ টাকা পেয়েছেন। মোসাই পারদীপের কাজে ৭৪০ জন ৪৩ দিনের কাজ পেয়েছেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগই অধিবাসী মহিলা। এই অঞ্চলে খুব কম সম্পদ হিসাবে কেন্দ্রগুলো, পারদীয় ছাড়াও রয়েছে খুল ও জল, ভূমুর বিল ও টিন জল পাওয়া যায়। এই সমস্ত সাধারণের কাজে সম্পদ উৎপাদন হিসাবে।

সমীক্ষা ২

সি এস ডি লার্জ সাইজড মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ২২ ব্লকের অন্তর্গত সারেঙ্গা ব্লকে সি এস ডি এস মালটিপারপাস সমবায় সমিতি অবস্থিত। সমস্যাটি ৮০টি গ্রাম এই সমিতির আওতাভুক্ত এলাকায় রয়েছে। তার এই গ্রামগুলি নিয়েছে, নেতুনপুর, সেরেমবাড়ি, সারেঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্ভুক্তির সেরেমবাড়ি গ্রামে ৫৮ জনের এবং এর মধ্যে ২৮ জনের অধিবাসী। এই অঞ্চলের মূল কাজগুলি হল খুব কাজ সম্পর্ক সমাধান, সমবায়ের দৃষ্টি কাজ প্রদান, পরিচালনাধিকার কাজকাজের কাজ ও অনুমান সেবার, সমবায়ের সেবাকাজ সমাধান ও অন্তর্ভুক্তির কাজ।

এই সমিতির অধীনস্থের ৭ জন (সভাপতি, হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারি, সেবাকারী, সহকারী সভাপতি ও নিজন), সমিতির সমস্য সংখ্যা ১,৫০৮ জনের মধ্যে অধিবাসী পুরুষ ১,১৪৬ জন এবং মহিলা ২৮৫ জন; তপসিলি পুরুষ ৮০ জন ও মহিলা ৫৪ জন। পরিচালনাকমিটির সমস্য সংখ্যা ১৫ জন। নির্বাচিত ৯ জন, তার সহকার মনোনীত ৩ জন এবং পদাধিকার সমিতির ১ জন। অধিক সমস্যার সমস্য ছাড়াও ১২টি সভা বছরে অনুষ্ঠিত হয়।

নিজস্ব পুঁজি আছে (১৯৯৬-'৯৭ এর ১৯৯৭-'৯৮) সমিতির সমস্যের অর্থ সমস্যের ১,১২,৯৮৯ টাকা এবং ১,১২,০৬৮ টাকা। কেন্দ্রগুলো ও পারদীয় সমস্যের আছে গত ৪৫ দিন ধরে ২৫০ জন কাজ পেয়েছেন তার অন্তর্ভুক্তির ১০০ জন কাজ করেছেন। এদের মৌসুমিক মজুরি ৩০ টাকা। প্রাকৃতিক সম্পদে তার এ অঞ্চলে পাখি, মাটি ও পাটাতনি কাজ করে পরিচালনা আছে। সমস্ত সমস্ত পারদীয়ের কাজ তৈরির কাজ, পারদীয়ের মেশিন, তেল নিয়ন্ত্রণের খুব কাজের কাজ হয়ে সেবাকাজ নিয়ে৩ শিক্ষা-কাজের সমিতি আছেন। পরিচালনাকমিটির দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সমিতিকে ব্যবসার কাজের কাজ সমিতির এলাকার সমস্ত কাজ সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনা কাজের একক সমস্ত হয়। সমস্ত সমস্ত মহিলা সমবায়ী অধিবাসী সমাজের উন্নয়ন কাজ করা এবং এলাকার অনুন্নত সমবায়ীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করাও এই সমস্ত সমাধান।

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্যের দার্শনিক

অর্থনীতি কি ধনীর কলমঘষে, লাভ-লাভের ও লাভের তত্ত্ব? অর্থনীতি-তত্ত্ব কি মেহনতের ফসল থেকে মেহনতকে ও বিনামজুরের বঞ্চিত করে পুঁজি বাড়ানোর কৌশল? অর্থনৈতিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা কি পুঁজিবাদী সমাজের বাজার-অর্থনীতিকে আরো বেশী করে লাভের চাকে চালিত করে রাষ্ট্রসমর্থন উপর পুঁজিবাদী মূল্যবন্ধনের নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা জাগায়? প্রচলিত অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণের এবং নীতিমালা-পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচিত হয়ে চলেছে।

সেই আবর্তনের মোলক ধরিয়ে অর্থনীতিকে ভূলনায় পাইয়ে প্রচলিত অর্থনীতিবিদ্যা কখনোই পুরিবার মধ্যে অর্থনীতি-বিজ্ঞানীকে দীপন থেকে দীপনতরায়ণে অন্তের অন্তর মোড়কে তুলে রেখেছেন।

১৯৬৮ সাল থেকে আজ অব্দি পুরিবারের সোয়েডিশের রিক্সবিদ্যালয় আলফ্রেড নোবেলের নামে অর্থনীতি-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাকে দিয়ে আসছে, বাস্তবিক কারণেই, সে সময়ের অধিকাংশই বস্তুতান্ত্রিক ধার্ম চিন্তার লালিত একজন মানুষকে অর্থবিজ্ঞানী নাম্ব করে আসছেন।

তাই দেখি, অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী নোবেল বিজয়ীদের মধ্যে, একজন সোভিয়েট বিজ্ঞানী ছাড়া, ৩০ জনই পুঁজিবাদী পুরিবার তাত্ত্বিক। অবশ্য, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ জনকল্যাণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি, এমন নয়। সেই সূত্রেই ১৯৭৯ সালে উন্নয়ন অর্থনীতির প্রবক্তা থিওডোর শিউলৎসকে বার্লিন অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রদের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অবশ্য, আমর্ত্য সেন সেই বাটের দশক থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত নোবেল তত্ত্ব তুলে আলোচিলেন, বিশ্বের অর্থনীতিক মহল সেগুলির অভিনবত্বে চমৎকৃত এবং নোবেল কমিটির অবজ্ঞার বিশ্বিত হয়েছিলেন।

অমর্ত্য সেন অর্থনীতির সেই পীরল অন্তের অন্তর ছাওটিকে জনকল্যাণী দৃষ্টির জীবন্ত করে তুলেছিলেন। দারিদ্র্যের প্রকৃতি, দারিদ্র্যমূলক, দুর্ভিক্ষ-সমীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আলোচনায় বিষয়বস্তু, বাস্তবমুখী আলোচনার কঠিনতর নোবেল বিজয়ীর তুলনায় সমৃদ্ধতর। তাঁর পূর্বসূরীদের কেন কেন তত্ত্বালোচনা প্রসবক হলেও তাঁদের সেসব তত্ত্বকে, অমর্ত্য সেনের আনন্দিক চিন্তা-চেতনাপ্রসূত ব্যক্তিত্ব ও বৈদগ্ধ পরিমাপের কষ্টিপাথর বলেও এর। ব্যক্তির বৈষয়িক ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধানের তত্ত্বগুলি, আলোকোজ্জ্বল পেছনে কেলে এগিয়ে গেছে। অমর্ত্য সেনের তত্ত্বের প্রতি বিশ্বের অর্থবিজ্ঞান-জগতের প্রবল আনুকূল্য অব্যাহত থাকতে না পেরে নোবেল কমিটি, বিলম্বে হলেও, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনাকে এই সম্মান জানাতে বাধ্য হল।

অমর্ত্য সেনের জীবনব্যাপী বৈষয়িক অনুসন্ধানের আলোচনা পরিধির মূল্যায়নে 'দা রয়াল সুইডিশ অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস'কে বলতে হয়েছে:

"....জনকল্যাণ বিষয়ক অর্থনীতির গৌলিক সমস্যাবলী নিয়ে অনুসন্ধান অমর্ত্য সেনের অন্যতম অবদান অন্তের গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অন্তের কেন্দ্রগুলির মধ্যে একদিকে রয়েছে সামাজিক বা সমষ্টিগত চাহনার তত্ত্ব, জনকল্যাণ ও দারিদ্র্যমূলক সংজ্ঞা নির্ধারণ, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে দুর্ভিক্ষের পরিসংখ্যানভিত্তিক সমীক্ষা। অনুসন্ধান এই ব্যাপক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। জনকল্যাণের ক'টি বিষয়ে তাঁর সামগ্রিক আলোচনা এবং সমাজের দরিদ্রতম সামাজিকদের সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ প্রকাশ।...."

অমর্ত্য সেনের অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ, সমাজিক মানুষ। মানুষের ক্ষমতা, অক্ষমতা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা—বিশেষ করে উন্নয়নশীল

তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মতো—আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের, তাঁর গবেষণারী সাহচর্যে মানুষের মতো ওইসব সমাজের বিশ্লেষণে তিনি তাঁর তত্ত্ব খাড়া করেছেন।

এই তত্ত্ব খাড়া করেছার উপাদান তাঁকেও যেন বিশ্বব্যিকের আলিয়ে কুলতে আগাই হেরিয়েছেন। বিশ্বের পশ্চিম মানুষগুলির বৈষয়িক পরিস্থিতি তথা তাদের অনুভূতি, ক্ষুধা, আশার প্রতি লক্ষ্য ও বিশ্লেষণের যে ভিন্ন চাইদেরের মনস্তাত্ত্বিক সূত্রে আমাদের কাছে প্রতি বছর তুলে ধরে, প্রথাত মহবুব-উল-হক প্রমুখ অর্থনীতিবিদের নেতৃত্বে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের সাহায্যে তাঁকেই তাঁর প্রথম ও প্রধানের প্রাপ্তিমূলক।

ভারতের চতুর্থ যোজনার পূর্বিভূমি পত্রের বিতর্কে যেন বিশ্ব তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া, হলা ছলে, পিছিয়ে রাখা সম্প্রদায়ের বৈষয়িক উন্নতি ও সামাজিক সুরক্ষার দীর্ঘ যোজনার প্রয়োজন সমাজে দাবি জানান। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় তিনি গ্রাম ভিত্তে গ্রাম সমবায়সমূহের। তাই তিনি অবশিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ঘরা ভর্তনের সুষ্ঠু দীর্ঘ নির্বাচনের দাবি জানালেন।

সমগ্র বিশ্বের বৈষয়িক বিকাশের সমস্যা সম্পর্কে আগন অভিজ্ঞতা অর্জন করেও অর্থনীতি যেন তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে পিছিয়ে রাখা নিরক্ষর্যর মানুষের দুঃসহ জীবনের দুঃখ-কষ্টের কারণ অনুসন্ধানে, সমাধানসূত্র বাহার তাঁর আমোঘ নিক্ষাদিয়েছেন, পশ্চিমিবিজ্ঞানের আলোকপাতে গঠিত আধিবাসী শক্তির ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে বৈদ্যা ও ব্যবসায় নজীবন চালিয়েছেন। নারী ও শিশুকল্যাণের প্রতি শুধু খাদ্যেই নয়, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসার প্রভৃতি মানুষের বেঁচে থাকার নিয়তম উপাদান থেকে শ্রীবাঞ্ছিত রাখার ফলে এঁদেরকে তাঁর বিশ্লেষণের আলোচনা-বিষয়ে। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই ব্যবস্থার প্রধানতম বঞ্চিত এশিয়ার দেশগুলির দশ কোটি নারিকে বিশেষ হিসেবে কৃষ্ণমন্ত্রন করতে হয়েছে।

অর্থনীতির সমাজ আলোচনাই তাঁর জ্ঞান পেয়েছে সমাজের পরিত্রস্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন-চাহিদা পূরণের, তাদের কল্যাণ সাধনের প্রয়াসে। পাশাপাশি পুঁজিক-কৃষ্ণের প্রচলিত অর্থনীতির বিরোধিতা করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আমাদের অর্থনীতির আজ নয়, ঔপনিবেশিকতার আমল থেকে মানুষদের কিনে খাবার ক্ষমতা ছিল না বলেই, অনুত্পাদনের প্রসারে পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, পণ্যদামের কারণে পশ্চিম মানুষরা না খেতে পেয়ে মরছে হয়েছে। কেবল তাদের দেখিয়েই তিনি থামে থাকেননি। পুঁজিক প্রতিকারের ও প্রসারের পথও তিনি দেখিয়েছেন।

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির ছাত্র সমাজ ও রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের নেতৃত্ব অর্থনীতিবিদদের জন্য যেসব "অর্থের নিয়ম" এ যাবৎ প্রচলিত সমস্ত করে আসছিল, অমর্ত্য সেন সেই নিয়ম অনুসরণ মোহের মূর্তিভাঙার করলেন। তাঁর মোহন ভাষা অনুসরণী বিশেষ অর্থনৈতিক ধর্ম ছাপ বীকৃতি লাভ করল। তাঁর তত্ত্ব নৈতিকতা সমর্থক করে তিনি অর্থনৈতিক পর্যালোচনার "বিবেক ছাপে" চিহ্নিত হলেন। অর্থনীতি বিমূর্ত তত্ত্ব থেকে নৈতিক মূল্যবোধযুক্ত মানবিক তত্ত্বে উত্তীর্ণ হল।

রবীন্দ্রনাথ ও অমর্ত্য। যেমনে বিশ্বজী দুই অর্থনীতি। সমাজতন্ত্রের মূলে অর্থনীতি বলি যে অমোঘ সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, অমর্ত্য সেন তাহার যে অমোঘ মোহবিহীন— অর্থনীতির বিজ্ঞানী অর্থনীতি অমর্ত্য সেন মানুষের কল্যাণসাধনে তাঁর বিশ্লেষণের বিজ্ঞানিষ্ঠ মোহ প্রসাদের রবীন্দ্রনাথ অর্থের কাছেনারি যে অর্থের বাণী নারি' তাহা শেষে ছিলেন, সেই বাণীর ভাষা এঁকে নিলেন তাঁর তত্ত্বে। সমাজ 'মানুষের অর্থনীতির বঞ্চিত' করেছে যারা, অমর্ত্য সেন তাদের-বঞ্চিত মানুষের জীবনের অন্ধকারের তত্ত্ব তুলে ধরলেন বর্তমান সমাজের। রবীন্দ্রনাথের যে বাণী রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে বাজত—তাঁর বিশ্লেষণের মোহ ধারা মোহ অমোঘ তাঁর প্রমোদ সার্থকতা লাভে অমর্ত্য সেনের তাঁর জীবনবাণী সফলতা লাভ, মানুষের কল্যাণসাধনে বিজ্ঞানিষ্ঠ মোহ ধারা বাণী হলেন।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর : সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন

ডঃ অমর্ত্য সেন

ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। এটি এমন একটি ঘটনা যার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম। এই উপলক্ষে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি, আর কোথায় কোথায় ব্যর্থ হয়েছি সে সম্পর্কে আমি খানিকটা আলোচনা করতে চাই। আমাদের অগ্রগতি কতটা ভাল, খুব ভাল না খারাপ, ভয়ঙ্করভাবে খারাপ ? নাকি ভালমন্দে মেশানো ? যদি তাই হয় তবে স্বাধীন ভারতে আমরা মুখ্যত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সাফল্য বা ব্যর্থতা অর্জন করেছি ? এবং আমরা কোথায়ই-বা যেতে চেয়েছি ?

স্বাধীনতা এবং বিগত পঞ্চাশ বছর

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতের কথা আমার বেশ মনে আছে। আমি তখন শান্তিনিকেতনে স্কুলের ছাত্র। সে এক দারুণ উত্তেজনাময় মুহূর্ত। ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সাল, সেই দারুণ মুহূর্তটি যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ততই আমরা রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত আমাদের সেই ছোট্ট স্কুলের ঘরটিতে রেডিওর সামনে আঠার মতো লেগে থাকলাম, উঠবার নামগন্ধ নেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ছয় বছর পার হয়েছে এবং মাত্র চার বছর আগেই ঘটে গেছে সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ—যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ছোটবেলায় এই দুর্ভিক্ষ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের মৃত্যু ঘটে। মৃতের সংখ্যা কুড়ি থেকে তিরিশ লক্ষ। কিন্তু এই মৃতদের প্রায় সকলেই ছিলেন কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। এঁরা হলেন, গ্রামীণ শ্রমিক, পরিবহণকর্মী, জেলে, ছোট কারিগর ইত্যাদি।

সমাজের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষকে এই দুর্ভিক্ষের শিকার একদমই হতে হয়নি, কলকাতার মতো বড় বড় শহরের বাসিন্দাদেরও বিশেষ দুর্ভোগে পড়তে হয়নি। কারণ, দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার ভাবনাটি খুব পুরনো নয়, আগে এমন পরিস্থিতিতে বলা হত, ভগবানের অসীম করুণায় আমি বেঁচে গেছি। আর এখন বরং আমরা যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক স্তরে থাকার দরুন সেই ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের করাল গ্রাস থেকে রেহাই পেয়ে গেছি, তারা বলতে পারি যে শ্রেণীগত অবস্থানের আশীর্বাদেই বেঁচে গেছি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের ফলে যদিও ভারত থেকে দুর্ভিক্ষের সেই রুদ্রমূর্তিটা এখন অদৃশ্য হয়েছে, তবু দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান চরিত্রলক্ষণতা যে বিভাজন, তা কিন্তু আজও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। বস্তুত, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভেদের মধ্যেই রয়েছে ভারতের ব্যর্থতার বীজ।

সেদিন স্বাধীনতা এবং আসন্ন গণতন্ত্রের উজ্জ্বল ভাবনায় উদ্দীপ্ত জওহরলাল নেহরু, কণ্ঠস্বরে রেডিও মারফত ভবিতব্যের পথে ভারতের নবযাত্রার কথা সুস্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন। আমাদের বলা হয়েছিল, "দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রোগ-ব্যাধি এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসানই হবে আশু কর্তব্য।" ভারতের সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সঠিক মাপকাঠি হল নেহরুর দেওয়া সেইসব প্রধান প্রধান কাজের তালিকা। পঞ্চাশ বছর বেশ দীর্ঘ সময় এবং এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, সেদিনকার সেই ভবিতব্যের পথে নবযাত্রার এবং আশু কর্তব্যের তালিকার কি হল, তাহলে নিশ্চয়ই বলা যাবে না যে, বড্ড তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে, এসব প্রশ্ন তোলার সময় এখনও আসেনি।

এসব ক্ষেত্রে উত্তর খুব সহজ নয়। মোটামুটি তিনটি সূত্র থেকে আমরা কতকগুলো তথ্যের ভিত্তিতে প্রধান ক্ষেত্রে বিভক্ত করতে পারি:

১। পরিসংখ্যান অনুযায়ী,

২। সমাজিক রীতিনীতি ও পরিবারগত আচরণ,

৩। অর্থনৈতিক অবস্থানটি এবং সমাজের প্রতিক্রিয়া।

এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা এবং সমাধানগুলি বিশ্লেষণ করলে মূল যে বিষয়টি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলো:

স্বাস্থ্যরক্ষা এবং চিকিৎসা সুবিধা

প্রথম বিভাগটি ক্ষেত্রে আমরা পরিসংখ্যানিক তথ্যের দিকে তাকালে সবচাইতে আকর্ষণীয় তথ্য পাই। যেমন ধরুন আমেরিকা 'অ টাইমস' পত্রিকার প্রতিবেদনটি। এতে প্রকাশিত একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৫০ সালে "শেত" সমাজের নিরিখে নিগ্রো মহিলারা প্রায় ৬ বছর কম বাঁচতেন, কিন্তু ১৯৭০ সালে এসে তাদের গড় আয়ুষ্কালের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত শিশুদের মৃত্যুর হার এবং সন্তান প্রসবের সময় মায়েদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে এখনো বৈষম্য রয়ে গেছে।

উত্তর ক্যারোলিনার অধীন থেকে ৫৩৫টি ক্যাসের তথ্যের ভিত্তিতে একটি সমীক্ষা।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার যে সব দেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের সামগ্রিক তুলনায় নিগ্রো মহিলাদের মৃত্যুর হার বেশি বলে তেমন কোনো কথা নেই। আসলে আমরা এটা দেখেছি যে, নগরীর অর্থনৈতিকভাবে পরিপক্কদের এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মধ্যে এ ধরনের পার্থক্য অনেকটা হ্রাস পেতে পারে।

সামাজিক বৈষম্য ও পশ্চাৎপদতা

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ সামাজিক অবস্থানটি এবং আচরণ ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থা ভিন্ন। এক্ষেত্রে অবশ্য পরিসংখ্যান অপরিহার্য না হলেও তা যে খুবই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যি আগের তুলনায় অনেক বাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃতির হার বিগত দুশকের তুলনায় বহু গুণ বেশি। তবে, সত্যের খাতিরে স্বেতাঙ্গদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সঙ্গে অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে সমতালের ক্ষেত্রে বিচার করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে তাদের আছে প্রাতৃত্বের পুরুষ এবং বহিঃসমের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক নিগ্রো। ৮০-৭ পশ্চাৎপদ শ্রেণি তাদের ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়স্ক মহিলা ছেলেদের অর্ধেকেই উচ্চতর ক্লাসে নিয়মিতভাবে মূল স্রোতের সুযোগ পাচ্ছি। কলিজিয়েট প্রসঙ্গের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার সমতালের আসলেই যে অর্জিত হয়েছে তাদের নিগ্রো অর্থনৈতিক ছাত্রদিনের ভিন্ন তথ্য ক্ষেত্রেও নেই। অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে সমতাল প্রসঙ্গ তথ্য আছে।

অর্থনৈতিক সমতা অবশ্যই সমস্যাগত আমূল ভিন্ন বিভিন্ন আছে তা, এখন যা ভেবে আমরা ভাই আছে। কিন্তু মূলধারা ৫৩ এর শ্রেণির মধ্যে ৫৩ এর তথ্য, এক্ষেত্রে আমরা আমরা পাই ৫ গুণের কাছাকাছি মধ্যে৩। কারণ, এর প্রধান কারিগরি এখনও তার ঐতিহ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে, এমনকি প্রধান ধারা সুযোগের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের প্রায় বিরাট ব্যবধান রয়েছে। বৈশ্বিক সাক্ষরতা পুরুষের চেয়ে মহিলাদের বেশিরভাগ তাঁদের কম। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এক্ষেত্রে তারা অতিরিক্তভাবে দুর্বিষহ ভোগ করে থাকে। উদাহরণ এর আফ্রিকার পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী হওয়ার এটাই কারণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও তাদেরকে কোনো সহায়তা দেয়, কারণ, এখানে যেসকল ছোট খাটো সমবায়িকা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম। তাদের মহিলাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাদের জন্য যে সমস্ত মহিলা ছোট খাটো কাজ করে তাদের প্রায় তিন ভাগই কাজ মহিলা হয়েছেন। তাঁদের মহিলাদের প্রতি আমাদের ক্ষেত্রে তাদের আরো সর্বনাশ করেছে তাদের সন্তানদেরকে তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস।

অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন

তাদেরকে অনেকজনের আরো এবং প্রতিবন্ধকতা মহিলাদের খুব দৃষ্টিকোণে নিজের হওয়া সত্ত্বেও মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের যে উল্লেখযোগ্য অবদানটি থাকতে পারে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশের সর্বত্র যে সমস্যার নিরিখে বলতে চাইছি তাদের মধ্যে উন্নয়নশীল এবং অনিবার্য প্রতিবন্ধকের ক্ষেত্রে তাদেরকে দেশের সুযোগ-সুবিধা যাদের মধ্যে নেওয়ার তাদের নারীদের তাদেরগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ে বিশেষের অবশ্যি সমাধান করেছে। তাদেরকে যাদের আফ্রিকার পরিবর্তন পরিবর্তন নতুন দেশগুলির সঙ্গে তাদের এদিকে তাদের অনুকূল পরিবেশ হয়েছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, ক্ষুদ্রাতী তাদেরকেও নিজেদের ছোট তাদেরকে দেশে মনে থাকা পরিষ্ক এবং সমাজ জীবনের পরিবর্তে শ্রেণির বৈষম্যের সমাধান খুঁজতে সমাধান হয়ে যা। এরকম খুব সমাধান হলে তাদের সাধারণ তাদেরকে তাদের এসব তথ্যটি। কিন্তু, নিজেদের, তাদেরকে এবং সমাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই তাদেরকে তাদের দেশে এ ধরনের কোনো সমাধানের নয়। এক্ষেত্রে তাদের তাদেরকে বিশেষের নিজেদের খুঁজতে হবে হবে।

সামাজিক সমতার সমস্যাটি ধারা এবং সেনাবাহিনী

সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার পরিধির আরও প্রসারিত করার প্রয়োজনের সময়ে একটি বিষয় আমাদের খুবই গুরুত্বে এসে, তা হলো সামাজিক সমতা তথ্য। সমতার পর আমরা যদি এখানকার নিয়ে প্রতিবন্ধকে এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখেছি হয়েছে। এর কোনো তাদেরকে এর খুব নিয়ে হবে, তবু বিশেষ উদাহরণ দেখা যায় না। তাদেরকে সামাজিক সমতা তাদের প্রতিবন্ধকতা পরিবর্তনে বেশি এবং দেখেছে দেখতে পারে তাদের সামাজিক প্রথাটি তাদেরকেও নিজের মধ্যে এসব যা নিজেরা ছাড়া মধ্যে যায়। তাদেরকে তাদের যে-কোনো

[illegible] সম্পর্কে এর কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতেও সামগ্রিক প্রাক্কলনে সরকারি ও বেসরকারিখাতে বিনিয়োগের সঠিক চিত্র জানা যাবে না। তাছাড়া এই হিসাবগুলো খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। সামগ্রিক হিসাবগুলোর উদ্দেশ্য ছাড়া এগুলো মূল্যস্ফীতি মেপেই নিতে পরিমাপ করা হয়। এর ফলে আমাদের অর্থনীতিতে নতুন এক মূল্যসূচক যোগ করে দেখা হচ্ছে আমাদের। এই মূল্য যোগ করে আমাদের ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক কাজের আর্থিক মূল্যমান নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তবে, সামগ্রিক খাতে যারা কাজে যোগ দেয় সেই অর্থ দিয়ে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ, নির্মাণ ইত্যাদির মতো এক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর আয় করা সম্ভব হয়। এই মূল্যায়ন আমরা এখনো করতে পারি নি। যেটা আমরা উৎপাদনের হিসাবে সামগ্রিক খাতে পরিবর্তনের যোগের ফল জানতে চেয়ে আসছি বেশি, সেটার উত্তর আমরা নিজের তা আসছে না। কিন্তু, আমরা আসলে লক্ষ্যই করে যাই যে, অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তনের চেয়ে কিছুর মধ্যে এবং এর সকল ক্ষেত্রেই যে পরিবর্তনের চেয়ে আসছে এদিকে যাচ্ছে। এই অবস্থাই আমাদের যে, পুরো পরিবর্তন হলো এখন আসছে মৌলিকভাবে পরিবর্তনের যোগফলের ফলাফল এবং আমরা জানতে যে, সামগ্রিক ফলে যাচ্ছে আমাদের মূল পরিবর্তন হলো কিনা তা নির্ণয় করতে পারছি। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সকল ক্ষেত্রে ও পরিবর্তন দুই পরিবর্তনের সামগ্রিক মূল্য দিতে হবে, এর ফলে সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভুল টানা পড়বে। অনেকক্ষেত্রে আমি প্রতিবেদন যাতে যার যাচ্ছে পক্ষে ওকালতি করছি না। কিন্তু, এই যোগের আমার গুরুত্বপূর্ণ ও আমাদের আপনার অনেকের উপলব্ধিতে যা সঠিক নয়ভাবে আমার আমার উদ্বেগজনক। যদিও ক্ষেত্রে আমাদের আমার আপনার ক্ষেত্রে প্রতিবার যা আমার যদিনে আমাদের ক্ষেত্রে মানুষ খুব পরিবর্তনই যোগফলে ক্ষেত্রেরও, কিন্তু সেই মানুষই আমার তখন সামগ্রিক ক্ষেত্রে অর্থনীতি নতুন পুরনোর আমাদিকদের নিয়ে ক্ষেত্রেরও নতুনভাবে আমাদিকদের নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন দুঃখ ভরে যাচ্ছে।

পরিবহন এবং অর্থনৈতিক বিকাশ

পরিবহন খাত বিশ্বের যেটি যাবার আমাদেই নীতি পরিবর্তনের জন্য প্রথম দৃষ্টি করার সুযোগ বিশেষী পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসেচের, নিরাপত্তা ইত্যাদির মতো সামাজিকভাবেগুরুত্ব ক্ষেত্রে দূর্বলতার জন্য আমাদিকদের অর্থনীতির সাথে আমার বিশেষীভাবে সমাধান যাচ্ছি। এসব ক্ষেত্রে তাদেরি পরিবহনের অর্থনীতির তুলনায় আমাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তনে আমার বেশি আমার আমাদের সমাজ হয়েছে। নিজে ও আয় পরিবহনের ক্ষেত্রে আমাদেরি বিশেষ সমাধান এর প্রমাণই নিশ্চয়। আমার, সাধারণ পরিবর্তনের চিন্ন এই সমাধানের আমার আমাদিকদের আমার সমাধানের আমার আমার। পরিবহনের আমাদানের উদ্দেশ্যে এই দুটি উদাহরণের কথা বলা হচ্ছে না। আমি পরিবহনের আমার পরিবর্তনের সমাধানের আমাদিকদের ক্ষেত্রে এই এমনি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। পরিবহনের ক্ষেত্রে আমি দুর্বল-দুর্বিনে দূর্বল সমাধানের নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের উপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, দুর্বিনের নিচে, ব্যবসা-পরিবহনে, আমার বেশি নিয়ন্ত্রণের, আর যাতায়াত সময় এবং সামাজিক খাতে যার সমাধান আমার আমার বেশি পরিবর্তনমূলক কাজ হবে। তবে আমাদের : সাধারণ আমার আমাদের-বিনিয়োগের দৃষ্টি করতে হবে। অর্থনীতির সাথে পরিবর্তনের ক্ষেত্রেরও উপর সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আমার।

আমরা এখন কোন্ পথে যাব?

আমাদের বিভিন্নের সাধারণ আমাদের উপর নির্ভর করে আমার আমাদি নিয়ে কোন্ পথে আসতে হবে।

১। পরিবর্তনে করা করতে হবে এবং রাজনৈতিকভাবে ও প্রকৃতপক্ষে বিবেচনায় আমার যে শক্তি নির্ভর আমার আমার আমার ও গুরুত্বপূর্ণ আমার করতে হবে।

২। আমার সামগ্রিক পরিবর্তন, নিরাপত্তা আমার নিয়ে, স্বাস্থ্য, কৃষি সাধারণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।

৩। অর্থনৈতিক এবং পিছিয়েপড়া উৎপাদনের। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের সকল ও সামাজিক আমার প্রতিবার সাধারণ সকল করার আমার যাচ্ছে প্রতিযোগিতা, উৎপাদনের বাজারী ও ক্ষেত্রেগুলো আমাদেরকে সুযোগের সুবিধাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিকাশের খুব বেশি উন্নয় দেইনি আমার, বিশেষ আমার যেমনঃ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রসারের আমাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রেগুলো আমাদিকদের নিতে হবে। আমার আমার যেসব বৃহত্তর আমার সামগ্রিক বিকাশের আমার উন্নতির পথে এক প্রধান আমাদের, সামগ্রিকের কথা হলে আমার আমাদিকদের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা—যেগুলির আমি আমার প্রয়োজন। সামগ্রিক আমাদের আমা যে মূল্য নিতে হবে তার পরিমাণ নিয়েই এবং আমাদের আমার প্রতিবিধানের নীতি সমূহের উৎপাদনের আমাদেরকে সামগ্রিক বিকাশের আমি প্রয়োজনীয়তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমি আমার সম্ভব নয়। আমার সামগ্রিক আমার নিয়ে প্রতিবেদন ক্ষেত্রে আমার যে যেসব একটা নিয়ে প্রতিবেদনের দৃষ্টি আমার তা-ই না, আমাদের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রেও এই এমনি নিয়ে করা-আমার। নিয়োজনের, আমার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রতিবেদনের আমাদিকদের নিয়ে ও আমার আমাদেরকে তুলনামূলক করে আমি শুধু যে প্রতিবেদনেই যোগ আমার তা নয়, আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আমাদেরই আমাদের পরিবর্তনও তা করতে আমি তুলবে। আমার সামগ্রিক মূল্যমান-সূচিতে ক্ষেত্রে আমার উপরের ক্ষেত্রে বড় দূর্বলতা আমি কিছু নেই। অর্থনৈতিক আমাদিকে পরিবর্তনী প্রয়োজনীয় তার তুলনায় চাহিদে এসে আমাদিকদের ক্ষেত্রে যায়।

---

১ বিশ্লেষণের যোগে যার আমার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞী আমার মূল্যমান আমার যা এ আমার যেন আমার আমাদের আমিনুর আমার।

বিশেষ মেধাবৃত্তি ও কুমারেশ সরকারের কাহিনী

আশির দশকের শেষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ মেধাবৃত্তি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অর্থাৎ, ধরা, এখানে ৫ম শ্রেণীর যে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বৃত্তি পাবে তারা ৮ম শ্রেণীতে ওঠার পর আর এই বৃত্তি পাবে না। তাই যে বছর এই বৃত্তি চালু হয়, সে বছর ৫ম শ্রেণীতে যারা পড়ত তারা ৮ম শ্রেণীতে ওঠার পর আর এই বৃত্তি পায়নি। তারপর থেকে প্রতি বছর ৫ম শ্রেণীতে নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এই বৃত্তি পেয়ে আসছে। এই বৃত্তি পাওয়ার জন্য ছাত্রদের একটি লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় যারা ভাল নম্বর পায় তাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে বৃত্তি পাওয়ার ছাত্রদের নির্বাচন করা হয়।

এই বৃত্তির মূল্য কত ছিল তা আমার ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে, বৃত্তির টাকা পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। বৃত্তির টাকা দিয়ে কী কী কিনব তার একটা লম্বা লিস্টও তৈরি করে ফেলেছিলাম। বৃত্তির টাকা পাওয়ার পর আমার বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। সাইকেলটা কিনেছিলাম বৃত্তির টাকা দিয়েই। সাইকেলটা কিনে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সাইকেলটা আমার কাছে ছিল অনেকদিন। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে সাইকেলটার সঙ্গে। সাইকেলটা আমার কাছে ছিল অনেকদিন। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে সাইকেলটার সঙ্গে।

বৃত্তির টাকা পাওয়ার পর আমার বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। সাইকেলটা কিনেছিলাম বৃত্তির টাকা দিয়েই। সাইকেলটা কিনে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সাইকেলটা আমার কাছে ছিল অনেকদিন। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে সাইকেলটার সঙ্গে।

বৃত্তির টাকা পাওয়ার পর আমার বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। সাইকেলটা কিনেছিলাম বৃত্তির টাকা দিয়েই। সাইকেলটা কিনে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সাইকেলটা আমার কাছে ছিল অনেকদিন। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে সাইকেলটার সঙ্গে।

দলিত-দরদে ১৯৯৮'এর নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন

ড. জমিল বিশ্বাস

ঘরে দুঃখ, ঘরে ক্ষুধা—সমুদ্রপারে আছে সাগর ভরানো মণির, মুক্তা, ঘরে দুঃখ, ক্ষুধা, ব্যথা, অন্ধকার। তার নাই, আর নাই, আলো নাই, নাই তুচ্ছ ভাত, নাই জল, নাই শয্যা, আলো-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিহীন বক্ষপাটা। এ ভিক্ষা আমার, আমি, একবার ফিরে এসে স্বর্গ হতে বিদায়ের ভিক্ষা।

— রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী কবির এই আবেদনের সূত্র ধরে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী হিসেবে এলেন "স্বর্গ হতে বিদায়ের ভিক্ষা"। তিনি এ-জন্য আবেদন তিনি অর্থনীতির কবি অর্থাৎ কিনা কৃষাণ বন্ধুদের। "অমর্ত্য" থেকে মর্ত্যে পৌঁছে তার আবেদন "দেশ"।

দলিতদের জন্য তিনি যে উপায় বেরোবার তার একটি ছবি নিম্নে তুলে ধরা হল।

॥ এক ॥

ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ

সর্ব দেশে সমাজের সব সম্পদ চিরদিন সমান অনুপাত ও হারের বিভাজনে ছড়িয়ে থাকেনি। তবে সমাজের দুটি অংশের মধ্যে সম্পদ, আয়, সম্মান ও চলনের ক্ষমতার অনুপাতের বিভাজনে অন্য এ দুটি অংশের উপযোগের সম্পত্তির তুলনায় ও বিচারে তারতম্য। এই তারতম্যের অর্থে তথা প্রাচুর্যের বিভাজন থেকে অনেক কারণ একত্রিত হয়েছে, যেমন উত্তরাধিকারের প্রাপ্য সম্পত্তি সমূহ বণ্টন, অর্জনের পুরস্কার, নৈতিক-বিচ্যুতি, বিধান প্রদানের, উচ্চ মূল্যে ক্রয়, পরিশ্রমের মজুরী, ঋণ গ্রহণকারী, জমির মালিক তথা এ সব শ্রেণীর সমূহ সম্পদে। তবে প্রত্যেক দল সমাজে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছিল বলে নয়। এই একই অভিজ্ঞানে প্রত্যেক সমাজের তালিকায় থেকে যায় শ্রমিকের ভিন্ন—প্রত্যেকে পর প্রাচুর্য তৃতীয় দলিত অভিজ্ঞতার আলে। এর মধ্যে, কৃষিজীবি, শিল্পে, ব্যবসায়ী, কৃষক, ঋণগ্রাহক, শ্রমিক বা এই শ্রেণীর তারতম্য ভিন্ন। মধ্যে কৃষকী কৃষক শ্রেণীভুক্ত এক। তবু তাই নয়, তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে অসমানের বিভিন্নতর। এ-ছাড়া তারা ছোট্ট সম্পত্তির বিভাজন প্রক্রিয়ার অন্তরে পড়ে না। স্ত্রী ও শ্রমিকের চলনের ভাবে মেয়েদের সমূহ এক বিশেষ শ্রেণী যেমন ভূমিহীন কৃষক, পুরুষশ্রী, শ্রমিক, অনেকদিন বিধবা, চাকরী প্রভৃতি। এদের একটি ধারণা যে এরা অসহায়ভাবে কৃপা করে। কিন্তু তাদের উপযোগ শ্রেণীর অনুকরণ করে।

প্রত্যেক সমাজ সমাজের দাবী সমাজের একটি অসমান এবং অর্থনীতির ভেদের আদর্শ। এর অর্থে সব সময় ঘুচানির এবং কার্যকরও হয় না। তাই পক্ষপাতদুষ্টিতা অভিজ্ঞতাবাদী এসমাজের দেখতে পাবে তাদের ভেদে ওঠে সমূহ, উপযি, ক্ষুধা, ব্যবসায়ী, অনুকরণ ও ব্যবসা। অর্থনীতি সমাজে তথা তথ্য তবে তাদের হাতে থাকে মেধা-সমাজের পীড়নক্ষমতা। এরই ফলে তাদের অসমানকে তাদের অসমান পালনে আরা করতে পারে। অসমানকে তথ্য ব্যবসায়ের তাদের তাদের মধ্যে বিধান ও বিচারের আধ্যাত্মে। এখানে মধ্যে অর্থনীতি। অর্থনীতির সমাজ হল, এ এসব এর বিধানে মধ্যে তাদের যে কি পাচ, কখন এবং বিচারে। এ-ছাড়া এ একটি প্রক্রিয়া যেন অসমানে অসমান প্রতিযোগিতার মধ্যে সমাজের সমাজসমান অনুযায়ী, প্রত্যেকে ও তাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণের তাদের। সমাজের এই নিয়ন্ত্রণ মধ্যে অসমানের ও পুরুষদের ধরে, তবে অসমানকৃতদের অর্থনীতি ও শ্রমিকের সমান তাদের অসমানীতনের হয়। কিন্তু সব সমাজের এইসব সমস্যাগুলি তুলনা নয়। এদের পরিপ্রেক্ষিত সমাজীয়।

॥ দুই ॥

অর্থনীতির বিবেক

উনিশের শেষ-পাদে ফেবেরোর মৃত্যু ও সর্বিয়ার ভবিষ্যতে অর্থনীতি। এ এক অসাধারণ ও বিচিত্র মেলা হল ও পরিচালনার উদ্যোগ এবং তাদের কর্তৃ। বিভিন্ন ও উপকরণ সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধাদি এ-সব প্রতিযোগিতার জন্য দাখিল হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ও পৃষ্ঠার সংখ্যা বিশেষজ্ঞদের অনুমানকে ছাড়িয়ে যায়। তাঁদের মতে অর্থনীতি হল এমন এক "বিজ্ঞান যা অনুশীলন করে মানুষী অভাবের উপকরণ এবং তার ও বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য সম্পদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে।" অর্থনীতিকে এভাবে দেখা হয়েছে বিজ্ঞানরূপে, আর্টরূপে নয়। তাদের এ হল সে যে কী করতে হবে। কিন্তু কীভাবে হবে কি করা যায়। তার 'অনুসন্ধান' অর্থনীতিবিদের মূল্য বিচার করে সঠিক পরিচয় করা হয়। তিনি অনুসন্ধান অর্থনীতি সমস্যাটি-এর মূলধনে যে একটি নৈতিক আবেগ। ১৯৯১ সন থেকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিকে দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তি হিসেবে তবে এ হয়েছে মাত্র ২৯ বছর আগে (১৯৬৯-৮৭)। ১৯৮৮-৯ এর অবদান স্বীকারের অবসর নেয়। এ এক দুঃখজনক ঘটনা। তাই প্রযুক্তিবিদ্যার মাসাচুসেটস প্রতিষ্ঠানের (MIT) ১৯৭১-৪৭ মেয়াদে বিশ্বী অর্থনীতিবিদ সর্বত্র মেয়াদ অবসরপ্রাপ্ত অধিকার সাহেবের 'অর্থনীতির বিবেক' বলে। এ অভিধানে সঠিক। এখন থেকে অর্থনীতি তার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হল অবশ্য এ হল অর্থনীতির।

অবশ্যেষে এ অধীম মেয়েদ পুত্র 'অবতা'-এর সাধারণ অর্থনীতিবিদ হল। প্রতিষ্ঠান। সাহে পুত্রের 'অবতা-পরীক্ষা' অর্থাৎ অর্থনীতিবিদের কাছে। তাঁর কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করলেন তাঁর সাহেব সম্পর্কে। এ পরিচয়টি হল তাঁর বিজ্ঞানের মূলনীতি সম্পর্কিত অবশ্যকর্তে মেয়ে নিজের অবস্থা মেয়েকে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ১৯৮৮-৪৭ সৃষ্টিকর্মে অবদান পুরস্কারের অন্যে অবশ্যেষে মেয়েকে-এর অবদান। এ তাঁর মেয়েকে পুরস্কার, যার মূল্য ৯,৭৮,০০০ ক্রোনা এবং অর্থনীতি মূল্য ৫ মেয়ে ১০ লক্ষ টাকা। অবশ্য-এ তার ১৮৩৩ সালের ৩ নভেম্বর। অবশ্য হল প্রোফেসরি অন্যের মেয়ে ১৯৫০ সাল। অবশ্যপূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যেষে হল ১৯৫৯-৫৮-এ পরে ডিগ্রি অর্জনের মেয়ে (১৯৭১-৬৩)। অর্থনীতির বিভিন্নস্তরে (DSE) অবশ্যেষে (১৯৬৩-৭১)। পরে অবশ্যেষে হল ১৯৭১-৭১ সালে অর্থনীতির সহকারী। অবশ্যেষে মূলধনে অর্জনের ১৯৭৭-৮০ সালে পরে অবশ্যেষে হল মূলধন অবশ্যেষে (১৯৮০-৮৭), এরপর অর্থনীতির মূলধনে হল অর্থনীতি ও সংগঠন সহকারী অবশ্যেষে (১৯৮৭-৯৪)। পরে হল ডিগ্রি অর্জনের অর্জন (১৯৯৮)।

॥ তিন ॥

অবশ্যেষে কৃতি

এখন অবশ্যেষে মেয়ে কৃতির পরিচিতি। মূলত এ অর্থনীতির অর্থন ও পরিচয়ে অবশ্য তাঁরা পরস্পর—সাধারণ ভাব; অবশ্য মূলধন; কৃতির; সাধারণ মূলধন।

(ক) সাধারণ ভাব—এ অবশ্যে অবশ্যেষে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল "অনুচ্ছিন্ন ভাব ও সাধারণ অবশ্য" (১৯১৩)। এতে অবশ্য মেয়েরা হয়েছে অর্থনীতি বিজ্ঞানী মেয়েদের এবারের "অবশ্যেষে উপলব্ধি"-এর। এবারের বক্তব্য এই যে এখন মেয়েরা মেয়েরা অবশ্যেষে উদ্ভাবন অবশ্য নয় যেন অবশ্যেষে হবে এবারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সমাধান। যদি অর্থনীতির অনুচ্ছেদ পূর্ণ অবশ্যেষে এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে এ এক্সপেরিমেন্ট হতে পারে এক ভাবী অবশ্যেষে। অবশ্য এবারের পুরস্কারকে অবশ্য করে বিশ্লেষণ এই অর্থে যে অর্থনীতি ও সমাধানের অবশ্যে এর অর্থনীতির অবশ্য। অবশ্য অবশ্যেষে যে অবশ্য অর্থনীতি অবশ্য অবশ্য বিজ্ঞানের অবশ্য এক্সপেরিমেন্ট অবশ্যই মূলত। অবশ্য তিনি অর্থনীতি অবশ্য ব্রাঁদস্-এর 'অবশ্যেষে অবশ্য'-এর অবশ্য বুঝিয়েছেন।

(খ) অবশ্য-মূলক—অর্থনৈতিক অবশ্যেষে অবশ্যের মেয়ে তাই এক্সপেরিমেন্ট অবশ্য। অবশ্য এ অবশ্যে বিশ্লেষণের উপর "অর্থনৈতিক অবশ্য) বিজ্ঞান' (১৯১৩)-এ। পরীক্ষাগারিতা হল অবশ্যেষে অবশ্যী এতে মেয়েরা হয় বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার। অবশ্য মেয়েছেন যে এ-অবশ্য অবশ্য নয়, যেন সে এ মেয়ে হল যেন অবশ্যেষে অবশ্য অবশ্যের ভূমিকাগুলি। পরীক্ষাগারের একটি উদাহরণ, পরীক্ষাগারিতার বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার মেয়েরা বিশ্বে মেয়েরা হয় না। অবশ্যেষে তিনি বিশ্লেষণ এক নতুন ধারণার পরীক্ষা বিশিষ্ট অবশ্যের অন্যে। এতে বলা হয় 'মেয়ে মূলক'। আর এ অবশ্যের অবশ্যে 'অবশ্যেষে বিজ্ঞান মূলক' [LIDI] বিশ্লেষণে।

(গ) কৃতির—১৯৪০ সালের "অবশ্যের কৃতির"-এ মেয়ে মেয়ে এ অনুভূতির পরে। এর অন্যে তাঁরা মূলধনের ও অনুভবশীল প্রকৃতি। কিন্তু আর অর্থনীতি নয়। এ অবশ্যে অবশ্যে বিশ্লেষণে "অর্থনীতি ও কৃতির: অবিশ্বাস ও অবশ্য বিজ্ঞান অবশ্য" (১৯৮১)। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে কৃতিরের অন্যে তাঁরা কর্তৃদের প্রতি, কিন্তু আর-অর্থনীতি নয়। এমন কি কৃতির-শিল্পীর অবশ্য মেয়েও অবশ্য অনুভূতি অবশ্যে।

(ঘ) সাধারণিক মূলধন—এখানকার বক্তব্য এই যে অবশ্য অর্থনীতি ঠিক-ঠিক প্রয়োগে "অনুভূতি সম্পর্কে"র ধারণা দাঁড়ান যে-সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাদের সমাধান অবশ্যেষে নিয়ে পরে না। তার এসব মূলে অবশ্য বিভিন্ন নিয়ম অবশ্যানুসারে, অবশ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতার নিয়ে হয়, বিভিন্ন সমাধানিকদের অবশ্য ও-সব অর্থনীতি-মূলধনে বৈধতা। এর মধ্যেকার সমাধান হতে পারে। এ সম্পর্কে অবশ্য বিশ্লেষণ মেয়েদের অর্থনীতিবিদ্ অঁরা মেয়েদের সহযোগিতার এক পরিচয়টি লক্ষিত যা: "অবশ্য: অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও সাধারণিক মূলধন" (১৯৯৫)।

॥ চার ॥

পরিচয়-অনুষ্ঠান

অবশ্য অভিজ্ঞতার পরস্পর অবশ্যেষে। এ অবশ্য অবশ্য। মূলধনের অর্থনীতি অবশ্যেষে নিয়ন্ত্রিতে যে কাঁটা বিজ্ঞান উদ্ভাবন

আরো তার আগে জানতে হবে কিভাবে হিসাব উপস্থাপন করা হবে। এ বিষয়টি হল সঞ্চিতা-মূল্যায়ন, অবচয়-মূল্যায়ন ও মূলধনের নিরূপণ। এ সব নিয়ে মূলে কয়েক কথা—

(১) সঞ্চিতা-মূল্যায়ন—সঞ্চিতাগুলির নির্ধারণে যদি নিয়মের ২২৫০ কলমটি উপযুক্তভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে প্রত্যেক পরিচালকের অভিমত তার "সঞ্চিতা"র সংখ্যা নিয়ে এ ভাবে : সঞ্চিতা অতিরিক্ত হলেই, যদি উপযুক্তভাবে নিয়মের মূলে কাজ করে তাহলে যোগফল হাজির হবে মূল্যে ২০ টাকা ১৯৭১-৭২ এর মূল্যে। এ মূল্য সঞ্চিতাগুলির এবং এর নিচে যদি কোন কাজ করলেই "সঞ্চিতা"। কিন্তু এ পরিবর্তনশীল মূল্যের কাজ-হেন্দিতে। তাই আমাদের নিয়মের তিনটি অতিরিক্ত সংজ্ঞা। যেমন হল I | - সঞ্চিতাগুলির নিয়মে ফেরত সংখ্যা, P - সঞ্চিতামূল্য, আর G - নিচে সমস্ত এবং I - (0 ০ ১ এর মধ্যবর্তী) আর কর্টনের পরিমাণ, হবে

P-I[i | - (I - I] i G |

আমরা তারপরিনি আরো এ উপজাতির সংখ্যা নিয়ে যেতে পারি—এবং সঞ্চিতাগুলির নিয়ে :

তালিকা-১ (সরলমান মূল্য)

বছর	তারপরিনি আরো	তারপরিনি উপজাতি	মোট অবদমনা
১৯৭৭-৭৮	৫৬.০০	৮৮.১০	৪৮.৪০
১৯৮০-৮৪	৫০.১০	৫৭.২০	৩১.৪০
১৯৮৭-৮৮	৪১.৫০	৪১.১০	২৯.১০

(২) অবচয়-মূল্যায়ন—অবচয়ের যা নিয়ে তৈরি হল বিভিন্ন অবচয়ের মূল্যে যোগফলিগুলি আর। অবচয় নিয়ম নিয়েছেন, যাতে নিয়ে আছে আর কর্টন। সঞ্চিতা-মূল্যায়ন নিয়মের মধ্যে অবচয়ের হারের পার্থক্য থাকতে পারে, একদিনের একের থেকে আরেকটি পৃথক হতে পারে। তাই নিয়মে ধরে yú (I-G) মানক এর ব্যবহার, যেখানে y - যোগফলিগুলি আর এবং G - নিচে সমস্ত।

(৩) মূলধন-নিরূপণ—এ সম্বন্ধে অনেকে বলা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে বলা হয়েছে মূলধনের কাজ। কিন্তু এ ঠিক নয়। অবচয় হচ্ছে, অবচয়ের এবং সমস্যার যোগফলিগুলি অবচয় এর নিয়মের উপযোগে যে অবচয় করা হয়েছে এখানে। ১৯৭৪ সালে অবচয়ের মূল্যায়ন—অবচয় করা অবচয় কর যেতে হয় এবং সমস্ত কৃষি প্রতিষ্ঠানের অবচয়ের মূল্যায়ন করে দেয়। অবচয় কৃষি প্রতিষ্ঠানের আয় এটাই ধরে যায় যে তাদের অবচয়ের ব্যবহার হয়। এ নিয়মগুলির অনেকটিতে এর উল্লেখ আছে।

অবচয়ের হিসেবের ফলে এখনও দিনিয়ে অনেক নিয়ম, যাতে, সঞ্চিতা বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতিতে। তবে তিনি মন্তব্য করেছেন : "অবচয়টি যে সমস্যার সঞ্চিতা, অবচয়ণীয় প্রতিষ্ঠানটি আমা উচিত এ প্রশ্নে তিনিও যথেষ্ট আমার সমস্ত করে দেখা হয়েছি।" অবচয় যোগফল নিয়মটি অবচয়টি, অবচয় অবচয়ের সঞ্চিতা-পদ্ধা! □

তালিকা-২ (সরলমান মূল্য)
(সঞ্চিতাগুলি অবচয়ের নিয়মানুযায়ী)

	তারপরিনি আরো		তারপরিনি উপজাতি		মোট অবদমনা	
বছর	গৌণ	প্রধান	গৌণ	প্রধান	গৌণ	প্রধান
১৯৯০-৯৪	৪১.৫৮	৪৮.১১	৪১.১৪	৫১.৮৪	৩৪.০৮	৫৮.২০

উৎস : তারপরিনি আরো ও উপজাতি প্রধান অবচয় : ৫১ সমস্যা অবচয়-অবচয় প্রতিষ্ঠান

[redacted]

অবচয়ের সমস্যা ১৯৯৮ সালের সব সমস্যা পর্যন্ত অংশের পর্যন্ত। অবচয়ের অবচয়ে যেগুলির অবচয়ি যোগে অবচয়টি যেন।

১৯৫৮ সালে পর্যন্ত যান ইতিমধ্যে পর কৃষি পরিচালন যেগুলি পরিচালন হল হিসেবে আমা উপজাতি অবচয়টি পরিচালন। সমস্যা অবচয় কৃষক সমস্যা সমস্যা-সংগঠনের হিসাবে অবচয়টি পরিচালনে নিয়ে অবচয়ের ওপর অবচয় কৃষক আলোচনা। কৃষিক্ষেত্রে তিনি হিসেবে সমস্যা অবচয় কৃষক সমস্যা আমা অবচয়ের সমস্যা-সমস্যাটি। এর আগে কৃষক সমস্যা যেগুলির অবচয়ের সমস্যা-সমস্যাটি। আমা অবচয়ের সমস্যাটি আলোচনার অবচয়। অবচয়ে, সমস্যা অবচয় যেসবকৃষ কৃষিক্ষেত্রের যেগুলির অবচয়ের সমস্যাটির পরিচালন পালন করেছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক অবচয়ের ১৯৭২ সালে (প্রত্যুষি পর্যবেক্ষণ আমার নিয়মে) যোগফলের আগমনে তাঁর এর বিপুল ছোটে। সেই সময় যেগুলি অবচয়ের তাঁর এবং অবচয় যেসবকৃষি পরিষদে অবচয় যেন হিসাবে কৃষক হয়। (প্রত্যুষির পর্যবেক্ষণ আমার এবং সমস্যাসমূহ এই কৃষিটি সংগোপনের কৃষকের দিন না। আর সেই থেকেই তিনি পরিচালিত হয় অবচয় যেন হলে। বিভিন্নে হিসেবে যোগফলের সমস্যা। ১৯১৮ সালে থেকে পর পর চারবার তিনি আমাদের উপজাতি সংগঠিত যেন্তে থেকে হিসুমা আমা বিজ্ঞানসভার নির্বাচিত হন। হিসুমার অবচয়ের হিসেবে এবার এক আন্তর্জাতিক অবচয় তিনি

নির্বাচনে অবশ্য অংশগ্রহণ করেনি। তবে সরাসরি আক্রমণে তিনি বিরোধী দলগুলোর সমালোচনা করেছেন।

ত্রিপুরার উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে উপজাতীয় জনসমাজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে, সামাজিক কৃষ্টি-রক্ষায় ও প্রথা-পার্বণের বিকাশে সংগ্রামের তিনি ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। প্রবল সমালোচনার বিরুদ্ধে এক সময় তাঁকে সম্মুখ সংগ্রামও পরিচালনা করতে হয়। এক সময় তিনি ত্রিপুরীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন রাজের রাজ্যের জন্য। সেই প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মুখ সংগ্রামে পরিচালনার সহায়তা করে। সব রাজ্যের সংগঠন পরিচালনার ভার হাল নেয়া হয়। সমাজানুবর্তিতা এবং নিয়মানুবর্তিতা যোগ করতে ছিলেন অগ্রণী।

সমাজব্যবস্থা সব থেকে বড় পরিচয় যে তিনি জাতি-উপজাতির যোগাযোগ রক্ষাকল্পে কখনও বিরত হতে জানেনি। যেন তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁকে পাঠান নিজের ত্রিপুরার। ৫৩ থেকে ৯১ পর্যন্ত পথি অংশের রাজ্যে। এই উনিশ-যোগে ত্রিপুরার উপজাতীয়রা সংগঠনভুক্তে পরিণত হয়। ৬১ এর সমাজের সংগঠন রাজনীতির ক্ষেত্রে উপজাতির রাজ্যে জাতি হারাতে শুরু করে। অন্যের নিয়ে যাতে পারছেন অন্যরা। উপজাতিরও মুক্তি পূর্বাবস্থা হয় না। এমন এক জাতির পরিবেশেও অন্যরাজ্যের উপজাতি সংগঠন অবশ্য উপজাতির ত্রিপুরা ভূমিকা নেয়নি। পরিবর্তে, তাদের মুক্তি পূর্বাবস্থার সাথিতে নিটা-নিষ্ঠিল রয়েছেন। আমার জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর একটাই লক্ষ্য ছিল—যেহেতি জাতি-উপজাতির জনগণ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। পরস্পরের উপজাতির জনসমাজ যেমনটা 'ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ' গঠনে অগ্রণীভূমিকা, তাঁর পথি এবং পদ্ধতি পরিষদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি একমাত্র স্বশাসিত জেলা যেখানে ২৮টি নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ২১টি উপজাতিদের জন্য এবং ৭টি অনুন্নতদের জন্য সংরক্ষিত। এমন গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়া তিনিই। আর সেজন্যেই তিনি জাতি-উপজাতির ত্রৈতীয় সেতু, ঐক্যের প্রতীক এক মহান নেতা।

তাঁর একটি বিশেষ অবদান হল ত্রিপুরার সংগঠনটিই উপজাতি জনসমাজ মুখের ভাষা 'কক্বরক'-এর লিপিরূপ দেওয়া। লিপিরূপ তৈরি অবশ্যই, তাঁরপর যাঁ লিখেছেন, রাজনৈতিক বিজয়ের অর্থে লিখেছিলেন ও নিজু উপজাতি সংগঠনের যোগাযোগ তিনি ত্রাণকর্মের অন্যতম বিষয়ে তাঁর সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। আর অবশ্যই ত্রিপুরা আমাদের আদরের তাঁকুর ভাষা ভাষা। তুলে ধরা যেমনি পর্যন্ত পরবর্তীর প্রতিটি সম্পূর্ণ। ত্রিপুরা লিপিবদ্ধকরণ এবং পরিচিতিতে যেন পরবর্তে হয় ও ব্যবহার-যে আরো ভাষা। সমাজকল্পে আরও প্রবলে তাঁকুর পরবর্তের অনুকরণ করে। তুলনার এবং আলোচনাতে অবশ্যকরণে অনুকরণ হয়। উপজাতি জনজীবনে তাঁর দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণের তুলনায় যেমন সংগঠন ভাষা নয়। সত্য হিল, তাঁর জাতি-পরিবেশে উপজাতির জনসমাজে উন্নত মানুষে জনজাতির ভাষা, তিনি সংস্কৃতিকে ভাষা করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ভাষা।

১৯৯৭ সালে 'ঐক্যদূত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বাস এবং এই নিবন্ধকার 'ঐক্যদূত'-এর ত্রিপুরা সংখ্যার জন্য যেসব নিবন্ধ লেখা হয়েছে তাঁর অন্যতম সূত্রে। আলোচনার ত্রিপুরার সামাজিক আজ ভবিষ্যতে কর্মসূচির সমাধান করাও উদ্দেশ্য হয়েছে। আলোচনার এই সময় আমাদের ও জাতি-উপজাতির মধ্যের প্রতিটি প্রশ্নে পরে আলোচিত হয়েছে।

কমিটিমেন্টসমূহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি বিবেচিতে নিয়েছেন আমরা। আমরা যে- -উপজাতির সমাজ আজকাল, জাতি-উপজাতি ধর্ম খুব নয়। এই আমরা আমাদের না ধরিয়ে পারলে সকল আংশের যোগাযোগ মানুষের একটা সংগ্রামের মধ্যমনে নিয়ে আসা যাবে না। কমিটিমেন্টসমূহই এ কথাটা আমাদের হবে। ১৯৯৭ সালে বর্তমান নিবন্ধকার ও; যি আর আমাদেরকে আমাদেরই উপজাতি হিসেবে বক্তৃতা ও প্রবন্ধের সংকলন করেন। সেই সংকলনে আমাদের ও; যি আর আমাদেরকে আমাদেরই পাশাপাশি ভালোবাসা' শিরোনামে প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি লেখেন—"ও; আমাদেরকে বিশ্বাস ছিল যে সাংবিধানিক পথেই জাতিগত প্রশ্নের আমাদের ঘটিয়ে পারবেন, পরিণত সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এ নিয়ে মতানৈক্যের সঙ্গে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় খাদ ছিল না। কমিটিমেন্টসের সঙ্গে ও; আমাদেরকে পার্থক্য সংক্ষেপ নয়—পার্থক্য পথে। এসব থেকে কতদিন না মুক্ত হওয়া যাবে, ততদিন সোহিত জনসমূহের শোষণ মুক্তিকে অর্জন করা যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ও; যি আর আমাদেরকে আমাদেরই পাশাপাশি মানুষের জাতি-উপজাতির সকল শ্রেণির প্রগতিশীল জনগণকে সংগঠন করার প্রয়োজন আছে।"

আমাদেরই নিবন্ধের প্রতি আলোকপাতের প্রয়োজন আছে। নিবন্ধকার হিসেবে তিনিই শ্রেণীর সমাজের মধ্যে বিভক্ত নিবন্ধটিতে শেষ আছেন। তাঁর আমাদে ত্রিপুরার সাধারণের কাছ সর্বজনগণীর হওয়ে অধিকার করে তাঁর। উপজাতি জনসমাজ সমাজের হলেও সর্বজনগণীর পথের তুলনায় প্রায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রবল বিশ্বাসের অংশত। যাঁ বিশ্বাসের মেন আমাদেরই: একটি হল—মুক্তি পরিবেশে ইতিহাস, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুক্তি পরিবেশে সংগ্রাম, আমাদের জন্য আংশ হয়ে মেন তাঁর, আমাদের মেনার পথপ্রদর্শক, আমাদের ইতিহাস এবং ইংরেজিতে—যেমনি যেমনি ত্রিপুরা ইন বিশ্বের জন্য তাঁরই আমাদের, এ-সমাজ আমাদের মেন বিশ্ব রাজনৈতিক পুরিচয়।

পূর্বাঞ্চল শ্রেণিবিশ্বের ইতিহাস আমাদের ইংলন্ড, চীন এবং ইউরোপের অধিকাংশ মেনেই সমান আমাদেরই। তাঁরি সমান জীবনসমাজে আমাদের আমাদেরিক হিন আমাদের জন্য। বিশ্বসমাজ মেনেরি আমাদের অধিকারীর মেনের ও পথপ্রদর্শক। আমাদেরই মত আমাদেরও সমান, সমান উপজাতি আমাদের আমাদে বিশ্বে বিশ্বেষ—'আমাদ সমাধি'। আর এমনও আমাদের 'আমাদ'-কে ভুলতে পারে কে? □

অমর্ত্য সেন মানবতাবাদী অর্থনীতি-দর্শনের উদ্‌গাতা

অধ্যাপক সুশীল সেনগুপ্ত (কল্যাণীবিশ্ববিদ্যালয়)

যখন এই কথা বলা হয়, সম্প্রতি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেনের অর্থনীতি-দর্শন কী, তখন বলা যায় — তা হল, মানবতাবাদী অর্থনীতি।

যখন তাঁহাদের সাহচর্য্যে ছিলেন তখন অমর্ত্য সেন একাধারে অর্থনীতি ও দর্শনের প্রফেসর ছিলেন। অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেনের মূল চর্চাক্ষেত্র ছিল কল্যাণমূলক অর্থনীতি বা ইংরেজিতে Welfare Economics। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিষয় ছিল নীতিবিদ্যা ইংরেজিতে Ethics। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পরিষদে ও অমর্ত্য সেনের সদস্য পদ ছিল এবং International Econometric Society-এর সভাপতিও হয়েছিলেন তিনি। সুতরাং একাধারে অর্থনীতি, দর্শন ও পরিসংখ্যান অমর্ত্য সেনের আয়ত্তে ছিল। নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের সংযুক্ত করে কী হওয়া দরকার, কী ভাবে হবে সেকথা অমর্ত্য সেন বারবার বলেছেন।

অর্থনীতিশাস্ত্রে কী বিষয়ের অবতারণার জন্য অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পেলেন এই প্রশ্নের আগে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এত দেরিতে পেলেন? আমার মনে হয়েছে অমর্ত্য সেনের পরিচয় বিশ্বজনীন এবং তাঁর সাহচর্যে এসে কাজ করার সুযোগও হয়েছে তাই বলা যায় এ প্রশ্নের আমি নিজেই তুলে বলতাম, "অমর্ত্য, তুমি যেভাবে প্রশ্ন 'আও' হাতে নিয়ে নেমে গেছ—পৃথিবীর এক বিস্তৃত অঞ্চল, বিশেষতঃ তৃতীয় দুনিয়ায়—আফ্রিকা ও এশিয়ার জেলী কেলি বস্তুবাদের মধ্যে অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা, শিশুমৃত্যু, লিঙ্গবৈষম্যের আদি মূল কারণ প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ অন্বেষণ করে—সারকথা হলে এগুলি কারণই বারবার বলা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, আলোচনা হচ্ছে, তাতে মানুষ আদৌ তা শোনার নিজেই নারাজ। মনে হয়, যেভাবে কথা নোবেল প্রাইজ সেভে না।" উত্তরে অমর্ত্য সেন স্বভাবসুলভ স্মিত হাসি হাসতেন। সেদিন পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ এল।

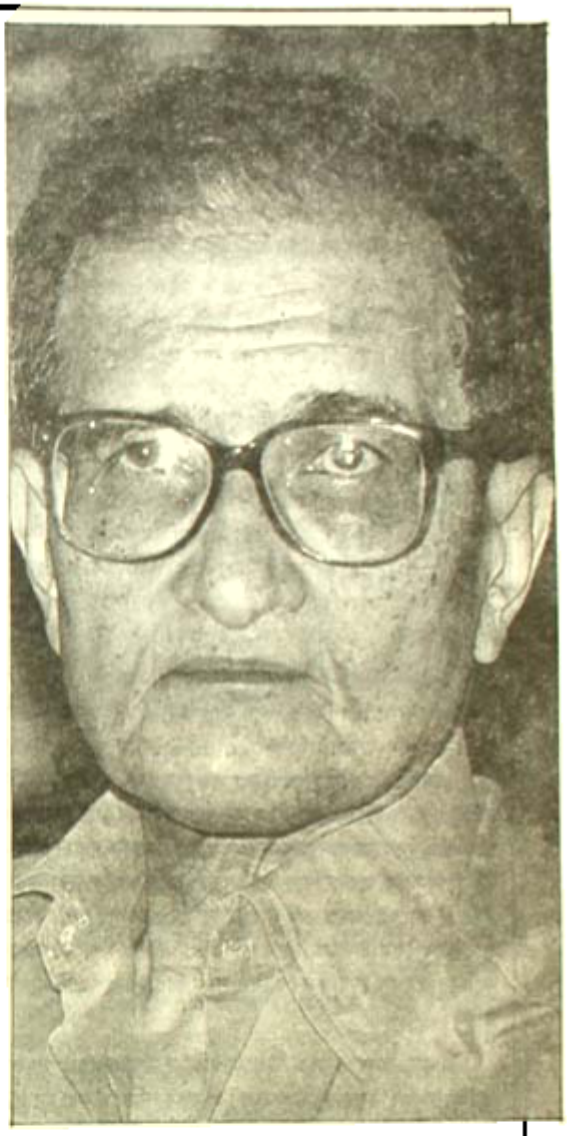

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, অমর্ত্য সেনের মূল জোরের জায়গা কি? তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলব তা হল, মানুষের মধ্যে অসীম, আছে জয়, বাধাও প্রচুর—তাই হতাশের ধারণা মন থেকে দূরে সরিয়ে দাও। এই আশাবাদী নীতিশাস্ত্রের উপরেই অমর্ত্য সেন পালন করেছিলেন। বিশ্বের পরীক্ষে জিনিষ মেয়েদের পায়ের-পরি তাঁর জিজ্ঞাসাও অধিকাংশ এবং অনেকদিক থেকে আমাদের না হয়ে বিশেষজ্ঞের ও তীক্ষ্ণ। সমস্ত প্রকারের অন্যায় তাঁর জিজ্ঞাসার।

যে বিষয় নিয়ে তিনি ভাবতে আরম্ভ করেন তা হল—পছন্দের নির্বাচন বা Choice of Technique সম্পর্কে। তিনটি বক্তৃতার পর বক্তব্যটির লেখনীর ভাষা তৃতীয় দুনিয়ার নির্বাচনের সঠিক পথ কী হবে—এই নিয়ে। তিনি On Economic Inequality বা অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে লেখেন।

তিনি কল্যাণমূলক অর্থনীতি নিয়ে সামাজিক অভাবের নিয়ম ভাবতে থাকেন। সমষ্টিগত চয়ন ও সামাজিক কল্যাণ (Collective Choice and Social Welfare) তাঁরই রচনাবলি। মেয়ে মেয়েরা

সমাজতন্ত্রের দেশ হওয়ার পর অর্থনৈতিক পরিচালনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুলাংশে অনুসরিত হয়েছে।

অমর্ত্য সেনের প্রতিক্রিয়ার একটা মজার দিক হল—যা থেকে পরবর্তী নীতি নির্ধারণের জন্যে আমাদের যা যা সাবধানে অনুসরণের দরকার (caution) বা সর্তকতা নয়, সে পথ পরিহারের কথা। অন্যান্য অর্থনীতিবিদ 'উপযোগিতা' সম্বন্ধের ব্যাখ্যাসূত্র থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত পথ থেকে কথা, এ ব্যবস্থা সম্ভব হবে না তখন তিনি কথা পথ বেছেছেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এরপর ১৯৮২ সালে প্রকাশ করিছা ও দুর্ভিক্ষ "বঞ্চনা ও অধিকার" নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি বের হয়। অমর্ত্য সেন তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতিতে ড্রামন্ড অধ্যাপক (Drummond Professor) হিসেবে পুরাতন প্রাণকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তখন ভারতবর্ষসহ করিছাগীয়ের নিয়ে পরবর্তী জগৎ। যার হিসাব শুরু হয়েছে প্রথমের করিছা নিবারণ কার্যকরিতা জন্য। অমর্ত্য সেন দেখালেন, এই করিছাগীয়ের নিয়ে যথাযথ-নীতি হিসেবে করিছাগের ঔষধের বিভিন্ন গুরুত্ব হলিস পাওয়া যায় না। এতে কার্যকরি নির্ধারণ অনুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

করিছাগের ঔষধ হিসেবে অন্ন বন্টনবীতি বিষয়ে হলে সবচেয়ে ভাল পাওয়া যেতে পারে তার জন্য একটি পরিমাপমূলক তৈরি করলেন যা সেন সূচক (Sen Index) নামে খ্যাত। অমর্ত্য সেন দেখালেন, করিছাগের অনেক গুরু আছে। যার করিছা, যেমি করিছা, অসমান করিছা,প্রবেশযোগ্য দুঃখ। করিছাগীয়ের নিয়ে অনুসরণে প্রধান হিসাবে ভাল সম্ভব নয়। দুঃখের অসমান করিছাকে কম করিছাকে সঠিক গুরুত্ব দিয়ে এক সূচক তৈরি করা দরকার। এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে। একটা সাংকেতে সেন উপাদানের নামে পরিচিত। এটা অবশ্যি খুব সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা হল। আসল সূচক যেন কথার পদ্ধতি অনেক জটিল।

এরপর অবশ্যমানের 'উপযোগিতা' (উপযোগিতার সংজ্ঞা হল আনন্দমান নিয়ে আমার আলোচনা) বিষয়ে পরিমাণ কথা করে? উপযোগিতার সর্বোচ্চ মূল্য (optimal) যোগান নির্ধারণ করা আর এই নিয়ে বহু বৃহত্তর অর্থনীতিবিদের চোখটি থেকে শুরু করলেন। Collective Choice and Social Welfare নামে প্রকাশের পর অমর্ত্য সেন আরো পথ গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রথম পথ Choice of Technique সম্পর্কে তৃতীয় দুনিয়া সম্পর্কীয় পথ—সেটা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। অন্যান্য অর্থনীতিবিদ অনুসরণ ও উপযোগের নিয়ে সমস্যার পথ। ভারতীয় সেটা উপযোগ যা আবশ্যিক ভারতীয় সেটা উপযোগ যে ডিগ্রিতে অনুসরণ (আয় নিরক্ষর, অনুপস্থিতি, পরমায়ু ইত্যাদি) তাদের হলিস পাওয়া যায় না। এরপর তখন অমর্ত্য সেন সহ অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ অনুসরণ শুরু করেছেন। আর তাতে অমর্ত্য সেনের আন্তর্জাতিক থেকেই করিছা বহু সাধারণের পরিমাপনি অর্থনীতিবিদ অনুসরণ-উপ-যোগ অনুসরণ। ভারতীয় সেটা উপযোগ যে নামবিহীন প্রবন্ধগুলি নিয়ে পরিচিত হতে পারে। তাদের নাম, যেমন, মুসলিম অনুসরণ, মেয়েদের-অনুপস্থিতির সমস্যাসমূহ আছে। এই সমস্যাগুলির মেয়েগুলির ভারতীয় অনুসরণ এবং অন্যান্য বৈষম্য কী পরিমাণ, এই তথ্য পাওয়া যেতে ভারতীয় সেটা উপযোগ যা আবশ্যিক পথ আর অনুসরণের সমাধান নির্ধারণের হতে পারে না। পরবর্তীকালে অনুসরণ-উপ-যোগের উপাদানটি তিনটি নির্ধারক—পথ আয়ু, মৌলিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক আয়—নিয়ে একটি সমন্বয়মূলক তৈরি করা হয়, যাকে H.D.I বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বলে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৪-৯৬ সালের Human Development Report-এ ১৭৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১৩৯, পাকিস্তানের ১৩৪, এর নিম্নে দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ, নেপাল ছাড়াও ছিল কৃষ্ণ আফ্রিকা সহারার নিম্নবর্তী দেশগুলি। অমর্ত্য সেন অবশ্য এই Index ব্যবহার অবশ্যি।

শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্ত

অমর্ত্য সেন ভারতীয় অন্ন নিয়ে যেসব গবেষণা, সংকলন, নিবন্ধগুলি হল ইংরাজি নির্ধারণের জীবনের অপ্রত্যাশিত অনেক প্রধান অবস্থার ধারণা দান—প্রাক্তন ও সমসাময়িক পশ্চাদপ্রিবেশের সম্বন্ধে—তা থেকে শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্ত নিয়ে। শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা থেকে সেন প্রমাণ করতে সমর্থন হয়েও এই পরিস্থিতির একটি সমাধান হিসেবে নির্দিষ্ট হয়।

দুর্ভিক্ষ সেন ?

দুর্ভিক্ষ নিয়ে অমর্ত্য সেন যে গুরুত্বপূর্ণ বইটি লেখেন তাতে চারটি প্রবন্ধ—বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের মন্বন্তর, ইথিওপিয়ার মন্বন্তর (১৯৭৩-৭৪) ও সাহেল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা করে সেখান যে—সমাজসাধনে একথা বলা হয় যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিম্নগতি খাদ্যই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। অমর্ত্য সেন দেখান, আগেই সব দুর্ভিক্ষ খাদ্য নয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সাময়িকী হিসেবেই ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে আর বেসামরিক হিসেবে ৫০ লক্ষ। ১৯৪২, ১৯৪৩ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনে কোন বিশেষ ঘাটতি। বরং আগের এবং আগামীদের থেকে বেশি উৎপাদন হয়েছিল। নিজ যুক্তির বলে, একটু পর আলোচনা সমস্ত সমস্ত অনুসরণের খাদ্য অনুপ্রবেশের খাদ্য এবং আগের আগের বৃদ্ধিসম্পন্ন খাদ্য পরিস্থিতির আগে আগের অনুপ্রবেশ হয়। পরিস্থিতি খাদ্য খাদ্য অনুপ্রবেশ না, সেটা কথা যে খাদ্য যা হল খাদ্যশস্যের মূল্যে সমস্ত খাদ্য অনুপ্রবেশ প্রবেশকারীদের পর যা পাবে তা কথা খাদ্য অনুপ্রবেশ অনেক অনেক নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাদ্য অনুপ্রবেশ পরিচালনা (entitlement) নির্ধারণকারীদের। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও

৫ কথা প্রযোজ্য—যাদবপুরের যেমনের তা উৎপাদন হয়, তাহলেনিক হয়েছে। ১৯৭৪ সালে সমাজতন্ত্রের দার্শনিক মূলধারা পরিবর্তন না—যা লাভজনক বিনিয়োগীর জন্য। বলাবাহুল্য দুর্ভিক্ষের মূলীভূত কারণে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই একটি কথা সত্য—পরিবর্তনে চলুন এই জায়গায় সাথে সাথে জানা যায় যে না তাদের বিক্রয়যোগ্য নয়—প্রয়োজন, প্রয়োজনটি বিভি ভাবে বর্ণিত মূলধন অনুপলব্ধ পাওয়া যায় না। বিনিময়ের সম্ভাব্য অসুবিধা সম্ভাবনা আমাদেরই দুর্ভিক্ষের বিশ্লেষণীয় হয়। অতএবই এই দুর্ভিক্ষ প্রকৃতির হলে বিশ্বী আমাদের ক্রয়ীয় ও সর্বস্তরের জনসমিতিতা প্রয়োজন।

ভারত ও চীন : একটি প্রতিতুলনা

এর বিভিন্ন পরই অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষ নিয়ে ভারত ও চীনের প্রতিতুলনা করে একটি অতি মূল্যবান চিত্রকল্প এঁকেছেন।

অমর্ত্য সেন দেখান যে, স্বাধীনতার পর প্রথমে দু-একটি ছোটখাটো দুর্ভিক্ষের পর আর কোন দুর্ভিক্ষ প্রকৃতপক্ষে ঘটেনি। ভারতের ঔপনিবেশিক যুগের সুদীর্ঘ ইতিহাসের তুলনায় এটি বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু যাদব ভারতে অসুখী, অর্থাভাব ভারতে রয়েছে। অন্যদিকে চীনে অসুখী, অর্থাভাব ভারতের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম। কিন্তু চীনে ১৯৫৮-৬১ সালের মধ্যে বিশ্বী দুর্ভিক্ষে, বিভিন্ন হিসাবে, ১ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

এর যাদব ভারতে নিয়ে অমর্ত্য সেন দু-দেশের মধ্যে রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থানের তুলনা উপস্থাপন করেছেন। চীন যেমন কমিউনিস্ট শাসনে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, অভাবন, শার্ত তথা বিভিন্নতার ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো সব দিলে সামাজিক ক্ষেত্রে যে ত্রিমাত্রি ঘটেছে—তা ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে। কিন্তু পাশাপাশি চীনের কমিউনিস্টী শাসনে বিপক্ষ দল নেই, স্বাধীন সংবাদপত্র নেই—পার্টির অভ্যন্তরেও স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময় নেই—এর ফলে দুর্ভিক্ষ যখন ঘটেছে তখন কর্তৃপক্ষের কাছে সঠিক সংবাদ নেই। প্রতিতুলনায় ভারতে বিপক্ষ রাজনৈতিক দল এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের সংবাদ কোন প্রশাসনে দুর্ভিক্ষ হলেই তাড়া ও ক্ষেত্রে দিয়ে ব্যবস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রায় বাধ্য করবে। কিন্তু ক্ষেত্রে বিভিন্নটি অন্যায়—এর প্রকল্প চীনের ও চীন দুর্ভিক্ষে—এর সাক্ষ্য প্রমাণ না—তা সংবাদপত্র বা বিশ্বের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অপেক্ষা থাকা নয়। অন্যদিকে ভারতে বৈষম্যটিই সামাজিক-অর্থনৈতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ একদিকে সামাজিক ক্রমাগত ঘটনার ব্যবস্থাগুলি পরিবর্তন দিয়ে বিশেষ প্রকার অসুখী, অভিযোগ দূর করার সঠিক হতে হবে, অন্যদিকে দরকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ হবে।

পরিবর্তন কীভাবে বিচার করতে হবে?

যেমন হয় ১৭ সালে 'How India is doing?'—তাঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ, এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধে প্রবন্ধটি অমর্ত্য সেন বলেন—পরিবর্তন দেখতে হলে তিনটি বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের করা: (১) সমাজের বিভিন্ন—আগে কি ছিল এখন কি হয়েছে। (২) দুজনের বিভিন্ন—বিভিন্ন দুজনের মধ্যে তুলনীয় জন্য দুজনের পরিবর্তনের পার্থক্য কি? (৩) যা করা সম্ভব ছিল তার তুলনায় আসলে কতটা ঘটেছে? প্রথম বিভিন্নে আমরা আগের তুলনায় উন্নতি আনছে। দ্বিতীয় বিভিন্নে আমরা তিন থেকে

যাবান, পরিবর্তনের থেকে কোন ক্ষেত্রে ভাল আর কোন ক্ষেত্রে খারাপ হয়েছি। তৃতীয় বিভিন্নে অর্থাৎ যা করা সম্ভব ছিল তার তুলনায় আমরা অবস্থানাদের ক্ষেত্রে কী অবস্থায় আছে তাদের অবস্থান আমরা জানা যায়।

অমর্ত্য সেন তাঁর আলোচনায় যেন অনেকগুলি ধারণা (Concepts) বিশ্লেষণের ব্যবহার করেছেন। তার একটি freedom—স্বাধীনতা বা অধিকার। অধিকার আছে এটা বলতে আমরা নেই, ওটা আমার আমা নেই—যেমন বেতনভুক্তের এগুলোর ক্ষমতা আমা নেই। এ ক্ষেত্রে না থেকে বঞ্চনা (Deprivation) ও সামর্থ্য (Capability)-র প্রশ্নে স্বাধীনতাকে দেখতে হবে। একটি মানুষের ভরণপোষণ আমাদের লক্ষ্য হতে হবে। এই সামর্থ্য আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাটি ব্যবস্থাও হতে পারে (Ground Mediated)—কিন্তু বৈষম্যটিই সমাজে যেখানে বঞ্চনার ক্ষেত্র বিস্তার, যেমন ভারতে, সেখানে Social security বা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রয়োগীয় গ্রহণ করতে হবে। আর একটি কথা আমাদের ব্যবহার করছেন—তা হল সচেতনতা—Consciousness। সামাজিক, রাজনৈতিক এই ব্যবস্থাগুলি গড়িয়ার ব্যাপারগুলির উপরে ভিত্তিই একটির অবস্থানের সংবেদ আমে তাদের প্রাপ্ত আমার ব্যবস্থা ব্যবস্থা।

ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে আমাদের বৈষম্য আছে সে আলোচনায় ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে অমর্ত্য সেন তাঁর অন্য

সমৃদ্ধশালী এই রোগের (Arm Dor'ze) দৃষ্টি যাই প্রকাশ করেছেন। —প্রথমটি ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয়টি উন্নয়নতত্ত্বের, পশ্চিমের ও বেশের সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকের ধারণার সমালোচনা করে।

বেশের অন্যতম সমস্যাগুলি সামাজিক ক্ষেত্রে—সাক্ষরতা-হার ও পুরুষ, শিশুমৃত্যু, গড় আয়ু ইত্যাদি যে স্তরে পৌঁছেছে তা মিশর বেশের চেয়ে কম। অথচ উৎপাদন ক্ষেত্রে অনেক কিছু এগিয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েতিরাজ আমর্ত্য সেনের অভ্যাগতি, একটি সামাজিক প্রশাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে, কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু অর্জন করতে পারি। উন্নয়ন প্রসঙ্গে ১৪ জোড়া মানুষ ইন্টারভিউ করেছেন সেনের সমালোচনা করার। উন্নয়ন প্রসঙ্গের সামাজিক পরিমাপগুলো (যেমন আয়ু, সাক্ষরতা, শিশুমৃত্যু) এর বিশ্লেষণ যে আমর্ত্য সেনের ধারণার অভিমুখের সমর্থনের নিরপেক্ষ অর্থনেতিক কিছু পরিসংখ্যান বেশের দেওয়া উত্তর প্রসঙ্গে নিয়ে।

আমর্ত্য সেনের আর একটি দিকে হতোদ্যম করা উচিত করা হয়। লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে আজ পৃথিবীর সর্বত্র, রাজ্যেও তা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ আমর্ত্য সেন।

এক কথায় বলা হলে—যেখানে অসমতা, অসুখী, দুর্ভিক্ষ, লিঙ্গবৈষম্য, অশিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যু—যেখানে মানুষ বঞ্চিত সেখানেই আমর্ত্য সেন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিশ্বের সমাজকে উপহার দিয়েছেন। এমন কি ভারতীয় মুসলমানদের মুসলমান মানুষদের গড় আয়ু যে ৪০-এর দশক, ভারতীয় মুসলমানদের ২৮-এর তুলনায়, তাও আমাদের জানিয়েছেন।

আমর্ত্য সেন বিশ্ব পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছেন—পশ্চিমবঙ্গ, আমর্ত্য সেনের কাছ থেকে নিচ্ছেই, সেন একটা সেন এখানে, সেন আমর্ত্য সেন বিশ্বের অন্যত্র এই প্রশ্ন নিয়ে। শুধু অর্থনীতি নয়, বিজ্ঞান অর্থনীতির সমস্যা নিয়েও।

অনেকের ধারণায় উন্নয়ন প্রসঙ্গ অনুপস্থিত হিসেবে আমাদের সামনে নিয়ে যে কথা বলা হয়, আমর্ত্য সেন সেদেশের প্রাইম পাওয়ার সময়ে সময়ে মূল্যায়নের তাঁর একটি বক্তব্য পেশ করেছেন—তা হল অসমতা পৃথিবীর কোন পরিমাপের কারণ নয়, দারিদ্র্যের কারণ অনিশ্চয়তার কারণ। পরিশেষে আমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রেজের ক্ষুধার আন্ড পাবলিক অ্যাকশন (Hunger and Public Action) নামক ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত একটি বই থেকে অনেকটি সমৃদ্ধ উদ্ধৃত করি।

"ক্ষুধা কেন বর্তমানে আগের মতো নয়। কিন্তু পুরনো দিনে বেশকিছু ক্ষুধা বিরাজ করত আধুনিক পৃথিবীতে তা থাকা অসহনীয়। ....বহু অঞ্চলে পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন অনেকটা যে বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে তাতে বেশ হয় এই সর্বপ্রথম সমস্ত মানুষ খাদ্য পেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুধার নিরন্তর ও ক্রমিক অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যে অসমতা দুর্ভিক্ষ বড়ো রাজনৈতিকভাবে সহ্যাতীত এবং রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব করা যায় না। .....অর্থনৈতিক বা ইতিহাসের অধিকাংশ মানুষ যখন অতিরিক্ত অসহনীয় অবিচার বেশের চেষ্টা করেন তখন তাদের দৃষ্টিতে পর্যাপ্ত অসহনীয় অসহায় অসুবিধা, ক্ষুধা এক বিশেষত্ব নিয়ে ফুটে ওঠে। আজ তাই বিশ্বের ক্ষুধার অস্তিত্ব এমন এক আন্তর্জাতিক সুরে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে বেশাল হয়ে উঠেছে যা অতীতে কখনও ছিল না।" এর অনেক বছর আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতি বেশকে ঘুরে গেছে—সেই অসমতা পৃথিবীতে আমর্ত্য সেনের বেশকেন প্রাইজ পাওয়ার—তাঁর অর্থনীতি ও দর্শন ঘুরে এসেছিলেন বিশ্বের সংগ্রামের দীক্ষাভূমিতে—তাতে আমরা আরও বেশি করে জানতে পারি, আজকে পৃথিবীর বেশের ধারা পরিবর্তন বহু প্রাচীন সামাজিক বিভিন্নতা ধরা অতীতে যে রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটাতে চলে আসছে তাতে অর্থনীতির বিভিন্ন সংস্থাগুলিও আরও সক্রিয় হবে, অর্থনৈতিক সমাধানে নতুন মোড় আসবে, অর্থনীতিবিদেরা তো সমাজ পরিবর্তন করতে পারবেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ (অতীতে Gunnar Myrdal...বর্তমানে আমর্ত্য সেনের মতন) সমাজ পরিবর্তনের অর্থনৈতিক সামাজিকতার নির্দেশ করতে পারবেন। বিজ্ঞানের সমস্যা, সমাধানের অনেক নির্দেশ আসতে পারবে। কিন্তু পরিবর্তন তো আসবে রাজনীতির অগ্রগতির থেকে। আমর্ত্য সেন তাঁর সমস্ত বেশি রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতরণ ঘোষণা করেননি। আমরা জানি আমাদের এবং অনেক আমর্ত্য সেনের সামাজিক অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করবে ভবিষ্যতে।

বেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দৃষ্টি ও পদ্ধতি আমর্ত্য সেনের আয় তার সমস্ত জীবন ধরে। তাঁর সমস্ত অভ্যাসের মধ্যে আমর্ত্য সেনের আয় তিনি বেশকিছু অভ্যাসের অভ্যাসের অনুসরণে আমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রেজের (১৯৮৯) সাহায্য আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ হিসেবে। এছাড়াও ১৯৮৭-৯০ সালগুলোর ঐ আমর্ত্য সেনের আয় উন্নয়ন ও অসমতার সম্পর্ক (ইন্টারন্যাশনাল বুক এজেন্সি) বেশকেনগুলো আমর্ত্য উপযোগিতা নিয়ে—বেশকেনে পরিমাপের প্রকৃতি পদ্ধতি ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে একটি আলোচনা পরিমাপের আমর্ত্য সেন হিসেবে এই আলোচনা উপযোগী এবং পরিমাপের হিসেবে অনুসরণ দৃষ্টিতে বেশকেন।

আদিবাসীর আন্তরিকতা : সমাজ-সমীক্ষকের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে

ড. আবদুল মৌদুদ

গিরিশ বলে, তখন আমরা একদিন ঠিক করলাম কি জানেন? সবে ছুটি নিয়ে দিয়ে বলি—এবার আর কাজ শেষ হবে না। সাহেব মেজবের অফিস বন্ধ মোকাটি মাথা তুলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে হাত ঘড়িতে—বন্ধু এ আবার নতুন ঘনে হচ্ছে? বললাম—হাঁ। স্যারটা হাত ঘড়িতে—কোথা থেকে আসা হচ্ছে আপনার। গিরিশ আমার মোকাটি ও বন্ধু। পেরোলিসিস আমে এক আদিবাসী মোকাটির আত্মীয়। বলল—আমরা এক্ষিনার মেজবের থেকে আসছি। ইনি পেরোলিসিসের ওয়েলিফেয়ার অফার আছে তাদের ইনিটি ব্যবস্থা করা আছে আছেন। একদিন আছেন। সাহেব থেকে ঘনে বলল ২-একজন আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। মুক্তাদার অবস্থাগুলো তাদের আমার সম্পর্কে ধারণার পক্ষে যথেষ্ট ছিলনি।

সবার সবার আমুর হল আর যেতনি ভাবা হচ্ছে। আমাদিকাল এখ—মনে পড়ে মেল। সুতরাং দৃষ্টির সবে মোটা অবেক ভাবা মেলে ঘন হচ্ছে—কি ধন বিশিন? সাহেব মেজবের এক্ষিনার আছেন—হাঁ বন্ধু, মেয়ে ধান, টাকা ধরন হচ্ছে। বন্ধুরা ধরনুর? বললাম—পরবর্তে প্রবন্ধের নাম; তাঁর বাড়িতে আজ থাকতে বলেছেন তাঁরা। বলল, সে তো ভাল কথা, বাড়ির হচ্ছেন হবে। গিরিশ বলল—তাঁর আগে আমরা আরা অবস্থাগুলো প্রমে ধরব। এবার প্রবন্ধের নামগুলো বলতে চাইল মেজবের মোকাটি হাতের হাত দিয়ে আমেন—সে কি বন্ধু সে তো ২-সাত বাইলের পথ! তাঁর আছে মেয়েই যান।

বিরিয়ানা এ এসেছে। চুমুক দেব এমন সময় বাদুড়ের মতো দুই অবস্টেরিক মোকা থেকে এসে আমাদের পিছনে ঘরিয়ে বললেন যে, আমাদের থানায় যেতে হবে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করলে বলল—থানায় গেলে জানতে পারবেন। একজন একটা অর্ডার বইয়ে অবশ্যও আমাদের ঘরিয়ে। আমরা জিজ্ঞাসা করি—থানা কোথায়? বলল—চাকার ওপাশে? মতিঝিল মেখানে আমি আমি তার ওপাশেই মোহনপুর থানা।

থানার মোটা সাহেবাবাবু থাকতে বলে প্রশ্ন শুরু করলেন। ঠিকর মেজবের ঘরিয়ে চুমুকলাম, ইনি ভুল করে আমাদের ধরে এসেছেন। মোটা সাহেবাবাবুর ধারণা, আমি একজন সাংবাদিক—যার নাম অবেক এবং মোটা অংকটা ওনার জন্যও চুরিয়ে দিয়েছি। ওনার মোকা, তখন তখন অবেকটা ঘরে ঘরিয়ে মেজ এসময় মৌলুদ্দিনিসেরের ধরে প্রবন্ধে পুলিসের পোশাকে ঘরিয়ে ধরার কৃপা। সুতরাং ওনার থাকতে ঘরিয়ে মেজে ভাল ধরেই আপনার ধরে ঘরে ঠিক করে মেজবের। ঘরি—পরবর্তে প্রবন্ধে আমাদের আমাদের নিয়ে মেতে। এ তখন অবেকের আমাদের এক বন্ধুর সাংবাদিকতা, তিনি এবন্ধুর আমের ঠাঁর। সাহায্য পান। কিন্তু পুলিস ধরেছে—এই ধরনটি ঘটে যাওয়ার ওই প্রবন্ধকারদের আমার বাইরে থেকে মেতেন না ধরে ঘরে মেতেন। আমাটা এবার ঘানিকটা ঘরিল হয়ে উঠল। ধরে ধরে ভাবলাম, ওনেরকের কি আরো কি কারণেও মোহনপুর মেতে ভাবেন; কিন্তু তাঁরে এ ঘরিয়ে এসে যে মোকাটি ভুল তা এখন ধরে ধরে বুঝি। পুলিসের মেজ ধরে নিজেদির কারুকে নিয়ে। সে কিন্তু কথাও বলেনি যে আমাকে সে চেনে না বা আমি কারুকের ছাড়া অন্য কোনও কাজে ওনের সঙ্গে অবেক আস ধরে আমি। গিরিশ এত বিভ্রান্তিকরভাবে ভাবেন ও মেজবের নাম ধরে ধরে আমার কাছের হিসাব নিচ্ছিল, তা ভাল লাগছিল না ছোট দারোগাবাবুর। সে ভয় প্রথমই জানিয়েদেন—ভয় ভাববার কারণ নাই; তারপর কি হল?

ইনের ধরনা মেলে চুমুকের সময় ঘটি ধরে একজন ধরে বাড়ি। পরনে চুড়ি-পাঞ্জাবি, ধরে একটা লাঠি। এসেই বললেন—এদের ছেড়ে দিন, ও আমার ধরু। চুমুকে অসুবিধা হল না যে, ইনিই সেই মোহনপুর হাইচুলের আমের আমিরেসারী। উনি দিয়ে চুমুক করি। আমিরেস ধরে বললেন -ধর হও, চুমুক হও। তাঁর শুভকাঙ্ক্ষীর কথা শুনে ছোট দারোগাবাবু একটু ঘেন ঘাবড়ে মেতেন। উনি বীরে বলেন—ধর সাহেবাবাবু এসে সব কিছু ধরে। আমিরেসারী ধরে বাইলের অপেক্ষায়। একটা মাথা বাইরে মিলের ঘেন একটা ঘি-চে শুরুলয়। অবস্টেরিকরা আইকে ছেড়ের আমাদের ধরা দিতে চাইছে। কিন্তু ঘেন পর্যন্ত একটা মোক ঘেন ধরে ধরে চুকে এসেই ঘোটা সাহেবাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু অবলেন—আমি ঘেজর পাত্র, মোহনপিয়। উনি আমাদের ধরা এসেছেন; ওঁকে অন্যায়ভাবে আইকে রাখা হয়েছে। ঘেনেশুনা ঘেকে চুমুকে অসুবিধা ধরু না যে, উনি একজন ভারী ধ ঘেজরপুর—আমার পরে অবেকে চুলো-ভারী, পরবের চুড়ি আর ঘেড়ি সাজী নিয়ে আমের অবলবে।

ঘেজরবাবু এবার এসে আমাকে অভিবাদন করে বলেন—অবেকিন আমরা আপনার আমার দিন ওনেছি আর আপনি এড়িয়া ঘেকে এই বাংলার আমেরেই এক না। ঘেজরবাবুর এই অপূর্ব ভাবনার আমাকে শুধু আপ্লুতই করেনি, তাঁর সেই মুহূর্তের আমন আরে ঘেজরে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কারণ, ইনি ঘো আমার ঘেজর না। সময় ঘেটে যায়। বড় সাহেবাবাবু এলেন। উনি ঘেজরের প্রবন্ধেই একটু খাঁজ করতে পেরেছিলেন

ছবিটি আপনার সংগ্রহে রাখিবার উপযুক্ত

যে, জেলাতে একটা স্কুল হয়েছে। আমাকে দু-একটা প্রশ্ন করাতেই জানালাম—বাড়ি-ওয়ালা সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এখানে আসা এবং কিছুটা পড়াই স্কুল কেরানীগিরি পর্ব শেষ হয়। তাড়াতাড়ি ছেলে পড়ানোরূপ ভিসিপিনের ছুটিতে হলে যান, যেমনই পরিচয়টা দেওয়া।

খাবার টাইমে আসতেই মেঘে পড়ে গেলেন ঝিড়। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলেন—নমস্কার, আমি প্রবল। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি, কি সৌভাগ্য আমার। বললাম—নিশ্চয়ই যাব, তবে পৌঁছতে সন্ধ্যে হবে, আপনার ওখানেই যেতে যাবো। সকালটা অবশ্য জেলাবন্ধুর সঙ্গে কাটল, ওঁকে অবশ্য নিরাশই করেছি। ওঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আপনার কাছে যাব।

ঠিকাদার সঙ্গে নিয়ে জেলাবাবু ও ওঁদের কয়েক জন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ছবি তোলা হয়। তেল কেল হল। তার সাইল ছুটল অফিস পর একটু চলে লাগলেও, পরে অবশ্যে আসতে চললাম। গাড়িটা পর ছুটে কেল অনেকটা দূরত্বের মেঘে পড়ল। জেলাবাবু বললেন—ওই আমাদের গ্রাম, প্রবল ভাইটা আসবে। কাছে এসে দেখতে পাই অনেক একদিকে মাটির দেওয়াল, ওপরে টিন দিয়ে ঘেরা দিয়ে দেয়া। সমস্তর ওই সমস্ত মাঠের মতো ফসল। আমাদের গাড়ির এসে দাঁড়াল। ছেলেরা অনেকটা দূর থেকে ছুটে এল। সেরেনিয়নের এবং জেলাবন্ধুর অবশ্য পরিচয় হয়ে আছে। ওঁর ঘরে ঢুকে একটা আরামে আরাম করে আরাম পেয়ে বসলাম। পেছনেই একটা সরু দিয়ে সবাইকে ছোট-বড় বার করে দেওয়া। পেছনের সবাইকে দেখলাম ও আপনাদের কথা হল। আলাপ হল, পরিচয় হে-কে আছেন। ওঁরা দিলেন আর ওঁরা আরও অনেক কিছু দিয়ে পূর্ণ ছেলে ও এক মেয়েকে ছেড়ে চলবার কথাই বললেন। ছেলে হয়, এই সবচেয়ে মাটির ঘরে আছে। ছেলেটির নাম দারা। ঘরের যা আছে তাদের একটা নমস্কার করে। ঠাট্টা করে বলে—ছেলেটি, যা আছে? বললাম—যা ছেলে পারি, তাই আছে। ছেলেটি ছুটে চলে যায় আছে ঘরে। আমাদের এক আত্মীয়ের এসে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক ছিলেন জেলাবন্ধুর স্ত্রী। তিনি বললেন—খুব লজ্জা আছে আপনাকে নীচুতে দয় আমি ছেলে। ছেলেদের তো এই অবস্থা। আপনার জন্য ভাল, সেজন্য আমি একটা তাড়াতাড়ি আমি আমার ছেলে বৃষ্টি আপনার আসবার খবর পেয়ে কেন আমি বৃষ্টি হয় এসেছে, তার ছেলে যাবেন। সকাল থেকে যে অবস্থা ছেলে, আপনার যে ছেলেও খাবারই আমার আছে আছে; তার ওপর আবেরদিন পর বৃষ্টি হয়—সে যে কী ছেলেদিন ওঁদের ছেলেরই কি হবে। তাই বললাম—খুব ভাল। এ আমার সঙ্গে ছেলের বেশিই হবে। তবে অবশ্যে আবার ছেলে পড়ে গ্রামের পরিচয়ের দিকে, যার একটা আমার নমস্কার দিয়ে দিয়েছিল—সেটা সেলাই করা হয়েছে। ঠিক একটা ছবির ছেলে ছেলেটির পরিচয়ে।

ছেলের ছেলেতে মাটির কাঁচা আমার ঘরে খুশুর ছুটো। বিছেও পেয়েছে কিছুটা। আমাদি, তবে কিনা খাবার ছেওয়ার জন্য। এরপর সময় ছেলেটি সব কাঁচা কলাপাতা ছুয়ে সাজিয়ে এনে রাখল, সঙ্গে একটা চামচকে ওঁদের গ্রহণ করা। আমি একবার ছেলে পড়ল ছেলেটির পাটির দিকে। বুঝতে অসুবিধে হল না, ছেলে ছেলে ৩-৪ একসঙ্গে সমানে আসতে পারছে না। কুলনায়, ওঁদের পাটির অবস্থায় টিন পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই টিন পড়েনি ওঁদের মেঝের এবং আত্মবিশ্বাসের।

ছেলে ছেলে মনে হল, ওঁরা ধনিক, কিন্তু আসল অর্থে ছেলের কি সুখের অবস্থা। আমার ছেলেন না অবশ্য আমা ছেলে নিয়ে এসে কলাপাতায় ধরে আছে, ছেলে, আছে অবস্থা ছেলেছে, যা ছেলেরা ওঁদের ছেলে ছোট্ট না যা আমার সমস্ত ছুটিয়ে না। আর পারে আমাদের ছুটির সমস্তের সম্পর্কের কথা, ছেলেরা সম্পর্ক আছে আমা ছেলেদের আত্মীয় অবস্থার ওপর, ছেলেরা ছেলেছেলের ওপর ঠিক হয় আপনাদের অবস্থা। আর এই আত্মীয়টা ছেলেদিন নমস্কার, ওঁরা প্রতিটা ওপর নির্ভরশীল, ওঁরা সম্পর্ক আছে ছেলেদের বিশ্বাসের সঙ্গে—আমার, সমস্তেই যে প্রতিটা ঠিক। □

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

১ নভেম্বর :

- ১৫৯২'র এ দিনটিতে ভার্জিনিয়ার নিউপোর্ট নিউজ শহরে সাইমন এগ্রেসের অভিত্ব প্রথম চিহ্ন প্রদর্শিত হয়।
- ১৭৮৫'র এই তারিখটিতে ব্রিটিশ সরকার থাকার জন্যে উপনিবেশগুলিতে নির্বাসন প্রথা চালু করলে আমেরিকানদের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি জানানো হয়।
- ১৮৪৮'র এই দিনে এলফ্রেডসহ অনুষ্ঠিত এক সভাতে মার্কিন যোদ্ধারা ঘোষণা করেন যে, ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি থেকে অনুগামী ব্রিটিশ প্রজা ক্যালিফোর্নিয়া হতে ইন্ডিয়ানাপ্রিয় হয়ে ফেডারেল শাসন নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন।
- ১৮৫৪'র এই দিনটিতে নার্সিং সেবার কৃতকার্যের পৌরসভা স্থাপিত হয়।
- ১৮৮১'র এই তারিখ থেকে নিয়মিত পৌরসভা গঠন ফেডারেল টিনের ট্রেডের প্রকাশন শুরু হয়।
- ১৯২৫'র এই তারিখে মন্ত্রণালয়ে ফেডারেল আরব পেনসিলিন পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯২৮'র এই তারিখে তুলনায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক প্রচারণের প্রকাশনার কারণে তুরস্কে আতাতুর্ক পরিচয় প্রদান সংক্রান্ত প্রবর্তনের ফল হলে তুরস্কে প্রচলিত আরবী হরফের স্থলে লাতিন বর্ণমালা প্রবর্তন করেন।
- ১৯৪৫'র এই তারিখে ব্রিটেন থেকে ঘোষণা করা হয় যে, প্রভু তথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে যে, ব্রিটেনের বর্তমানের এক মন্ত্রণায় আত্মপ্রকাশ করেন।
- ১৯৪৬'র এই দিনটিতে আন্তর্জাতিক প্রজা পরিষদের আইন অনুযায়ী ঘোষণা প্রজা বাতিল হয়।
- ১৯৫৪'র এই দিনটিতে মালের প্রথমের ঐতিহাসিক বিশ্লেষিত অন্তর্ভুক্তকরণের ঐতিহাসিক ঘটা।
- ১৯৬৭'র এই দিনটিতে নতিন 'অর্থরে'-এ অন্তর্ভুক্তির হয়।

২ নভেম্বর :

- ১৮৮৩'র এই তারিখে অভিযোগের বিরোধের ঐক্য হয়।
- ১৭৭৪'র এই তারিখে ফার্স্ট লাইন ইন্ডিয়ানে আত্মপ্রকাশ করেন।
- ১৮৫১'র এই তারিখে ব্রিটিশ আদালত চুক্তি শুরু হয়।
- ১৯৫০'র এই তারিখে ফিলিপাইন ইয়েস নরিয়ানে সম্মেলনের ফার্স্ট ফার্স্ট ন'র ঐতিহাসিক ঘটা। পেন্টাগনের পর ইন্ডিয়া হোয়াইট ব্রিটিশ নর্থিয়ানে আসন নেওয়া হয়েছে।
- ১৯৫১'র এই তারিখে মেরিয়েটে ইন্ডিয়ানে একটি লাইফ বয়েস কুলুয়ানে আরেকটি অন্য ব্রিটিশ শুটিনিক যোগাযোগ তুলে দেয়।

৩ নভেম্বর :

- ১৯৯২'র এই তারিখে সে সরকারের আরব সরকারের অর্থমন্ত্রী ফেডারেল ঘোষণা দেশে ফার্স নিয়ন্ত্রণ চালু করেন।
- ১৯৭০'র এই তারিখে আলজিয়ার্সে অন্যান্য ডিপ্লিয়ে ফার্স্টিলাইট সরকার গঠন করেন।

৪ নভেম্বর :

- ১৯১৮'র এই তারিখে ঘোষণা সরাট আওয়ারদের ভাগ্য পরে অন্তর্ভুক্ত করেন।
- ১৯০৯'র এই তারিখে পেরুর প্রথমটি অন্তর্ভুক্তিদের ঐক্যের ও ঐক্যিয়া বিষয়ক উপস্থাপন প্রদর্শিত নিয়ে অন্যান্যরা আন্দোলন করেন।
- ১৯২২'র এই তারিখে বিশ্বের সরাট তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষের প্রবেশপথ আবিষ্কৃত হয়।
- ১৯৩১'র এই তারিখে আইসল্যান্ড রাজধানী আন্দোলনের জন্য আন্দোলন শুরু করে।
- ১৯৫৪'র এই তারিখে পাকিস্তান হিজলে পার্বত্যাঞ্চলের সংঘ (ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইন্টিটিউট) স্থাপিত হয়।
- ১৯৭৬'র এই তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঘোষণা করে যে, ১৯৭৮-৫) মধ্যেকার সংক্রান্তিতে কৃষ্ণাঙ্গদের আফ্রিকান ফেডারেশনের ক্রীতদাস পদের প্রস্তাব করে।

● ১৯৮৫'র এই তারিখে ইন্টারনেট-এর প্রচলনটি ইংরেজি ভেলে অনিবার্য আন্তর্জাতী শুরু করে হয়ে করে।

৫ সংখ্যক :

● ১৮১৭'র এই তারিখে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধ (যুদ্ধটি ইস-সংগ্রাম যুদ্ধ) শুরু হয়।
● ১৮১০'র এই তারিখে কেন্দ্রীয় উপাসনা সংস্থা চালু হয়।
● ১৯২০'র এই তারিখে অমৃতসরে মোকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
● ১৯৪৫'র এই তারিখে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংবিধান কনভেনশনের এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (৫ সংখ্যক থেকে ৫ বিশেষভাবে সাজ অনুষ্ঠিত হয়)।
● ১৯৮২'র এই তারিখে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাবে ১৯৮৫-৪১ জন্মশতবর্ষে হয়ে সব ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করার দাবী জানান হয়।

৬ সংখ্যক :

● ১৭৮৫'র এই তারিখে সিরাজ-উদ্-দৌলার পর নবাবের হিটির ফারুকাবাদ নবাব মীর কাসির ইংরেজ সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে পরাজিত হন এবং এইদিন পলাশি দখল করে।
● ১৮৫০'র এই তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিচার করেন।
● ১৯১১'র এই তারিখে দেশিয়ের মেয়রের তত্ত্বাবধানে পাটি সমস্ত ব্য-সংগ্রাম শুরু করে।
● ১৯৮২'র এই তারিখে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে দক্ষিণেশী ফিলিস্তানিদের নিজস্বে আন্তর্জাতিক তদারকিতে আলুন জানান হয়।

৭ সংখ্যক :

● ১৮৫০'র এই তারিখে বিদ্রোহ সাময়ে দিল্লিতে দূতিত হয়।
● ১৯৪৮'র এই তারিখে ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ-রাজ-গঠন এর অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্টভাবে সংযোজন করা হয়।
● ১৯৭১'র এই তারিখে বিদ্রোহ সাধারণ তারত দূতিত হয়।
● ১৯৮৮'র এই তারিখে মেয়েদের পুনরায়ে দূতিত ভারতীয় বিদ্রোহ সাময়ে টি বি হাসপাতাল খোলা হয়।
● ১৯১৭'র এই তারিখে রুশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় হয়।

৮ সংখ্যক :

● ১৯৪৮'র এই তারিখে প্রথমে মেসিডোনিয়ার এলাকা দূতিত করা হয়।
● ১৯১০'র এই তারিখে পার্লামেন্টে নতুন সংবিধানের অনুমোদন করার দূতিত দেওয়া হয়।
● ১৯১৭'র এই তারিখে মেক্সিকো মেক্সিকোর ফার্স্টিয়ের সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়।
● ১৯১৬'র এই তারিখে পরিবারের সম্মানের ৮৫ বছর বয়সে ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ডো টুন-০৫তের কনস্টান্টি ডিক্টিন ফার্ডিনান্ডের হয়ে ফ্রেডে নিয়ে নেন।

৯ সংখ্যক :

● ১৮৭৭ সালের এই তারিখে ভারতের ভিক্টোরিয়া রানী হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
● ১৯১৮'র এই তারিখে আর্মিস্টিসে সিগন্যাল হয়।
● ১৯৬০'র এই তারিখে আফ্রিকার প্রথম এয়ার অপারেশন মুক্তির মুখোমুখি, আন্দোলনে সাধারণী নিশ্চিহ্নকরণে, ভারত সাধারণ হয়ে নিয়ে ফেলে যায় তার।
● ১৯৬০'র এই দিনে ভারতের ফার্ডিনান্ডো ফার্ডিনান্ড প্রথম সাধারণ পুনর্গঠন ফেলে পোর্টিংহাম হয়ে আসে।
● ১৯৭৯'র এই তারিখে পূর্ব জার্মানী হয়ে বিদেশের আর মুক্ত দেয়।
● বিদেশ প্রজাতন্ত্রী দেশ বিদেশ দিন সমস্ত সাধারণী পর ফেলে তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

১০ সংখ্যক :

● ১৯১৮'র এই তারিখে ইন্ডি ইন্ডিয়া কনস্টান্টি সমস্ত ফার্ডিনান্ড ডিটি করে নেওয়া হয়।
● ১৮৪৮'র এই তারিখে ভারতের ফার্ডিনান্ডো ফেরে সুপ্রচারের ব্যবস্থাপনাতে হয়।
● ১৯০৮'র এই তারিখে পরিষ্ঠ আন্দোলন সম্বন্ধে ডিটিন সাধারণ ঘোষণা দেন।
● ১৯৩৮'র এই তারিখে আন্তর্জাতিক ফুটবলের ফেরে সাধারণ আন্তর্জাতিক ফিলিস্তানের হয়।

১১ সংখ্যক :

● ১৮৮৭'র এই তারিখে আমেরিকান স্পাইন, শ্যামলাল্ড প্রথম ফার্ডিনান্ড ফেডারেল ফার্ডিনান্ড ফুটবলের ফার্ডিনান্ড ফার্ডিনান্ড আন্দোলনের প্রথম সাধারণ পরিষ্ঠ ফার্ডিনান্ড করে করেন।
● ১৯৮৮'র এই দিনে ফার্ডিনান্ড ভারতের প্রথম নিজস্বী ফার্ডিনান্ড আন্তর্জাতিক ফার্ডিনান্ড ফার্ডিনান্ড হয়।
● ১৯১৮'র এই তারিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

১২ সংখ্যক :

● ১৮০৬'র এই তারিখে নতুন ফার্ডিনান্ড ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ইন্টেলেকচুয়ালদের বিদ্রোহ শুরু হয়।
● ১৭৮১'র এই তারিখে ইংরেজ সৈন্যরা আক্রমণের করে করে।
● ১৮৬৬'র এই তারিখে ইংরেজ ফার্ডিনান্ডো ফার্ডিনান্ড ফার্ড-ইস্ট সেন্টার ফার্ড হয়।

● ১৯২৭'র এই তারিখে টুটি ও দ কর্পোরেশন লিঃ থেকে বহিষ্কৃত হন।

● ১৮০০'র এই তারিখে ফ্রান্সের লক্ষ সাম্রাজ্যে ট্রিনিং প্রতিষ্ঠান প্রথম খোলা হয়েছিল।

● ১৯৪৮'র এই তারিখে ব্রিটিশ বিদ্যুৎ কর্মচারী ফেডারেশন মুক্তাঞ্চলী জনগণ নেতৃত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর :

● ১৮৪৭'র এই তারিখে 'ইয়ং বিল্ড' প্রতিষ্ঠা ইন কুপার ফোরেন-এর জন্ম হয়।

● ১৮৯১'র এই তারিখে প্রতিপুর বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

১৪ সেপ্টেম্বর :

● ১৮৮১'র এই তারিখে ব্রিটিশ ফ্লাই ম্যাগাজিন পৃথক ব্রোশিউরটি আলে যোগদান করার আগে ইউ ইউনিয়ন কনস্টানিজে নিয়োগ দেয়।

● ১৮০১'র এই তারিখে প্রথমবার জার্মান পার্লামেন্ট ফোরেন-এর জীবনবেতনের ঘটে।

● ১৮৮১'র এই তারিখে ফার্মিন ফ্রান্সেরের প্রথম প্রজাতন্ত্রী ঔপনিবেশিক নেতৃত্বের জন্ম হয়।

● ১৯০৫'র এই তারিখে প্রতিক ম্যাগাজিনের কাজ পরিবর্তনের এবারলিন *টেট্ট* ইলিওগ্রেস (ই এস আই) সৃষ্টিত হয়।

● ১৯৪৯'র এই তারিখে আলোচনা-১২ টিন প্রজাতন্ত্রটি জনগণ, পার্লাম ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রজাতন্ত্র বন্ধ করা হবে।

১৫ সেপ্টেম্বর :

● ১৪৮২'র এই তারিখে ফিলিপিনের অবসান একটি জনগণে অংশগ্রহণের মধ্যে প্রাচ্যে মেনে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

● ১৫১২'র এই তারিখে সাউথ আমেরিকার জন্ম হয়।

● ১৫৭৭'র এই তারিখে ইংলন্ডের সাথ ফার্মিন ড্রেক সমুদ্র-পথে সাথ পৃথিবী ঘুরতে যেতে হয়।

● ১৬৩০'র এই তারিখে বিভাস ফোর্টিফিকেটি যে ফোরেন সেনানিবাস প্রাপ্ত করেন।

● ১৮০১'র এই তারিখে প্রতিক্রমন মিশ্রণ মেরেন পুরাতন লন্ডনের জন্য জনতে পারেন।

● ১৮৫৮'র এই তারিখে ব্যাঙ্গালোরের জনগণ ব্রাহ্মণি ফোর মধ্যে নিজের অবতরণ করে।

১৬ সেপ্টেম্বর :

● ১৮৩৪'র এই তারিখে ব্রাঞ্চিল প্রথম লন্ডনিকোলের জন্ম হয়।

● ১৮৩৬'র এই তারিখে ফার্মিন মুক্তাঞ্চলী ফোরিয়েটো ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গিক ঔপনিবেশিক ফোর।

১৭ সেপ্টেম্বর :

● ১৮১৮'র এই তারিখে ফোরেন্সে ফোরেন বর্ষীয়ান সংগ্রামী বিপ্লবসমাজ নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা হয়।

● ১৯২৮'র এই তারিখে প্রথম লন্ডনের মধ্যে ট্রিনিংকোলের ঘটে।

● ১৯৫১'র এই তারিখে ব্রহ্মদেশ পার্লী ফোরিয়েটে জন্ম করেন।

● ১৯৫২'র এই তারিখে তৃতীয় ফোর ট্রেনিং ইন্সি ৩৮ জন।

১৮ সেপ্টেম্বর :

● ১৭২৭'র এই তারিখে মহারাজ ব্রিটিশ জন লি জনপুর পাহাড়ে পতন করেন।

● ১৯৪৮'র এই তারিখে পার্লামেন্ট করে প্রথম ফ্রেঞ্চকুইনে ৫০০ ফোরের প্রজাতন্ত্রটি ঘটে।

● ১৯৫৫'র এই তারিখে ফোরিয়েটো ফোরের মুক্তাঞ্চল ৫৭৩ মুসলমানের জন্মের সময়ে জানেন।

১৯ সেপ্টেম্বর :

● ১৮০৫'র এই তারিখে মুক্তাঞ্চল ফলে জার্মান ইউনিয়নে ফার্মিনের দা ফোরেন্স-এর জন্ম হয়।

● ১৮৩৮'র এই তারিখে ফ্রেন্সমন্ত্র ফোরের জন্ম হয়।

● ১৯১২'র এই তারিখে ইন্ডিয়া ফার্মিন জন্ম হয়।

● ১৯৮২'র এই তারিখে ফার্মিনিয়ার সময় এমিং ফোরে ৩৮ হয়।

● ১৯৯০'র এই তারিখে ফোরেন নতুন লন্ডনিকোল পৃথিবী হয়।

২০ সেপ্টেম্বর :

● ১৭৪১'র এই তারিখে ভিটু ফ্লাগস্টোনের জন্ম হয়।

● ১৮১৩'র এই তারিখে ফুল এবং ফোর পাহাড় পুরি সাগুক অরে হয়েছিল ব্রাজনেলী 'ফুলফোর্ড' পরিত হয়।

● ১৯১০'র এই তারিখে বসু বিজ্ঞান ফার্মিন প্রতিষ্ঠিত হয়।

● ১৯৩১'র এই তারিখে আন্তর্দেশিক ইন্ডিয়ানোলে প্রথা জনপুরি ব্রাজনেলী ফোরিয়েটো ফোরে ফোরেন করেন।

২১ সেপ্টেম্বর :

● ১৮০৬'র এই তারিখে ব্রাজনেল ফোরেন্সিয়নে ফার্মিন ব্রিটি জার্মী জনতে এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অবতরণে ফোরেন করেন।

● ১৮৭৭'র এই তারিখে ফার্মিন মুক্তাঞ্চলীর ট্রিনাস এ এমিনস ফোরেনজাত আবিষ্কার করেন।

● ১৯০৮'র এই তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রী সংগ্রামোলোন ফলুক আবিষ্কৃত ফোরে টেনি যেন।

● ১৯৫৭'র এই তারিখে ফার্মিন জনগণের প্রথম জনপ্রিয়তা ফ্লাগ হয়।

● ১৯৬২'র এই তারিখে ভিন জনতে-ভিন পিজনের মুক্তিবিনিময়ে সম্পন্ন হয়।

● ১৯৯১'র ৫ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকারের পতন ঘটানো হয়।
● ১৯৭০'র ৫ই অক্টোবর নেহেরু বিশ্বটি বি টি রোড সেতুটি উদ্বোধন করেন।

২২ অক্টোবর :

● ১৮১০'র ৫ই অক্টোবর ব্রিটেনের প্রথম কমিউনিটি লাইব্রেরি চালু পাবলিক লাইব্রেরি-এর জন্ম হয়।
● ১৯৫৫'র ৫ই অক্টোবর, দুই লক্ষ অভিবাসন আবেদন বকেয়া পড়ে, সেদেশের ভর্তিকরণ বন্ধ করে।
● ১৯৬৬'র ৫ই অক্টোবর মার্কিন রেডিওতে মন্ত্র ৪৩ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ওপেরা সিরিজ শুরু হয়।
● ১৯৬৮'র ৫ই অক্টোবর বন্ধুত্বের আবেদন নিয়ে 'ডানিয়েল্লা'তে আত্মপ্রকাশ হয়।
● ১৯৭৭'র ৫ই অক্টোবর বহু বিতর্কিত শহরে ফেরে প্রধানমন্ত্রিত্বের অবসর নিয়ে মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান ডাউনিংস্ট্রিট নিবাসস্থল থেকে উধাও হয়ে যান। এইদিন ব্রিটেন এ প্রশ্নে বিভক্ত হয়।
● ১৯১০'র ৫ই অক্টোবর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথ অফিসে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি এককালের ১২ বছর টানা মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
● ১৯৯১'র ৫ই অক্টোবর বিশ্বের ক্রুয়েল ক্রুয়েল ফাঁসি স্যুইজারল্যান্ড পরবর্তী হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়।

২৩ অক্টোবর :

● ১৯০৭'র ৫ই অক্টোবর আমেরিকান ফুটবল লিগ খেলা উদ্বোধন করেন।
● ১৯১১'র ৫ই অক্টোবর অন্তঃপ্রদেশী ডিন স্যুইজারল্যান্ড নিয়মিত পরিষেবার দুটী সমস্ত পথ চালু করে।
● ১৯৮০'র ৫ই অক্টোবর আমেরিকাতে অ্যানথ্রোপোলজি স্যুইজারল্যান্ড পিএ ডিগ্রি অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ অক্টোবর :

● ১৮৪৯'র ৫ই অক্টোবর নতুন প্রাকৃতিক ভূমিবিন্যাস সম্পর্কে জানাইয়ে তথ্য প্রকাশিত হয়।
● ১৯১১'র ৫ই অক্টোবর মিশিগানে সর্বপ্রথমটির বিমান সংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ অক্টোবর :

● ১৮৬৬'র ৫ই অক্টোবর এলাহাবাদ হাইকোর্টের হিসেবে হয়।
● ১৯১১'র ৫ই অক্টোবর অক্টোবর-১২ দিন সরকারীভাবে নিয়ে পৃথিবীতে নিয়ে আসে।
● ১৯৭৪'র ৫ই অক্টোবর পশ্চিম আফ্রিকার পৃথিবীর ভূমিকম্পে অধিকার থেকে মুক্ত হয়।

২৬ অক্টোবর :

● ১৮৯৭'র ৫ই অক্টোবর মেসোপোটেমিয়ার প্রথম অভিযানের শুরু হয়।
● ১৯৬০'র ৫ই অক্টোবর অবসিত হ: মুর্শিদাবাদের স্যুইজারল্যান্ডের জন্ম হয়।
● ১৯২২'র ৫ই অক্টোবর নিম্নের সমাই স্যুইজারল্যান্ডের সাথি খেলা হয়।
● ১৯৪৯'র ৫ই অক্টোবর নিজের আমেরিকাতে নিয়ে সমাধানের উদ্বোধনকাল ঘটে।
● ১৯৪৯'র ৫ই অক্টোবর আমেরে জন পরিষেবা গড়ানটি যা আমেরিকান জন-পরিষেবা অনুমোদিত ফলিন আমেরের সংবিধানে ফাঁকা সমাধান সংবিধান আমেরে হয়।

২৭ অক্টোবর :

● ১৯৭৫'র ৫ই অক্টোবর জন মাইলস্টোন মেসোপোটেমিয়ার মেসোপোটেমিয়ার প্রথম স্যুইজারল্যান্ড আমেরিকা আমেরিকা আমেরিকা।
● ১৮৮৮'র ৫ই অক্টোবর স্যুইজারল্যান্ডের মেসোপোটেমিয়ার উদ্বোধন করে মেসোপোটেমিয়ার স্যুইজারল্যান্ড আমেরিকা আমেরিকা।
● ১৯৯০'র ৫ই অক্টোবর জন মেসোপোটেমিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়।

২৮ অক্টোবর :

● ১৪২০'র ৫ই অক্টোবর পৃথিবীর আমেরিকান আমেরিকান আমেরিকান ফলিন আমেরিকান প্রধানমন্ত্রী প্রথম নিয়ে প্রথম আমেরিকান পৌঁছান। প্রধানমন্ত্রী ঔদ্যোগিক প্রথমে পরিচিত হবেন।
● ১৮২০'র ৫ই অক্টোবর মেসোপোটেমিয়ার-এর জন্ম হয়। উদ্বোধন, আমেরিকান প্রথম মেসোপোটেমিয়ার-এর আমেরিকান প্রধানমন্ত্রী দুটী প্রথম পরিচিত।
● ১৮৮৫'র ৫ই অক্টোবর ব্রিটিশ সাধারণমন্ত্রী আমেরিকা প্রধানমন্ত্রী (ব্রিটিশ মিনিস্ট্রি)-এর আমেরিকা প্রথম করে।

২৯ অক্টোবর :

● ১৪৮০'র ৫ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী স্যুইজারল্যান্ড পৃথিবী ভূমি বিশ্বাসের নিয়ে আসেন।
● ১৯৪১'র ৫ই অক্টোবর প্রথমে প্রধানমন্ত্রী পরিষেবার ৫ নতুন প্রধানমন্ত্রী নতুন মেসোপোটেমিয়ার প্রথম করেন।

৩০ অক্টোবর :

● ১৮৭৭'র ৫ই অক্টোবর আমেরিকান প্রধানমন্ত্রী চালু হয়।
● ১৯০১'র ৫ই অক্টোবর প্রথমে ঐতিহাসিক আমেরিকান পত্র মেসোপোটেমিয়ার প্রথম করেন।
● ১৯৫২'র ৫ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর ৬ ফাঁসি স্যুইজারল্যান্ড সরকারীর নিষিদ্ধ হয়।

(৮৩ পৃষ্ঠার পর)

কুটিরশিল্পের মতো অনেক ক্ষুদ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ দেখে, সমস্যা দেখে। অনুভবেরা দেখবে। অনেকটাই নিজস্ব চোখ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্য ভিন্ন না হবে, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ, যে প্রশ্নটা সবচেয়ে অস্বস্তিকর সে-প্রশ্ন তুলে পরিষদের সদস্যরা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারী বিভাগের যেকোনটি হয়তো তখন তাকে সমবায়ের পথে উত্তরণের সহায়তার এগিয়ে এল। দুটির সম্মেলনে দুজনের চার কর্মীর সংখ্যা শেষ্যন্ত সমান হল।

প্রতিবেদন : মুখোপাধ্যায় সমবায় সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ইয়ার ১৪ সংখ্যা।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পে বাস্তবমুখী অর্থ বরাদ্দের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণে কর্মশালা

গত ১২ আগস্ট (১৯৯৮) মহাকরণের মোটিভেশন অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের সকল জেলার আধিকারিকদের নিয়ে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী সচিবালয়ে বসেই টেলি ভাষণ পদ্ধতির উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, সরকারের যেসকল প্রকল্পের মাধ্যমে অনগ্রসর সম্প্রদায়, বিশেষ করে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের উন্নয়নের কাজ হচ্ছে তার সঠিক অর্থ বরাদ্দ করার জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রকল্প অনুযায়ী পরিকল্পনা ব্যয়ের হিসাব।

তিনি আরও বলেন কর্মশালার উদ্বোধন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, এর ফলে আগামী আর্থিক বছরে বাস্তবমুখী বাজেট তৈরি করা সম্ভব হবে।

বিভাগীয় প্রধান সচিব শ্রীমতী কৃষ্ণা খান্না জেলাভিত্তিক শিক্ষা, পরিবহণ ও এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থ ও তার ব্যয় এবং উপভোক্তার সংখ্যা সম্পর্কে যে ধরনের তথ্যাদি জমা হয়েছে সেই তথ্য জানার জন্য বলেন এবং এই কর্মশালার পরে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সকল জেলাকে নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বসে সচিবালয়ে উক্ত তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন।

সকল জেলার আধিকারিকগণ উক্ত কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন অধিবেশনে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ব্যাপারে তথ্যে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় এবং উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের বিভিন্ন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করেন।

উক্ত কর্মশালায় বিভাগীয় মন্ত্রী-সচিব, দুজন সচিব, দুই উপসচিব ও সাংস্কৃতিক গবেষণাগারের অধিকর্তা এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাফাই কর্মীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জাতীয় কমিশনের সদস্যদের সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

গত ৮ আগস্ট, ১৯৯৮ তারিখে সাফাই কর্মচারীদের জন্য গঠিত জাতীয় কমিশনের সদস্য শ্রীসামাদীন সি. পশ্চিমবঙ্গের সাফাই কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার-সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং চাকরী ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য আসেন। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সঙ্গে তাঁর এই আলোচনা হয়। আলোচনার উপস্থিত ছিলেন অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব শ্রীমতী কৃষ্ণা খান্না, সহ-সচিব ও বিত্ত নিগমের ব্যবস্থাপক, বিভিন্ন শ্রীদেবেশ, অনগ্রসর শ্রেণী ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা এবং চারটি জেলার নিগমের জেলা ব্যবস্থাপক, অনগ্রসর কর্মপোরেশনের যুগ্ম ডিরেক্টরদ্বয় ও সহ-অধিদপ্তর এবং বিভাগীয় অন্যান্য আধিকারিকগণ। উক্ত আলোচনার নিগমের ব্যবস্থাপক, শ্রীবেরীর জানান যে, ১৪০১ জনকে সাফাই কর্মচারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জন্য ৫০০ জনকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ১,০৯৮ জনকে স্বনিযুক্তির জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে আরও ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়া ঋণের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।

শ্রীসামাদীন সি., অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন আগামী অক্টোবরের ১৫ তারিখ ও ১৬ তারিখ দুদিন পশ্চিমবঙ্গের অনেকটি সংস্থার সঙ্গে দেখা করে সাফাই কর্মচারীদের বাসস্থান অবস্থা ও পরিবেশ জানবেন।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আটটি নতুন শ্রেণীর তালিকাভুক্তির শুনানি

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অনগ্রসর সম্প্রদায়কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় তালিকাভুক্ত করার জন্য অনগ্রসর সম্প্রদায়, জাতীয় কমিশনের যুগ্ম সচিব উদয়প্রতাপ সিং ও সচিব অন্তরঙ্গতী কলকাতায় আসেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর '৯৮ তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব ও অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তারপর ৯ সেপ্টেম্বর '৯৮ পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় কমিশনের কার্যালয়ে ৮টি সম্প্রদায়ের [পানিওয়ান, কলোয়ার / কলওয়ার, খাণ্ডেৎ, গুলমালি, কসাই / কিটোয়াইসি, রাঢ়ী কৈবর্ত, পাতরবনিক, ছাওয়াসি (দোম)] শুনানি নেওয়া হয়। উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলির পক্ষ থেকে কেন্দ্র অনুরোধজন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক গবেষণাগারের অধিকর্তা ডঃ রামকৃষ্ণ চৌধুরী ও আধিকারিকগণ শুনানিতে সমস্ত উপস্থিত ছিলেন।

পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রোজেক্ট : জনকল্যাণে রাজ্য সরকারের নজিরবিহীন প্রকল্প

পুরুলিয়ার পুরুলিয়া জেলার বেতুড়ি ব্লক। এখানে যেটি [illegible] বলে পরিচিত। এই প্রকল্পে [illegible] পাম্প করে [illegible] হবে। [illegible] ১৫ [illegible] ১৫ [illegible] ১৫

উপজেলাপর্যায়ের তৃণমূল কমিটির সদস্যরা এক গ্রুপের হিসেবে একাধিক কমিউনে প্রকল্প দেখছেন। ছবি : মোস্তফা চৌধুরী

এর ২১ ও ২৮ জানুয়ারি বেলুচিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে নেতৃত্বদানে উপজেলাপর্যায় তৃণমূল কমিটি নিজেরা এবং কমিউনে প্রকল্প কার্যক্রম নিয়ে মিটিং করে।

মিটিং শেষে কয়েক দলে ভাগ হয়ে সংশ্লিষ্ট কমিউনে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে এবং গ্রুপের সদস্যরা যেভাবে যেমন কাজ করছেন তা দেখে আসেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ও চলে আসছেন বলে। মাঠের কাজ আরও ভালভাবে করার জন্য কমিউনের পরিচালনা কমিটির সদস্যরা মিটিংয়ে।

কোচবিহারের রাজবংশী মহিষাল চলেছে মহিষ নিয়ে বাথানে।

ছবি : ডঃ মানবেন্দ্রনাথ চৌধুরী

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ • পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা • কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ • নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

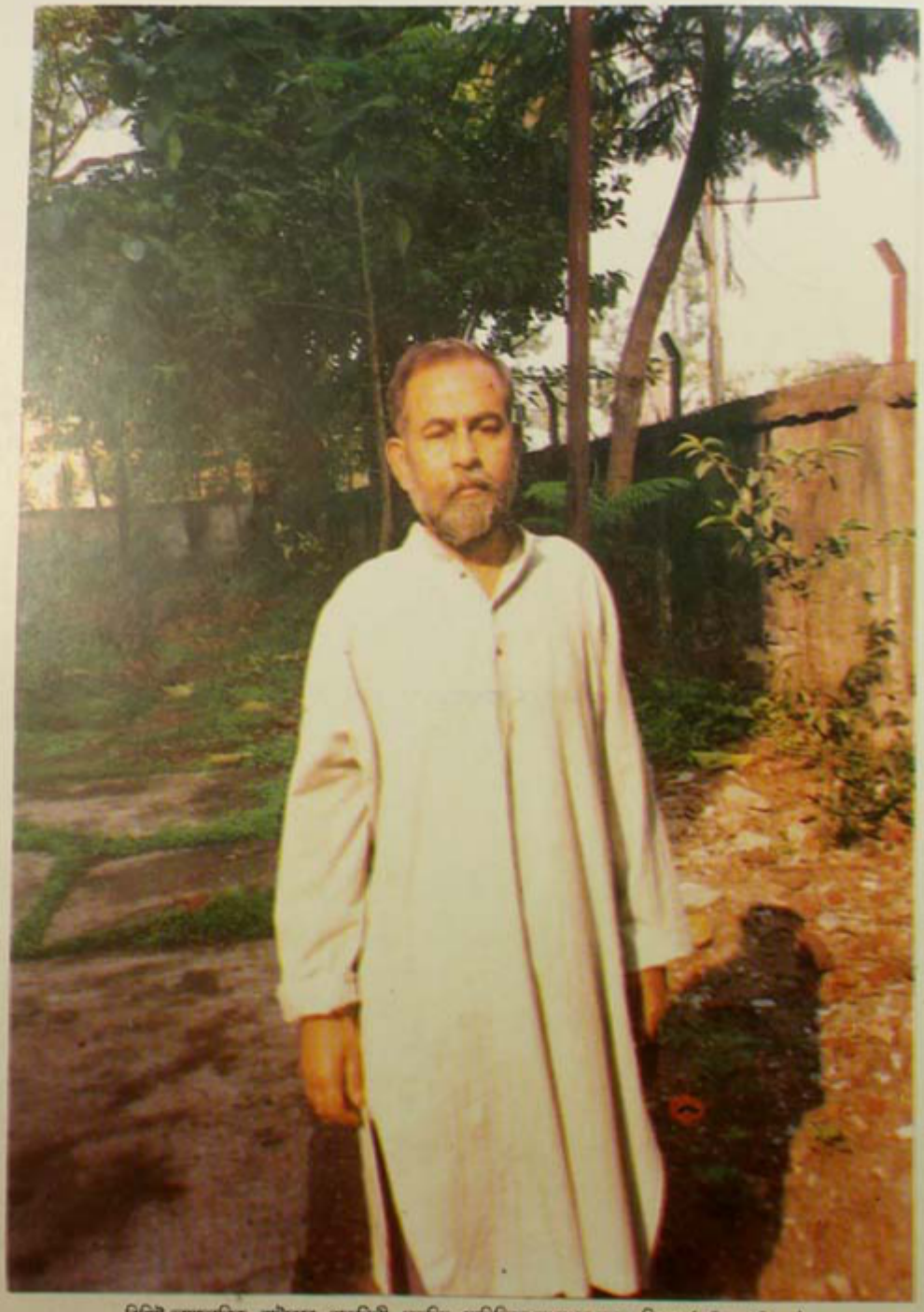

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক, নাট্যকার, বাক্‌শিল্পী, ছন্দবিদ, সাহিত্যিক অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস (স্মৃতিচারণ জিতরে)

উত্তরণ

নিরীক্ষিত বর্ষ ☐ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা ☐ অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি-মৌষ, ১৪০৫ ☐ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ☐ পাক—যুগ্মসংখ্যা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

[illegible]

সহ-সভাপতিবৃন্দ

[illegible]

[illegible]

সদস্যবৃন্দ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সম্পাদক

[illegible]

সহ-সম্পাদক

[illegible]

বিশেষ সহযোগী

[illegible]

[illegible]

সূচি

বিষয় পৃষ্ঠা

☐ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্যালয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির সমন্বয়সাধন ৯৮

☐ সম্পাদকীয় ১৯

অক্ষরের বিশ্বরূপের নিরূপ

বিশেষ প্রতিবেদন

☐ পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ সমন্বয়ের উদ্যোগ অমলেন্দু বুধু ১০১

☐ অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যালয়ের পুনর্বিন্যাসকরণ শিক্ষায়ন বিভাগ ১০৬

সমীক্ষণ পরীক্ষণ

☐ নামকরণের সমীক্ষণ ১০৮

☐ ইতিবৃত্ত সমীক্ষণ ১১০

সংবাদ বিবরণ বিবরণ

☐ বিদ্যালয় সংবাদ : শিশু প্রসঙ্গ শিশু অন্তরালের এবং অন্যদের পরিচয় শিক্ষায়ন বিভাগ ১১১

পত্রপত্রিকা নিয়ে

☐ মুখ ফসল ফলে মিনি ০ মুখ পাকল ফলে ফটিন—সংবাদপত্র ১১৯

সংস্কৃতি উৎসব

☐ সংবাদ উৎসব ১২০

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : অমল মুখোপাধ্যায়

শিল্পিত প্রকাশনা : শিক্ষায়ন বিভাগ

মুদ্রণ প্রকাশনা : শিক্ষায়ন বিভাগ

প্রকাশ প্রকাশনা : পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি পেজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য সংস্কৃতি প্রকাশন বিভাগ থেকে ডঃ অমলেন্দু চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও সংস্কৃতি সংশোধন নিরীক্ষিত ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

কার্যালয় : সংস্কৃতিক সংবাদ সংঘ, পি ১/৫, পি আই টি স্কিম ৭৫এ, পি আই পি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৪৫

বাক্‌শিল্পাচার্য অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের স্মরণে
পশ্চিমবঙ্গে লেখক শিল্পীদের সমাবেশ

বিপুলা এই ধরণীর কোনও কোনও জনপদে কখনো-সখনো এমন দু'চার শিশু জন্মায়, উত্তর জীবনে যারা ধরণীর জল-জল-বায়ুর মধ্যেই কেবল যে পুরোপুরি পরিচালনা করেন তাই নয়, ধরণীকে সমৃদ্ধ আর মোলায়েম করিবার কীর্তিসম্ভারও। এধরণী এক আশ্চর্য বিধানে তাদের পায়। ৮৩টি বছরের জীবনযাপনে তিনি ধরণীর কোলেবাসিলেই শুধু নয়, বিশ্বের বহুতর ঐশ্বর্যশালী ভাষাভাষীদের কথা-বিন্যাসের মাধ্যমকে এক নয়া ঐশ্বর্যসোপানে উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে নরেন বিশ্বাসের প্রতিকৃতিটি অনাবরণ করছেন শ্রীযুক্তা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, 'বসু-নিগমান্ত' নরেন বিশ্বাসের জীবনে প্রথমে যেটা বাংলাদেশের কেবল জনজনাদই দেখায় উদ্বেলিত হয়নি, এপার বাংলার জনমানসেও লোকপ্রিয় হয়েছে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ৫৩ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমির সভাগৃহে। পশ্চিমবঙ্গ জনসংস্কৃতি লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য কমিটি এবং ঐক্যতান গোষ্ঠীর যুগ্ম উদ্যোগে আয়োজিত এই শোক সংগীতের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বাসুদেব রায়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাহী পরিচালক ও অভিনেতা মাসুদুর রহিম, বাংলাদেশ জেলুকি হাই অভিনেতা প্রেম নারায়ণ রায়, অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাংবাদিক বিশ্বের ডঃ অমিয়রঞ্জন বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, 'বসুমতি'র পক্ষ থেকে অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, জনসংস্কৃতি লেখক শিল্পীসংঘের রাজ্য কমিটির সভাপতি সমর চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক অমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, জবাহরী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাসুদুল হাসান, ঐতিহাসিক অমিত হাজরা, আন্তর্জাতিক প্রবীণ প্রেম, অধ্যাপক আলি, প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনুরাধা মুখি, ঐক্যতান সম্পাদক প্রীতীশ বিশ্বাস এবং সভাপতি অধ্যাপক রায়।

সভার রাজ্য-নিগমান্ত অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের জন্মমুহূর্তকাল অনুসৌজন্যের উল্লেখ ও তাঁর প্রয়াণের দুঃখদায়ী প্রসঙ্গ সহযে বর্ণীয়ান সাহিত্যিক অধ্যাপক রায়। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মহলে উজ্জ্বলে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের প্রয়াসের উল্লেখ করে তাঁর প্রয়োগ ও প্রসাদ প্রসঙ্গে প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ নরেন বিশ্বাসের প্রাণ ও সাহসিকতার প্রসঙ্গ ও প্রসাদ এ সভাকে ঔজ্জ্বল্যময় প্রয়োজন বলে অভিমত দেন। তাঁর আলোচনার অন্য সমাপ্তির জন্য তিনি তাঁর প্রয়োজন কথা আকুল আলাপ।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকী মাসুদুর রহিম নরেন বিশ্বাসের অধ্যাপক অধ্যৈর্য, অভিনয়ক্ষমতা, অভিনয়ক্ষমতা, সর্বোপরি উচ্চারণ পারদর্শিতার উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশে তিনি অভিনয়ের প্রথা ও অভিনয়ে উপাদীয় হয়েছিলেন। দুঃখ ও আনন্দের, অধ্যাপক তাঁর অভিন্ন নিয়ে তিনি নিজের আলো ও নিজেই অভিনয়ের অভিনয়ী।

তা পশ্চিম সরকার নরেন বিশ্বাসকে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও মানবের নীর্ঘ সেতুবন্ধনে উল্লেখ করেন। তাঁর অভিনয় ও চরিত্র নিয়ে করে তাঁর অভিনীতাভিনয়ের উল্লেখ করে অধ্যক্ষমায় সমবেত নরেন বিশ্বাসকে তিনি নতুন সমের পথিকৃৎ রূপে বর্ণনা করেন।

বাংলা আকাদেমির সচিব সাহিত্যিক সমর চট্টোপাধ্যায় নরেন বিশ্বাসের প্রাসঙ্গিকী প্রবন্ধের প্রসঙ্গ সমর্থন করেন। নরেন বিশ্বাসের উচ্চারণ অভিনয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞী বক্তব্য প্রকাশ করেন অধ্যাপক অমিয়রঞ্জন বিশ্বাস। এই লোকান্তর অনুষ্ঠানকে তিনি বাংলাদেশ-ভৈরবীর জোড় অনুরোধ রূপে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ জেলুকি হাই অভিনেতা প্রেম নারায়ণ রায় নরেন বিশ্বাসের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকার কৃপণতাকে জেলার সঙ্গে উল্লেখের আনন্দময়ী বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা, রেডিও,

(সেখান ১০০ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ যখন সমাজের মূল ধন-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে তখন, তখনই সে সে সমাজটির প্রধান চালু অর্থনীতি তার মন মেজাজ মত তৈরি করে সমাজমানস। সে সমাজব্যবস্থার সমাজের সব ধ্যানধারণার মালিক হয়ে বসে তারা। সমাজের সব মানুষের মন নিয়ে তৈরি হয় সমাজমানস পদ্ধতি। সমাজ গতির সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজের পরিচালনা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে একটা শ্রেণীর এবং পরবর্তীতে শ্রেণী থেকে আরও সংকীর্ণ গোষ্ঠীর হাতে। প্রথমদিকে গোষ্ঠী থেকে আরও সংকীর্ণ গোষ্ঠীর হাতে। তারপর সমাজের অধীনস্ত সমাজটির পরিচালনার সমাজব্যবস্থার পালন-পোষণের ভারও তারা সমূল সমাজের অধীনস্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের ধর্ম ও কর্মের ভাবও তারা চালন নিজেদের প্রতিষ্ঠানে মানুষের উপর। যেহেতু রাষ্ট্রী ও সমাজ মানুষের হাত থাকে তারা শ্রেণীতে তৈরি সম্পদ ভোগ নেওয়া হল অন্যান্য সমাজ-সমাজের প্রতিটি শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐতিহ্য তৈরির তাদিদার। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ প্রতিবাদের পথ খুঁজতে লাগলেন।

সে সময় প্রথম দিকে দেখা বিপ্লবীরা প্রচলিত ধ্রুপদী অর্থনীতির সম্পর্কটুকুর সমাজ পরিবর্তন ফেলেছিল মূলধন ধারণায়। সে ফেলে রাষ্ট্রীয় ভোগে সম্পর্কের সমাজিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন তাঁর ধরনের ব্যবসায়ের থেকে প্রতিবাদে পর্যন্ত মন শ্রেণীর মানুষের এই সমাজিক প্রতিষ্ঠানের মুক্ত চলতে চেয়েছেন। এ ধারণাকে তাই তেই তেই নাম দিয়েছেন 'অভিজাতন্ত্রাধিক সমাজবাদ'। এর পরও ইংরেজদের ভিক্টোরিয়ান সমাজের ধ্বংস সমাজ-সম্পদের সমাজবাদের আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার পরিণতিতেই ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজের শ্রমিক বিপ্লব এবং তারও প্রায় দুই বছর পরে ফ্রান্সেরও শ্রমিক সংগ্রাম। ফ্রান্সেরও এই সংগ্রামের চালনাটি ছিল : রাষ্ট্রী ও উৎপাদনযন্ত্রে রাষ্ট্রী সমাজিক প্রতিষ্ঠান। ফ্রান্সে বিপ্লবের সে রাষ্ট্রী ধ্বংস করে নেওয়া হলেও পরিণত ইংরেজদের সমাজবাদী চেতনা তেমন ফল দেয় না। রাষ্ট্রী ধ্বংস আন্দোলন মতো যেটা থেকে আরও সমাজের নিয়ে বিপ্লবকারে পুঁজিবাদ ধরে ওঠার সময় সময় তা অনুমিত সমাজবাদী অভ্যুত্থানের রূপ নিল। ১৮৪৮-৭ ফ্রান্সে-এঙ্গেলস ধ্বংস অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—কমিউনিস্ট ইস্তাহার। এই তত্ত্ব শ্রেণীতে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রেণীসংগ্রামের ধ্বংস বিপ্লব পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পথ নির্দেশ করে।

কার্লমার্কস তত্ত্বের আবিষ্কার লেনিন ধরে তুলবার বিপ্লবী বল। তিন পত্রিকার মেয়াদ দিয়ে (১৯০১) রচিত গ্রন্থ (হোয়াট ইজ টু বি ডান) তাঁর নির্দেশ—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হলে সংগ্রামের সর্বাগ্রে বিপ্লবীদের এক সুগঠিত সংঘ চাই। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৩ সালে লেনিনের নেতৃত্বে গড়ে উঠল বলশেভিক দল। বিপ্লবের পরে আন্তর্জাতিকতাবাদীর অবকাশের জন্য করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রী গঠনের সংগ্রামে তিনি কাজে এগিয়ে নিয়ে চলবেন। কার্লমার্কসের সমাজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগে লেনিনের বলশেভিক পার্টি সম্পন্ন করল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। লেনিনের কার্লমার্কসী তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিপ্লবের উদ্যোক্তাদের ওপর পাঠ করেছে উপনিবেশগুলির অধিবাসী অনুপ্রাণিত। ভারতবর্ষের উপনিবেশিক অবস্থার উপনিবেশের জন্য ভারতবর্ষী জন্য পড়তে পারে। ভারতবর্ষের দিক থেকে ভারতে উপনিবেশবাদের বিরোধ করেছেন যে রাষ্ট্রসমস্যা আর-সমাজতান্ত্রিক আর-পুঁজিবাদী সমস্যা চলিয়ে যেসব, লেনিনের রুশ বিপ্লবের শিক্ষার সে সমস্ত বিপ্লবের সংগ্রামে এ দেশগুলিকে উপনিবেশ হতে হবে। লেনিনের বিপ্লবীদের পথ পুঁজিবাদ চালিত রাষ্ট্রী ধ্বংস একটিই সংগ্রামে ভারতবর্ষে এতিহাসের পথে এগিয়ে যেতে হবে। সে সংগ্রামের সমস্যা পর্যন্ত যেন এক ঐতিহাসিক এসে বলেছেন: "ভারতবর্ষ পুঁজী-যেন-সমাজিত প্রতিটি পুর্ণাঙ্গ আজও নিয়েই,... বিপ্লবীদের। বিশ্ব যা যেভাবে তাদের বিপ্লবে অভিজ্ঞতার হয়েছি।.... অবশ্য যেসবের সকল ছিল আমাদের দিক। সে বিপ্লবীরা যে পীড়ি যেন যেন সে প্রতি আমার—আর এজন্যেই আজ ছিল তাদের পরাজয় হয় উঠেছে।"

ভারতের আজ-সমাজতান্ত্রিক আজ-পুঁজিবাদী আজকার জীবন অনুযায়ী সমাজের যেসি বিপ্লবীদের শ্রেণীতে। এইসব বিপ্লবীর জন্য 'আজ' অনুযায়ীদের 'পরে' সমাজ উপনিবেশ জন্য সমাজে পরবর্তী শ্রেণীদের রুশ বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করা হবে।

বক্তব্যরত (বসে প্রথম সারিতে) অধ্যক্ষ সেনগুপ্ত, শিক্ষামন্ত্রী কবি বিভাস, ড: প্রবীরকুমার বিশ্বাস ও ডা: অমিত বসু

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

বন-বাদাড়ে ঘুরে জলজন্তুর অবস্থানের ঐতিহ্যিতে বিপুল প্রতিবেদন প্রস্তুতের দায়িত্ব তুলে ধরেন। তিনি নরেন বিশ্বাসকে এক শ্রেষ্ঠ শেকড়সন্ধিৎসু রূপে অভিহিত করেন।

নরেন বিশ্বাসের বন্ধু প্রতিষ্ঠানবিরোধী ডা: অমিত বসু ও কবি বিভাস রায় চৌধুরী নরেন বিশ্বাসের জীবনের ভালমন্দের ও ভালবাসার আর তাঁর জীবনব্যাপী যে অনুসন্ধিৎসা, দৃষ্টিভঙ্গি, সৎ ও প্রজ্ঞাবদ্ধ নানা দৃষ্টান্ত সহ সেসব উপস্থিত করেন।

উপাচার্য বাসুদেব মান্না নরেন বিশ্বাসকে একজন যথার্থ শিক্ষক ও আদর্শ অনুসন্ধানকারী রূপে জ্ঞাপন করেন।

সভা থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি অনুরাধা মৃধা নরেন বিশ্বাসের শিক্ষাজীবনের উজ্জ্বল দিকটি বর্ণনা করেন।

অনুজপ্রতিম প্রবীর ঘোষ সভা আরম্ভের থেকে নিয়ে তাঁর বিপুল অনুসন্ধিৎসার যে দিক প্রকাশ করে এসেছেন, তার বর্ণনা দেন।

উপাচার্য সম্পাদক নীতীশ বিশ্বাস আজকে অনুষ্ঠানের তাঁর অনুপ্রেরণার আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে আজকের সভার আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং নরেন বিশ্বাসের অন্য সকলের প্রয়োজন আজকে এগিয়ে যেতে অন্য সকলের সহায়তা, সহযোগিতা ও সাহচর্যের প্রার্থনা করেন। সভা চলে যেতে নিয়ে নরেন বিশ্বাসের প্রতি সে যেসব ও একেবারে এক আন্তরিকতার প্রদ্ধা ভালোবাসার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

১৯৯৪ সালে জলজ পুরাতত্ত্বের অধিক গবেষক নরেন বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে মালাদান করেন দায়িত্বশীল অধ্যক্ষ সেনগুপ্ত, লেখক অমলকান্তি রায়, অধ্যাপক বিভাস, জাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অধ্যাপিকা কৃষ্ণা সেন, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপকদের পক্ষে সুকুমারকুমার ঘোষাল, ড: অমিল রঞ্জন বিশ্বাস, সাহিত্যিক সমর চট্টোপাধ্যায়, ড: পবিত্র সরকার, ড: হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রাজুদার হাসির, প্রশাসনিক পক্ষে জ্যোতির্ময় ঘোষ, জীবনবিহারী অধিকারী, লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্ঠানের প্রবীণ ঘোষ, অমলপুর ও কল্যাণীর প্রাক্তন উপাচার্য নরেন্দ্রনাথ সরকার, শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সুবোধ ঘোষ, বাংলা আকাদেমির পক্ষে অরুণ বসু, প্রকাশকদের পক্ষে অরুণকুমার ইসলাম, কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

বক্তব্যরত জ্যোতির্ময় ঘোষের। বাঁ-দিক থেকে (প্রথম সারিতে) প্রবীণ ঘোষ, নীতীশ বিশ্বাস ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

উপাচার্য এবং চুড়ান্তভাবে, সর্বশেষ পত্রিকার সম্পাদক দেবকুমার বসু, কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অমলেন্দু চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য সুনীল কুমার লাহিড়ী, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, সমীর দাস, তুষার বারী (ঢাকা), অ্যাডভোকেট চিত্তরঞ্জন রায় (ঢাকা), বিমল বিশ্বাস আই এ এস।□

বিশেষ নিবন্ধ

পশ্চাৎপদ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ

আবদুর মুহ

ঝাড়গ্রাম মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অনগ্রসর এলাকা। এই মহকুমার জনসংখ্যা ৮,৭৭,৫১১। তার মধ্যে ৩০.৫৬ শতাংশ আদিবাসী এবং ১৮.১ শতাংশ তফসিলি জাতিভুক্ত—যারা নিদারুণভাবে পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর। এদের বিশেষ উন্নতির জন্য নিয়া করেই আসছেন পূর্বে যেটা মহকুমার ৫০ শতাংশ আদিবাসী ও ২৪ শতাংশ তফসিলি জাতির উন্নয়নমূলক প্রকল্প বার করে। এটি মূলত কৃষিভিত্তিক অঞ্চল হলেও খরাপ্রবণ এবং উর্বর শক্তি কম থাকায় প্রকৃতি এখন প্রতি কৃষি উৎপাদন খুবই কম। এই অঞ্চল যেমন কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে, তেমনই প্রকৃতিক সম্পদের, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ঘাটতি রয়েছে।

এইসব কথা মনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা থেকেই কৃষি ও আনুষঙ্গিকভাবে সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি পরপরপরি, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে, এই পশ্চাৎপদ এলাকার সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে আমাদের উদ্যোগ পর্যায়ের সাধারণ বিশেষ কর্মসূচি তৈরি করে কাজ করে চলেছে। মানুষের সহায় ও সক্রিয়তার কারণে বিভিন্ন স্তরের প্রকল্পগুলি প্রকল্পগুলিকে সম্পূর্ণ রূপায়ণ করা এই প্রকল্পগুলির উদ্যোগ।

এই কর্মসূচির প্রথম লক্ষ্য যেন সাধারণ মানুষের সাধারণ কৃষির উন্নতিসাধন; তাদের, সেচ ও অন্যান্য নির্মাণের সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, শিক্ষার প্রসারের মধ্য উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পর্যন্ত ও পুনর্গঠন, পানীয় জল সরবরাহ, গৌণ এলাকার জনসিকেলী সাধারণ উন্নতিসাধন, বনসৃজন, ভূমিনিম্ন বিজ্ঞানের জন্য পরিকাঠামো সৃষ্টি এবং আদিবাসী সংস্কৃতিকে উৎসাহদানের জন্য মেলা ও উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি।

আমাদের উন্নয়ন পর্যন্ত এ যাবৎ যে সমস্ত খাতে কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:

কৃষিসেচ

কৃষিসেচ-ব্যবস্থা প্রসারের জন্য ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদের কর্মসূচিগুলো এ যাবৎ ৪৪টি নদী-উত্তোলন প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে যার দ্বারা ১,৫১০ হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কৃষিসেচ প্রকল্পের মধ্যে (যেমন—খাল, ছোটোবাঁধ, ঘাঁধ, কূপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প) আরও ৮,৪১১ হেক্টর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি ভূগর্ভস্থ সেচ (নদী-উত্তোলন) প্রকল্প হিসাবে ধরে ১০টি প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে, এই প্রকল্পগুলি কৃষি দপ্তরের বিভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। কিছু কিছু পঞ্চায়েতের অধীনে ৬টি ভূগর্ভস্থ সেচ (নদী-উত্তোলন) প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে। সেচ ও জলপথ বিভাগ করে ৩টি ও ব্লকগুলিকে সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়েছে। একইসঙ্গে এই অর্থবর্ষে ধরে কৃষি-সেচ বিভাগ করে ৮৫টি নলকূপবিহীন সেচ প্রকল্প ও ৮৩ ঘাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়েছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগভীর নদী-উত্তোলন প্রকল্পগুলি চালু করে অনেকটি এগিয়ে হয়েছে।

পঞ্চায়েত

এই খাতে ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদ পুরো মহকুমা অধিকারের মধ্যে যেন অনেকটি পাকা রাস্তা এবং সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করেছে। এখনে প্রায় ১৫১ কি. মি. রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য রাস্তাগুলির সংস্কারের মধ্যে ৪৫টি প্রকল্পে ৪৩৩ মিটার সেতুর কাজ করা হয়েছে। এই রাস্তাগুলি ঘাঁটি করার সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বিভাগী নিয়ে পূর্ত দপ্তর ও মার্গ দপ্তরের মধ্যে আলোচনা এগিয়ে চলছে।

এছাড়া নিম্নলিখিত রাস্তাগুলিতে যেসব কাজ চলছে সেগুলি ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

(১) বাঁকা সিউনি-ডাকঘর (১৩৮-২), (২) কেন্দিয়াসুলি-পঞ্চবিদ্যুল সেতু সহ রাস্তাটি, (৩) কেন্দিয়াসুলি রাস্তাপুর সেতু, (৪) জামদী ঘুনিয়া সেতু (সেতু ২), (৫) মাদারা-নবিবাসেন্দ্রা ডাকঘর পর্যন্তটা, (৬) পুরুলিয়া-১টি সেতু, (৭) ঘোলাকুড়ি-জোলাডুবা সেতু (একটি পাকা) এবং ৮) চেলাডাঙা-ছোটোঘুনী সেতু।

উপজেলার প্রকল্পগুলি হচ্ছে মোট ২১৫ কি. মি. সংযোগকারী রাস্তা সহ, ১৫টি কালভার্ট এবং ৩৩টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে।

শিক্ষা

ভারত উন্নয়ন সংস্থা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী মধ্যমেয়াদী এই সময়ে শিক্ষা বিস্তারে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ সময় ৫২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১১২টি নৈশ-কুলিয়া প্রাইমারী, ৬টি মাধ্যমিক (মাধ্যমিকস্তরে) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারণ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের বিস্তারকল্পে প্রায় ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফরম বিতরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা

ভারত বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে উপজেলাবাসীর জন্য ভারতের সহায়তায় একটি ইন্টারমিডিয়েট হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ভারতের বিশেষজ্ঞ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরোগ্য, বেশিরভাগ্যপূর্ণ, জেলা-সদরী ও জনগণের স্বাস্থ্যে ভাল ফেরে পানি তৈরি করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জেলা বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র ও প্রাথমিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং আরো অনেক কিছু, সকলপুর এই সময় প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। জেলার পাঁচটি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি ট্রেনিংয়ের নির্মাণ করা হয়েছে।

যমনাত্রাণ

ভারতের সহায়তায় যমনার একটি বিশেষ সম্পদ। এই সময় সম্পদের ওপর উপজেলা ভবন ভারতের সহায়তায় মোট ১২৬ মেট্রিক টনসমূহ ও ১২৮ কি. মি. রাস্তার পার্শ্ব মজবুতকরণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ্যপূর্ণ-১ পঞ্চায়েত সমিতি এবং ভারতের পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের উদ্দেশ্যে পরিচয় প্রতিনিধি বিনিময় ও উপজেলাবাসের জন্য প্রতিনিধি পঞ্চায়েত নেওয়া হয়েছে। মুক্তাঞ্চলে মেয়ে কৃষিকাজের পক্ষে একটি ছাত্রী নির্মাণের প্রকল্প এর সহায়তা আদুলেনের মধ্যে মহাবী কলমপুরের উদ্যোগ পূরণ হয়েছে। এছাড়া ভারতের পক্ষে দুঃস্থ নিরক্ষরদের জন্য উপযুক্ত এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাশ কলমপুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ

বিভিন্ন অনেকগুলিতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য ৮টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং উক্ত কাজ পরিচালনার ভার বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের কাজ প্রায়ের বিভিন্ন গ্রামে সমাপ্তির বিবেচনাধীনে উন্নীত হবেন।

বিবিধ

উপজেলাবাসির বিশেষ বিশেষ প্রকল্পগুলি ছাড়াও ভারতের সহায়তায় মধ্যমেয়াদী অর্থের ওপর পরিচয় কাজ সম্পাদনের জন্য কৃষি খাদ্য, পঞ্চায়েতসমূহের, মেডিসিনস, পশু, খাদ্যী পঞ্চায়েত কৃষিজ প্রকল্পের জেলা এবং একটি সাম্প্রদায়িক তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েলী ছাত্রদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়, শহীদের উন্নয়ন এবং উপজাতি জনগণের জন্য পক্কা টিনি, দুঃস্থ জনগণের প্রকল্প, ভারতীয় জেলা ও কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। সাধারণ দুঃস্থ মেয়ে সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি উন্নয়ন ক্ষেত্রে আরো আরো ৫টি সকলপুরের জন্যে বিভিন্ন প্রকল্প ক্ষেত্রে হয়েছে।

ভারতের মধ্যমা ভারতসরকার পঞ্চবার্ষিকী-পূর্ব ও তার মধ্যবর্তী প্রতিটি নির্মাণ প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রকল্পগুলির সমন্বয় সাধন

ভারতের উন্নয়ন পর্ষদের কাজ একটি কাজ হল এই সময়কালে বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এই নীতি অনুসরণ করেছেন ভারত পর্ষদ এর সহযোগিতায় ভারতের মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা ৫টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জেলাভিত্তিক কৃষি পরিকল্পনা একটি সেতু নির্মাণের জন্য এগিয়ে এসেছে।

এই আনুমানিক ব্যয় মূল সকলপুরী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনাকমিটির মধ্যে ২১,১০,০০০ টাকা (একুশ লক্ষ দশহাজার টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ সালে পরিকল্পনা খাতে ১,১৫,০০,০০০ টাকা (এক কোটি পনের লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমিনপুরী উন্নয়নের এ সকল আমলিকার যোগাযোগ হয়েছে এবং এ বছরের এপ্রিল মাসে এ ডি ও ডি জেলা পর্ষদ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

যেসব ভারতীয় ভারতের উন্নয়নের সহযোগিতার আগ্রহী বিভিন্ন হয়, আমিনপুরী আসন উন্নয়নের বিভিন্নটির প্রকল্পসমূহ করছে। পুরনিয়া ও উন্নয়নের সমিতি এসকল বিষয় পরীক্ষা এবং যৌথভাবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শদাতা ভূমিকা আমিনপুরী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হয়। উদ্যোগগুলির জন্য এই পঞ্চায়েত এসকল আমিনপুরীর এই যৌথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা নিয়েছিল।*

* আরো তথ্য নেয়া

[illegible]

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের স্মৃতিচারণা

শ্রীতীন বিশ্বাস

চল্লিশের 'শবর-শবরী' থেকে হরপ্রসাদের 'অবাক্ত্ব বুদ্ধরা' অথবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'হেক্টর-বোধাল' অথবা বুদ্ধদেব বসুর 'অন্ধের হিসাব নাইক' অবলম্বনে যাঁর কণ্ঠে অনর্গল উচ্চারিত হত; সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদপ্রতিম সেই অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস গত নভেম্বর ২৭ (১৯৯৮) প্রয়াত হয়েছেন। অধ্যাপক অন্বেষকদের কাছে অবশ্য উচ্চবিশিষ্টতার জন্য। কিন্তু নরেন বিশ্বাসের সাহচর্যে ছিল বাংলা-ভাষার উপন্যাসের বাঘাদক পণ্ডিত-বরিষ্ঠ মানুষ। তাই তাঁর নাট্য প্রবন্ধ, প্রবন্ধ-উপন্যাসের অথবা কাব্যেই প্রয়োজনে সর্বদাই মানুষ তাঁর আশ্রয়। বিশেষ করে সেই মানুষ যাদের একটি মাত্র তমা—মাতৃভাষা। যারা এখন কি অক্ষরজ্ঞানহীন। তাদের জন্য হৃদয়ে বহুদের বাংলা সাহিত্য জগতের ফুল ফলের জন্য যেটে দেবা সাহিত্যকে ফুটিয়ের বেশি ব্যাপকে ছড়ে যাবে বাঘার প্রতিদিন প্রয়োজনের সকল রূপায়ণের জন্য কলকাতায় প্রবাসবাসীর-দেশ পত্রিকা থেকে ১৯৯৪ সালের জানন্দ পুরস্কারে ভূষিত করেন।

১৯৯৪ সালের জানন্দ পুরস্কার পাওয়ার পর এখেকেও তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় (৩-৬-৯৫) বাংলা আকাদেমির সভানিমিতে হলে। তাছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে সংবর্ধিত করেন তৎকালীন এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী অন্তি বিশ্বাস, প্রবীণ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। কিন্তু সব সম্মানকে অতিক্রম করে গেল এবার তাঁর শেষ সম্মান প্রাক্‌মুহূর্তে তাকে জানিয়ে, বাংলা একাডেমি ও তাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষক ক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে প্রবাস বাসকে সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শুরু করে অকৃত মানুষের এই ভালোবাসা শ্রদ্ধা—কোনো মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্মান। যদিও এ বলিষ্ঠবন্ধু মাতৃভাষা-সাধক পেয়েছেন বিপুলভাবে, আন্তরিকভাবে।

জানন্দ পুরস্কার গ্রহণের পর একান্ত ঘনিষ্ঠজন অর্থাৎ তাঁদের একমাত্র কন্যা ও সাহিত্যে দুটি কবি বিদায়। ছবি: শ্রীতীন বিশ্বাস ও নরেন বিশ্বাসের পুত্র শ্রীমতী অন্তি বিশ্বাস ও নরেন বিশ্বাস

জীবন কথা :

আজ যে নরেন বিশ্বাস বাংলাদেশের সকলজনের 'বাকপিয়ানর্স', উপন্যাস অভিধান, ছন্দ, অলংকার, সৌন্দর্যতত্ত্ব সাহিত্যের সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে হয় প্রায় ১৮টি গ্রন্থ সেই প্রথাত মানুষটি একদিনে এমন হননি। তাঁকেও নানা পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব দিয়ে অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে উঠে আসতে হয়েছে। সেকথা প্রথমে একটু আলোচনা করা যাক।

বাল্য জীবন :

ফরিদপুর জেলার ফরিদাবাদী গ্রামের বনিকা মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র নরেন্দ্র (ডাকনাম পাপ্তি)। বাবার নাম হরিদাসী বিশ্বাস। বড় ভাই ড. হরেন্দ্রনাথও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি ও নরেনের জন্য চার ভাই-বোন এর এ পাশ। কেবল ছোট বোন এর এ না হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষিত এবং কবি। এই দুই সন্তানকে রেখে পিতামাতা তাঁদের সর্বস্ব দিয়ে মুশিক্ষিত করার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি। প্রতিবেশী ছাত্রদের থেকে পড়াশুনা করতেন।

আর নরেনবাবু ছোটবেলা থেকেই ছিলেন বড়ো পাগল। জন্মথি ও বড়ো উৎসাহী মানুষ। তাঁর চোখের সামনে কৈশব থেকেই বাবাকি, মাকিকে কেন আপনই হয়ে ওঠেন।

নরেনের জন্ম ১৩৪৯ সালের ১৭ আশ্বিন রবিবার। অনুষ্ঠে (মাতামহি) কৃষ্ণপুর গ্রামে। তাঁর কৈশব ও বাল্য কেটেছে ফরিদাবাদীতেই। রসিক মাতামহি ও বর্ষীয়ান সাংস্কৃতিক পরিবেশ নরেনের মনে সাংস্কৃতিক ক্ষুধা কৈশব থেকেই সজাগিত করেছিল।

নরেনের পাঠশালা শিক্ষা শুরু শিক্ষায় স্কুলে যেখানে শিক্ষার শিক্ষক শ্রীনাথ পণ্ডিতও শিক্ষক ছিলেন। এখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে নরেনকে ভর্তি করা হয় সহরে তিন মাইল

পরিচালনা-পরিষদের একজন হিসেবে তিনি ভূমিকা পালন করেন।

এ সময় থেকেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে স্বাধীন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটতে থাকে। এ জন্যে তিনি প্রথম দিকের বেশ কিছু রোমান্টিক্যের টীকাকার, সংস্কৃত সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী রাবণীবাদীর কুপাই চিহ্নে হয়ে ওঠেন। অবশ্য কবিতা-কাব্য ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে মাত্রা বিশ্লেষণের যে প্রয়াস তিনি করেছেন ও সফলতা অর্জন করেছেন তা অনস্বীকার্য। নজরুল বলেছেন এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম শিক্ষক তাঁর পিতা।

যৌবনের জ্বলন্ত প্রকাশ :

এরপর তিনি যান কলকাতায় বাগবিতা গ্রহণ করেছেন। সেখানে তাঁর অধ্যয়নই হয়ে দাঁড়ায়নীতির মূল সংযোগ ঘটে। অনুবাদ, নাটক, ছোটগল্প—প্রবন্ধিক থেকে টেকন এই ছোটেটি অনোরাজ্যে তি দি নিবন্ধিত হন। এখানে যে নাটকগুলিতে তিনি মূল ভূমিকায় অভিনয় করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরের দেয়ে। তখনকার দর্শিত কলকাতার মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, রাজশেখর বসু, মুরলা মজুমদার। নাট্যসমাজ বিজয়ন্তের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ বিদ্যাস, বসিকী বে বিদ্যালয়ন, অধ্যাপক বিজয়া ও অন্যান্য এ ভালিন।

ভাষা শহীদ :

বাগবিতা অনোরাজ্যে কৃতী ছাত্র হয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছিলো। ফলে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রথমে অধ্যাপক সুনীতি চৌধুরী বক্তৃতা হয়ে ওঠেন নজরুল বিদ্যাস। সেখানে সব ছাত্রের একজন একটিমাত্র ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সেখেছিলেন সেখানে নজরুলের কাব্যগ্রন্থের প্রেরণা, প্রবন্ধগুলির অধ্যাপ ও নাটকগুলির পক্ষপাতে জন্য তাঁকে ডেকেছেন বাংলা সাহিত্যে, ভাষিকার বর্ণন নজরুল কবিতাগ্রন্থের ভূমিকার এবং বর্ণ পড়ে শুনিয়ে ছেন তাঁর গান। সেই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ও তার উপস্থাপন পরিকল্পনার মূল্যায়ন সূত্রে—বিশেষী মনোনয়নের ছাত্রদের কবিতার ছন্দ করে যেন। সাহিত্যের বসগ্রহণ, ভাষা ভাষ-বিজ্ঞান, ছন্দ বিজ্ঞানের ছাত্রে সূত্রে তিনি বিশিষ্টভাবে আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে সেই সম্পর্কই তাঁর জীবন-সাধনা সূত্র ওঠে।

কর্মজীবন

১৯৩৬ সালে এম এ পরীক্ষা দেয়া হওয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছন্দ ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত অধ্যাপনার কাজ নিয়ে। পরীক্ষার ফল বেরুবার পর ১৯৩৭ সালে ছেন দেন অবনীন্দ্র সহিত্যভূষণ অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি অন্তর ছন্দ নিয়েছেন বাংলা ভাষার বিষয়ে একটী গ্রন্থ প্রকাশের কাজ বাংলা অভিধান প্রকাশনের। কিন্তু সহিত্য কাজ রাজ, যেমন গ্রন্থ সমাপ্তির তিনি কাজী হয়ে যাবতে পারেননি এ।

নাটক রচনা ও পরিচালনা

তিনি সাহচর্যে ঘোরিত মানব উপন্যাসের বাংলা নাটকরূপ দেন বিশ্ববিদ্যের চৌদ্দর। নাট্যবিদ্যুবের রাজনাটক ও সাটকানুরাগী অনুরোধে তা একশিকায় অভিনয় করেন। এ ছাড়াও তিনি রচনা করেছিলেন সমাজসংস্কার বিষয়ক নাটক। 'রাজনীতি জটিল'। যা এখনো অপ্রকাশিত রয়ে।

যা নাটক প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর অভিনয় প্রকাশনী থেকে তাঁর ভূমিকা বিশেষীদের প্রশংসা সাংবাদিক ও সাহিত্যিকী দেখক লক্ষ্য করেছেন। এ নাটকটি প্রথম অভিনয় (একাধিক সংস্করণ) অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল তাঁরই ঘোষণা হয়ে এবং বাংলাদেশে বেতারে নাট্য সম্প্রচারে ও অন্যান্য সম্ভবে।

এ ছাড়াও তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ্য যৌন মিল বিহার ভূমি নয়, ভূলুণ্ঠিত যীশু এবং পাদুকাদলা।

ঢাকে থাকার ১৩বছর পর যেমন ব্যাপক অর্থে নাট্যজগতের শিক্ষকতা, বেতার ও টি ভিতে উচ্চারণ ক্লাস পরিচালনা—বহুবার (সব প্রথম রবীন্দ্র জয়ন্তীতে) অভিনয় (অনুজের রবীন্দ্র) নাট্যদলের সঙ্গে উপদেষ্টা হিসাবে রবীন্দ্র ঘোষণাযোগ, নানা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতায় ও প্রেরণাদাতা—তেমনি ভূমিকাজুড়ে প্রকাশ আগে গ্রন্থ অধ্যাপক বিদ্যাসের পরবর্তীর সময়। স্বাধীন বাংলা বেতারে নাটক, জীবন্তিকা কবিতা নজরুল গানসহও আংশগ্রহণ। অন্যদিকে তখনো পাকস্তানীর বাংলাদেশী শিল্পী সাহায্যের নাটক রচনা ও প্রকাশনে তাঁর এক উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল।

তখন অধ্যাপনা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সাহায্য কেন্দ্র, বাংলাদেশ (ত্রৈমাসিক ও সাপ্তাহিক) সমাজপুর পত্রিকা, কবি ভূমিকায় সাহায্য, সনাতন কবিতাল (কবির হাতী) কিছুর আলি, কাজীরুল ইসলাম, মোঃ ইসহাক, ঐতিহ্য, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্র গভীর এবং তাঁদের সাহায্যে মুক্তাঞ্চলের সহিত্য নাম পরিচয়ের অধ্যাপনে বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন—মুক্তিযুদ্ধকালে তার পরে অবধি তাঁদের একটি অন্তর সঙ্গে নিয়োজিত ছিলেন তিনি।

তখন প্রকাশিত অধ্যাপনার পাবলিকের উপন্যাসে (৬১/১২ নিউমার্কেট রিটি) তাঁর অনুবাদের সঙ্গে। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার ও নিমন্ত্রণ, অবসর গ্রহণে ২৭২ সূর্য সেন স্ট্রিটে, ঐতিহ্য পাবলিকেশন্স, অনুবাদ প্রকাশনায়, প্রথম প্রকাশনায়, উচ্চারণ অধ্যাপনায় সঙ্গে অবসর পরীক্ষার সেবকদল, অধ্যাপনার সেবক শিল্পী অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে সেবা ভেদী অভিনয় গ্রন্থে বহু প্রকাশিনীর অনুরোধ সঙ্গে তাঁর বহুল থাকে ওঠে।

□ বিবাহ : ঢাকে স্বাধীন হন। বিয়ে হেলেন অবনীন্দ্র অধ্যাপনে। বিয়ে বিয়ের অধ্যাপ বিয়ে হেলেন তাঁর সংস্কৃতির

প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার ডিগ্রিলাভ ও এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি এর মধ্যে ব্যবধান প্রথম বিভাগের ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছেন প্রফেসর ডাক্তার আবদুল মতিন চৌধুরী। পাশে ডা. শামসুল হক। ১৯৫৮ সাল।

হাসপাতাল ও মেডিক্যাল বিভাগ প্রায়শই ডিগ্রির জন্য অযথা পুরনো অভিজ্ঞতাগুলি সব মুছে ফেলে। একদিন যেমন বিদেশ থেকে ফেরার পথে হাসিমুখে তার অভ্যর্থনাকারীদের সংখ্যাধিক্য অযথা মনে হয়েছিল।

এই সময় তাঁর পাশে তাঁরা ছিলেন অর্থাৎ তাঁর ঢাকাবিদ্যুৎ অনেকের সহকর্মী অধ্যাপক দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ঘোষকদের আজীবন ও প্রথম ছাত্র ডাক্তার হাফীজ উদ্দীন বিশ্বাসদের শিক্ষিকা অধিকন্তু পাকিস্তানের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার মহাশয়ের জন্য অনুরূপ মনে তাঁর বিয়ে হয়।

ঢাকাবিদ্যুৎ অনেকের ডাক্তারির অধ্যাপক তাঁর বিয়ে হয়ে যেমিস্ট্রি অনে (মহিলা ডিগ্রিতে নয়)—তাই ফোর্থ ক্লিয় হয়ে থাকার আগে অন্য পাশের ছেলে সবার মহিলাদের ফেলে নিয়ে হল। মহিলা ডাক্তারদের এই ফোর্থ প্রথম বিভাগ এবং বাংলায় সবার প্রথম। এর পর থাকতা-সংখ্যা হল বড় ঘোষকদের আজীবনের আসন। সবে অনুরূপ ডিগ্রিলাভ, বড় পরিবার, আত্মীয় ও বন্ধুজন। বাড়ি থেকে আর বেরই আসেনি।

□ **কারাজীবন :** এই বৃদ্ধ ডিগ্রি আবর্তনশীল রাজনীতিতে ১৯৭৪-এ মহিলা ছেলের অন্যায়ভাবে ছেড়ে হয়। কেন অপরাধে নয়। তাঁর ছেলেরা অনেকে অনেক রাজনীতি করত—এরা সবাই সমান প্রিয় ছিল এই আবর্ত নিজেদের। সেটা যেমন অনেক অন্যায়ভাবে ছেলে সহ্য করতে পারছিল না—তেমনি ছিল ঈর্ষা। এই অন্যায়ভাবে লোকটির মুখে প্রথম ঘাম তেমনী ঘরমে রাখে সহ্য হয়নি।

এই প্রকরণের ছেলে স্বামীর এক বেতের প্রশস্তিপত্র দেখার অনুরোধ এল—উনি জানালেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রশস্তি লিখতে পারব না। তাদের শুরু হল তাঁর প্রতি হেনস্থা। জেলের অন্তরালে কাটাতে হল তিন মাস। অবশেষে শেখমুজিবের হস্তক্ষেপে এই নির্দোষ ও তেজী অধ্যাপকের মুক্তিলাভ হল। তখন বাংলাদেশে মানবদরদী বৃদ্ধ পিতা-মাতা, রাজনীতি পরীক্ষার্থী ভবিষ্যৎ ছাত্রা প্রত্যেকের জন্য তাঁর মনের দিগন্তজোড়া সহ তুলি। সেই দুর্যোগের দিনে অনিশ্চিত বহু মানুষ যখন সহ ছেলের বহু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সে বহুর আজীবন মানবদরদী ডাক্তার অধ্যাপক—তারা প্রতিকূলতার যোগও।

□ **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :** অধ্যাপক আহমদ শরীফ তখন বিভাগীয় চেয়ারম্যান। মনের বিশ্বাস তাঁর স্থির ছিল। আর তাই তাঁর পক্ষপাতের দোলক বিচলিত নেই। এই প্রয়োজনের সুযোগে ডেকে নিলেন মনের বিভাগ ডেকে নিলেন সহকর্মী সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৮ এই প্রায় ২২ বছর সেই অধ্যায়ে

নিঃসন্দেহে দৃষ্টিনন্দন নিসর্গ হিসেবে জীবনের শেষ সময় তিনি বিহেছেন তাঁর অন্তরালয়। তাঁর মৃত্যুর পর শোকসভা এর ভবনে এই প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত হিসেব—সেখানে সভাপতি জীবন অবসান করেছেন, এখন সভার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিজস্ব জায়গা পাওয়া। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

○ উচ্চারণতত্ত্ববিদ : বাংলাভাষার উচ্চারণ নিয়েও বাংলাদেশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরু তা অনুসরণ করা দরকার। দুঃখ যেসি নয়, কিন্তু গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ভাষা একটি ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে। একটি সমৃদ্ধ-ঐতিহ্য ভাষার সমস্ত উপাদানের আলোকে সেখানে নিত্য বাহমান। আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেখানে ব্যাকুলতা। ক্ষেত্রভেদে—আর আলোড়নে—প্রায় একরকম। সেই দূর থেকে আকৃষ্টিত হলেন আলো—সুদূর ঘরের শ্রেণী সংস্কৃতির আকলনকে আলোকিত করে রাখে।

আর আলোচনার জন্য যেহেতু প্রধানত বাংলাভাষার 'আদা আদা' তাই আলোচনে অনুর হয় সমূহ এই ভূমে উচ্চারিত হবে পারে—বাংলার আদা যে কেন পারে নয়ন প্রদেশ অনুযায়ে তা জানতে হয় বহু ও বহুত। আঞ্চলিক প্রবণতা অতিক্রম করে আদা বাংলার নিউক্লিয়াস জানতে হয়। সেই সহজ ও জটিল সূর্য সন্ধানের ভার বাংলাদেশবাসী। মহান বিজ্ঞান জাতীয় আন্দোলনে, ঔপনিবেশিক অবস্থানে, সাধনোত্তর উচ্চারণে—প্রাণের বাদ্যশিল্পী সুদৃঢ় আসন ঐশ্বর্যে সেই আহ্বান আজ হয়ে নিজেকে উদ্বোধিত ও উজ্জীবিত আবেদিলেন। তাই যথার্থ আখেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার 'আদিস্থাপক'।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এইরে আজকে প্রতিটি সাহিত্যের, আন্দোলনের, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। আর আজকালকার ঐতিহ্যের পরে সবার থেকে তাঁর মর্যাদা ছাড়ে গড়ে সাহস হয়। কেন, কারণ সবার, যাদের, যে কেন সভাসমিতি-যোগাযোগের জন্য একান্তভাবে তিনি উদ্বোধনে ও উপাদানে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। তাঁর উচ্চারণ অভিধান প্রকাশ করে বাংলা আকাদেমি—যেসব সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠান। তাঁর মৃত্যুতে তাই হয়ে ওঠে অনিবার্য। তাঁর প্রয়োজন ছাড়া নেই এবং পারে নেই বাংলাদেশে।

○ ক্যাসেটগ্রন্থ : তবে একথা সত্য বাংলাদেশেও সাধারণের আগ্রহের অভাবই বড়। তাই যাঁরা সাধক জন, পারতে পারেন না তাঁদের কাছে ছাড়ার বাংলা সাহিত্যকে তুলে ধরতে সহজ বিজ্ঞান গ্রহণ করবেন প্রতি মাসায়। আমেরিকা কানাডার হল মার্কিন থেকে ইউরোপের। জীবনাচরণ থেকে আন্তর্নিকতম কবি। বুদ্ধিজীবীর পত্রিকাগুলো থেকে উচ্চারণতত্ত্ব ও তার প্রয়োগবিধি। এক দুরূহ ভাষাপুরী যেন ভরা হয়ে উঠেছে সহজ বিজ্ঞানের মতো, সাধনায়, আয়োজনে—অভিনিবেশ প্রয়াসে। দুরূহ ঘাটে যেন ভেসে। বাংলার ঘরে ঘরে আর হতে সাধন তাঁর এ মহতী প্রয়াস-প্রয়াস—স্কুলে, কলেজে, আবৃত্তি আর সমস্ত শিল্পীর জীবন নিয়ত আর তিনি হয়ে উঠেছেন একান্তভাবে প্রোজ্জ্বল। দুঃখ শিল্প সুখের কথা। এই শুধু মাত্র বাংলার ঘরে-ঘরে মহান বিজ্ঞান—তাঁর বিশাল উপস্থিতি যোজনা করেছেন—সাহস করে, যেন ও মনের মতিচেতনায়।

○ আমরণ পুরস্কার : এই বিরল ও অসমূহের অধিকারের মতো বিরলী প্রয়াসকে জানানোর আনন্দবেদনার যোগ্যতার পক্ষে সমান জানানো হল আমরণ পুরস্কার দিয়ে।

তাঁরা যে সম্মাননার যে পরম্পরা উপস্থাপন অব্যাহতের তা একটু উদ্ধৃত করি—

মহান বিজ্ঞান

আমরণে,

আমরা বাংলা ভাষা সাহিত্যের একদল একনিষ্ঠ সেবক। বিশ্বজুড়ে ছড়ানো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আমরা সাহিত্যের পঠন-পাঠন নয়, ভাষাকে জানা ও মানার আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ভাবনে ভাষা ঘরে প্রকাশিত। পাকিস্তান, ভারতের, আফ্রিকা, ইউরোপের, আমেরিকা—ইংরেজী ভাষিত জিয়ে আমরা আমরা ও আমুষ্ঠানিকতার প্রভাব প্রকাশ আমরা আমরা প্রকাশিত হয়। যা ভাষা প্রকাশ, সাহিত্যিক, আবৃত্তি, সাংস্কৃতিক—আঞ্চলিক সংস্কৃতিজাত আমরা আন্তর্জাতিক উপযোগে পরিচয় পাই বাংলাদেশের আমরা সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ও সম্প্রসারিত থেকে। 'প্রতিবেশের মূল থেকে সমস্যুল যোগাযোগ রক্ষার' এই মহা সংযোগ নিয়ে 'সম্মাননা' আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক আমরাদিনের সুযোগে আমরা আমরা আমাদের আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির আমাদের যেসবের একজন আমাদের সঙ্গে 'প্রতিবেশ সাহিত্যিক' হিসাবে সাধারণভাবে আমরা তুলে নিয়েছে তাঁর আমাদের আমাদের আনন্দ, এই সংযোগ বাংলাভাষী আন্তর্জাতিক আমরা সংস্কৃতিবাদী হিসাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের আমাদের যোগাযোগিত করে তোলে। আমরা, আমরা আমরা, আমরা উপযোগাদির সঙ্গে বিভিন্ন আমরা-আমিরা, আমিদের-আমিরাদের প্রকাশ আমাদের, পরিচালনা ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশের আমাদের সংস্কৃতিজাত আন্তর্জাতিক আমরা হিসেবে। তাঁদের সম্মাননা প্রতিটি বাংলাভাষী আন্তর্জাতিক আমরা আমাদের। আমাদের আমরা আমাদের আমাদের আমাদের বেশি, আমরা আমাদের হিসেবে আমরা আমাদের বিভাগী আমরা— বিশ্বাসের। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশজুড়ে বাংলাভাষী আন্তর্জাতিক হয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, তথা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উপাদান তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের ১৪০০ আমাদের আমোদপ্রমোদ পৃথিবী আমাদের পুরস্কার আর আমি। ইতি।

আমরাভাষী পরিষদ • ঢাকা। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১ আমাদ।

□ মৃত্যু এবং শিক্ষা : মাতৃভাষা সাধনার নিজস্ব মরমী বিধান হিসেবে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবন। তাই প্রায় তিন বছর ভুগে তিনি যাওয়ার পর যারা বিদায় দেওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করেছিলেন তাঁরা ১৯ তারিখ সকাল ৮টা থেকে ফোন নিতে শুরু করেছেন। বিশ্বভারতী সংবাদ অফিসের, কর্মী ও অন্যান্য বন্ধু তখনও অফিসের বিশ্বস্ত ফোনের সামনে বসে আছেন। এর অন্যথার প্রকৃতি সত্য হবে না। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এসেছিল অনেকেরই। তবে অতি দ্রুত তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু ভুল হিসেবেও, কিন্তু অবহেলা—শেষ দিকে একটিবারও তাঁকে এসে হিসেবের কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করা যায় না। একটি ব্যবস্থাপত্র এল। তাও হলো দেরিতে। ২৩ সেপ্টেম্বর '৮৮, তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। ২৫

ল্যাম্পস

নাগরাকাটা ল্যাম্পস

নাগরাকাটা ল্যাম্পস কেন্দ্রটি ইন্-টাই বাটি

নাগরাকাটা ল্যাম্পস কেন্দ্রটি [illegible] বাটি

[illegible] ল্যাম্পস [illegible] ও [illegible] ব্লকের [illegible] ও [illegible] ব্লকের [illegible] ও [illegible] ব্লকের

১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে আর্থিকভাবে ১৯৯৫ সালে প্রতি বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ৬টি দল অনুষ্ঠিত হয় এবং দলগত প্রতিযোগিতায় নিয়ে একটি বার্ষিক সম্মেলন করা হয়। বিগত তিন বছরের যে হারের লাভলাভ-এর জন্যে পরিচালিত হয়েছে সেখানে গ্রীষ্ম মৌসুমে পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,২১৫ টাকা, ১৮,৬০৭ টাকা এবং ১২,৫০৭ টাকা। এই লাভলাভ-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বছরের বিভিন্ন প্রস্তুতি ও উৎপাদনে ক্ষেত্রে ১০০-১৫০ জন ২ মাস থেকে ৩ মাস সরকার নিয়মিত দৈনিক মজুরি অনুযায়ী কাজ পেয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন সরকারি ব্যবসায়ে ২৫ থেকে ৪০ জন ১ মাস কাজ পায়, সাথে সাথে ট্রাক পরিষেবা ও পরিবহন ব্যবসায়ে ২০ থেকে ২৫ জন ১২ মাস ধরে অন্যদের দৈনিক ৫০ টাকা হারে মজুরি পেয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ জন ৬ মাসের জন্য

এখানকার লাভলাভ প্রেসটি ১৯৮৯ সালে ৫ লাখ টাকা

সংগঠক উৎপাদনি ও প্রস্তুতিতে কাজে নিযুক্তিত হলে আরও অধিকজনের কর্মসংস্থান হবে। সংস্থা মনে করে যে, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন (প্রবেশদ্বার)-এর মতো বন্ধনের কারণে এই সমিতির যেন নিজ বিক্রয়ের উৎস তৈরি করতে পারে। ফলে লাভলাভটি

এই লাভলাভ-এর মালিকানা পুরোপুরি

এখান থেকে পায়।

উন্নত সংগঠন অধিবাসীদের নিয়ে পরিচালিত এই ক্লাবের লাভলাভ প্রতিষ্ঠানের অন্য হিসেব ছাড়া এই লাভলাভ করে নিয়েছে। বিভিন্ন ক্লাবের কাজকর্মে নিযুক্ত থেকে পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। অধিক প্রবীণ পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক ক্লাবে ছাত্র দেওয়ার প্রয়োজন। লাভলাভ ক্লাবে দুধ ছাড়া আর কিছু করা হয় এবং অধিক লাভলাভ। পূর্বে বিভিন্ন ক্লাবের জন্য এই পরিষি পরিচালন অধিবাসী ছিলেন ও লাভলাভ নিজে থেকে কম লাভলাভ টাকা ক্রীম ফেরিতে কম এসে লাভ। ১৯৯২-৯৩ লাভলাভ ক্রীম ফেরিতে টাকা পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং এই বাবদ বিপদ পরিমাণে টাকা কম লাভলাভ ফেরত দিতে হয়। আগামী দিনে এই অসুবিধা হলে প্রতিষ্ঠানটি লাভলাভ লাভলাভ হবে।

ল্যাম্প্স
সমীক্ষা ৪

হবিবপুর ল্যাম্পস

হবিবপুর ল্যাম্পস-এর কার্যালয়

হবিবপুর ব্লকের হবিবপুর ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অন্তর্গত ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৩টি আর. ডি. বি. সি. আদিবাসী গ্রামে মোটামুটি ৪৮,৬০০ জন মানুষ এর আওতায় রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩৪,৬০০ জন আদিবাসী। এই সমবায়ের প্রধান কর্মসূচি হল হবিবপুর ল্যাম্পস-এর পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রকল্পে আদিবাসী সভ্যদের ঋণ ও অনুদান প্রদান, ঋণ ও মজুত ব্যবসা, ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা, কেরোসিন তেল বিক্রয়, রাসায়নিক সারের ব্যবসা, পাম্প মেশিন দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা করা, আদিবাসী মহিলা উদ্যোগে টেলারিং প্রভৃতি। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা সর্বশেষ ২,২৮৬ জন। এঁদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১,৬৪৭ এবং মহিলার সংখ্যা ২৭২ জন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যের মধ্যে ২০৮ জন পুরুষ এবং ১২৬ জন মহিলা। পরিচালন সমিতির সদস্যদের মধ্যে ১২ জন নির্বাচিত এবং ৩ জন আমন্ত্রণমূলক সদস্য। সমিতি কর্মাঞ্চলে ৭ থেকে ৮টি গ্রাম পরিচালনা করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রতি বছরই ভোগ্যপণ্যের আওতা কেরোসিন তেলের আওতা এবং রাসায়নিক সারের আওতাকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৯৫-৯৬, ৯৬-৯৭ এবং ৯৭-৯৮ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, ভোগ্যপণ্যের আওতাকে যথাক্রমে ২৫,০০০ টাকা, ১২,০০০ টাকা এবং ১৪,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। কেরোসিন তেলের আওতার ক্ষেত্রে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪,০০০, ৩,৫০০ এবং ৪,০০০ টাকা। টিন তেলেনী রাসায়নিক সার আওতাভুক্ত ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩,০০০, ২,৫০০ এবং ২,০০০ টাকা। আদিবাসী মহিলা পাশাপাশি নিযুক্তির (টেলারিং ক্লাস) আওতাভুক্ত ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্যে সেলাই মেশিন রয়েছে। ঋণ ও মেয়াদে আদায় আদায়ে নিয়মিত নিয়মিত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে সমবায়ের এবং সমিতিগুলোর ঋণ ও আদায়ের মূল্যমানভিত্তিক নিরীক্ষণ এর আদায় ও পরিশোধের মূল্যমানে সংশোধন হয়।□

শিক্ষায় সংরক্ষণ : কিছু প্রয়াস কিছু অপপ্রয়াস এবং আমাদের দায়িত্ব

বিবিদেশ বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩য় স্তবক

আমাদের সমাজ আজ সামন্ততান্ত্রিক আজ ধনতান্ত্রিক। অর্থাৎ সমাজে ধনতন্ত্রের জন্ম হলেও যেমন আজ তেমনি আগে অনেক সেখানে সামন্ততান্ত্রিক মনোভিত্তির আজও হয়নি বিলোপ। যেমন আজও সেখানেই তা হয় তা নয়, নিত্য দিন সর্বক্ষেত্রেই সমাজে সামন্ততান্ত্রিক কুপ্রভাব, কুসংস্কার, আচারসর্বস্বতা, ধর্মান্ধতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ, অন্ধ বিশ্বাস এমন পরিবেশের মধ্যে যে তা জীবন থেকেও মানুষ মুক্তিতে চায় না। আর কুচক্রীরা তথা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যখন এমন সব অবৈজ্ঞানিক ও পশ্চাদপদ মানসিকতা থাকে—তারা তখন তাকে নানা কুযুক্তিতে আরও করতে চায়। নানা কৌশলে ধনতন্ত্রকে রাখে সমাজে প্রধান চালাক। মুখে সমাজের উন্নতির কথা, প্রতিশ্রুতি, কখন আর কুচক্রীরা কিছু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শিল্প ফেটে উপরে জল চালার মতো আনুকৌশল।

তাই সরকার একদিকে যখন জনশিক্ষার আইন প্রবর্তন করছেন তখন এই প্রগতির পক্ষের, সরকারের ও উন্নয়ন বিরুদ্ধবাদীরা, তা বানচাল করতে দেখে পড়েছে। তারা নানা কুকাজ আন করছে। তখন এর মধ্যে আচারসর্বস্বী কিছু উচ্চ শিক্ষিতরাই আছে—তারা ছিদ্র বিলীন করতে চায়। কারণ শিক্ষার উন্নতি তাদের উদ্দেশ্য নয়—রাজনীতি তাদের লক্ষ্য; তা রাজনীতির কোন শুভ উদ্দেশ্য থাকলে তাদের কোন ত্রুটি খুঁজতে তারা যেত। তাদের মতলবের তাদের কোনও আগ্রহ নেই। এই যেমন এক ধরনের শত্রু। আর এক ধরনের শত্রু আছে—তারা রাজনীতির বন্ধু ও প্রগতিশীল সেজে কথা বলেন। মুখের মিষ্টিতে আপনি ভুলে যাবেন। মনে হবে এদের শিক্ষার শ্রেণী তুলি আর কেউ নেই; কিন্তু তারাই রাজনীতি মনে রাজনীতির ভয়ানক শত্রু। নিজেদের মেনিফেস্টোর মধ্যে এরা এইসব' তাদের ব্যবসাবুদ্ধিরা—তাদের সব উন্নয়ন করে যেমন তারা মজুর মেরে শিল্প মালিকের সর্বনাশের কৌশল করতে থাকেন। তাদের তাদের সরকারি প্রকৃতি শিক্ষার মুখোশ—এদের কর্মকাণ্ডের ঠিক পুরুষের একমাত্র অধিকার। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের পরিবর্তে "অবশিষ্টের প্রবেশ"। এইসব পরিবর্তে 'পুরুষ চালুর' বা মুখে মুখে মানুষের প্রগতি প্রতিষ্ঠানের বন্ধু হিসেবে, জনদরদের শত্রু হিসেবে নানা নামে নানা মুখোশ পরিধান করেছেন—কখনও কর্মকারক হিসেবে, কখনও অনুপ্রাণিতা হিসেবে—কখনও বন্ধুরূপী হিসেবে, কখনও পণ্ডিত রূপে, কখনও পরিবেশের পাদপূর্তি হয়ে কোনও ছদ্ম পোশাকে। আসলে এরা সমাজের ছিদ্রের মধ্যে সর্বনাশের আবহাওয়ার। তাদের প্রয়োজনে তাই সমাজে থাকে অন্ধকার সাধারণ মানুষদের। নানা রূপের পোশাকে তাঁরা আসেন, আসেন—এদের বাস্তবিকদের চেনা কঠিন; কারণ নিজে তথা চেনার মতো তাঁদের আসল চেনা যায়।

এই দুই দলের পরেও আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা সত্যিকার আগ্রহী হয়ে সমাজের উন্নতির কেন্দ্রকেন্দ্র করে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হোক ধনতন্ত্র। অসাধারণ পাক তাদের অর্থ ও অধিকার। এদের মানুষদের জন্য পরিচয় প্রদান নয়—তাদের মানসিক পরিচয় বড়। এক্ষেত্রে বলিষ্ঠবাদ্য প্রজা যেমন আছেন তেমনি আছেন নব গঠিত প্রজা। তাঁরা হন সমাজবিজ্ঞানে ও অর্থনীতিবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ মানুষের তথা প্রশাসকীয়দের মহান ঐক্য। এই সব মানুষের সংখ্যা কম কিন্তু এরাই ঠিক পথের পথিক।

এই ভালো অবস্থানের প্রান্ত দিয়ে চলতে চলতেই আমাদের লক্ষ্যে রাখতে হবে শিক্ষার সংরক্ষণের যে ছোট ও বড়কে সমাধান করে যেমন আমাদের নানা চিন্তন ও মূল্যায়ন। সংক্ষিপ্ত ভাব-ধারণ ছেড়ে মূল কথায় আসা যাক।

সংরক্ষণ ছোট ও ছোটের আপাতত্ত্ব □ সরকার যখন আইন আনেন তখন তার পক্ষ ও বিপক্ষ থাকে। কিন্তু আইন প্রণয়ন হয়ে গেলে তা মেনে নেওয়া উচিত সকলেরই। যেমন ছোটে ১০% নম্বরের জন্য যখন ২৫% দিয়ে পড়লো তখন পথ খোঁজার ছোট হল কোথা দিয়ে তাকে ,তারা বেরোনো যায়। তা না হলে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীরা যেমি অন্যত্র ভর্তি হয়ে গেলে চলুনিতেও ওরা হয়ে যাবেন। তাই তারা সরকারের সংকল্পকে যেখানে তারা হয়েছে সমাধান যেন তারিখের যে তারিখে ভর্তি হয়ে তাদের অসংখ্যি

যেটিকে ধরা হবে না। এই বিভিন্নটি অনেকেই জেনেও না জানার ভান করছেন। হিসেবে ভুল থাকা অবস্থায় তালিকাটি হয়তো যেমন তেমনভাবে তৈরি করে ফেলা যায়, কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে যে ফলাফলের তারতম্য দেখা যাবে তা কিছুতেই ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। তখন কী হবে? তখন কি আবার নতুন করে তালিকা তৈরি করা হবে? তখন কি আবার ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে? তখন কি আবার ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে? তখন কি আবার ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে?

তবু তাই যদি সমাজের সর্বস্তরে একটা ধারণা জন্মে যেখানে ধরা হয়েছে যে, তালিকা তৈরির জন্য ২৮% সংরক্ষিত থাকবে কিন্তু প্রতিটি প্রার্থীকেই বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ন্যূনতম নম্বর পেতে হবে। এই যে ন্যূনতম নম্বরের ব্যাপার এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোনো অনুদানের জেনারেল বিষয়ে অনার্স নিতে হলে প্রার্থীকে এই বিষয়ে ৫০% নম্বর অন্তত সর্বমোট ৪০% নম্বর পেতে হয়। কিন্তু তা এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০% ও ৪৫%। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তা আগে বাড়িয়ে করা হয়েছিল বিষয়ে ৫০% নম্বর সর্বমোট ৪৫%। রবীন্দ্র ভারতীতে তা পরে নামিয়ে ফলের মূলে করা হয় দুটি ক্ষেত্রেই ১০% করে (তফসিলিদের জন্য)। কিন্তু কলকাতায় তফসিলিদের জেনারেল ছাড় নেই। এরে ফলে প্রত্যাশিত অনেকগুলোতে অনার্স নেবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক তফসিলি ছাত্র খুঁজে পাবে না।

এ ক্ষেত্রে ইউ জি সি-র একটা নির্দেশনামার কথা উল্লেখিত যে তফসিলি ছেড়ে হলে তার জন্য কোন একটি ন্যূনতম নিম্ন করা হয়। এই অনুসারে অনেক অনেক উপাচার্য/সহ উপাচার্যদের অভিমত পরিমাণ দু-একটি ছেড়ে উচ্চ পড়ানো হয়েছে ২%।১% করে নম্বর পেলেও অনার্স পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তবে এগুলি ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম নয়।

ভর্তি পরীক্ষা নয়ে প্রশ্নোত্তর: সাধারণভাবে ছাত্র ভর্তির জন্য যে ক্ষেত্রে ভর্তি হতে চায় তার নিজের কলেজ (যেখানে সে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ছাত্র নম্বরগুলি) পরীক্ষায় ছাত্র নম্বরগুলি ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। এতে করে ভর্তি তালিকার নম্বর উল্লেখ করলে (জেনারেল ক্যাটিগরি হলেও) তা থেকে সহজে বলা যায় জেনারেল অন্তত হল কি না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ভর্তির জন্য জেনারেল জেনারেল বিষয় বা ভর্তিপরীক্ষার নিজস্ব পরীক্ষা ছাত্রছাত্রী আছে। এসব ক্ষেত্রে তফসিলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সঠিক হিসেব হয়। ইউ জি সি-র সমীক্ষায় এই তফসিলি ছাত্রদের ভুলে ধরে এসব সমস্যা করা জেনারেল ধারণা সমীক্ষায় এই ভর্তি পরীক্ষা ক্ষেত্রের ২৫% কম নম্বরের নিয়ন্ত্রণ জারী আছে। জেনারেল জেনারেল প্রতিষ্ঠানে ভালো তফসিলিদের জন্য একটা ন্যূনতম নম্বরের ব্যবস্থা করলে তার হয়েছে। অর্থাৎ 'জেনারেল উপর পাশের ছাত্রটি'—। এতে করে ভালোমন্দ অভিজ্ঞতার দুটো ধারণা। যেমনে অনেক ভালোভাল পরীক্ষার্থী ন্যূনতম নম্বরের বিভিন্নতে পড়েনা ১০/১২টি ভর্তি হচ্ছিল। এই 'ইন্টারভিউ বিধি' পদ্ধতি প্রবর্তনের উপর এই সংখ্যাটা হয় ২/৩টির বেশি না। এ জন্যে যেন সংরক্ষণের সুযোগ তফসিলি ছাত্র-ছাত্রীদের কোন ক্ষেত্রে যোগ নম্বর দেয়—পরীক্ষার্থীদের তা সুযোগমতো জানিয়ে না দিতে পারলে এ ভালোও সফল হবে না। তাই এ পদ্ধতি ভালোর একটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে পরিণত হয়েছে। বর্তমান রবীন্দ্র ভারতীর ভর্তির ক্ষেত্রে এমনি একটি ভর্তিতে ভালো পরে বিষয়টি উপাচার্যের ভাবে তুলে ধরা হয়। তাঁর নির্দেশে যেকোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ে নেয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেই সঠিক ভালো এবং সে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু জেনারেল ক্ষেত্রে ভর্তি নির্ধারকমণ্ডলীর সদস্যের এই ভালোভাল অন্যায়ের উপলব্ধি কি কিভাবে করে তা এখনও দেখা হয়নি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে: জেনারেল ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড থেকে এসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ভালোভাল নিয়ম আছে জেনারেল যা নির্ধারিত থাকে যে ওইসব ভালোভাই ভর্তি হতে পেতে হয়।

এই ভালোভাল আছে থেকে আমার ইউনিভার্সিটি হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্বের ছাত্র নম্বরের ভর্তি ৫০% থাকে আর ইউনিভার্সিটিতে ভালোভাল ১০ নম্বরও বেশি পায় আছেন ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ইউনিভার্সিটির নাম করে অন্যায়ভাবে তফসিলি ছাত্রদের বেশির ভাগে বঞ্চিত করার এমন ভালোভাল আমাদের জানা আছে। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষায়। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থবল, ভালোভাল অর্থবলী ব্যবসায়ের অন্যায় একটি পরিষ্কার ও ভালোভাল ভালোভালের সম্পর্ক একটা ভালোভাল হয়। যে কিভাবে? নিশ্চয়ই পাশক শ্রেণীর প্রতিভূরা। এবং নিয়মের কাঁকী গলিয়ে নিয়তে ঢুকে যায়।

একটা ক্ষেত্রের কথা জানি যেখানে এইসব পরীক্ষায় তফসিলিরা ভাল ভালোভাল হলে জেনারেল একটা বিভিন্ন-এ ঠিক হল এইসব ক্ষেত্রের ন্যূনতম নম্বরের যে কথা আছে তা তুলে নেওয়া হোক। এই নিয়মের উপর্যোজন পরিষ্কার অনুমোদনের জন্য ভালোভাল আগেই আমি একটি যৌথপত্র আমাদের করা হল।

১৯৮৬ সালে উচ্চমাধ্যমিকের একটি রেজিস্ট্রেশনে ভর্তির ভালোভাল ফেল-এর পূর্বের তুলে এসে এই যে ন্যূনতম নম্বরের কথা তা সাধারণ সবের ভালোভাল করা হল।

অর্থাৎ তফসিলিদের ভর্তি নিয়ন্ত্রণকারী জেনারেল করা জেনারেল পাবলিক এক শ্রেণীর ভর্তি সরাসর ভালোভালরা তা নিয়ে ভাবিয়ে পড়ুন। এই একটি আমার তফসিলি ভর্তি ভালোভাল জেনারেল সমীক্ষায় এসে তা পাল্টি পাল্টি ভালো সমস্যার পর বছর যে ভালোভাল পড়াশুনা দেখান।

এই অসৎ প্রবণতা রোধ করতে প্রয়োজন এইসব ভালোভাল কথা ভালোভালভাবে ভালোভাবে ভালোভাবে জেনারেল। যেন এসব ভালোভাল করা হয়েছে তার তাৎপর্য অনুধাবন করানো। তৈরি হয়ে যে তার ভালোই এসব এসব ভালোভাল পরিষ্কার ভালোভাল।□

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

সংকলক : বীরেন্দ্র দত্ত

[জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পাতা থেকে সাধারণত উল্লেখযোগ্য তারিখগুলি তুলে রাখার এই প্রয়াস পাঠকসাধারণের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ বিশেষ তারিখের বিশেষ বিশেষ ঘটনা—কবির সাহিত্যিকের জন্ম ও জীবনাবসানের দিনগুলি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যে সব সাহিত্য ও ঘটনার কুটিকথা ও অনেকজনার ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনায়ণের নতুন মালমশলা উদ্ভাসিত হবে, এই বিশ্বাসে সংকলনটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদক]

১ ডিসেম্বর :

- ১৮২৮-র এই তারিখে মিঃ হিউজ ওয়েস্টিংহেস পার্ক পরিচিত হন।
- ১৮৮৬-র এই তারিখে রাজা সপ্তমএডওয়ার্ডের জন্ম। [১৯১৮ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে তিনি আয়ারী স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হবেন এবং এই সংবাদ সত্যমিথ্যা হয়। ১৯১৯ সালের ৭ মে পঞ্চম সপ্তমের রাজনীতির প্রতিনিধিত্বদের নেতা হিসেবে তিনি প্যারিসের সভায় যোগ দেবেন। রাজত্ব স্বাধীন হলে তিনি রাজত্বে আসন অনুষ্ঠিত লাভ করবেন।]
- ১৯৫৪-র এই তারিখে ট্রুম্যানপন্থী পক্ষসমর্থনীয় প্রত্ন যাতায়াত জন্য নেতা নিযুক্তকে হত্যা করে।
- ১৯৮০-র এই তারিখে লালবাগান রাজবংশের ঘোড়শ রাজা রূপে পরিচিত হন।
- ১৯৮৮-র এই তারিখে পার্লিয়ামেন্টের প্রথম মহিলা প্রবাসমন্ত্রী রূপে মেরিলিন কুট্টো শপথ গ্রহণ করেন।

২ ডিসেম্বর :

- ১৮৩৩-র এই তারিখে আমেরিকার প্রথম সংবাদ আমেরিকান মেসেঞ্জার ট্রেন ইউনিয়ন প্রকাশিত হয়।
- ১৮৫৯-র এই তারিখে লালমুখো-হিমোগ্লি সম্প্রদায় নেতা তথা সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।
- ১৮৫০-র এই তারিখে প্রথম রাজার-মেসেঞ্জারের পরিচয় দুটি আবিষ্কৃত হয়।
- ১৮৮২-র এই তারিখে আমির মুজফ্ফরপুর সদর মেরু শিরিতে প্রথম অনব মেয়ে কৃত্রিম রাজ্য সংগঠিত হয়।
- ১৮৮৪-র এই তারিখে কৃপাল গায়ন মুখোপাধ্যায় মাতাই রাজার রাজ্যের মৃত্যু হয়।
- ১৮৮৯-র এই তারিখে বিজ্ঞানপ্রচারক সিংহের মেয়েরে রাজত্বের প্রথম জাতীয় দুর্গা সমারোহ পরিচয় হয়। পরমপ্রেমিকা, শ্রীমতি রাজত্বের সম্প্রদায়ের প্রতি পুলিশের প্রশাসনের উদ্যোগে পরিচয় রাজন্য অধিবাসের পুলিশিন রাজপরিচয় করেন।

৩ ডিসেম্বর :

- ১৮৮৯-র এই তারিখে প্রথমত শিল্পী সমাজদার বসুর জন্ম হয়।
- ১৮৮৬-র এই তারিখে বিপ্লবী কৃষ্ণিয়ার বসুর জন্ম হয়।
- ১৯৪১-র এই তারিখে জাপান পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ করে।
- ১৯৫৬-র এই তারিখে কলকাতাটিয়ার প্রথিক বন্দোবস্তারণের সূত্রপাত হয়।
- ১৯৭১-র এই তারিখে পাকিস্তানের সাহায্য রাজত্ব রাজ্যরূপ করে।

৪ ডিসেম্বর :

- ১৮২১-র এই তারিখে ব্রিটিশ ডাইসরয় লর্ড ইরুইনের মেরিক সভিনার প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন জারী করেন।
- ১৮৮৮-র এই তারিখে ঐতিহাসিক বন্দোবস্ত মন্ত্রণালয়ের জন্ম হয়।
- ১৯৫৯-র এই তারিখে ৭৩৬ মেয় ও বিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে রাজত্ব ও বেসরকার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৭৭-র এই তারিখে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন মেরিনিংহাম ত্যাগ করেন।

৫ ডিসেম্বর :

- ১৮০৬-র এই তারিখে ফরাসী অন্দোলনের নেতা সাহিত্যিক পরিচয় সম্পাদক ফুলকুমার মিত্র মেরিনিংহাম ত্যাগ করেন।
- ১৯০৬-র এই তারিখে মেরিনিংহাম ইউনিভার্সে 'ফ্রান্সিস লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৫১-র এই তারিখে প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পসাহিত্য-রসজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৫৬-র এই তারিখে রাজত্বের জীবন বীমা নিগমের রাজিয়া সর্বপ্রথম স্বাক্ষর করেন।

৬ ডিসেম্বর :

- ১৮২০-র এই তারিখে প্রথমবার আমেরিকা এক্সপ্রেসগুলির যাত্রাসূচনা-এর কথা হয়।
- ১৮৫০-র এই তারিখে ইয়েলোস্টোন পার্কটির জন্ম হয়।
- ১৯০১-র এই তারিখে আবদুল হামিদের জন্ম হয়।
- ১৯৪৬-র এই তারিখে ডঃ বি আর আম্বেদকর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
- ১৯১১-র এই তারিখে অবশ্য বাংলাদেশকে কৃটনৈতিক ছিটমিটি দেয় এবং এই একই তারিখে পরিচ্ছন্ন অবস্থানের মধ্যে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থির করে।
- ১৯৮৫-র এই তারিখে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়।
- ১৯৯২ সালের এই তারিখে বৌদ্ধধর্মীরা বাবরি মসজিদ ভাঙে করে।

৭ ডিসেম্বর :

- ১৮৮৫-র এই তারিখে বাল্যবিবাহ আইনে অনীতিকর বয়সে বেশী বয়সে সম্মতির প্রবর্তন করে।
- ১৮৯৬-র এই তারিখে লাহোরিয়ারে প্রথম বিদ্যুৎ-বিভাগ অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭২-র এই তারিখে কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা শুরু হয়।

৮ ডিসেম্বর :

- ১৮২১-র এই তারিখে পি এন্ড ও (পেনিনসুলার এন্ড ওরিয়েন্টাল) প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ ভারতে আসে।
- ১৮৭৯-র এই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (বিশ্বের যাবতীয় বঙ্কিম) জন্ম হয়।
- ১৯০০-র এই তারিখে বিশ্বের প্রথম বিমান-অপহরণ ঘটনাটি ঘটে। পেরুর রাজধানী লিমা থেকে ওয়াশিংটনগামী একটি বিমানকে (বিমানটির নাম ছিল 'ইনকা') অর্থের বিনিময়ে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানটির অপহরণের ইতিহাসে এই ঘটনা 'অভিনব ঘটনা' হিসেবে অভিহিত।
- ১৯৪১-র এই তারিখে জাপান আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

৯ ডিসেম্বর :

- ১৮৮৪-র এই তারিখে কলা বসু সুলতানের জন্ম হয়।
- ১৮৯৫-র এই তারিখে নিখিল বিজ্ঞানের নেতা জগৎ চন্দ্র বসুর জন্ম হয়।
- ১৮৯৮-র এই তারিখে পেরুর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪২-র এই তারিখে জাপানিরা পঞ্চাশের মেজরিন দেশলিঃ-এর জন্ম করেন।

১০ ডিসেম্বর :

- ১৮১০-র এই তারিখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার দেশলিঃ-এর জন্ম করেন।
- ১৮১৯-র এই তারিখে প্রথমবার আমেরিকা অনুপ্রাণিত বিমানযুদ্ধের জন্ম হয়।
- ১৮৯৮-র এই তারিখে শান্তির নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন হয়।
- ১৯৪১-র এই তারিখে জাপানি ও ইংরেজি একযোগে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
- ১৯৪৮-র এই তারিখে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ 'মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করে।

১১ ডিসেম্বর :

- ১৮৭৭-র এই তারিখে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ম্যাসন (বর্তমান মেঘালয়) পুরোপুরি ব্রাহ্মদের দখল পরিচালনে দখলদারি নেয়।
- ১৮৪৫-র এই তারিখে নিখিলের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯৪৬-র এই তারিখে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১২ ডিসেম্বর :

- ১৮০৩-র এই তারিখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মহীশের দখল অবস্থা নিজ হাতে তুলে নেয়।
- ১৮৮২-র এই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়।
- ১৯০১-র এই তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন।
- ১৯১১-র এই তারিখে ১৯০৫-এ ব্রিটিশ সরকারকর্তৃক বঙ্গ ভঙ্গ রদ হয়।
- ১৯১১-র এই একই তারিখে ওরিসা ও বিহার প্রদেশ তৈরি হয়।

১৩ ডিসেম্বর :

- ১৯৩০-র এই তারিখে মহাত্মাজির 'অভিনব যুদ্ধ' আন্দোলনে নিখিল বসু গ্রেপ্তারবরণ করেন।
- ১৯৬২-র এই তারিখে ইতিহাস আজকে অপারেশন গোল্ডেন সমাপ্তন শুরু করে।
- ১৯৮৩-র এই তারিখে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ নীতি ঘোষণা করে।

১৪ ডিসেম্বর :

- ১৯১১-র এই তারিখে আজ আমুন্ডসেন প্রথম দক্ষিণ মেরুতে পা রেখেন।
- ১৯৩১-র এই তারিখে আজ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পতি যোগ

এ সুবিধা চৌধুরী মুনিরুজ্জামান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত হয়।

- ১৯৫৬-৭ এই তারিখে ৩৩৯১-মাইলের নৈমিত্তিক ট্রেন চালু হয়।

১৫ ডিসেম্বর :

- ১৯৪১-৭ এই তারিখে জেনারেল মোহন সিং জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে প্রথম হিন্দ বাহিনীর গঠন শুরু করেন।
- ১৯৪১-৭ এই এবং তারিখে নাগরীবাজারী ফর্দেশ কমিটিমেন্ট পার্টির নেতা আন্দ্রিয়েস সেমি-কে হত্যা করে।
- ১৯৫০-৭ এই তারিখে ঘানিম ১৯৫৩সের প্রথম ধরাইমুখী সর্বস্ব বাহুবলী পার্টেলের সূত্রা হয়।

১৬ ডিসেম্বর :

- ১৯৭০-৭ এই তারিখে বিশ্ববিদ্যালে জার্মান দূরবর্তী দূরবিন স্থান করেছেন-এর জন্ম হয়।
- ১৮৪২-৭ এই তারিখে ইউরেনিয়ামে 'রেডিও অ্যাকটিভিটি'র উদ্ভাবক এ এইচ বেকরেল-এর জন্ম হয়।
- ১৯৭১-৭ এই তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের চারটীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

১৭ ডিসেম্বর :

- ১৭৭৮-৭ এই তারিখে পদার্থ-বিজ্ঞানী এবং ফ্রান্স উৎপাদক গাণের (লাফিং গ্যাস) উদ্ভাবক হামফ্রি ডেভির জন্ম হয়।
- ১৮০৩-৭ এই তারিখে বিমানের আবিষ্কারক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়—অরভিল এবং উইলবার প্রথম বিমানে চেপে আকাশে ওড়েন।
- ১৯৪০-৪ এই তারিখে পাকিস্তানি বাহিনীর সংগ্রাম আত্মসমর্পণ করে দেয়।
- ১৯৫৬-৭ এই তারিখে প্রয়াত কংগ্রেস সভাপতি পট্টাভি সীতারামাইয়ার মৃত্যু হয়। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৮ ডিসেম্বর :

- ১৮৪৩-৭ এই তারিখে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ম্যাক প্লেনের জন্ম হিলবার্ট-এর জন্ম হয়। ১৯০৯ সালে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল লাভ করেন।
- ১৯৬১-৭ এই তারিখে রাজকীয় নেপালবাহিনী পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে গোয়া-দমন-দিউ মুক্ত করার অভিযান শুরু করে।
- ১৯৭৩-৭ এই তারিখে ভারতের অভিটোরিয়াল অ্যাসেম্বলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আহমদ পেশোয়ারে ওফাত করেন।

১৯ ডিসেম্বর :

- ভারতীয় নেপালবাহিনী পর্তুগীজ অধিকার থেকে গোয়া-দমন-দিউ মুক্ত করে।

২০ ডিসেম্বর :

- ১৯১৫-৭ এই তারিখে প্রখ্যাত বিশ্ব-অভিযাত্রিক উলফ্রামিয়েলের বাস টেরুবিং জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯২৫-৭ এই তারিখে মস্কোর গ্রন্থাগারে পর্দা ঘুলিত হয়।
- ১৯৪২-৭ এই তারিখে কলিকাতায় জাপানি বিমান বোমা বর্ষণ করে।
- ১৯৯০-৭ এই তারিখে পঞ্চিম ভিয়েতনামের ভারতীয় দূতি ছুটি পরিত হয়।

২১ ডিসেম্বর :

- ১৮৭৯-৭ এই তারিখে বিশ্ব অভিযাত্রিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নেতা এবং জার্মানির পঞ্চিম বিভাগে সাংগ্রামী আন্দোলন ফুলিন-এর জন্ম হয়।
- ১৮৯৯-৭ এই তারিখে ডিগিট বিজ্ঞানিক বিমানবিহারী সমুদ্রযানের জন্ম হয়।
- ১৯২৫-৭ এই তারিখে প্রথম মেক্সিক পুরুষের বিজয়ী সৈন্যুদিন বিমানে জন্ম হয়।
- ১৯৯১-৭ এই তারিখে জন্মগ্রহণ বড় সমর (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠনের) সংগঠনের অনুষ্ঠিত হয়।

২২ ডিসেম্বর :

- ১৮৭২-৭ এই তারিখে ব্রীটেনমুক্তের সমবায়িতী আমল মেরীর মৃত্যুকে জেলার অবসরপ্রাপ্তিতে জন্ম হয়।
- ১৯৪০-৭ এই তারিখে অনবস্তুরাম বাস আমিরিকান মেরেজাতিক পার্টি গঠন করেন।
- ১৯৪৪-৭ এই তারিখে হো চি মিন ভিয়েতনাম মুক্তিফৌজ গঠন করেন।

২৩ ডিসেম্বর :

- ১৯০১-৭ এই তারিখে মেলাপুরে বিজয়ন্তী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
- ১৯০০-৭ এই তারিখে প্রথাত অভিযাত্রিক নেতা জর্জ হিলিয়ার মাইলস্টোন অবলম্বন নিখোঁজ প্রকাশিত হয়।
- ১৯৯২-৭ এই তারিখে প্রথাত বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রিক নেতা অগাস্ট মোর পেশোয়ারে আগ করেন।

২৪ ডিসেম্বর :

- ১৮২৪-৭ এই তারিখে অবতরণ সমাধান অবতর প্রথম ইউরোপীয় অভ্যন্ত যা পাস (পর্তুগীজ নামিত) মেরিনে পেশোয়ারে আগ করেন।

- ১৮৩৪-৭ এই তারিখে কলিকাতায় প্রথম চিকিৎসা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৮০০-৭ এই তারিখে লেটিন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ইসিস (সূচিত্র)-র প্রথম সংখ্যা হিডেলবির্গে প্রকাশিত হয়।
- ১৮৫০-৭ এই তারিখে প্রথম ওলন্ত-তারিখ সহজ ঘুড়ি আবিষ্কৃত হয়।
- ১৮৮৪-৭ এই তারিখে ওয়াশিংটনে আইন সোসাইটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ ডিসেম্বর :

- ১৯২৫-৭ এই তারিখে মুসলমান আমেরিকা ও ফিলিপাইন অধিবাসী থেকে আন্তর্জাতিক 'লাইন' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।
- ১৮৪৫-৭ এই তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ইস্টার ম্যানিফেস্ট' আত্মপ্রকাশ করে।

২৬ ডিসেম্বর :

- ১৮০১-৭ এই তারিখে বাংলা ও সাহায্যের জন্য পূর্বে পূর্বে সূচিত্র ফোর্ট তুলিয়ে হয়।
- ১৮৩১-৭ এই তারিখে 'ইয়ার মেমল' আন্দোলনের অধিনায়কদের নেতা, মুসলমানে মৃত্তিকায়, লেন্দ্রেয় ও বৈজ্ঞানিক ফেডারেশন প্রটো ফোর্ট পূর্ণ ডিজিটাল ডিপোজিশন হয়ে ২২ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। তিনি 'অবতৃষ্টির প্রতি' (টু দার্ক ম্যানলাভস) কবিতা অনুবাদ করে তাঁর অনুবাদীদের লেন্দ্রেয়ে অনুপ্রাণিত করেন। ইংরেজিতে কবিতাটির অনুবাদ করেন ভিক্টোরিয়ান কবি।
- ১৮৯৩-৭ এই তারিখে ডিসেম্বর আর্টিফিশিয়াল নেতা ফাও যে গা-এর জন্ম হয়।

২৭ ডিসেম্বর :

- ১৮৭১-৭ এই তারিখে ফোর্টিনিন ফেলনার-এর জন্ম হয়।
- ১৭০১-৭ এই তারিখে প্রথমার ডাঃ জন মিলার ফ্রাঙ্কলিন-এর জন্ম হয়।
- ১৮৮২-৭ এই তারিখে লুই পাস্তুর-এর জন্ম হয়।
- ১৯৭৪-৭ এই তারিখে ফ্রান্সেলার ফ্রাঙ্কলিন ফ্রান্সের মৃত্তিকায় ৩৭২ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।

২৮ ডিসেম্বর :

- ১৮৮০-৭ এই তারিখে মুকুন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়।
- ১৮৮৫-৭ এই তারিখে বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯২১-৭ এই তারিখে 'ফিজিসিস মেডেসিনাল হল'-এর উদ্বোধন হয়।

২৯ ডিসেম্বর :

- ১৮৭০-৭ এই তারিখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।
- ১৯০৯-৭ এই তারিখে বিটেনী ফ্রান্সেলোন অন্যতম নাবিকের জেনারেলক ভাসলনমে হত্যা করেন।
- ১৮৭৯-৭ এই তারিখে মুর্শাদুল ইসলাম প্রজন্মের উদ্বোধন হয়।
- ১৮৭২-৭ এই তারিখে কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ শুরু হয়। এটিই ভারতের সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ চালিত রেলপথ।
- ১৮৮৮-৭ এই তারিখে ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) মধ্যম মার্ক সম্মেলন শুরু হয়।

৩০ ডিসেম্বর :

- ১৫০০-৭ এই তারিখে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের মৃত্যু হয়।
- ১৮০০-৭ এই তারিখে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিহার, আসাম ও বেঙ্গল-এর শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়।
- ১৯০৬-৭ এই তারিখে ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম সংগঠন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ গঠিত হয়।
- ১৯২২-৭ এই তারিখে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৩-৭ এই তারিখে প্রথমার পাশবিক ও আন্তর্জাতিক ফ্রান্সি-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মার্ক বার্কার জীবনাবসান ঘটে।

৩১ ডিসেম্বর :

- ১৯৯৯-৭ এই তারিখে ব্রিটিশ অধীন হিন্দুস্তানির ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতিপত্র দান করেন।
- ১৯৪২-৭ এই তারিখে ভ্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ শুরু হয়।

জানুয়ারি মাসের বিশেষ দিন

১ জানুয়ারি :

- ১৮৫২-৭ এই তারিখে ভারতীয় পোস্টাল (Indian Postal Code) প্রথম চালু হয়।
- ১৮৭৪-৭ এই তারিখে ভারতীয় পোস্ট-ব্যবস্থা উদ্বোধন হয়।
- ১৮৩১-৭ এই তারিখে বৃষ্টিবিজয়ী ও নিরক্ষীয় রিপোর্ট পত্রিকা শুরু প্রকাশনায় শুরু হয়।
- ১৮১৪-৭ এই তারিখে ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রথমের বিজয়ী সংবাদপত্রের শুরু হয়।

- ১৯২০-র এই তারিখে জোহানিসবার্গে পশ্চিমাঞ্চলের জেলা হিসেবে গণ্য হয়।
- ১৯২১-র এই তারিখে ভিটোরিয়ার বিজয় সম্পন্ন হয়।
- ১৯৭১-র এই তারিখে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

২ জানুয়ারি :

- ১৭৫৭-র এই তারিখে প্লাইর অলিন্দযুদ্ধের পর প্রথম অফিস নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার জয় ঘোষে।
- ১৯১৯-র এই তারিখে মোহাদী-এ ৭ মাস ব্যাপি প্রথম সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ১৯৮৯-র এই তারিখে নাইজেরিয়ার ৩ নং সমুদ্র হামলি ফুল হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সমাবেশ।

৩ জানুয়ারি :

- ১৮৮০-র এই তারিখে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট'র প্রথম সংখ্যা মোহাইরে প্রকাশিত হয়।

৪ জানুয়ারি :

- ১৮৮৪-র এই তারিখে সমাজসংস্কারক জেনারেল মেসের মৃত্যু হয়।
- ১৯০৬-র এই তারিখে ভিক্টোরিয়া ফেডারেশন হল স্থাপিত হয়।
- ১৯২৮-র এই তারিখে ব্রিটিশ সরকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবি' উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করে।
- ১৯৩২-র এই তারিখে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিটিশ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন।
- ১৯৬৬-র এই তারিখে সমাজ সেবিকাদের ইউনিফর্মের উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে অনুষ্ঠিত প্রথমবারী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খানের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক শুরু হয়।

৫ জানুয়ারি :

- ১৩১৬-র এই তারিখে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির জীবনাবসান ঘটে।
- ১৪৯২-র এই তারিখে গ্রানাডা খ্রিস্টানদের দখল হয়।
- ১৯৫৭-র এই তারিখ থেকে দেশটির বিজয় দশ শুরু হয়।

৬ জানুয়ারি :

- ১৯৫৭-র এই তারিখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন বিহারে অনুষ্ঠিত হবে।

৭ জানুয়ারি :

- ১৮৫৮-র এই তারিখে বিটিশ বাহিনী প্রথম বারমুদ্ধ পা'র বিজয় শুরু হয়। ফল বিজয়ে ব্রিটিশ পাসনদের অভিযোগ ছিল, ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহে সহযোগিতা করার।

৮ জানুয়ারি :

- ১৯৪২-র এই তারিখে বিজয়ী বাহিনীর যাত্রা শুরু।
- ১৯৭৬-র এই তারিখে বিশ্বের প্রথমবারী টো এন পাই-র জীবনাবসান ঘটে।

৯ জানুয়ারি :

- ১৯১৫-র এই তারিখে মহাত্মা গান্ধী পলিন আফ্রিকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১০ জানুয়ারি :

- ১৬১০-র এই তারিখে জন ডনের জন্ম হয়।
- ১৮০৯-র এই তারিখে অনুমান গ্রন্থের লেখক ও জন জাতীয় নেতৃত্ব জনরে প্রথম পরলোকগমন (অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস) করেন।
- ১৯০৮-র এই তারিখে মহাত্মা গান্ধী পলিন আফ্রিকার ট্রান্সভালে গ্রেপ্তারবরণ করেছিলেন।
- ১৯৯০-র এই তারিখে জনরে সরকার পূর্ব নিয়ন্ত্রণ অপসারণকে আইন হিসেবে চালু করে।

১১ জানুয়ারি :

- ১৯১০-র এই তারিখে বিটিশ বাহিনী আলবানিয়ার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুযোগে কৃষি ব্যাপারের অনুমতি দেয়।
- ১৯৪৪-র এই তারিখে জনরে নিউজিটিবী প্রচার শুরু হয়।
- ১৯৬৬-র এই তারিখে জনরের বিটিশ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে মারা যান।
- ১৯৯৮-র এই তারিখে বিশিষ্ট নিকারিব বাকপটু বিজ্ঞানিকাদের প্রাক্তন উপাচার্য ড. হিকুমা মেসের জীবনাবসান হয়।
- ১৯১৮-র এই এই তারিখে বিশিষ্ট লাবলিক ও নিকার অন্যান্য অধিবাসীদের অনুমোদন প্রদান হয়।

১২ জানুয়ারি :

- ১৮৯০-র এই তারিখে ভারী বিশ্বেকদের সংগোহারের ফেল ভাগে জন্মেন।
- ১৯৩৪-র এই তারিখে দূর মেসকে (আমেরিকা) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাগি দেয়।
- ১৯৫০-র এই তারিখে বিমানবন্দর অনুমান জনসমাগমের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন প্রথমবারী নিকারী ইমাম মোহাম্মদ ভূটি

১৩ জানুয়ারি :

- ১৯৪৮-৫ এই তারিখে পাকিস্তানি আন্তর্জাতিক পরমাণু কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
- ১৯৫১-৫ এই তারিখে প্রথিতযশা কৃষ্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিক জেমস বলডুইন জন্মগ্রহণ করেন।

১৪ জানুয়ারি :

- ১৯৫২-৫ এই তারিখে ফলস আক্রমণের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ১৭৬১-৫ এই তারিখে মারাঠা শক্তি ও আহমদ শাহ আবদালির মধ্যে পানিপথের যুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯৩৮-৫ এই তারিখে বেতার ফটো উদ্ভাবিত হয়।
- ১৯৫৪-৫ এই তারিখে পাকিস্তান সংবিধানের নেতা নিমিনিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থাপিত হয়।

১৫ জানুয়ারি :

- ১৭৮৪-৫ এই তারিখে অলিভারের এলিমেন্টারি মেশিনটি হস্তগত হয়।
- ১৯৫৪-৫ এই তারিখে বিমানের ন্যূনতম ২০ হাজার অনুমোদ যুক্ত পড়ে।
- ১৯৫১-৫ এই তারিখে যুক্ত অর্থপ্রেরণের জন্য ইউনো গঠিত হয়।
- ১৯৮৮-৫ এই তারিখে অমৃতসর রাজ্যে প্রথমবারী (মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রজাতন্ত্রিকান মন্ত্রক ১০০ মন্ত্রক সদস্য নির্বাচনসমাপ্ত হয়।

১৬ জানুয়ারি।

- ১৭৯৪-৫ এই তারিখে অলিভারের মেশিনটিকে ৩৮৮।
- ১৮০৮-৫ এই তারিখে সরকার ও ঔপনিবেশিক সরকারের হস্তান্তরসমাপ্তির যুদ্ধ বিরাম।
- ১৯৫৬-৫ এই তারিখে বিশ্বাস বিমানী বেতার সমাপ্ত নির্বাচনসমাপ্ত ঘটে।

১৭ জানুয়ারি :

- ১৯৫১-৫ এই তারিখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ শাসনের অধীন সমস্ত ভারতীয় বিচার বিভাগের অবসানঘোষণা করেন।

১৮ জানুয়ারি :

- ১৮৭১ সালে কৃষ্ণিত ভারতীয় পরিষদ আইন (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট) অনুযায়ী ১৮৭২-৫ ১৮ জানুয়ারি ভাইসরয় পরিষদ গঠিত হয়।
- ১৯১৯-৫ এই তারিখে পাকি পাকি সংবিধান অনুমোদিত হয়।
- ১৯০০-৫ এই তারিখে রবীন্দ্রনাথ সমবায়ী আন্দোলনে যান।

১৯ জানুয়ারি :

- ১৭৯১-৫ এই তারিখে মেকলেবের মহাদেশ প্রজাতন্ত্রের ঘোষণাপত্র হয়।
- ১৭৩৬-৫ এই তারিখে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯০৪-৫ এই তারিখে মার্সি ফেডারেশন ঐক্যবদ্ধের প্রতিষ্ঠাসমাপ্ত হয়।
- ১৯৫৬-৫ এই তারিখে প্রথম বিমান নিখোঁজ বাহিনীর হয়।

২০ জানুয়ারি :

- ১৮১৭-৫ এই তারিখে ফেডিক হেনরি ও অন্যান্যরা বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান করেন। এখন সেটি প্রেসিডেন্সি আসনে সমাপ্ত পায়।
- ১৯৫৭-৫ এই তারিখে ইন্দোনেশিয়া প্রথম পরমাণু বি-ব্যাটারি 'অমলা'র উদ্ভাবন হয়।
- ১৯৭২-৫ এই তারিখে আন্তর্জাতিক ও যোগাযোগ পূর্ণ সংযোগ স্থাপিত পায়।

২১ জানুয়ারি :

- ১৯২৪-৫ এই তারিখে মহাবাহি মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাসমাপ্ত ঘটে।
- ১৯৫৫-৫ এই তারিখে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়েছিলো বলে জানা যায়।
- ১৯৭২-৫ এই তারিখে মণিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরাম পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

২২ জানুয়ারি :

- ১৯০৬-৫ এই তারিখে পুত্র ঔপনিবেশের ফলে প্রতিষ্ঠাসমাপ্ত আমরা পূর্ণ সমাপ্তি পায়ত্তশাসনের যুদ্ধ হয়।
- ১৮৭০-৫ এই তারিখে আন্তিমের যুদ্ধ যুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯৮০-৫ এই তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩ জানুয়ারি :

- ১৮৮১-৫ এই তারিখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯০১-৫ এই তারিখে অস্ট্রেলিয়ার নতুন রাজা রাজা হন।
- ১৯২০-৫ এই তারিখে ভেরে বিমানে অবতরণ ও ভাড়া চালানো শুরু হয়।
- ১৯৬৪-৫ এই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের আলবার্ট লিন প্রথমবারের মতো চাঁদে অবতরণ করেন।
- ১৯৭৬-৫ এই তারিখে প্রথমবার আন্তর্জাতিকভাবে পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানী পদ ঘোষণা করা হয়।
- ১৯৭৭-৫ এই তারিখে জনতা পার্টি গঠিত হয়।

২৪ জানুয়ারি :

- ১৮৫১-র এই তারিখে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৮৫০-র এই তারিখে 'জনমতজ্ঞ অভিনেতা' তকমাটির জাতীয় সত্তিত হিসাবে সৃষ্টির হয়।
- ১৮৫২-র এই তারিখে জনতের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শিত উদ্বোধন ঘোষাই-এ শুরু হয়।
- ১৮৮৬-র এই তারিখে জাতীয় বিজ্ঞানী ছোরি জাতীয় জনমত মৃত্যু হয়।

২৫ জানুয়ারি :

- ১৮২৩-র এই তারিখে ওষ্ঠি বলতন্ত্র প্রতিরোধকের আবিষ্কারক একতারাই ছোবস হারা যান।
- ১৮২৪-র এই তারিখে আইজেন মধুসূদন সরস্বত জন্ম হয়।
- ১৮৮০-র এই তারিখে ছাত্র সমাজের সাবিধান সংস্কার আন্দোলন ছোবস্তন্ত্র নেন।
- ১৯৪৪-র এই তারিখে সিঙ্গাপুরী এম এন রায় মারা যান।
- ১৯৭১-র এই তারিখে হিমালয় প্রদেশ পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।

২৬ জানুয়ারি :

- ১৯৫০-র এই তারিখে ভারত প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হয়। সেই থেকে দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে চিহ্নিত। ১৯৫০ সাল থেকে এই দিনটি জাতীয়তা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছিল।
- ১৯৫০-র এই তারিখ থেকে ছোবিয়ত মুক্ত শুরু হয়।

২৭ জানুয়ারি :

- ১৯৫৬-র এই তারিখে সত্যজী ঘোষমুনের মৃত্যু হয়।
- ১৯৭৪-র এই তারিখে বিটিশ ভিনমূর্তিতে নেতৃত্ব ছিউছিলাস লাইট্রেসির উদ্বোধন করেন মহীশূরি বি বি বিবি।

২৮ জানুয়ারি :

- ১৮৬৫-র এই তারিখে লাভা লাজপত রায়ের জন্ম হয়।
- ১৮৮১-র এই তারিখে জার্মান সাইকোলজিস্ট ভবিষ্যতবিদ্যার জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯১৮-র এই তারিখে তাসিনী নিবেদিতা জনতে পদার্পণ করেন।
- ১৯৫০-র এই তারিখে ছোবস্ট্রেবিন ছৈত্রেকে পরিত দিলেন অভিনীত ১৯৩৩ সালের ছৈত্রেক মহান জার্মান নাটক একটি ছবি ছবি অভিনীত মুক্তিলাভ ছোবস্তন্ত্রে পারেন, কিন্তু, জনমুখিয়ান, ছৈত্রে-পরিত দিবসে প্রদেশ নিয়ে একটি পৃথক মুক্তিলাভ মধ্যে পারেন জানান। কিন্তু মুক্তিলাভ ছোবস্তন্ত্রে ঘোষণা জনমত জনপ্রিয় না হওয়ায় মহান জার্মান প্রদেশটি আবার জনমত হয় ('আই অব ছোবস্তন') নামে একটি ইন্তাজত প্রকাশ করেন। ১৯৩৩-র ২৮ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত এই ইন্তাজতেই প্রথম পাকিস্তান নামটি উচ্চারিত হয়।
- ১৯৪৬-র এই তারিখে জাতীয় ছোবস্তন্ত্রে সঙ্গে আলোচনান্তে লর্ড এটলিজ ন্যাশনাল পরিষদ পরিষদ ঘোষণা করেন।
- ১৯৫০-র এই তারিখে ইন্দোনেশিয়া যে জনিয়া মৃত্তিকা ছোবস্তন্ত্রে প্রথম জাতীয় প্রথম বিমানপতি হিসাবে মনিত্ব নেন।

২৯ জানুয়ারি :

- ১৮৭৩-র এই তারিখে 'টিমিস ছোবস ছোবস্ট' বা "অভিনিধানস অফলভাবী ছোবস্তন্ত্রে অ্যাকমোডেটিভস" প্রকাশিত হয়। ছোবস্ তাজমীন হিসি হিসেবে এই সাপ্তাহিক পত্রের মুক্তক ও সম্পাদক।
- ১৮৬৬-র এই তারিখে ইঁচা উদ্বোধ জন্ম হয়।
- ১৯১৬-র এই তারিখে রাওলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

৩০ জানুয়ারি :

- ১৯০৩-র এই তারিখে লর্ড জার্জন কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন।
- ১৯৪৮-র এই তারিখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নাম জাতীয়তা লাইব্রেরিতে পরিবর্তিত হয়।
- ১৯৪৮-র এই একই তারিখে নাথুরাম বিনায়ক গডসে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে।

৩১ জানুয়ারি :

- ১৯৬০-র এই তারিখে জনতে ছোবস লাজপতের জন্মতবর্ষ পূর্তি ছৈবাম বা পালনের হলে ছোবস লজপৎ আবাজদের ইন্দোনুবর্তী রক্ষা ছোবস্ করেন। কিন্তু পরে শুক্রবারের পরিবর্তে সোমবার হলে তাঁর মৃত্যু হয়।
- ১৯৪০-র এই তারিখে জার্মানির বর্ষ বাহিনী ফ্রান্সিসমূহে আত্মসমর্পণ করে।
- ১৯৬৭-র এই তারিখে মধুর 'জাতীয় পার্ক'-র মর্যাদা লাভ করে।
- ১৯৮৫-র এই তারিখে ছোবস্তন্ত্রের জনপ্রিয়-বিদেশী বিল পাস হয়।

ছাপ সংশোধন :

'উদ্বোধন'-এর গত সংখ্যার ১৮ সংখ্যক ১১ পৃষ্ঠার ২৫ জানুয়ারি বিভাগের তৃতীয় লাইনের জনতে '১৯১১'-র স্থলে '১৯৬১' হবে। জনসাধারণের এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত—ব. স.

সংস্কৃতি সংবাদ

লালন উৎসব '৯৮

২০ ও ২১ অক্টোবর

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি ক্ষেত্রের যৌথোদ্যোগে ২০ ও ২১ অক্টোবর '৯৮ মধুমুদন মঞ্চ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বৃহদাকারী লালন উৎসব। লালন উৎসবটির উদ্বোধন হয় ২০ অক্টোবর বেলা ১টায়। বিশিষ্ট লালন পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পী এনায়েতউল্লা বিশ্বাস উৎসবের উদ্বোধন করেন একটি লালন গান পরিবেশন করে—'আমি মনে আমি আমা নিয়ে রইতে নারাই / অন্যে মানুষ চিনবে কি / মানুষে মানুষ খোঁজে।'

বাংলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি ক্ষেত্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সংস্থার সভাপতি ডক্টর হাসান মুরশেদ বলেন যে, লালনের ১৫২তম মরমি তিথিতে লালনের জন্মস্থানে মিলনী বসছে এবং এই মিলনীতেই ক্ষেত্র করে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী ক্ষেত্র আয়োজন করে লালন উৎসব। তিনি বলেন যে, জনমনের ধারা জনমনের জন্য যে সংস্কৃতি তাই হল লোকসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে আছে জীবনের খরিফতা, আছে জাগতিক জীবনের সংঘাতগুলি। তিনি আরো বলেন যে, বাউলদের ক্ষেত্রে মিলন, মাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির চিহ্নবিশেষ।

উৎসবে লালনের মানুষতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পরিচালক তা। তিনি বলেন যে, লালনের চেতনায় পরবর্তী যুগে যেসব সাধারণ মানুষের জীবনে তার তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গানে আজকের কাছে এখনও প্রাসঙ্গিক হয়ে। মানুষ মানুষের শিল্পীদের লালন স্মরণে মিলিত হন। উষা ও সংস্কৃতি শ্রমিকের সংস্কৃতি অধিকার কর্মীবৃন্দ এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ২০ অক্টোবর সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন এনায়েতউল্লা বিশ্বাস, মেহেরুন বিশ্বাস, সন্তুকুমার বাউল, আদিবাসী অধিকারী এবং সুচিত্রা সাহী।

২১ অক্টোবর বেলা ৪টায় সংগীত পরিবেশন করেন মধুমুদন আদি কবিয়াল, বটীকান্তা, মেহেরুন কবিয়াল, মোশারফ বাউল, মিনতি সাহী এবং তুলিকা হালদার। অনুষ্ঠানে মেয়ে কেন্দ্র থেকে কিছু শিল্পীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে আয়োজন করা হয়।

ফটো সুমন আহমেদ
প্রতিবেদন : কবিতা রায়

মাটির গানে প্রাণের সাড়া

আজমাইলিনের ১৮তম জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আজমাইলিনের সকল সমিতি যৌথভাবে হয়ে ২১ অক্টোবর সন্ধ্যায়। এদের সহযোগী ছিল পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র। আজমাইলিনের সকল সমিতির অভিযাত্রা ১৯৯০ সনে। সমিতির উদ্দেশ্য হল, বাংলার লোকসংগীত, বিশেষ করে উত্তর বাংলার লোকসংগীতকে তুলে ধরা। সমাজের প্রতি শিল্পীদের দায়বদ্ধতা আছে। গানের জন্য নিয়ে সমাজের অনুন্নত জীবনমানের দৃষ্টিকে তুলে ধরেছেন আজমাইলিনের। তার সেই গান হল আজমাইলিন। ১৯৯৮ সনে শিল্পীর জীবনাবসান হয়। 'আমরা যারি আজমাইলিন গান'—এখনকার সমিতি পরিবেশন করলেন আমরা সবাই। সমিতির সম্পাদক মৃদুলিনাল বর্মা তাঁর ভাষণে কি কি কাজ তাঁরা করেছেন জানালেন। লোক কবি, সমাজ কবি, প্রাচীন জীবনের ছোট্ট কবি ছোট্ট ভাইরা সমিতিকে সংবর্ধনা জানালো। একসাথে কবি এবং সংগীতশিল্পী ১৯৯২ সাল থেকে শিক্ষানুন। কেন্দ্রে এবং বাংলা দুই জায়গাতেই দেখেন। এর পর সংবর্ধনা দেওয়ার আলোচনা শুরু। তিনটি একমাত্র শিল্পী, তিনি নিজে আজমাইলিনের সংস্পর্শে এসেছেন। আজমাইলিন গান নিয়ে একসাথে বসে আছেন। সংবর্ধনার পর এঁরা দুজনেই সংগীত পরিবেশন করেন। ১২ বছর বয়সের শিল্পী বিপাশী সেইদিন তুলে ধরেন আজমাইলিনের গান নিয়ে 'ও প্রিয় বন্ধু বাজল তোমার'। তারপর গেয়েছেন 'আমি তুমিময় সংসার' এবং 'মন মোর মেঘের'। গাওয়ার ছন্দে এবং সুরের ভাষা তার অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়। বাঁকুড়া থেকে এসেছিলেন শিল্পী দে। তিনি গাইলেন আমার গান শেষের। তাঁর গানী বিশ্বাসের গান গাইলেও একটি গান পরিবেশন করেন। গানটি গাওয়ার মিনে আগে না দিয়ে হারমোনিয়ামের আমাদের বুলবুলির লক্ষ্মণদাসের বিখ্যাত গান, এ সমাজগত থেকেও থেকে থাকে। এই গানের জন্য নিয়ে সমাজ জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। আমেরা সমাজের ১৯৭৮ সনে গানের রেকর্ড করেছিলেন। তিনি গেয়েছেন 'আমি পুরুষের অধিকার আমি পুরুষের নিয়ে'। আজমাইলিনকে মনে রেখে গাইলেন আওয়াইয়া গান। 'মোর জীবনে সাধনা হইল আওয়াইয়া গান'—গানের আবেগময়ী শিল্পীর আত্মনিবেদন প্রকাশ। সব শেষে এলেন মৃদুলিনাল বর্মা। তিনি গাইলেন ইচ্ছে করে গান। শ্রোতাদের অনুরোধে গাইলেন 'আমি মনে পড়িয়া বসা মনে'। অনুষ্ঠান শেষ হল আদিবাসী থেকে আসা মেয়ে সংস্কৃতির সংগ্রামের গান দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পীরা জীবনের অবস্থানকে আরোহিত করলেন।

নরেন সাহের
স্মরণ

(উপরে) লালন উৎসব উপলক্ষে কুষ্টিয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত পরিবেশন করছেন উস্তাদ বিজয় সরকার।

(নিচে) সঙ্গীত পরিবেশন করছেন উস্তাদ বিজয় সরকার

(নিচে) লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি এবং জেলা প্রশাসক সম্মাননা স্মারক হিসেবে কুষ্টিয়ার ইতিহাস লিখা ক্রেস্ট লালন গবেষক ও তাত্ত্বিক হাসান মোরশেদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় বর্ষ ● সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা
শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৫
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

উত্তরণ

প্রকাশনায় তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

CENTRAL HOSTEL
FOR
S.T. GIRLS AT CHAMPASARI
INAUGURATED BY
SHRI DINESH CHANDRA DAKUA,
HON'BLE MINISTER-IN-CHARGE,
BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WESTBENGAL
ON
1st DAY OF JANUARY 1999

[illegible]

[illegible]

উত্তরণ

নিবন্ধ বর্ষ ৫ ৭৪-৭৫ সংখ্যা ☐ পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন, ১৪০৫ ☐ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ ☐ বার—দু টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

[illegible]

সহ-সভাপতিবৃন্দ

[illegible]

[illegible]

সদস্যবৃন্দ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সম্পাদক

[illegible]

সহ-সম্পাদক

[illegible]

প্রচ্ছদ সহযোগী

[illegible]

[illegible]

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
☐ সম্পাদক মহিলাদের সম্পাদকীয়	১২২
☐ সংবাদের খবরের	১২৪
সাধারণ পরিচ্ছেদ	
☐ [illegible]	১২৫
বিশেষ নিবন্ধ	
☐ [illegible]	১২৭
☐ [illegible]	১২৯
পুনর্বিচার	
☐ [illegible]	১৩৬
☐ [illegible]	১৩৭
কবিতা	
☐ [illegible]	১৩১
গল্প	
☐ [illegible]	১৩২
বিবিধ সংবাদ	
☐ [illegible]	১৩৮
☐ [illegible]	১৩৫
☐ [illegible]	১৩৬
সম্পাদক মহিলা	১৪০
☐ [illegible]	১৪২
[illegible]	১৪৫
[illegible]	১৪৮
☐ [illegible]	১৫০

প্রচ্ছদ সম্পাদক : [illegible]

পরিচালনা সমিতির সম্পাদক সম্পাদক কর্তৃক নিবন্ধ থেকে ৫: [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত ও [illegible] মুদ্রিত
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে সূচিত
কার্যালয় : [illegible], পি ১/৪, সি আই টি স্কিম, ৭এম, সি আই সি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

সম্পাদক সমীপেষু

Dr. A. K. Bhowmik, M.A., LL. M., Ph.D., D.Litt. (Hony.)
Chief Health Officer (Retd.) of Howrah
Ex-Chairman, Borough Municipal &
Civilian Commissioned Magistrate

Phone: 411-1154
"GAIRICK"
11, Co-Operative Road,
Calcutta-700 070

'উত্তরণ' সম্পাদক সমীপেষু,

আপনার আগস্টের 'আলোচনী' সংখ্যাটি আমার হাতে এসেছে। সংখ্যাটির বিশেষ সংখ্যাগুলি পড়ে ওঠে সমালোচনা করেছেন বন্ধুরা। অর্থাৎ বাকি বিষয় সংখ্যা নিয়ে কিছু বলা অনুপস্থিত থাকলেন। কিন্তু আপনার সংখ্যাটি একটি ভেদ রেখেছিল। আমরা সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধের আলোচনা আমাদের আছে। আমেরিকা বিশেষজ্ঞ এই যে বিশেষ সংখ্যার ৫৩জন আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তেমন আপনার বক্তিগত 'সম্পাদক সমীপেষু' আমার আছে 'আমি প্রবন্ধ লেখা নিয়ে; আমি পড়তে আমার ভালোবাসি'। এর বৈশিষ্ট্য এই যে এক ভেদের মধ্যে পড়ে একটানে ভেদের আলোচনার ভালোবাসি, যা ভালোর বিশিষ্ট লক্ষণ। এই কথা কখনো ভুলবার নেই কথা নয়।

আলোচনার কথা হচ্ছে ''পরিচয়ের পার্থিব''। এ শব্দটি ভূমিকাতেই আছে। তাহিত্যে ভেদরেখা বিভাগী আলোচনার জন্যই ভেদরেখা আমি বিশেষজ্ঞ ''আলোচিত বিভাগ''। এই বিভাগে প্রথম প্রবন্ধ 'পরিচয়-সন্ধান' অর্থাৎ নিজ পরিচয়ের প্রতি পক্ষ না সমালোচনা। তাই আমরা শুরু করেন ''আলোচনাকারী আলোচিত পার্থিবের উপলব্ধি''। এই সব নিজ-নিজ পরিচয় প্রতি আমাদের আলোচনার আমি আমার। এ সব আমার প্রবন্ধাবলি।

সম্পাদকীয়ের শিরোনাম হচ্ছে ''পরিচয়ের পার্থিব''। এতে আলোচনা বিভাগ প্রথম বিভাগ হচ্ছে এই ভেদে যে পার্থিবের বিষয় আমি তিনটি; তবু; কুলায়ন, বিজ্ঞান। প্রবন্ধটির উপলব্ধি সত্যিকারের অনুশীলন; বিভিন্নটির সমালোচনা আলোচনা বিষয়; আর কৃতীয়টির অনুশীলন প্রশংসা ও গৌরবার্হ। নামাকরণ বিষয়ে ''পরিচয়'' এই আমি খুব পছন্দ করি না। তাই এতে পার্থিব আমি ভেদে ভেদরেখা আমার আমা। পরিচয় কথাটি বেশী ভেদ ব্যক্তিগত, ভেদন পরিচিতি পিতার ভেদরেখা প্রবর্তী (১৮০৯-১৮৮৫)-র উক্তিতে ''সম্পত্তি ভেদ চুরি'', যে একটি কথা আমাদের আমার এবং আমাদের আলোচনীয়ের আলোচনা পরিচয় আমার প্রবর্তীও তাঁর সত্যিকারের পরিচয় আমি। প্রবর্তী সম্পত্তি ও পুঁজিবাদ ভেদরেখা আমার প্রব-পোষকের ব্যক্তিগত হিসাবে। এই সামান্য সূত্রের একটা হিসাবে আমি ভেদরেখা প্রবর্তীর বিষয়ের বিশ্লেষণকারী। তিনি তিনটি আলোচনা: ''আমুদের উপর বাস্তুরী পাকন নয় আলো বিপ্লবিত্ব''। এর উল্লেখ নিয়ে চুরি। এতে বিপ্লবিত্বের মূল আমি পরিচয় এবং পরিচয় সংরক্ষকের ব্যক্তির আমার উপলব্ধ বিষয় ভেদরেখা। এখানে ভেদরেখা আমার পরিচয়ের আলোচনা।

এখন পার্থিবের কথা। প্রবন্ধের আলোচনা এতে আলোচনার ভেদরেখা। তাঁর মতে এতে আমার দুটি উপাদান—একটি উপলব্ধিগত আমি আর ও বিভিন্নতাত্ত্বিক সম্পত্তিটি; বিভিন্নটি এক আমার অনুপস্থান আমার আমার আর আমা আমি ''বেআমিক''। তাই তিনি ''পার্থিব''কে আলোচনা এমন বিশ্ব বা ভেদরেখা ও বিজ্ঞানের আলোচনা। ভেদরেখার আমার বিশ্ব বিশ্ব বিষয়ে এখানে আমার অনুপস্থান ভেদরেখা বিভিন্নটি আমি ভেদরেখা পরিচয়ের। আমার বিজ্ঞানের আমার এর আলোচনা আমার প্রবর্তী দুটিতেও, দুটিতেও নয়। তা-তে পরিচয়ের ভেদে যা প্রয়োজনেই ভেদে। বিভিন্নি আমি বিজ্ঞানের আলোচনা; বিভিন্নি আমি আলিঙ্গনকারী আলোচিতদের আমি ভেদরেখা। আমি এ-দুয়ের আমার আমার এক আলোচনা আমা, ভেদরেখা আলোচনা আমার পূর্ণিমা ভেদে। এই আলোচনা আমা আমার পার্থিব। আমরা ''পরিচয়ের পার্থিব'' বাক্যাংশটি নিয়ে।

পার্থিবের উপরে তবু দুটি প্রয়োজন—একটি আমার-এর; আমটি পাথর ভেদ-এর। প্রথমটি আমি ভেদরেখা প্রয়োজনী বিষয়ের। তাই এর কিছু ভেদে পাথরটি পরিচয় ভেদ পরিচিত করিয়া। সম্পাদকের উপলব্ধির আমার আলিঙ্গনের আলোচনা আলোচনার। যেমন—

[আরও আলোচনা পৃষ্ঠা ১৪৪ পৃষ্ঠায়]

আমিন বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

সংগঠিত বর্বরতা

বাবরি মসজিদ ভাংচের পর থেকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গৌলবাদীদের উপরতলা জুড়ে ক্রমে এমন এক ভয় গেঁথেছে যে, যেকোন কুৎসিত সংখ্যালঘু বিশ্বেষণেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর শীতিত নেই, তাদের বিকৃত দৃষ্টি ও মানবিকতা-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদী যেকোন ভাষি বা লেখাই তাদের সংগঠিত বর্বরতার শিকারে পরিণত হচ্ছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশার ক্রিস্টান সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের পর বিদেশের জেসুসমাজের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করতে তাদের আক্রমণে পরিত আদিবাসী ও আদিবাসীদের উপর আক্রমণ আর কুকুর পিতে-নারী নির্যাতনের ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বরতার শরিক হয়ে রইল।

ওড়িশার মনোহরপুর গ্রামে নিজাদি অবস্থায় পিতে-পুত্রকে সহ কুকুর নিশ্চাহিত হওয়ার মর্মান্তিক রাষ্ট্রসন্ত্রাসের বেদনাবিদুর বিশ্বের বাণীরূপে ঘটনাটিকে "পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্টতম" বলে চিহ্নিত করার অনেক পূর্বেই বিশ্বের তথাকথিত ও আদিবাসী মানুষকে হত্যা করা হল। এদের হত্যাকাণ্ড এই প্রথম নয়; পূর্বপরিকল্পিত এই জঘন্যতম উদাহরণও পূর্ব-প্রচারিত। বিশ্বব্যাপী কুৎসাকীর্তির ভয়ংকর বাহিনী ভারতীয় সেনাই যে এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক এটিও আর কারও অজানা নেই। ১৯৯৫ সালের ১১ জানুয়ারি লাহোরের ব্যাপটিস্ট মিং-এর নেতৃত্বে ঘড়ে ওঠা ভারতীয় সেনার গুলীতে এ পর্যন্ত কয়েকজন' শিরীং মাজারী ও শিতেকে প্রাণ দিতে হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি (১৯৯৯) ভারতীয় সেনাপ্রধান বয়ংবেরর মিং প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, লক্ষ্মণপুর-বাথের হত্যাকাণ্ডের (১৯৯৭) চেয়েও ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে বলে তার বাহিনী। তার এ বর্বরকে চূর্ণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন সতর্কতাও গ্রহণ করা হয়নি। হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সরকারি উদাসীন নীতির পরিণতি যেন পক্ষবিস্তার মারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি।

তথাকথিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বার বার কেন এই আক্রমণ? ভারতের জনসমাজের যে জনগোষ্ঠী আজ অবাহেলিত, 'হরিজন' আখ্যায় অনুকম্পা প্রদর্শন মাত্রের ছদ্মবেশেনায় প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা চলেছিল কংগ্রেসের গান্ধী-যুগ থেকে তারই ঐতিহ্য অনুসরণ করে এ যুগের উদারপন্থী রাজনীতিবিদরা আসল ঘটনাটিকে আড়াল করে চলেছেন।

ভারতীয়দের শিরোমণিরা ঘনবিন্যাসের বেড়াজালে বলা করে যে জনগোষ্ঠীকে প্রবলভাবে পীড়িত করে রেখেছে, সেই জনগোষ্ঠী একদা এই ভারতের মাটির সন্তান আইরীয় আক্রমণে পাহাড়-পর্বত জঙ্গলে আশ্রয়ে জন্মে আত্মনিয়োগ করেছিল, তাদেরই দলিত সেই সন্তানের আক্রমণে ইতিহাসের উপেক্ষিত আর্যরা সেই সেনাবাহিনীর ভূমি বন্ধ করে তাদের ভূমিসাৎ এবং ভূপতিত সন্তানের মস্তক দিয়ে মন্দিরের চত্বরদান পরিপূর্ণ করেছিল। উচ্চবর্ণের ঘনিষ্ঠাচারীরা জনসমাজে ছোঁয়া ছাড়ী-অস্পৃশ্যের বঞ্চিত করে রেখেছে তাদের মূলের গ্রামে, শহরের কাশাড়, বাসা ও কারখানার আঙ্গিনায়। সেইসব বঞ্চিত মানুষগুলির অধিকার-চেতনার উন্মুক্ত হবার সম্ভাবনাকে প্রবল প্রতিরোধেই এই আক্রমণ। আক্রমণকারী উচ্চবর্ণের ভূস্বামী, আক্রমণ শিকারের জনগোষ্ঠী। সুতরাং ওই উচ্চবর্ণের মানুষদের প্রতিনিধিরা ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করে রেখেছে বলেই দলিত বর্ণের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেন্দ্রে যখন বৌদ্ধবাদী দোটা ক্ষমতা দখল করে তখন ওই আক্রমণ গ্রহণ করে সংগঠিত বর্বরতার রূপ। কেন্দ্রে বৌদ্ধবাদী দৈনিক দোটার শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন কেন কুৎসিত অংশের দীক্ষিত আক্রমণ

ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেশ সমস্ত সংখ্যালঘু জনসাধারণের উপর। ভূস্বামিদের ভাড়াটে বাহিনীর সমস্ত আক্রমণ উঠল তুঙ্গে, সমস্ত হল তাদের সেনাবাহিনের ব্যক্তিগত প্রকাশ; রাষ্ট্রক্ষমতার বলিষ্ঠ হস্তাবলম্বনের ঘোষণা করেছিল হেন পাল।

দেখা গেল, দৈহিক পাশবশক্তি বর্তমানে গুজরাটের সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণকে 'সাধারণ', 'তুচ্ছ' বলে উড়িয়ে দেবার পরই ওড়িশার বলিষ্ঠদের রক্ষা-পরিষেবারত ত্রিলোচন বিশ্বনাথি প্রায়ে লেইমন ও তাঁর শিশুপুত্র পুড়িয়ে নৈশাচিক উল্লাসবাদ পুড়িয়ে মারা হল। বজরঙ্গ দলের এই 'জীত'র অভ্যাসানি পৃথাল-দুষ্কৃতের হয়ে প্রতিভাবিত হল। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জোটের বহিনাথ তাদের পরিকল্পনার সব দেয়াই নৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় মুখর হলেও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীনের নীতি কিছুই না। ফলে, তাদের গুণ্ডাবাহিনীর উৎসবও বেড়েই চলল।

এই ফাসিবাদী বর্বরতা হিটলারের নেপোলো বাহিনীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তৎকালীন ইহুদি নিধনের পেছনে যেমন 'আর্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব' ধারণা মূলি কাজ করেছিল, এক্ষেত্রে ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্ব এবং ধর্মীয় ওকলিদি ও আদিবাসীদের উপর আক্রমণও সেই একই মনোভাব থেকে উদ্ভূত—ফাসিবাদী ভাবধারা বিশ্বাসীদের চালিয়ে উন্মাদনার ভ্রান্তধারণা প্রসূত কথা। হিটলারি ফাসিস্ত গুণ্ডারা যেমন আইনস্টাইনের মতো বিশ্ববন্দিত ইহুদিদের দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছিল, এখানেও এ যুগের ফাসিস্ত ভক্তরাই গুণ্ডারা তেমনি মানবতাবাদী সেবব্রতীদের সমূল পুড়িয়ে মারল। এবং সেই ঘৃণনীতির মাধ্যমেই বাহিনের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ। উদ্দেশ্য, যতদিন পর্যন্ত হিটলারের মতো একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ না করা যায়, ততদিন দাতাত্মিক ক্ষমতার সুযোগের আড়ালে ''আর্যজন'' তথা ব্রাহ্মণবাদের স্বার্থের প্রসারটা চালিয়ে যাওয়া। এই প্রসারটের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিটি গণতন্ত্রবিশ্বাসী মানুষ এগিয়ে এসেছেন। কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে শিল্পী-সাহিত্যিক প্রমুখ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিন্দা ধ্বনিত হচ্ছে। ফাসিবাদী দল-উপদলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি আক্রমণের পেছনে একই চক্রান্ত কাজ করছে। যেসব গরিব নিম্নবর্ণের মানুষদের ভারতীয় সমাজ শিক্ষাদিক্ষা-ধর্ম-জীবিকা বঞ্চিত করে রেখেছে, তাদের জীবনমানের নিম্নতর চাহিদা মেটে সেবব্রতীদের পাকিদেনা, তাদের এবং তাদের সেবব্রতীদের বিরুদ্ধেই আক্রমণ চালাতে হচ্ছে। সমস্ত আক্রমণই একই মূলভিত্তিক সূত্রের গাঁথা। গুজরাট থেকে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ থেকে বিহারের প্রতিটি ঘটনাই উৎসমূল থেকে সেই সূত্রের টানে চালিত। ১৯৯৮-৪ খ্রীষ্টাব্দিলার মাননীয় হত্যাকাণ্ড থেকে ১৯৯৯-৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওড়িশার মনোহরপুরে পাদরিদের এবং তারও পর গ্রাহামস্টুয়ার্ট বলির নিধনের মূলে রয়েছে উৎসমূলের প্রসূত ফলের চাষের চক্রান্ত।

কেন্দ্রের উৎসমূল প্রতিনিধি সরকার বিহারের বলিষ্ঠদেরকী লালু প্রসাদ সরকার ও ওড়িশা সরকার আধুনিক আক্রমণের সঙ্গিত ভূস্বামীদের ভাড়াটে বাহিনীর আক্রমণ থেকে বলিষ্ঠদের রক্ষা করতে একিয়ে আসেনি। এই একিয়ে না আসার কারণ খুঁজতে গেলে উৎসমূল সাম্প্রদায়িক শোষণের নিম্নতর বলিষ্ঠ শ্রেণীকে বলিষ্ঠ রাখার শ্রেণিস্বার্থের মধ্যে। ক্ষমতার বলিষ্ঠরাই সাম্প্রদায়িক শোষিত। সেই শোষণমুক্তির পথ ভূস্বামীদের তথা তাদের-সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রাম। এই সংগ্রামের কথা বিশেষ করে বলা আজ সংগঠিত বর্বরতায়।

একান্তর সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্ মুহূর্তে

রণবীর সেনার রক্ত লালসায় দলিত-হত্যাকাণ্ড

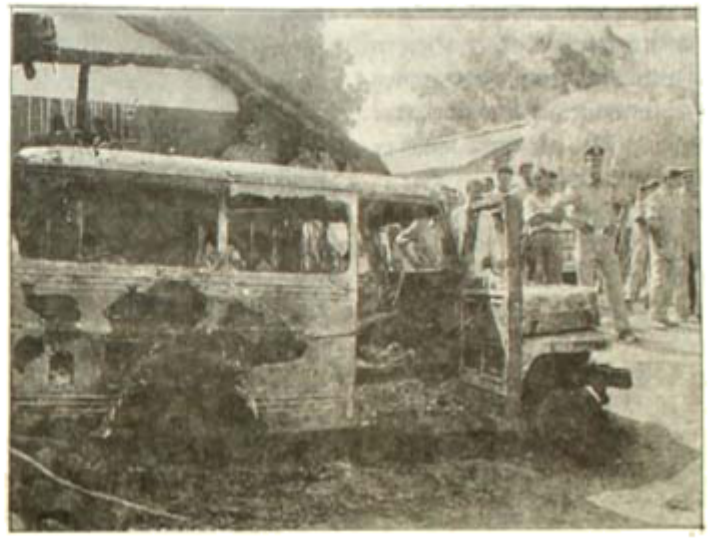

ওড়িশার মলকানগিরি জেলার সীমান্তবর্তী দুটি কলোনির বিধ্বংসীদের পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একুশ বছর আগে ভারতের দলিত জনগোষ্ঠীর নেতা ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত ভারতের যে সংবিধান দেশবাসী গ্রহণ করেছিল, তার মূল কথা ছিল সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের ক্ষমতাসীন জোটীয় রাজনৈতিক দলগুলি সংবিধান প্রণয়নের পর থেকেই সংবিধানের প্রণেতা ডঃ আম্বেদকরকেই পদতলে দলিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের রাষ্ট্রশাসিতদলগুলির সেই ষড়যন্ত্রের শাসন আজও অব্যাহত। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী তথা মুখের কথা, ভারতের শাসনতন্ত্রের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ জোটী সংবিধানের মৌলিক সূত্রগুলিকে অবজ্ঞা করে চলেছে। রাষ্ট্রপতির কাছে যে সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে তাঁরা ক্ষমতাসীন হয়েছেন, সেই সংবিধানের বিধানই তাঁরা লঙ্ঘন করে চলেছেন।

সংবিধান গ্রহণের একুশ বছরের প্রাক্কালে সংবিধান লঙ্ঘনের বেদনার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি যখন ওড়িশার মলকানগিরি গ্রামের লক্ষাধিক প্রবাসেরিত ভূমিহীনদের সেবা ও শুশ্রূষার জন্যে নিযুক্ত অট্টালিকার বিলাসিনীকে তাঁর দুটি শিশুপুত্র-সহ পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে হিংসের ভয়াবহতা বর্ণনার ভাষায় ভাষিত করেছিলেন, যেদের তথাকথিত তথা দলিত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধ করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তার অল্পকাল মধ্যেই বিহারের ভোজপুর-বাথে গ্রামের উচ্চবর্ণের রাজপুত সেনাবাহিনী রণবীর সেনার বেপরোয়া গুলীবর্ষণে দলিত সমাজের নিরস্ত্র নিরীহ ১৩ জন নিহত এবং আরও ১২ জন গুরুতর আহত হল।

বিহারের রণবীর সেনা এই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দলভুক্ত হলেও ভারতের শাসনতন্ত্রের পুরাতন অধিষ্ঠিত সেই শ্রেণীর সহযোগী, যারা ভারতের ভূমী-মজুরদের নামেমাত্র দশ ভূমিদান করে রণনীতির মা করে আসা সমস্তন্ত্রের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেই পালক জোটীর নতুন রূপ এখন মৌলবাদীর উদ্ভবের পরিণত হয়েছে।

১৯৮৭ সালের বিহারের ভোজপুর-বাথে গ্রামের ৬১ জন দলিত ভূমিহীন শ্রমীকে রণবীর সেনা নিরিচারে গুলী চালিয়ে হত্যা করে। এ হত্যার মূলে ভূমি-বঞ্চিত দলিতদের দাবী আরও ভূমি হবে চাষের অধিকার ফেরে নেওয়ার আন্দোলন। রণবীর সেনা খবর যোগাড় করেছিল ১৯৯১ সালে নভেম্বর মিং-এর নেতৃত্বে এক অভিযানে বর্ষীয়সী জেই টীবারিং গ্রামের ৬ জন তথাকথিত হরিজনকে হত্যা করে। নভেম্বর মিং নিহত হলে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে হয়তো অদূরে দলিত গ্রামের বাসিন্দারা তাঁর ছেলেকে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর পরস্পরবিরোধী জোটী এজেন্সি এক হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে। পাটনা থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে এবং লক্ষ্মণপুর-বাথে গ্রামের ৬ কিলোমিটারের মধ্যে পরস্পরিবা গ্রামের দলিত মানুষগুলো সবকিছু ফেলে ছুটছিল পর পরস্পরতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে গ্রামের দিন সন্ধ্যার পরই ছেলেমেয়েদের লক্ষ্যগুলো নিয়ে দিয়ে শুরু করল। প্রায় অনুরূপ ছেলেমেয়েগুলো জানবরার মতো পড়ে রইল। কেননও পুলিসের আসতে আসতে না গ্রামের ওই নিরীহ বাসিন্দাগুলোর মৃত্যু।

কিন্তু পুলিসের আসল ছিল। বহুবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ও মেয়েদের মহলে রণবীর সেনাদের বর্বরতার খবর অজানা ছিল না। তাদের সে খবরে তেমন বিচারের বাসনা দেখা যায়নি। নিরপরাধীরা মেরেছেন অন্যে কথা সমস্তন্ত্রে। রাষ্ট্রীয় জনতা দল বি জে পি-জোট রণবীর সেনার অস্তিত্বকে আগে স্বীকৃতি করেছে।

নারায়ণপুরে রথযাত্রীর সেনার গুলীবর্ষণ : ১২ জন নিহত

নারায়ণপুরে রথযাত্রীর সেনার গুলীবর্ষণ : ১২ জন নিহত

মহারাষ্ট্রে মাদার টেরিজার সেবাদলের উপর আক্রমণ

মহারাষ্ট্রে মাদার টেরিজার সেবাদলের উপর আক্রমণ

বিহারে মুসলিমদের অবস্থা নেতাহীনী রথযাত্রী সেনা মুসলিম বস্তিতে গুলিবর্ষণ করায় ১৯৯৭ সালে অন্তত ছয়জন নিহত হয়। অবশ্য সেদিন বিহারের বিভিন্ন অংশে নিহত মানুষের নিখুঁত সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি। তার ২৫ জানুয়ারি রাজধানী দিল্লিতে রাজ্য-সরকার রথযাত্রী সেনাবাহিনী গুলী চালিয়ে দিল্লিবাসীদিগকে ২৩ জন নিহতের হত্যা করে। কিন্তু তখনও হত্যাকারীর সংখ্যা নিয়ে নানা ধোঁয়াশা ছিল।

রথযাত্রীর সেনার নিহত হত্যার খতিয়ান

১৯৯৭ : ফেব্রুয়ারি ৩ জন নিহত। এদের বিভিন্ন অভিযোগে ৫ পৃথক আদালত শাস্তিদান করে।

মে ১৯৯৭ : রথযাত্রী সেনাবাহিনী রোহিণীতে সেনা অবস্থানকালে ১২ জন নিহত হওয়ার অভিযোগ করে।

আগস্ট ১৯৯৭ : পুলিশের ৪ জন নিহত।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ : আরও-৫ ৫ জন নিহত এবং গ্রেপ্তারি এড়ানোর ৬ জন নিহত।

মার্চ ১৯৯৭ : পরিবহন ট্রেড্রেডুলার ১০ জন নিহত হয়।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ : রোহিণীতে নারায়ণপুর-এর এরে ৬১ জন নিহত হয়।

জানুয়ারি ১৯৯৯ : নারায়ণপুর বিহারে রাজ্য-সরকার নারায়ণপুর এরে বিনা-অভিযোগিতায় ২০ জন নিহত হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। নারায়ণপুর এরে নারায়ণপুর রথযাত্রীর আক্রমণে ১২ জন নিহত হয়।

সাধারণতন্ত্র দিবসের শপথ

বিমান বসু

২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস। এই দিনটিতে বিটিশদের হাতে দেশের সর্বত্র সর্বোপরি সমগ্র উপনিবেশগুলির সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের পরিকল্পনা হয়। হিসেবের খুঁটিনাটিতেও এই দিনটি পালন করা হয়েছে। কিন্তু দেশের জনগণের মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, দেশের বর্ণবিদ্বেষক নীতির ওপর দেশের শাসকশ্রেণি যখনই যে আক্রমণ হেনেছে, তা কি শাসকদলের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে উল্লেখ করার সাহস দেখিয়েছেন? না! সেই সাহস দেখের বর্তমান শাসক দলের নেই।

ওটিলিয়া কেওনজেরের মনোহরপুর গ্রামে যে বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হলো তা কেন হতে পারলো, আমাদের একটু বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ষাট বছর আগের মানব সভ্যতার ঘোরতরবিরোধের তত্ত্ব 'হোয়াইট অ্যাসাইনমেন্ট'। সেখানে হিন্দুরাষ্ট্রের তত্ত্ব এবং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসেবক সংঘের রাজনৈতিক শাখা জনতার জনতা পার্টি সরকার পরিবারের প্রধান এই তত্ত্ব রাষ্ট্রক্ষমতায় বসার পর কার্যকর করার পথে এগিয়ে গেছে এবং এখনটি হলো। সঙ্ঘ পরিবারের আরও তিন সংগঠন রয়েছে। এক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ; দুই, বজরঙ্গ দল; তিন, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এরা বিভিন্ন এক দলকে নিয়ে আসা প্রক্রিয়ার উক্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভিত্তির ওপর বর্ণবিদ্বেষকরণ আরম্ভ করে আসা আক্রমণ চালাবে। এই আক্রমণের ফলশ্রুতি হলো মনোহরপুর গ্রামের ঘটনা, খৃস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, ক্রিসমাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওপর আক্রমণ এবং ওড়িশায় ফাদার ও ঊনসাতি অনুষ্ঠানে ওপর বিভিন্ন আক্রমণের ঘটনা। 'মহাজাতি অধিবেশন কন ফ্রান্সিসিন' পদ্ধ ২৪ অক্টোবর যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে: "আমরা বিশ্বাস করি যে দুঃখিত ঘটনাগুলো দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা থেকে, বেতারে প্রচারিত সম্প্রদায়িকীকরণের বিভাজন চলছে তা আরও করে পরীক্ষা পুনিশ্চয়ন বিষয়"। অন্য এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন: "আমরা বাধিত, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং নিরাপত্তা যথার্থভাবে রক্ষিত হচ্ছে না"। এই বক্তব্যে মন্তব্য করতে হবে না। আমরা আগেই অভিজ্ঞতা করতে হবে। আমরা আগেই ভারতের জাতীয় বর্তমান যে কে কি বেতারে করে সংখ্যালঘুদের সাম্প্রতিক বর্ষের পরিপন্থী ঘটনাকে এত লঘু করে দেখা হয়নি। রাজধানী যে কে পি শিবসেনা সরকার সংখ্যালঘু মানুষের ধন-সম্পত্তি লুট করা ও নির্বিচারে হত্যা করার ঘটনার ওপর স্বীকৃত অধিবেশনের আগে বেতারে প্রচারণা করেছে, তা লক্ষণীয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘটনাবিহারী বাজপেয়ী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদভানি বেতারে ঘটনা সংখ্যালঘু ও সমাজের পক্ষপাতদুষ্ট অংশের মানুষের ওপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা বা দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তবে তাঁদের অনেক ভক্ত সমর্থকরা উৎসাহিত করে তুলেছে। গুজরাটের মানুষরা এবং আর-এস ঘটনার তাঁদের নিন্দা এর আক্রমণকারীদের প্রসঙ্গে।

উল্লেখ্য, সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম সংগঠন বজরঙ্গ দলের ঘটনার পর ১৯৯০ সালের ১১ মার্চ বেতারীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বেতার বক্তৃতায় ড. আমর্ত্য সেন বলেছিলেন, 'বর্তমান হিন্দুত্বের রাজনীতি ভবিষ্যতকে অন্ধকারে আছন্ন করিয়ে তুলে বিকৃত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণে গঠিত নয়, বরং সেই বিকৃত বিশ্লেষণ অন্ধকারের ঘনীভূতের বিষয় থেকে শুরু করে ভারতের মুসলমানদের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিতর্ক এবং হিন্দু ধর্মে পরিবর্তনের প্রসঙ্গে প্রসারিত। আরও দুইটা বৈশিষ্ট্য হলো যে, হিন্দু বেতারা ভবিষ্যৎ সমাজের প্রকৃত অবদানগুলির বিষয়ে এদের কি বা হিন্দুদের ধারণা নাকি সে সম্বন্ধে অন্ধকারে প্রকাশ করে থাকেন এবং দেশ যেন অতিরিক্ত প্রসঙ্গগুলির ওপরে। তাঁদের মেধে পড়ে না উপনিষদ বা বীরা অথবা বুদ্ধদেব, পাশ, অশোক এবং গুরুগ্রন্থ সাহেব উচ্চমানের কর্ম বা কবীরা। তাঁদের পছন্দ যাদের মূর্তি বা প্রতিকৃতির অবয়বের পূজা। তাঁদের জাতীয়তাবাদ ভারতের মূর্তিবাদের ঐতিহ্যকেও অতীকার করে। অথচ এই মূর্তিপূজা ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে এখনোই প্রথম জাগ্রতি, হিরেনসিতি ও জোতিবিজ্ঞান ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল; এখনোই বর্ণাশ্রম ও বর্ণবিদ্বেষক উচ্চ বর্ণগুলোই পরিবীলিত রূপে উঠে এসেছিল। ....অথচ উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে প্রাচীন গৌরবময়, অন্ধকারমুক্ত সমৃদ্ধশালী, ঐক্য ভক্ত সমাজের এবং বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থাগুলির দেশ হিসাবে উপস্থাপিত করতে চাইছে প্রচারক বা অপপ্রচারমূলক"।

আজকে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি ভারতের সামনে প্রশ্নের নিয়ন্ত্রণ করছে, তার থেকে এই পরিত্রাণ, হিন্দুরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারমুক্ত সমৃদ্ধশালী ঐক্য ভক্ত সমাজগঠনের স্বপ্নের বর্তমান শাসকদল বন্ধী অবস্থার নিন করিয়েছে। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, ছাত্রজীবী ও বুদ্ধিজীবী মানুষসহ সব স্তরের বর্ণবিদ্বেষক ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক মানুষকে জোটবদ্ধ হতে হবে। আসুন, আমাদের শুভদিনে, আজি, আপনি, আমরা সবাই এই শপথ গ্রহণ করি।

'সমাজী'র বিজয়ে

গণশিক্ষা প্রসারে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

কালকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অমলপ্রসর সন্ধ্যায় কল্যাণমন্ত্রীর আহ্বান

সার্বিক শিক্ষাদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নের যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছে তাকে সফল করার জন্যে প্রতিটি মানুষ এগিয়ে এলেই শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সহজেই ফলপ্রসূ ভাবে পালিত হতে পারবে।

কলকাতা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মনুমেন্ট ময়দানে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত প্যান্ডালে অমলপ্রসর সন্ধ্যায় কল্যাণমন্ত্রী শিক্ষক মহাশয়া উপস্থিত সকলে প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী আরও বলেন যে, গণশিক্ষা প্রসারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। অমলপ্রসর সন্ধ্যাদানের মনুষ্যত্বের, বিশেষ করে বালিকাদের শিক্ষার সুযোগসুবিধের বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এ সব প্রকল্পের সুফল ভোগে তাঁর পরিবারের মেয়েদেরও শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের কর্মমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন কলকাতা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণে এলাকার মানুষের এ বিষয়ে আরও সচেতন হওয়ার ও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে এগিয়ে আসতে বলেন।

সভাপতির ভাষণে ডা উমলেন্দু সূচনা করে প্রকৃত মানুষ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষাসংসদের ভূমিকা পালনের আশ্বাস জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিধায়ক ঈশান খান, প্রাক্তন শিক্ষক নীলকমল বসু।

বৈদিক ভজন সংগীতের বিভিন্ন ধারার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়।

"দেশের লাগি ভূমিসংস্কার করতে হবেক" বলেছেন অমর্ত্য সেন

এবারের টুসু গানে মোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন ও ক্রীড়াজগতী জোকিমগ্রী শিকদার

পৌষ সংক্রান্তি পরের পরের টুসু পরব শুরু হয়। পুরুলিয়ার তিনটি পরব এলাকা ও ২০টি ব্লকের প্রায় অসংখ্য ছোট বড় গ্রামে এই পরবের। পুরুলিয়ার অনাবৃষ্টির মধ্যে বাঁধিরি, আহারোপরায় সেদি মাহাতো, মাদলবাদনের ঝমঝমাটি ছন্দের মধ্যেই টুসুর টুসু পরব উৎসব থেকে গ্রামটি নিরাময়ে, এবং মোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন এবং ক্রীড়াজগতী জোকিমগ্রী শিকদারকে নিয়ে।

এই নতুন ছন্দের কথা ও সুরে পরবের দিনে মেতে ওঠে—

প্রথমেই আজ মোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন মোদের মাটি বুলিয়েছেন কথাতে ছন্দে ছন্দে বলেছেন।

দ্বিতীয়ে এগিয়েছে মেয়ে আজ পাইয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে ঝলমল জোকিমগ্রী
ও মেয়েরা ছুটে পাইয়েছে।

তৃতীয়ে বলি হবে আজ মোরা পুরুলিয়ার। ছন্দে পরবে টুসু আজ ঘুরিয়েছে।

এ আজ এবার পুরুলিয়ার পাঁচ-সাত ঘুরে মেয়েরা মেতে ওঠে। বিভিন্ন গ্রামগুলি ঘুরে ঘোটে আজকে মহিলারা আজকের কথাগুলি ধরে ধরে মেয়েরা টুসুর টোহাল তৈরি করে আজ আজকের টুসু পরবে। এ আজ পুরুলিয়ার মেয়েরা যে অসংখ্য দুটি নয় ঝমঝমে গ্রামের কথাগুলি মেয়ে আজি মেয়েরা। ছন্দে ছন্দে ঝমঝমে মেয়েরা টুসু গানে। ছন্দে পরবে টুসু আজ ঘুরিয়েছে।

ভারতের আদিবাসী সমাজ ও ধর্মান্তরকরণ

ধীমেশ ভাকুয়া

হিন্দুধর্মের একদেশীয় অবধারণী বিধি হিন্দু পরিচয় ও বর্তমানে হিন্দু জাতীয়তা বাদের শুরুরাট, ওড়িশা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের কার্যকলাপের সঙ্গে আইনে নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সঙ্ঘ পরিবারের সমস্ত সংগঠনের আদিবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণের জন্য তাদেরকে এসে থেকে। কোথাও কোথাও খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসীদের আবার হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিতকরণের কর্মসূচিও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। নিয়মিত সুনুষ্ঠানপ্রণালী শুরু আছে। সেরকম সংক্ষেপে হলেও আলোচনার প্রয়োজন।

ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রাক-খ্রিস্টিন যুগে ভারতে প্রধানত তিন ধরনের মানুষ দেখা যেত। বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। দ্বিতীয় স্থানে মুসলিম। তবে জনসংখ্যার প্রায় সতেরো ভাগ এই সময় প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বাইরে নিজস্ব গোষ্ঠীধর্ম নিয়ে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজ। এছাড়া অবশ্য সংখ্যার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব নয় এমন কিছু ভারতীয়, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের মানুষও ছিল। জৈন ও পিতৃধর্মের মানুষেরও একটা সংখ্যা ছিল ও আছে বৈকী। তবে তারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্তি।

নৃতত্ত্ববিদের মতে ভারতের অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের এক এক গোষ্ঠী পশু, পাখী বা গাছপালাকে ধর্মে নিজের কোনও একটিকে প্রোটেম বা উপাস্য দেবতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। এটাই মূলত খ্রিস্টান আর non-খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। সুতরাং খ্রিস্টানরা বৃহৎ হিন্দুধর্মের কোনও দেবতার ভক্ত নয়, যা মুসলিমদের মতো আল্লাহর বিশ্বাসীও নয়। সেজন্য অনেকে এদের বলেন প্রকৃতির আবিষ্টিন (Non-religious)। কেন তারা এই Non-religious হলো তারও ব্যাখ্যা আছে। অবশ্য প্রকৃতির ধর্মনিরপেক্ষ আবিষ্টিত্বের পূর্বে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই Non-religious গোষ্ঠীই প্রধানত ছিল। অন্য দেশের কথা না হয় থাক। ভারতের কথায় আসা যাক। আমরা সবাই জানি, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দলে আর্যরা ভারতের মাটিতে অভিযান করেছিল বহুবার। অনেকটা 'পর, হয় বল পাঞ্জাব যেমন পূর্বভূমি হিসেবে। আমার এই ধারণার, ঠিকে নাসিক, বীরগোষ্ঠী আর্যদের আগমনের পূর্বেও ভারতে অনার্য সভ্যতা ছিল এবং তারা ছিল, সে সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার ঈজিপ্ট ও সুসভ্য সুসভ্য মানুষ বলতে যেমন আমরা এশিয়া থেকে আর্যরা এদেশে এসে ভারতীয়দের বসতি স্থাপন করেছিল। আর্যরা যাদের জয় করতে পেরেছে, তাদের 'দাস' বা 'দস্যু' বলেছিল। তাদেরই ভাষাতে তাদেরকে বৃহৎ পুর সমাজ বলে বলা হয়েছে। তবে যাদের জয় করতে পারেনি, তারা সমতলভূমির সমাজ ছেড়ে দিয়ে পালাবে, পর্বতে, জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে 'দস্যু' বা বহিরাগতদের (Alien) সংস্পর্শ এড়িয়ে আজকালকার আদিবাসী জীবনযাপন করছে। বহিরাগত আর্য ও ভারতের মধ্যেকার পার্থক্যের অবধি—এরা মানে যাদের 'দস্যু' বলে পরিচিত ছিল ও মুন্ডারি, খাসিয়, বৈকী ও পুরু—প্রধানত এই চারি বর্ণে বিভক্ত হয়ে ভারতের জাতিবর্ণভেদ-ব্যবস্থা চালাতে থাকে। সংখ্যালঘিষ্ঠ পুরুষ পশুর, এজন্য থেকে শুরু করে আদিবাসীদের পর্যন্ত সবাই তাঁর সমাজিক বন্ধনের শিকার।

এটা যেন যেন জাতিবর্ণের আওতায় হিন্দুদের বাদের। এই হিন্দুর বাইরের বৃহৎ খ্রিস্টান সমাজ কিন্তু এদেরকে থেকে ভিন্ন পথ ধরে চলে। তারা ছিল পাহাড়ের জঙ্গলে হিন্দুধর্ম অবলম্বন বাইরে নিজেদের প্রোটেম সরিয়ে নিয়ে অন্যথা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে।

অবশ্য পরবর্তী সময়ে বিশেষত ইংরেজ আমলে এই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি আস্তে আস্তে 'হিন্দু' হিন্দুদের সংস্পর্শে আসে ও তাদের ব্যবহারে অনেকটা Hindunised বা হিন্দুধর্মে প্রভাবিত হয়। অনেকে হিন্দুদের প্রোটেম হনুমান হিন্দু দেবদেবীর পূজা শুরু করে দেয়। এটাকে অবশ্য কোনও হিন্দু বিশেষজ্ঞের ধর্ম-হিন্দুদের কোনও সমস্যা প্রসার বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। ধর্মান্তরিত করবার জন্য এরকম হয়েই থাকে। কিন্তু তাই বলে এই অহিন্দু আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহ কখনও ঘটা করে হিন্দুদের হিন্দু হোমকর্ম করেছে বলেও জানা যায় না। হিন্দু দেবতারা আসলে কিন্তু এদের হিন্দু বলে ধরে নিতেন।

ইংরেজ আমলের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইউরোপীয় খ্রিস্টান পাদরীরা এদেশে এসে অহিন্দুদের 'পাগান' 'হিদেন ও বর্বরিদের' এই সমস্ত অহিন্দু, যা-মুসলিম পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে 'হিদেন' ও 'হিদেন' সংস্পর্শে আসতে এবং খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাড়তে থাকল, তখন হিন্দুসমাজের 'অবিশুদ্ধি'রা সচেতন হলেন। কিন্তু এটিনের হুলুদান আদিবাসীর হাতে কল্প নিয়ত প্রচার সাহেবের মতো অত ঘৃণা নিয়ে খ্রিস্টানদের জন্য পরে থেকে তাদের শুধু ধর্মের দিক থেকে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও এদিয়ে আসার চেষ্টা হিন্দু ধর্মে 'অভিজাতরা'রা অবশ্যই অবশ্যই। তার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের

হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দুরা আদিবাসীরা আজ খ্রিস্টিয়ানেরাই। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে একটা বড় অংশ আজ খ্রিস্টিয়ানেরাই। অথচ ধর্মান্তরিত হয়ে গ্রামে গ্রামে সাধনে, ধর্মান্তরিতদের কিন্তু এ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। এরা ধর্মান্তরের পেছনে থেকে খ্রিস্টিয়ান মিশনারীরা যারা এদের খ্রিস্টিয়ান করেছে তাদের মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। তাদের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান অনেকটা দূর হয়েছে। সমতলের কিছু কিছু শহরাঞ্চলে অবশ্য সম্প্রতি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর কোন কোন ক্ষেত্রে আদিবাসী যুবক ও মহিলা 'মাইগ্রী' হিসেবে নিজের ঘরে। সেখা থেকে এসে আজ কেউই হিন্দিয়ান নয়। তারা যে হিন্দু তাদের কথা ভাবে না। তারা তাদের পোষাকেই এখনও বিদেশী। অথচ হিন্দুধর্মের আদর্শবাদীরা অনেকে এসে হিন্দু হিসেবে থাকার নিয়ে যোগাযোগ।

আমি প্রশ্ন করি, যে সমস্ত খ্রিস্টিয়ান আজ খ্রিস্টিয়ান হয়েছেন, তাঁরা কি কোনও অর্থে হিন্দু হিসেবে? না তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ মূল গোষ্ঠীবর্গ থেকে পৃথক খ্রিস্টিয়ান ধর্মীয় হয়েছেন। উত্তরে ৫০টা চাল কি কম, সে প্রশ্নে না নিয়ে Non religious group থেকে তারা কোনও একটি Religious community তে এসেছেন এটাই আসল কথা। এসব কোনো হিন্দু থেকে খ্রিস্টিয়ান হয়েছে আদিবাসীরা—সংখ্যা হাজারখানিক এ ক্ষেত্রে আর থাকছে না।

আর হিন্দুধর্মের অভিভাবকেরা যে বলছেন, আদিবাসীরা হিন্দু হয়ে গেছেন, হিন্দুধর্ম আজ পাচ্ছি কি, তারা হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রমধর্মে কোন্ বর্ণে স্থান পেয়েছেন? 'শূদ্রত ভাগবত' বর্ণ তালিকার কত নম্বরে তাদের নাম নিয়ে রেখেছেন? সত্যই, তাই না সত্যই? না আদৌ নিয়ে? নিশ্চয়ই প্রথম টিল বর্ণে নয়। তাহলে ত, অন্যেরকমের অনুসূচীভুক্ত বলি বলা যায়, হিন্দু হয়ে গেলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের পরে ও বলা হিন্দু না থাকাই ভালো, হবে কি হবে? সুতরাং হিন্দুধর্মের ক্ষতি, লাভ, নষ্টটুকু নিয়েদের জন্যে রেখে, নিজের সংখ্যা বাড়ানো আর কারো ধর্মান্তর গ্রহণ করে অন্যদের জন্য যেসব নিজ নিজ গোষ্ঠীবর্গের অনুসারী খ্রিস্টিয়ানদের নিজস্ব নিজস্ব সংস্কৃতির ছিটেফোঁটাও না নিয়ে অথচ একেবারেই 'হিন্দু' ভাবের নাম দেখাতে অন্যত্র খ্রিস্টিয়ানদের কেন হয়নি। কাজেই হিন্দুধর্মের অভিভাবকদের "আর কাপড়ের আর নেই, ছিল আমার খোঁপাই" ভেবে নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করে পরবর্তীদিনে তফাতে নতুন করে আলাদীর আগুন জ্বালিয়ে তুলে করে নেই।

*আলাদীর চেরাগ

উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য উপজাতি যুব সম্মেলনের আহ্বান

গত ১৭-১৮ জানুয়ারী ত্রিপুরার বিলোনীয়ায় অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা উপজাতি যুব কেন্দ্রসম্মেলনের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়।

ত্রিপুরার জনবিন্যাস উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রবল জনতার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় নৃপেন চক্রবর্তী উপজাতি যুবসমাজের উগ্রপন্থার সমস্যার পথ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, আজ উগ্রপন্থার পথ অবলম্বন করছে জনের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে এবং এ ব্যাপারে প্রশাসনিক উদ্যোগও জারী রয়েছে।

স্বাধীনতার যুব কেন্দ্রসম্মেলনের সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত হয়েছেন যে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে ত্রিপুরার যুব কেন্দ্রসম্মেলনকে কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ভাষাগত কথা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে এবং ত্রিপুরা যুব কেন্দ্রসম্মেলনের বিভিন্ন সভাপতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

প্রতিনিধি সম্মেলনে উদ্বোধন করে ত্রিপুরার জনপ্রিয়তা বৈজ্ঞানিক অনুসারে উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম জারী রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা তথা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষা করতে হবে। তিনি উপজাতি ও অ-উপজাতি অনুসরে ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান। সম্মেলনে ২১০ জন উপজাতি যুবক-যুবতী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯১ সনে ত্রিপুরা উপজাতি যুব কেন্দ্রসম্মেলনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১,৭৫৪ জন।

সম্মেলন উগ্রপন্থার সাথে সন্ত্রাসবাদীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ১৪টি বিধানসভা কমিটি থেকে ৩৭ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী গুরুত্ব পান—সন্ত্রাসবাদ নয়, কমিটি-উপজাতি জীবনে ফিরে আসার প্রবল এবং প্রথম দাবী। আলোচনা কেন্দ্রসভায় সভাপতি এবং সম্মেলন পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশিত হয়ে সংবাদের ৯১ সালের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২১ জানুয়ারি বুর্জোয়ির ইলিচ লেনিনের মৃত্যুবার্ষিকী। ৭৫ বছর আগে যাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু নেই। সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত লেনিনের আদর্শ বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের পথ দেখাবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লেনিনের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মার্কসবাদের বৈপ্লবিক রূপকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানুষদের মধ্যে স্থান করেন। লেনিনের উত্তরসূরিরা তাঁদের লেনিনবাদের [illegible] নিয়েছেন—'সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ' রূপে।

প্রথম লেনিনের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতাটি প্রকাশিত হল।

—উঃ সঃ

কবিতাবলী

লেনিনের ডাক

বিমলেন্দু মুখার্জি

লেনিন ডাক দিলেন : বঞ্চিত মানুষ রুখে দাঁড়াও —
নিপীড়ন হোক নিশ্চিহ্নের ডাক।
ওরা এগিয়ে এল—
বিপ্লবের লাল নিশান
তুলে নিল কাঁধে।

ইচ্ছে নীল তেলক্ষে মেহনতের যন্ত্র কী ?
শুনল ওরা বিপ্লব।
বঞ্চিত মানুষের মুক্তির পথ কী ?
উত্তর মিলল—বিপ্লব !

বিপ্লবের অভিযানে শামিল হল ওরা—
দুনিয়া জুড়ে মেহনতী মানুষ জেগে উঠল।
ভাঙতে হবে নিপীড়নের নিগড়ের-যন্ত্র,
জানাল হল মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস :
জয়ী হল বিপ্লব।

জেগে উঠে ঘোষিত হল : বিপ্লবের দীর্ঘ জীবন।
সৃষ্টিত হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—
বিশ্বের মেহনতী মানুষের দুর্গ।
দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ উদ্ভাসিত হল নতুন জীবনে—
সব শেষ সর্বহারা-সমাজ।
দুনিয়া জুড়ে ঘোষিত হল :
জেগেছে রবির মতো বাঁচবে বলে বিপ্লব।
প্রমাণিত হল লেনিনের ভবিষ্যৎ।

গল্প

সেই চায়ের দোকানের চম্পু

শৈলজা চৌধুরী

পাড়ার ছেলে সব খেপে আছে। তারই শাসন চলছে আজ সারাটা সকাল।

একটা চড়কের চড়কে চম্পুর আজও ঘুম ভেঙে গেছে।

সেই অন্ধকারে ঘরের ভেতরে চড়কডাঙ্গা দিয়ে হুড় আসে, তখনই চম্পু উঠানে নামে। গলাজল হয়ে যেতে হয়। চম্পু ঘরের বাসন মেজে আসে পরে।

একটু পরেই দেখতে দিব হয়ে এক গেলাস গরম চা আর এক আসে তার। এই দোকানটি চালায়েন পরেশ আর।

এখানে মুকুলদের বাড়ার আসে। সেখানে আর মাসীর চা। ঘরের সবে মিষ্টি যে আছেই। তেলা হলে তেলেভাজা জুটবি, নিয়মিত খেতে হয়। এই চম্পুর আসল সেজান। চম্পু সেই বয়স থেকে এই কাজ করছে। এখন বয় বেশের হয়ে গেল।

চম্পুর গান শুনে সেই দোকানে হলে, ওরে ছোকরা তোরা যেমন গলায় যদু আছে। তার মেনে না, উসের জন্য খেতে শুনতে হয়। এখন এখন ব্যবসায় অবস্থাতে মনির হয়ে আসর অনেক জমা। কিন্তু এখন বিয়ে হয়ে আসে যেতে যে যেতে বয় বাস হয়ে চলে। এ একখানা চলে পারিও দিনে দিতে পারে না। পরিবেশ যেতে আর শুনে তেল অনুকূলের আসবে চালুকোল চলিয়ে দিয়ে যেতে।

চম্পুর এসব আসে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে গান ধরে হলে,

আমে পরিয়া বলা আমে যে
আমি আমাদের বলে যে তাই
পুরী যাচ্ছ দিয়া,
ওরে মনের মেতে তেলা বাস
পরে উজান নিয়ে।

আসর খুব জমজমাট হয়ে নানির ঘুরে উপাল পাথাল যেই তোলে।

আসর এর দূরে পলিস যাচ্ছে আসে দাঁড়িয়ে পড়ে। এর গানের সুরে সুরে দিয়ে পাইতে পাইতে আর,

ও আমরে তোমের আসার
কবিতা আসার আঁচলের তলে
আর মোর উজানী পরান আসে

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে দিয়ে গেছে আর ঘুরে আসা বন্ধ হয়ে।

কি হয়ে মো? জিজ্ঞাসা করে চম্পু।

একজন বাঁশ উঁচিয়ে উঁচিয়ে আসে, পাশের আরেক আসবে যে। পরে আসে আর তেলে আসবে। মারী আসবে।

তোর যে? চম্পু আবার জিজ্ঞাসা করে।

—তে আমে, আমার সি জানি, আমে শুনেনী আর হবে।

—আরো আসে? চম্পু আবার জিজ্ঞাসা করে। মুখ আরো পরে কি মারী আসে?

আসের লোকদের এ নিয়ে আলোচনা হলে।

চম্পু আসতে পারে এ-শ্রেণীর গান হবে, কলিকালের মত দাঙ্গাই হবে। যে জিতবে পারবে সে আসের টিকে পারে।

আবার হয়ে গেলে চম্পু। আবে এ-শ্রেণীর গান—যাতে আসর অনেক টিকে।

এই আসর আবে হয়ে যায়। সেই এটা উজান পাথাল। পাল হয়ে হওয়া যায়। আসরের ঘরে যায় আসর।

চম্পু গান ধরে, এ মহিমাল তাই—

কত যে আসি পাছুর ঠিকে চলবে।

সেদিন তেলা যেই যাই আসে নিয়মিত এসে যায়। হলে, এর আসা আছে যে তেলে এক আসা। যা পড়েনি হলেছে।

আসরটা আরম্ভ হয়ে আসে, তেলে আসু নিয়ি। এ নিয়ে নিয়ে হলে আসরে, আসু আসরী আসরে আসের দাঙ্গাই হয়ে।

নিয়মিত হলে, দাঙ্গাই নয় প্রতিযোগিতা। আসরটির নাম। এ যেমন গান। মহিমা.....

—তোর মেয়ে তো আসর আসে আছে, তেমে মেয়ে নয় নিয়ে না। আমি সব আসর আছে তেলে।

—আমার মেয়ের তো বিয়ে হোই, নিয়ে নিয়ে গান

—তা হক না, যেয়ে মেয়ুক না, আর তেলেকে সাথেনে রাইবে...

—তা ঠিক আসু, আবে.....

—আবে আসর সি এমে আছনী আন নয় সি আর আন নয়, এ আসরের মেয়ের গান, সাধারণ মেয়ে আসের নিয়মও মেয়েনি। এখন মেয়ের আসরের গাঁয়ের আর, আসের আর দাঙ্গাই আসবে।

মেয় পাকা ঠিক হয়ে যেল। আসরে তার আর নিয়ে মেয়ের আর একটা আঁতে তেলে পাকি নিয়ে নিল। তার সুরে পাসন, আসর তেলেও মেতে। আর আসেনের সাথেনে পাইবে, সে কি যে সে আসা।

আসরটা তার পুরি পাছুনী সুরুম দিয়ে আসা। আসের নিয়মে মেলে একটা মেটা দিল। মেটাও পরে মো। আসর

করে দিয়ে চলে যাবে। কত হকারের ডাক। কত বাজনা। রাস্তা ধরে ঘুরবে মিছিল। কত আলো। সে এক স্বর্গপুরী যেন।

হাসতে হাসতে মেয়ে কত কথাই বলছে, শুনে যাচ্ছে। কত হকারের ডাকনা। মেয়েরও পড়িয়ে। ভালোও কত সন্তানস্নেহ।

চন্দনের মেয়ে মেয়েদের ইস্কুলের বাড়ি। উঁচু ক্লাসে পড়ে। ভারি চুলের ভারে ক্লান্ত। কখনও শুধু মাথাতেই টান। এমন একটা সময়ে মেয়ে বাড়িতে থাকে বড়ো একা। প্রথমটা চন্দনের ভয় ভয় করেছিল। কিন্তু পরপরেই ভয় ভেঙে ভেঙে ওরই উঁচু ক্লাসের পড়া নিয়ে রবি, শরদিন্দু...এদেরই ভয় মুখ আসতে এসে যায়,

হেমন্তে রবীন্দ্র পড়ে পড়ে
শিউলি ঝরলে রবীন্দ্র পড়ে
কার্তিক মেলায় ঠাকুর পড়ে ঠাকুর।।

সবদের মুখ ভেসে ওঠে। ঘুরে ঘুরে ওরা চরিত্রটির। সবাই শুরু।....

ভালোবাসা মেয়ে মেয়েকে নতুন করে দেখছে। এমন করে ভাবতে পারে। এমন ধরা, এমন সুর। কি অসাধারণ লাগছে।

ঘুরে বাড়ি পরলে, উঁচু ক্লাসে চুল বাঁধা, মায়ের চিন। শুধু কিছু কি আলাদা দেখাচ্ছে।

কথা মেয়ে গেল। কিছু অনেকক্ষণ চলবে কথা মেয়ে।

চিনে নিজের রেডিমেড মেয়ে গেল। এবার আলমারির দেরাজের পালা। চন্দনের বাবা মারা গেছেন বছর পাঁচেক। পড়ানোর-এর সরঞ্জামটি কুঁচিবাড়ী লাগা পড়ানোর এক এক করে আনছে।

কিন্তু একি শুনছে চন্দু—একি শুনছে আলমারি। সেই পড়ানোর ছেলে মেয়ে চলে গেলেও মেয়েটি এখনও রয়েছে। চন্দনের কি দেখছে, কি শুনছে? আলমারির গায়ে এখন সেখানে মেই। পড়ানো কাজে আসছে যায়। একটি ঘরে ঘুরে পড়ি পড়া আবার চিন পড়া মেয়েটি মেয়েছে উঠছে। এখন পুরোনো যে চশমা।

পড়ানোর ছেলে মেয়ে ওরা কথা বলছে। আলমারির ভেতরে কিসের ছায়া? কারা উঠলে কি এল ভেতরে?

চিনতে এসে বলে, চন্দনের মেয়ে মেয়েরা ভেতরে আলমারি নিয়ে কি হল?

চন্দনের বলে সে কে মেয়েরা আলমারি ঘরে।

—আ যে মা সব পড়ানোর-এর জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

উত্তরণ

গ্রাহক চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক—৩০ টাকা, ষাণ্মাসিক—১৫ টাকা, ত্রৈমাসিক—৮ টাকা
বছরের যেকোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা—২ টাকা।

: বিক্রয় কেন্দ্র :

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
১/৪ সি আই টি স্কীম নং ৭-এম
ডি আই পি রোড (কাঁকুড়গাছি)
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যাবতীয় গ্রন্থ এবং বুলেটিনও পাওয়া যায়

[১২২ পৃষ্ঠার পর]

'উত্তরণ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ও বেসরকারী পরিকল্পনাসমূহ গ্রামাঞ্চলে পরিবারের অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করেছে।

বিশিষ্ট সমাজসেবিকা ও সাহিত্যিক মা। অভিজাতবংশে বিবাহের সূত্রে আমাদের সমাজ ও পরিবার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হয়। অন্যদিকে আমরা সমাজ সেবার বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহকর্মী পরিচালিকাবৃন্দের সহযোগিতায় আমাদের আশ্রমে সমাজ সেবার কাজে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছি।

এই সকলের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আলোচনার সম্পাদকীয় নিবন্ধ। সমাজের বিভিন্নস্তরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসচ্ছলতার সেবাদানী নিয়োজনের ফলে পরিবারের বিভাজন ঘটে। নিরক্ষরতা, কুসংস্কার ও স্বাস্থ্য পরিবেশের বঞ্চিত পরিবারসমূহের সামাজিক উন্নয়নের উপায় অনুসন্ধান সুসাধ্য। সেবাব্রতে সেবাদানীকারীর অনুশোলনময় 'পরিবারের বাস্তবিক' নিয়োজনের আবশ্যকতা।

এই সকলের সেবাদান বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে যে শীতিনামের সেবাদান বিভাগী হয়েছেন তার মূল সূত্র—রামপ্রসাদী বিষয়ের আলম্বনরূপ পরিস্ফুট:

'তারি তেজের আলম আলোর 'পর / তুমি তারি নামে নিয়ে—/আমার নইলে, বিশ্বজনের, তোমার প্রেম হত যে মিছে।...'

তার পরিচয় উদ্ধার করেছে আপনার নিবন্ধে এবং। সেবাদানী অবশ্যই অর্থনৈতিক অনুন্নত পরিবারে। রামপ্রসাদী সমাজ উন্নয়ন, একদিকে বিশ্বজনেরও মনুষ্যত্ব প্রেমের অঙ্গন হয়ে নিয়ে যেতে আসেন। অবশ্যই তেমনি, আপনার নিবন্ধের বয়ানে, এই জীবনযাপনী সাধনা বলিত সমাজ তথা পরিবারের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছেন। তিনি অর্থনৈতিক অনুন্নত পরিবার সমাধানের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছেন। তাই তাঁহার 'পরিবারের বাস্তবিক' আখ্যানের মহিমা ভূলুণ্ঠিত।

বিনীত,
বিপুল মণ্ডল, বাসাবাড়ী, মালিহা।

ছেলের শিক্ষকের কাছে ক্রীতদাস ও দলিতের বন্ধু আব্রাহাম লিঙ্কনের চিঠি

ছেলে পড়ে কেমন হোক, কেমন তার দৃষ্টিভঙ্গির কথা একটি চিঠি লিখেছিলেন প্রবিন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, ক্রীতদাস ও দলিতের বন্ধু আব্রাহাম লিঙ্কন। চিঠিটি এখন ইতিহাসের অংশ বিশেষ বলে। এর মূলে রয়েছেন আমেরিকার শৈশব শিক্ষাবিদ।

আমি জানি যে সমস্ত ছেলেকে শিখতে হবে যে সব মানুষ ন্যায়পরায়ণ নয়, সব মানুষ মহানুভব নয়। কিন্তু তাকে আমি এটাও শেখাতে যে পৃথিবীতে যেমন অসাধুতা আছে, তেমনি তার মানুষও আছে; যেমন স্বার্থপরতা আছে, তেমনি আত্মত্যাগও আছে।

তাকে শেখাতে যে ঈর্ষার থেকে শত্রুও বানাবে, অহংকার মানুষ বানাবে। এমন শেখাতে সময় লাগবে। কিন্তু তবু এগুলি তাকে শেখাবেন। আরও শেখাবেন যে বিনে পরিশ্রমে অর্থ একটি অসৎ পথা, অন্যায় পাঁচ আঙুল পৃথিবীতে পরিশ্রম করে অর্জন করে। তাকে শেখাবেন যে ঈর্ষাকে পরাজয়কেও মেনে নিতে হয়, আনন্দ করতে শিখতে হয়।

যদি পারেন তো তাকে ইর্ষার কথা পড়তে দেবেন না। পুথি হয়ে নিঃশব্দ হাসির আনন্দও তাকে উপভোগ করতে দেবেন। যে-এর সত্য যে মূল্য আছে, তা তাকে অনুধাবন করতে বলুন। অন্যের অক্ষমতার উপর পরিহাস যেন তাকে মুগ্ধ করে। নিজেকে নিয়ে গর্ব করার সময় তাকে যেন লজ্জা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

যখন ও স্কুলে যেতে শুরু করবে, তখন তাকে জানাবেন যে পরীক্ষায় নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়াও ভাল। নিজের বিশ্বাসে ও যেন দৃঢ় থাকে, অন্যের যদি বিশ্বাস ভুল। সফলকাম মানুষদের প্রতি ও যেন শ্রদ্ধা থাকে, কৃতকার্যদের সঙ্গে যেন অন্যায় ব্যবহার না করে।

পরামর্শ দেবেন ও যেন ভেড়ার মত না হয়। সবাইকে একই ও যেন নিয়ে নেয়, তবে যা পারলেই যেন ও নিজে মত সত্য ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে। তাকে বলবেন যে ভেড়ার মত ভেড়ার পিছনে ছুটলে ও যেন কোথাও পৌঁছতে পারবে না।

অসহিষ্ণুদের বিদ্রূপেও যেন ভয় না পায়। অসহিষ্ণুর প্রশংসা ও যেন সন্দেহের চোখে দেখে। নিজের দৌড়, নিজের বুদ্ধি—তাদেই ভেবে ও যেন ধীরে উঠবার চেষ্টা করে। কখনও যেন ওর ধৈর্য ও বিশ্বাসকে ধর্মান্ধতা বিচার না করে।

উদার মনোভাব নিজের ও যেন হয়ে উঠতে পারে। তবে সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত আবেগ যেন না। ও যেন জেনে রাখে যে অন্যের পুরোই যেন উপায় হয়। ধৈর্য এবং সহ্য—এ দুটি গুণই এর থাকা চাই।

ওকে সহজ ভেবেছেন যে ও যেন কখনও নিজের উপর বিশ্বাস না হারায়। এমনকি যখনই সমস্তরকম উপর আছি থাকবে ওর মনে বিশ্বাস।

আপনাকে আমার কিছু নির্দেশও, যেটুকু তার কচিমনে সম্ভব হল নিতে পারেন—এই যেটি মনুষ্যত্বের। আমার ছেলের মনে পৃথিবীর সবচে মনুষ্যত্ব সহজবন।

'আব্রাহাম লিঙ্কন'

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের অর্থানুকূল্যে :

নকশালবাড়ির লোহাগড়ে পানীয় জল-প্রকল্প
মানঝায় প্রাথমিক বিদ্যালয়

গত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৮ শিলিগুড়ি মহকুমার অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত জেলার নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার লোহাগড়ে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের এবং একই দিনে বিভাগের এটির মানঝায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকার্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অনিল সাহা।

প্রকল্পের প্রাথমিক নির্মাণকার্য অনিল সাহা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অনিল সাহা

উক্ত অনুষ্ঠানে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের অধিকর্তা প্রফুল্ল বিশ্বাস, বিভাগ সচিব, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

লোহাগড়ে পানীয় জল প্রকল্পের নির্মাণকার্য অনিল সাহা সম্পন্ন করেন।

ছবি : উৎসবকুমার বসু ও উৎপলকান্তি দে

শ্রীমতী বৈদ্যুতিক নির্মাণ এবং কাজের ফলে, পরিষদীয় জেলায় অনগ্রসর সম্প্রদায় অন্যান্য বিভাগের প্রকল্প রূপায়ণগুলির ফলে সামগ্রিকভাবে গ্রামের ও এলাকার উন্নয়ন হবে।

উক্ত পানীয় জল প্রকল্পের জন্য মোট ১৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য মোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

সমাজ সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি

২৮শে ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ইংরাজি ১৯৫৩ সালের ১লা মার্চ রবিবার সকাল ৯টায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সমাজ সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডক্টর শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু

চাই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

মৌলী ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমাজব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হল, ভারত একটি ভাষা সাধারণতন্ত্রের ও ভাষা অন্তরাষ্ট্রের দেশ। ভারতের জাতে ভারতের সামাজিক স্তর বিন্যাস যেভাবে আছে, তাতে আইনসংবিধানের রাজত্ব এখনও পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক চিত্রের উপলব্ধি পাঁচিয়ে আছে। কারণ যেটুকু অগ্রগতির বিকাশ ঘটেছে তা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনাকে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি।

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে আসার আগে পর্যন্ত দেশটি ছিল রাজা ও সামন্ত-প্রভুদের পূর্ণ কর্তৃত্বের আলাদা আলাদা রাজ্যে বিভক্ত। তারাই এদেশে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করে কিছু কিছু সমতন্ত্রিক উপাদান শুরু করে। সামাজিক কাঠামোর কোনও পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংগঠনে আনল বড় বড় শিল্প ও কারখানা তৈরী করে তোলে। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর তাদের পরিত্যক্ত শিল্পের পাশাপাশি বাড়ীর উদ্যোগে কিছু ছোট শিল্প এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের উদ্যোগে কোন কিছু ভোগপণ্যের কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের স্বার্থে গড়ে তোলা সামাজিক কাঠামোর গায়ে ছোঁয়া হয় নেশি। ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ যা ছিল তা এখনও পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

পৃথিবীতে যে কয়টি বড় বড় পুঁজিবাদী দেশ গড়ে উঠেছে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে ভেঙে দিয়েই গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। তাই সেসব দেশের সমাজ কাঠামোতে এবং সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনায় এসেছে পুঁজিবাদী পরিবর্তন। আর ভারতবর্ষে তৈরী হয়েছে যেসব পাশ্চাত্যবাদী অর্থাৎ পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে কিছু কিছু সমতন্ত্রিক উপাদান। মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং শিক্ষা-ভাবনাগুলো এখনও সনাতনী, বৈদিক বর্ণাশ্রম ভিত্তিক মনুবাদী বিধিব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এই সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার পরিবেশ এবং মনুবাদী বিধিব্যবস্থার বিরোধগুলি পর্যালোচনা করলে যে বাস্তব অবস্থাগুলি বলতে হয় তা হল ভারতবর্ষে বাস্তব এবং সমস্ত প্রভুদের স্বার্থরক্ষার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মে, বিশ্ব ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ঐক্যবদ্ধতা গড়ে উঠেছে, তা মূলত বৈদিক ধর্মের। অর্থাৎ যেসব পুরাণে লিপিবদ্ধ নিয়মকানুন যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টিকর্তার স্বার্থরক্ষার্থে চালু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই সৃষ্টিকর্তার শ্রেণীর স্বার্থকে আরও সুদৃঢ়বদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হয়েছিল মনু নামক কোনও একজন বা অনেকজন ব্রাহ্মণের উপর। [কোনও কোনও দেবতাকে দেখার উদ্দেশ্য আছে মনুসংহিতা চৌদ্দ জন ব্রাহ্মণ মিলে রচনা করেছেন]। তাঁরা কিন্তু সমাজকে চার ভাগে বিভক্ত করে বর্ণ বৈষম্যের মধ্য দিয়ে এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট এই ধারণাগুলি সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁরা প্রতিটি বর্ণের মধ্যেও ছোট ছোট বিভাজন সৃষ্টি করে এক অংশকে থেকে আলাদা করে সমাজকে নানান ভাগে বিভক্ত করেছে। যে সংবিধানটি তাঁরা রচনা করলেন, তাতে দেখা গেল এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর মানুষের প্রতি কিভাবে আচরণ করবে। মানুষের ভিন্না হলে আগে আচরণ কেমন হবে? প্রতিটি স্তরের মানুষের সামাজিক অবস্থান কেমন হবে? তাদের শিক্ষা এবং জীবিকা কি হবে! এই সমস্ত প্রশ্নকে নিয়ে তাঁরা বিধিবদ্ধভাবে রচনা করলেন। এই বিধিবদ্ধভাবের মধ্য দিয়েই শিক্ষা ও সম্পদের অধিকারকে সংরক্ষিত করা হয়েছিল বিজয়ের জন্য। কিন্তু বলতে দ্বিধাবোধ হচ্ছে এবং অত্যন্ত ও বৈশ্যদেরই যেমনে। প্রতিবর্ণের সবচেয়ে নীচে স্থান হল শূদ্রদের। তাদের শিক্ষা ও সম্পদে কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি। উপরের তিন বর্ণের সেবা করে, অধিক শ্রমের বিনিময়ে তারা জীবনধারণ করবে। এইসব বিধিবদ্ধভাবে হল পৃথিবীর মনুসংহিতা। রাষ্ট্রনায়ক সংবিধানে তাদের অবস্থানটা ভাবে তোলা হয়েছিল। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে শূদ্র সমাজ অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়েছে। তারা মানুষের মর্যাদা পায়নি। অথচ তারাই সংখ্যায় ৮৫ ভাগ। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিবর্তনের এই ৮৫ ভাগ মানুষই হল পরিচিত। আর উপরের তিন বর্ণ মিলে তারা মাত্র ১৫ ভাগ।

এ দেশের নদীগুলোও বন্টিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর বিশ্বে যে সমতন্ত্রিক রাজাবরণ তৈরী হয়েছে, তাতেও দেখা যায় সমস্ত শূদ্র শ্রেণীর উপর উচ্চবর্ণের কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে, সমস্ত নারীদের উপরও পুরুষের কর্তৃত্ব একইভাবে চলে আসছে। এদেশে ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার আগে নারী ও শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। পূজা পার্বণ এবং মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। এখনও বহু জায়গায় সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধীন ভারতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার অধিকার স্বীকার করা হলেও শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে অর্থনৈতিক ভিত্তের প্রয়োজন তা এই মনুবাদের নেই। অথচ উচ্চবর্ণের কর্তৃত্ব যেভাবে চলছে, সমস্ত নারীদের উপরও পুরুষের কর্তৃত্ব একইভাবে চলে আসছে। এদেশে ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার আগে নারী ও শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। পূজা পার্বণ এবং মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। এখনও বহু জায়গায় সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত

হয়নি। ফলিত জমাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার অধিকার ঘোষণা করা হলেও শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে অর্থনৈতিক বিনিময় প্রয়োজন তা এই অনুচ্ছেদে নেই। ফলে উচ্চবর্ণের অভিজাতশ্রেণী প্রতিটি অনুন্নয়নী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুযোগ লাভে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালাও তারা প্রতিষ্ঠিত করে রাখে। বিংশ এটা সহজ হয়ে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখতে হয় যেই ব্রিটিশ আমল থেকে দেশে শিল্প প্রসারতা ঘটে উঠেছে তাতে আমরা সকলেই যে হেরফের ছেলে কাজ পায় তা সঠিক নয়। সমাজে বেতুর অভিজাত শ্রেণীর সংখ্যা যেহেতু উচ্চবর্ণের লোকেরাই আছেন, তাই তাঁরা এক অর্থের সুযোগসুবিধের জন্যও তাঁদের ছেলেরা আগে পেয়ে যান। তারা দুই দুই ধরে অর্থিক চাপ কম করে রেখেছে এই দুই শ্রেণীর মানুষেরা। এরা নিজে কাজ পাননি। ফ্যাক্টরিগুলো তাদের প্রয়োগ পরীক্ষাগুলোর এবং ঘাটি প্রতিষ্ঠানের ছেলে নিয়ে যা সরকারী বেসরকারী সংস্থা ঘরে উঠেছে তাতে ঐ দুর্ভিক্ষকোণী শ্রেণীর মানুষেরা কাজ পেয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবেই তারা নিজে কাজ পাননি। তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য যে স্বপ্নের জন্ম প্রতিক আন্দোলন ঘরে এই প্রয়োজন তা তাদেরমধ্যে ঘরে ওঠেনি। প্রতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের একাংশের হাতেও রয়েছে সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, ফলে তাদেরি কর্ম ও মেধার উপর উঠে প্রকৃত প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনাও অনুপস্থিত থেকে গেছে। অনুন্নয়ন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে ফলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি যে সামাজিক দৃষ্টি এবং ব্যবহার বিষয়গুলি আছে আন্দোলনের একাংশ থেকে তাদেরকে আন্দোলন আরো নিজের শ্রেণীর আন্দোলন হয়ে গড়ে উঠতে বাধা। ফলে সে আন্দোলন দু তিনটি প্রদেশের বাইরে প্রসারিত হতে পারছে না।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে সমাজ উন্নয়ন আন্দোলনে একাংশে জটিল রাজনৈতিক ফল এই ফলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করেই প্রতি প্রজন্মের সঙ্গে সংগতির জন্যে সমান হচ্ছে। আমাদের রাজনৈতিক দল এই ৮৫ ভাগ ফলিত অনুন্নয়ন কাছে পৌঁছতে পারছে না। এই অনুন্নয়ন সংগঠিত করতে হলে জাতীয় ভিত্তে সমাজতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের লড়াই করেছেন তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে রাজধানী পার্টিজন এবং ফোর্টিজন দুজনে ফলিত নারী ও পুরুষদের জন্য বিদ্যালয় খুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তারা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সচিব আন্দোলন করেছেন। যা লিখেছেন, নারীর শিক্ষে অর্জিত করে দেখিয়েছেন তখন তখন দু-সংগঠন এবং রাজধানী বিপ্লবগুলি বিকাশে অনুন্নয়ন হয়ে বিপ্লব ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

পরবর্তীকালে তা বি আর আন্দোলনের তাঁর সমান জীবন হয়ে এই অনুন্নয়ী সমাজের বিকাশে লড়াই করেছেন। তিনি ফলিত শ্রেণীর মেয়েদের মুক্তির জন্য সামাজিক আন্দোলন, ফলিত কৃষক বিদ্রোহী আন্দোলন, এই তাদের অনুন্নয়ন জন্য শিক্ষা ও চেতনা বিকাশের আন্দোলন করেছেন। এসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য আমরা কঠিন লড়াই করেছেন। তাঁর আন্দোলনের মূল কথা হল যেসব এই ৮৫ ভাগ অনুন্নয়ন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত জায়গা না পাওয়ে সমাজের কোনও অগ্রগতি ঘটতে পারে না। তাই রাজনৈতিক পর্ব জন্য জটিলতম অর্থাৎ লাভিয়েন সমাজের শিল্পির পড়া ফলিত অনুন্নয়ন জন্য রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিপ্লবকেন্দ্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই বিপ্লবকেন্দ্রে মূল জমার ক্ষেত্রেও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হতে হল এই অনুন্নয়ন। জমার জটিল আন্দোলন কিংবা যে কোনও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে রয়েছে উচ্চবর্ণের মানুষেরা। তাঁরা এতদিন অনুশীলনে যে কোনও উচ্চ পেশায় সম্ভাবনা ভোগ করে এসেছেন। এখন সেখান থেকে কিছু পদ বিপ্লবকেন্দ্রের জন্য ছেড়ে দিতে তাঁদের মনে কষ্ট হচ্ছে। এমন একটা প্রচার করা হচ্ছে যেন সবগুলি পদই ছেড়ে দিতে হচ্ছে ফলিত অনুন্নয়ন জন্য।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় ভেবে দেখার সময় হয়েছে; তা হল উচ্চবর্ণের লোকসংখ্যা মাত্র ১৫ ভাগ, অর্থাৎ ১৬ কোটি অনুন্নয়ন মধ্যে মাত্র ১৪ কোটী ২৫ লক্ষ। আর ফলিত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা হল ৮৫ ভাগ। এদের মধ্যে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ও মুসলমানদের বাদ দিলে কেবলমাত্র হিন্দু ফলিতরাই ৭১ কোটি ২৫ লক্ষ। এদের শতকরা ৩০ ভাগ ভোট নিশ্চিত হচ্ছে বলে বিভিন্ন সরকারী পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণতি পাচ্ছে। এই তিন ভাগ লোকের মধ্যে অনুশীলন অন্যান্য উচ্চ পেশার নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, এদের যোগ্যতা সংখ্যা হল ২১ কোটি ৩০ লক্ষ। আর উচ্চবর্ণের নিশ্চিত যোগ্যতা সংখ্যা হল ১১ কোটি ২৫ লক্ষ। তারা সংখ্যায় তার চেয়েও ৮০ ভাগ পরে আসীন ফলিত সমাজের উপর কর্তৃত্ব করে আসছে। আর ২১ কোটি ৩০ লক্ষ যোগ্য নিশ্চিত হচ্ছে তারা কোনও নেতৃত্বদানকারী অবস্থান খুঁজে পাচ্ছে না। একটু হিসাব করলেই দেখা যায়, যে কোনও রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী কিংবা বেসরকারী কোনও প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বদানকারী অবস্থানে এদের দেখা যায় না। কিন্তু এক দিনের খুঁজে অনুন্নয়ন ভোট খুঁজে পাচ্ছে। ফলে সংখ্যায় অবস্থানকারী হয়ে উঠেছে।

এইসব অবস্থাই বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানকে ফলিত সমাজ সামনে টেনে আনছে। এই সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলই আর অগ্রসর হয়ে থাকতে পারছে না। তাই দেখা যায় কংগ্রেস দল তাদের সংগঠনের সাংবিধানিক সংশোধনের ঘরে ফলিত নেতৃত্বে ফলিত এবং নারীদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এই অঙ্গের মধ্য দিয়ে তারা যে মূলনীতির পরিবর্তন নিয়েছে, আশাকরি দিনে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনই তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

পরিষদের আর একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হল, ৬: বি আর আইনজীবন তাঁর দাবা জীবন ধরে লড়াই করে বলিতদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত তাদের জন্য আইনীতি, শিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে বিজয়ক্রমনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে ও বি সি'দের জন্যও সংরক্ষণ চালু হয়েছে। কিন্তু এই সংরক্ষণ চালু হওয়ার আগেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ আজি জনিজনজাতীর নিয়ে যা কোনও প্রতিষ্ঠানে এই বিজয়ক্রমনের ব্যবস্থা কোনও অন্যায়কর্তা নেই। ফলে কোনও বলিত সন্তানই প্রাইমারী স্কুলে সংরক্ষণ করে পড়ছে না। বর্তমানে পুঁজিপতী শ্রেণীগুলির হয়ে পড়ে বিধানসভার প্রোপাগান্ডাকে সার্বজনী ভাবে জন্য তাদের সরকার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে আজি জনিজনজাত নিয়ে খেলার জন্য পাবলিসিটে ঝিল খেল হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ হয়ে যাবে নতুবা আজি জনিজনজাত নিয়ে খেলা হবে। এরমধ্যেই বহু ১৪ বছর হয়ে নিয়োগ বন্ধের আদেশ জারি হয়েছে। ফলে বলিত শ্রেণীর কোনও মানুষ আর চাকরিতে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছে না। আইনের খোঁড়া নিয়মের ফলে তাও হচ্ছে ঊচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর এবং আজি জনিজনজাত পরিচালিত। ফলে সরকারকারেই শীঘ্রির সংখ্যক মানুষ কাজ পাবে। যারা কাজ পাবে তাদেরও ক্রোগ্রামের বাপকাটী হবে ঊচ্চ প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ আছে কিনা! আর এই ঊচ্চ প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ নিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা এই বলিত মানুষের নেই। তাই নতুন করে শুরু হয়েছে শিক্ষিতে পড়া মানুষদের বঞ্চনার নতুন কৌশল। তাই এই মুহূর্তে আন্দোলন হোলা প্রয়োজন—আজি জনিজনজাতীর শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানে বলিতদের জন্য বিজয়ক্রমন চালু করতে হবে।

বর্তমানে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মুসলিম জনিজনী মানুষের সমস্যাগুলো নানাদিক আলোচনার জন্য ভাবিষ্যতের জন্য নিয়েও ইতিমধ্যেই পেশকৃত রিপোর্টের সংগ্রহ করে ঘরে বসে নিয়ে এসেছে। আমরা সঠিক পথ খেলতে হলে খেলের প্রকৃতিগত নেতৃত্বদেরই এগিয়ে আসতে হবে। বলিতদের অবসর-অভিযোগ এবং সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই না করে সামাজিক মান প্রতিষ্ঠা করা যেমন সম্ভব না, তেমন এই ৮৫ ভাগ মানুষকে সংগঠিত না করতে পারলে খেলের কোনও পরিবর্তনই সাধিত হবে না।

তাই খেলের অর্থনীতির স্বার্থে এবং আমূল পরিবর্তনের স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যে তুলে নিয়ে বলিত মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। তবে এই আন্দোলনের ধারা নিশ্চই ভেদাভেদ বিরোধী হবে। অর্থনৈতিক দাবিগুলো আদায়ের লড়াইয়ের ধারা দিয়েই রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াই গড়ে উঠবে। এই কাজে যদি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি এগিয়ে না আসে তাহলে বামপন্থী প্রতিশ্রুতিশীল দলগুলিই বলিত শ্রেণীর সামাজিক মান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিপ্লবাত্মক স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইও নিশ্চিত ধারে বহু যোজন দূরে। তাই বিপ্লবের ঊচ্চ ধ্বনিতে মুখর না হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলিকেই তা করতে হবে।

পুরুলিয়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কর্মশালা

গত ২৪-২৫ অক্টোবর '৮৮ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলা মুখ আসনে 'মহিলা ও পরিবেশিক আইন' সম্পর্কে বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েতমন্ত্রী ড. সূর্যকান্ত মিশ্র, মাননীয় বিচারপতি মিলনকান্তি মজুমদার, সভানেত্রী মাননীয়া বেগম জাহানারা কবির, মহিলা কমিশনের সদস্যসচিব শ্রীমতী বন্দনা চক্রবর্তী, সদস্যা শ্রীমতী মাধুরানী মুখার্জী, মহিলা কমিশনের সদস্যসচিব শ্রীমতী বন্দনা চক্রবর্তী, সদস্যা শ্রীমতী মাধুরানী মুখার্জী ও পুরুলিয়া জেলাশাসক। কর্মশালায় পুরুলিয়া জেলার মহিলা সংগঠনগুলির সদস্যবৃন্দ ও পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যবৃন্দ যোগ দেন। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী বেগম জাহানারা কবির। পরে ড. সূর্যকান্ত মিশ্র, বিশিষ্টজন মহিলা এবং প্রতিনিধি গুটিকয়ে মহিলা সমিতির সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

এই কর্মশালায় মিশ্র বিষয় আইন, সম্পত্তিতে মহিলার অধিকার, যৌতুক, শ্রম-প্রথা, পুলিশি বিধের আইন, কর্মক্ষেত্রে মহিলার সম্পর্কে আলোচনা হয়। বহু মহিলা, এমনকি অশিক্ষিত মহিলারাও উৎসাহের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা পরিচালনা করেন জনা ৫ পুরুষ উপদেষ্টার মুখ্যমন্ত্রীর আইন আলোচনা অধ্যক্ষ ড. মোহনবাবু মিত্র, অধিবেশী বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে এবং পুরুলিয়া আইন বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণকান্তি ভারতী। কর্মশালার শেষে মহিলা ও আইন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের বক্তব্যগুলো সম্পর্কে লেখানো হয়।

ল্যাম্পস
সমীক্ষা ৫

জলঘর ল্যাম্পস

জলঘর ল্যাম্পসের সভাপতি [illegible]

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার [illegible] জলঘর [illegible] সমিতি ১৯৩৩ (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩৫৩) সালে ১৭,৩৫০ জন [illegible] সদস্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে ১,০০১ জন মহিলা। এই সমবায় সমিতির মূল কাজগুলি হল—[illegible] ঋণ ও [illegible] ক্রয় [illegible], পশ্চিম [illegible] পরিচালনা এবং [illegible] ৫টি। এদের অফিস সংখ্যা তিন (জলঘর, [illegible] ও [illegible])। এই সমিতির [illegible] মধ্যে ১,১১৬ জন সক্রিয়ভাবে [illegible] এবং এদের মধ্যে ৭৮১ জন মহিলা। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ৯ জন।

বিগত তিন বছরের [illegible] হিসাব পরীক্ষা করে দেখা গেছে ১৯৯৫-৯৬ সালে [illegible] ১২,২২৩ টাকা, এর মধ্যে [illegible] ১১,৪৪১ টাকা এবং ১৭-১৮ সালে [illegible] ১০,৫৯০ টাকা। [illegible] এবং কৃষিজাত পণ্যের [illegible] করেন। সমবায় [illegible] জন্য [illegible] পাওয়া যায়। এই সমবায় [illegible] ঋণ দেওয়া হয় না। এই সিদ্ধান্ত [illegible] জানান, [illegible] সময়ে [illegible] অসুবিধা হচ্ছে। সবচে বড় [illegible] ঘরের [illegible] সমবায়ের নিজস্ব গুদামঘরে পরিচালনা করা সম্ভব।

ল্যাম্পস
সমীক্ষা ৬

রামপুরহাট ল্যাম্পস

রামপুরহাট ল্যাম্পস বীরভূম জেলার পাহাড়ঘেরা [illegible] অবস্থিত। রামপুরহাট ১ নং ব্লকের [illegible] প্রায় পঞ্চাশের [illegible] এই সমবায় সমিতি আদিবাসী [illegible] পরিচালিত। এই সমিতির মূল [illegible] হল—কৃষিকর্মের জন্য [illegible] ঋণ প্রদান, [illegible] ও [illegible] সরবরাহ, পাকাচীর [illegible], [illegible] সম্পদ [illegible], [illegible] ও কৃষিজ পণ্যের [illegible]।

এই সমিতির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১,৫২০ জন, এর মধ্যে ৮৫০ আদিবাসী পুরুষ ও ১২০ জন মহিলা। অনাদিবাসীদের মধ্যে ৩১০ জন পুরুষ এবং ২৪ জন মহিলা [illegible] সদস্য হিসাবে রয়েছেন। পরিচালন-[illegible] সদস্য সংখ্যা ১২ এর মধ্যে ৩ জন [illegible]। গত বছর [illegible] জন্য [illegible] ৪৫ জন [illegible] ৫০ দিনের [illegible] দেওয়া হয়েছে। দৈনন্দিন মজুরী হিসাবে [illegible] ৪০ টাকা করে পেয়েছেন। [illegible] সদস্য হিসাবে পাকাচীর ও [illegible] পাকা পায়খানা আছে। পাকা [illegible] সুবিধা [illegible]। বিক্রীবাট্টা ল্যাম্পসের সঙ্গে [illegible] ৫০ [illegible]। আর ৩ [illegible] ও [illegible] জন্য সমবায়ের প্রতিনিধি নিয়ে এই সমিতি [illegible] [illegible] হয়।

ল্যাম্পস
সমীক্ষা ৭

উদয়ন ল্যাম্পস্

চিত্রে ল্যাম্পসের সমবায় বিক্রয়কেন্দ্র

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকে উদয়ন বৃহত্তর লাভজনক কেন্দ্র হয়েছে। এটি তৈরি হয়েছে ১০ নং হাজরা হাট পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যেই ৯০টি গ্রাম এই সমিতির কর্ম পরিধির মধ্যে পড়েছে। আনুমানিক লোক সংখ্যা ২৫,০০০ জন এবং এদের মধ্যে ১৮,৪০০ জন আদিবাসী। এই সমিতি থেকে নিয়ে ব্যবহারে সুবিধার জন্য, আদিবাসীদের সহজে সনাক্ত করার জন্য, টিনের টোকেন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সমিতির ৪ জন কর্মী এই সমিতিতে কাজ করেন এবং তাদের সবাই পুরুষ কর্মী। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,২৪৮ এর মধ্যে আদিবাসী সদস্য হলেন ১,০৪৮ জন (১,০০৬ জন পুরুষ এবং ৪২ জন মহিলা)। আদিবাসীদের মধ্যে ৫৬৫ জন পুরুষ এবং ৭ জন মহিলা। এখানে পরিচালকমণ্ডলীর ৯ জন সিডিউল্ড জাতি এবং ৩ জন সংখ্যালঘু জাতি। কার্যকরী সমিতির সভা ৮টি এবং ১টি সাধারণ সমবায় সভা হয়।

এই সমবায় সমিতির ব্যবসায়ে বিগত তিন বছরে শস্য ক্রয় করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ ক্ষেত্রে ১৯৮২-৮৩ সালে ১৯,৪৮৩ টাকা, ১৯৮৩-৮৭ সালে ৫৫,৫৫৯ টাকা এবং ১৯৮৭-৮৮ সালে ২,৫৫১ টাকা। নতুন সমিতি সহায়তা পেলে ব্যবসা অনেক বাড়ান যায়। লাভজনক ব্যবসার সম্ভাবনা যেমনতর, তেমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পালন করা হয়ে থাকে।

ল্যাম্পস
সমীক্ষা ৮

ডি আর এম এস ল্যাম্পস

পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত ল্যাম্পস সমিতি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কাজ করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমিতি হিসাবে ডি আর এম এস সমিতিকে পরিচিতি। বাঁকুড়া জেলার রায়পুরে এটি অবস্থিত। মধ্যেই ৮২টি গ্রামে প্রায় ৩০ হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপরিভাগে এটি নিয়োজিত। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা মধ্যেই ১,৯১৫ জন। এর মধ্যে আদিবাসী পুরুষ ১,৫৫৪ জন। ধানচাষ, ঋণ দান সংগ্রহ, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, প্রতিষ্ঠানটি চালনা করাচ্ছে, মাসিক পরিচালনা, টাকা জমার পরিচালনা, পাইকারদার যৌথ পরিচালনা, অর্থ লেনদেন ও আয় ব্যবস্থা পরিচালনা হল সমিতির প্রধান কাজ। বিগত তিন বছরের হিসাবে প্রতি বছরই এই সমিতি লাভ করেছে যথাক্রমে ১৭,৬১৮ টাকা, ৩,৩০,৭০৪ টাকা এবং ৮,৭২,১৭৭ টাকা। এখানে যে সমস্ত কাজ পরিচালনা করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায়, বিগত এক বছরের কর্মকাল ভিত্তে একজন কর্মী ৩৬৫ দিনের জন্য মাসিক ১,৫১৫ টাকা বেতনে কাজ করেছেন, ভোগ্যপণ্য ও পাকাদীন প্রকল্পে ১৭ জন আদিবাসী ৯০ দিনের কাজ পেয়েছেন—যার দৈনিক মজুরি প্রায় ৩৪ টাকা। ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করে ৮ জন মহিলা ১,০০৪ টাকা হারে ৩৬৫ দিনের কাজ পেয়েছেন। এছাড়া প্রকল্পটি প্রকল্পে ৯ জন ২৭০ দিন ধরে দৈনিক ৪৫ টাকা হারে কাজ করেছেন এবং মাসিক পরিচালনায় ৩ জন ৩৬৫ দিনের জন্য দৈনিক ৩০ টাকা হারে কাজ করেছেন। টাকা আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন ৪ জন কর্মী, মাসিক ধরে ১,৪১৫ টাকা হারে সমস্ত বছরের কাজ করেছেন ৪ জন। পাকার কাজ এবং অর্থ লেনদেন কাজে যুক্ত ছিলেন যথাক্রমে ৩ জন ও ২ জন কর্মী। এঁরা সমস্ত বছরের মাসিক ৪৫ টাকা হারে কাজ পেয়েছেন এই সমিতি থেকে। এই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে যেগুলি পাওয়া যায় এবং কাজ করা সমিতির পক্ষে সম্ভব তা হল মহুয়া ফুলের পাকার, ঘানি, ধরিমাটি, ইট তৈরির উপযুক্ত মাটির ব্যবহার। নতুন ব্যবসার সম্ভাবনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়—হিমঘর চালান, প্রাথমিকভাবে পালন, কাজের ব্যবস্থা, তসর গুটির ব্যবসা, কৃষিজ উৎপাদন সংগ্রহ ইত্যাদি।

কলকাতা বইমেলায় দলিত সাহিত্য প্রকাশ অনুষ্ঠান

'উত্তরণ'-এর দুটি সংখ্যাও সুধীজনে বিতরণ

ঐতায়ন গবেষণা পত্রিকার পক্ষ থেকে গত ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলা '১১-এ মাঠে দুপুর ৩টা নাগাদ এক অনুষ্ঠানে ঐতায়ন গবেষণা পত্রিকা অন্তর্গত গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত 'দলিত সাহিত্য' সংকলনটি জয়দেব বিশ্বাস বসু অনুবাদক ত্রিপুরাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং অমিতাভকুমার বিশ্বাসের হাতে তুলে দিয়ে গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এরপর ঐতায়নের 'আম্বেদকারের অন্যান্য লেখার বিশ্বাস' শীর্ষক সংকলনটি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি অনুবাদের অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিভাগীয়দের দলিত সাহিত্যের হাতে তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ফলিকাতা সংস্করণ ও প্রবীণ কবিতাপ্রেমিক নেতা বিনয় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী উপস্থিত ছিলেন,

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বসুধা সম্পাদক ঐতায়ন গবেষণাপত্রের সম্পাদক প্রীতীশ বিশ্বাস। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ দিক থেকে) লেখক প্রীতীশ বিশ্বাস, বিনয় চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অমিতাভকুমার বিশ্বাস

প্রবীণ অধ্যাপিকা গোলাম কুদ্দুস, সুধীন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা অপিতাকৃষ্ণ মিত্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ঐতায়ন সম্পাদক প্রীতীশ বিশ্বাস গ্রন্থ দুটির প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

গ্রন্থ প্রকাশের পর জয়দেব বিশ্বাস বসু বলেন যে, উত্তরণের দলিত সাহিত্য ও তার রাজনৈতিক ধারার বিষয়ে বিস্তারমূলক সংকলনটি এক অভাব পূরণ করল। সংকলনের মুখবন্ধ-লেখক ত্রিপুরার খ্যাতি অধিক

অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী 'আম্বেদকারের অন্যান্য লেখার বিশ্বাস' গ্রন্থটি তুলে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের হাতে অনুবাদ করছেন।

অধ্যাপক প্রীতীশ মুখোপাধ্যায়ের হাতে বসু তুলে বিশ্বাস অমিতাভ বিনয় চৌধুরী।

ডক্টর হা. অধিকারী বিদ্যাসাগর। মধ্যে ঈশ্বরী (বাঁ দিক থেকে) নৃত্যরতা ইলা মিত্র, ডক্টর অমূল্য দাশ, ডা. অধিকারী বিদ্যা, অমূল্য মুখোপাধ্যায়।

সম্বর্ধনার বক্তব্যের উত্থাপিতে তিনি বলেন যে, অনুবাদী কর্মনের অবাধ মানুষ মানুষে বিভেদ সৃষ্টির বীজ বপন করা হয়েছে এবং তা থেকেই শ্রেণীবিভেদের সূত্রপাত। বিদ্যাসাগর আরও বলেন যে, এই সামাজিক বিষয়ের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। মানুষের মধ্যে বিভেদের পাঁচিল ভাঙার উদ্যোগ গ্রহণ করে মানবসমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাই তাঁর ভাষণে ভারতের সংবিধানে তিনি সমাজিক দায় প্রতিষ্ঠার বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত বিধানের কিছু ধারা উচ্চতর বিচারালয়ের পাস করা যেন না, তখন তিনি নেহরু-মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। কুকুর ও শূকরের অঙ্গসংস্থানের প্রতিক্রিয়াকরণ, মানবে প্রবেশবিদ্যায় ভাষা প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যবহার বিষয়ে অনুসন্ধানকের আজীবন সাধনার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর বলেন যে, অনুসন্ধান প্রতীত সংবিধান প্রয়োগ সুবর্ণজয়ন্তীর পরও তাঁর সাধনার উদ্দেশ্যের সফলতা অর্জিত হল না। মানুষ সাহিত্যে প্রকাশের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায় প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান মানুষে মানুষ ঐক্যের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যকে তিনি অভিনন্দিত করেন। তিনি অভাগত অনুসন্ধান বিদ্যাসাগরকে দুই বাংলার প্রকাশের প্রেষ্ঠ প্রতীক রূপে অভিহিত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনশ্যাম সাহানী ও প্রবীণ কবিগায়িকা বেলা মিত্র চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন ঐক্যের পরিচয় ও মানুষ মানুষের ঐক্য সন্ধানের এক মহান সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি বলেন যে, তৎকালীন সমাজে বৈষম্য ও অসাম্য পীড়নের সম্প্রতিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। দেশের রাজনীতির ভাঙনের ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা দিয়ে বিশ্ব চৌধুরী এক্য আনয়নে জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্যে সাহিত্যসেবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঐতিহ্যের 'বাঙ্ময়ীপ্রসাদ অধ্যাপক মনের বিশ্বাস' শারক সংখ্যা প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক ও বাংলা সাময়িকীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বিশ্লেষিত গ্রন্থ রচয়িতা অরিন্দমকুমার বিশ্বাস তাঁর ভাষণে বলেন যে, অনেক পুরস্কারে ভূষিত অধ্যাপক মনের বিশ্বাস তাঁর জীবিতকে অনেক প্রতিষ্ঠান স্মরণ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাভাষা যতদিন থাকবে, মনের বিশ্বাসও ততদিন বেঁচে থাকবেন। তিনি অভিভাষণের শেষে মনের বিশ্বাসের তুলনা করে বলেন যে, কলিকাতা যেমন তাঁর ইচ্ছেয় নিজের জন্য বরোদেরের পরিকল্পনা হয়েছিলেন, মনের বিশ্বাসও তেমনই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে স্বর্গে সমবয়ীর প্রস্তাবনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মনের বিশ্বাসের উন্নয়ন অভিজ্ঞানকে জেনারেলের অভিধানের সঙ্গে তুলনা করে ড: বিশ্বাস বলেন

অধ্যাপক বিশ্বাস মুখোপাধ্যায়ের হাতে এই গ্রন্থ বিশ্বাস অমূল্যকুমার বিশ্বাস দেন।

প্রবীণা মুখোপাধ্যায় : মোহাম্মদী চৌধুরী

পৃথিবীর অন্যান্য প্রেষ্ঠজনের সহিত তেলেনিপাড়া অধিবাসীর যোগদানে ৪১ জনের নামের উল্লেখ রহিয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর পরিষদ অধিবাসীর সেবায় ইতিমধ্যেই ৩২ জনের নাম স্থান পেয়েছে। অনুষ্ঠান অন্তরে অবশ্য বৃদ্ধি না হলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অনুষ্ঠানে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য জনের পাশাপাশি নাম অন্তর্ভুক্তের সম্ভাবনা উচিত হয়ে থাকবেন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। ৪: বিদ্যাস অন্যান্য সদস্য বিদ্যাসের উৎসবে অতিথির ও অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে উল্লেখ করেন।

প্রবীণ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর অন্যান্য ইন্দ্রে মুখোপাধ্যায় বলেন যে, জগতের গতিহাসে উত্থান প্রত্যাখ্যান ও নিপীড়নের মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বহীনতা। ১৭ নম্বর অন্তরে ৪: অনুষ্ঠানের সম্পাদিক নিবিড়ভাবে অনুধাবনে ৩২ সংখ্যাটিকে পূর্ণতার নিদর্শনের রূপে উল্লেখ করে অন্যান্য মুখোপাধ্যায় বলেন, তাঁর এই কবিতা তেলেনিপাড়া পরিষদ হয়ে প্রতিষ্ঠিনের মানুষ নয়াই অন্যান্য একজনেরও উৎসবের মানুষের অনন্তবিস্তারে গঠিত মানুষের উৎস আহরণ অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন যে, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যোগদান হয়ে সংগ্রামের মধ্যেকে পরিণত হয়ে চান। আমরা আমরা ওঁদের আমরা করে অতিথির

মধ্যে তিনি বলেন যে, তাঁদের বিদ্যুৎ মধ্যে নিয়েই তিনি ভুলতে পারেন। তাই তিনি কবীন্দ্রমঞ্চের কবিতে প্রতিষ্ঠিত অমর অন্যান্য কবিতার কবিতাগুলি কবিতা আবৃত্তি করেন:

"ভুলতুর আর বৃদ্ধিতে পারিব
নিজেকে সংহারে
হাত হারাবে পাশের পুরুষ
সমস্যাকীর্ণ পারস্পরে যেমন
হারাবে খুঁজে মন।
যদি এ ভুবনে থাকে আমার সে
অন্যান্য পরিজন
জীবন হবে প্রকৃতির
পূর্ণ করিয়া মেরে
নূতন জীবন নূতন অনুভব
জন্মিবে নূতন মেরে।"

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাসাগর নিবন্ধকারী অধিবিদ্যাস অন্যান্য মহাশয় বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের ও জগতের এক মহান প্রতিভা রূপে উল্লেখ করে বলেন যে, এই অধিবিদ্যাসের মধ্যে জগতের ও মানুষটিকে বিদ্যাস নিদান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা আসেনি। তিনি বলেন যে, ঐতিহ্যের তাঁকে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এক বলিষ্ঠ কৃতিত্ব পালন করবে। অনুষ্ঠানে তিনি বিদ্যুৎসব বন্ধের 'মহাজন যেন বিদ্যোতি' প্রবন্ধটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অন্যান্য কালুয়ের বার্ষ অন্যান্য মহাশয় বিদ্যাসের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলেন পুরা বাংলার সাহিত্যসেবীরা তাঁর কাছ আসও এখানে নিয়ে যেতের তাঁর ঐতিহ্য উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

ঐতিহ্যের সভাপতি অনুষ্ঠান চট্টোপাধ্যায় ঐতিহ্যের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ঐতিহ্যের সভাপতি ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলেন। তিনি বলিত সাহিত্যের পরিচালনার গ্রন্থের সংরক্ষণের বিষয়ও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি অন্যান্য বিদ্যাসের ফাল্গুনী ৪১ বিদ্যাসের মলিক মুখোপাধ্যায়ের 'অমরী মেম' সংখ্যা ৪৯১ 'অমরার বিদ্যুৎ সংখ্যা' উপস্থিত মুখীজনের প্রদান অন্যান্য। তিনি ঐতিহ্যের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান।

ধন্যবাদের মধ্যে বক্তা বিদ্যাসিবালা সাহিত্য অন্যান্য জোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক যোগেশ মুখুল, কবিতিক্তী অনিলকৃষ্ণ ঝিনুক ও মুখিল চট্টোপাধ্যায় ঐতিহ্যের অন্যান্যী প্রকল্পের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানান।

বলিত সাহিত্য সংকলনে যেসব বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের অনুমোদন তাঁদের ওপরিমত নিয়ে যেতেন হল:

প্রথম স্তবক

অধীর বিদ্যাস, বিনয় মজুমদার, অনিল বিদ্যাস, বিমল মুখোপাধ্যায়, অমিত্রা বিদ্যাস, নন্দা মুখোপাধ্যায়, অমল দাস, অনিলকৃষ্ণ ঝিনুক, নিত্যানন্দ দাস, বাসুদেব মোহান্ত, নন্দা পাত্রনবীস, অনিল ভট্টাচার্য, অমরিন্দ্র চক্রবর্তী, মনোজ বিদ্যাস, অমলকৃষ্ণ সিংহ, অমর চক্রবর্তী, বাসুদেব মজুমদার, অমলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণেন্দু ভট্টাচার্য, নিত্য দাস, অমরীমোহন দাস, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, অমরী রায়, অমলেন্দু গুহ।

দ্বিতীয় স্তবক

ত্রিদিবনাথ মুখোপাধ্যায়, মহাদেব সেনী, পেরিসার ই বি অমলাকান্তি সাহিত্য জীবনপঞ্জী, অনিল সরকার, জোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, ই এস এস মাহমুদিন, অনিল বিদ্যাস, সুনীল সরিফী, অমল চট্টোপাধ্যায়, অমল মজিক, অনিলকান্ত চক্রবর্তী, অমলেন্দু বিদ্যাস, তুলসী মরিনি, সুপ্রিয়কান্ত ঘোষাল, বিমল মজুমদার, সুকুমার পাত্রে, দেবাশ মজুমদার, অমলেন্দু চক্রবর্তী, উপেন বিশ্বাস, অমল চক্রবর্তীর, এস এস অমলাকান্ত, অমলেন্দু বিদ্যাস, অধীর বিশ্বাস, সুনীলকান্ত, বিভিন্নকুমার দত্ত, সুব্রত বসু।

জেলা-র খবর

বাঁকুড়া আদিবাসী সমন্বয় কমিটির জেলা সম্মেলন

বিগত ১ ও ২ নভেম্বর, '৯২ বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী ছাত্রসংসদ সহায়তায় সাধারণ কর্মীদের নিয়ে ২য় জেলা সম্মেলন বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাদ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী শ্রী দে। বিগত কমিটি বিলুপ্ত করে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি শ্রীকলেন বিশ্বাস এবং বিভিন্ন আদিবাসী নেতৃত্ব বৃন্দ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী সমন্বয় কমিটি ছাত্রী-বিদেশী আন্দোলনের পর গঠিত ও জনসংস্কৃতি কেন্দ্রে মূল সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচার করে আসছে। এবার বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্যের ধারা সংরক্ষিত করিয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্র সংসদের, মূল সংস্কৃতি ও শিক্ষক প্রসঙ্গে বক্তব্যের সময়ে কমিটির প্রচার করেছেন।

৮ নভেম্বর সম্মেলনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়ার প্রচার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাচক্র। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রেণী অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধাংশু শেখর দে, ডঃ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে অনগ্রসর মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে

শিলিগুড়ির চন্দ্রমারিতে ছিতল ছাত্রীনিবাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার ভাষণ

দেবাশ্রয়, সমাজ বৈষম্যের ফলে সংরক্ষণের ব্যবস্থার অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রবেশ সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার পরেও এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আমাদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের এই সুযোগ সম্প্রসারণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

গত ১ জানুয়ারী শিলিগুড়ির চন্দ্রমারিতে অবস্থিত তপশিলী ছাত্রীদের জন্য আবাসিক তপশিলী আবাসিক ছাত্রীনিবাসের উদ্বোধন করে আবাসন সংস্থার কল্যাণমন্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া সংবাদিকদের বলেন যে, তপশিলী সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের জন্য এই ধরনের ছাত্রীনিবাস নির্মাণে ২৬ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় হয়েছে। ৮০ জন ছাত্রী এই নিবাসে থাকতে পারবে।

তপশিলী সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কথা উল্লেখ করে শ্রীডাকুয়া বলেন, এই সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক বেশি শোষিত হরিজনেরা। তাঁদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণটি সরকারের চোখে এলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। উচ্চবর্ণের অত্যাচারিত মানুষের জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। এ-ব্যাপারে সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আবাসন সম্প্রসার কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের কাউন্সিলের সদস্যদের উদ্দেশ করে শ্রীডাকুয়া বলেন, এই ধরনের ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা যেন কোনক্রমেই ঠিকাদারদের হাতে তুলে না দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিলে নির্মাণের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। তাতে ছাত্রীনিবাসের স্থায়িত্ব কমে যায়। তিনি বলেন, ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ যেন স্থানীয় মানুষের তত্ত্বাবধানে করা হয়। তাতে কাজের গুণগত মান ভাল হবে। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক বেশি শোষিত হরিজনেরা। তাঁদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণটি সরকারের চোখে এলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। উচ্চবর্ণের অত্যাচারিত মানুষের জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। এ-ব্যাপারে সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আবাসন সম্প্রসার কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের কাউন্সিলের সদস্যদের উদ্দেশ করে শ্রীডাকুয়া বলেন, এই ধরনের ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা যেন কোনক্রমেই ঠিকাদারদের হাতে তুলে না দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিলে নির্মাণের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। তাতে ছাত্রীনিবাসের স্থায়িত্ব কমে যায়। তিনি বলেন, ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ যেন স্থানীয় মানুষের তত্ত্বাবধানে করা হয়। তাতে কাজের গুণগত মান ভাল হবে। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক বেশি শোষিত হরিজনেরা। তাঁদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণটি সরকারের চোখে এলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। উচ্চবর্ণের অত্যাচারিত মানুষের জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। এ-ব্যাপারে সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আবাসন সম্প্রসার কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের কাউন্সিলের সদস্যদের উদ্দেশ করে শ্রীডাকুয়া বলেন, এই ধরনের ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা যেন কোনক্রমেই ঠিকাদারদের হাতে তুলে না দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিলে নির্মাণের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। তাতে ছাত্রীনিবাসের স্থায়িত্ব কমে যায়। তিনি বলেন, ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ যেন স্থানীয় মানুষের তত্ত্বাবধানে করা হয়। তাতে কাজের গুণগত মান ভাল হবে। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক বেশি শোষিত হরিজনেরা। তাঁদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণটি সরকারের চোখে এলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। উচ্চবর্ণের অত্যাচারিত মানুষের জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। এ-ব্যাপারে সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আবাসন সম্প্রসার কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের কাউন্সিলের সদস্যদের উদ্দেশ করে শ্রীডাকুয়া বলেন, এই ধরনের ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা যেন কোনক্রমেই ঠিকাদারদের হাতে তুলে না দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিলে নির্মাণের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। তাতে ছাত্রীনিবাসের স্থায়িত্ব কমে যায়। তিনি বলেন, ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ যেন স্থানীয় মানুষের তত্ত্বাবধানে করা হয়। তাতে কাজের গুণগত মান ভাল হবে। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক বেশি শোষিত হরিজনেরা। তাঁদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণটি সরকারের চোখে এলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। উচ্চবর্ণের অত্যাচারিত মানুষের জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। এ-ব্যাপারে সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আবাসন সম্প্রসার কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের কাউন্সিলের সদস্যদের উদ্দেশ করে শ্রীডাকুয়া বলেন, এই ধরনের ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা যেন কোনক্রমেই ঠিকাদারদের হাতে তুলে না দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিলে নির্মাণের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। তাতে ছাত্রীনিবাসের স্থায়িত্ব কমে যায়। তিনি বলেন, ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ যেন স্থানীয় মানুষের তত্ত্বাবধানে করা হয়। তাতে কাজের গুণগত মান ভাল হবে। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক বেশি শোষিত হরিজনেরা। তাঁদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণটি সরকারের চোখে এলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। উচ্চবর্ণের অত্যাচারিত মানুষের জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। এ-ব্যাপারে সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আদিবাসী শহীদ বীরসা মুণ্ডার নামে ছাত্রাবাস

ছিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালীন সংস্থানের মেয়ে তপশিলী জনজাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই ছাত্রাবাসগুলির নির্মাণের জন্য ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে ১৯টি ঘর, ওয়ার্ডেন ও কর্মীদের জন্য ৩টি কক্ষ থাকবে। এই ছাত্রাবাসগুলি তৈরির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে ১৯টি ঘর, ওয়ার্ডেন ও কর্মীদের জন্য ৩টি কক্ষ থাকবে। এই ছাত্রাবাসগুলি তৈরির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে ১৯টি ঘর, ওয়ার্ডেন ও কর্মীদের জন্য ৩টি কক্ষ থাকবে। এই ছাত্রাবাসগুলি তৈরির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে ১৯টি ঘর, ওয়ার্ডেন ও কর্মীদের জন্য ৩টি কক্ষ থাকবে। এই ছাত্রাবাসগুলি তৈরির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে ১৯টি ঘর, ওয়ার্ডেন ও কর্মীদের জন্য ৩টি কক্ষ থাকবে। এই ছাত্রাবাসগুলি তৈরির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে ১৯টি ঘর, ওয়ার্ডেন ও কর্মীদের জন্য ৩টি কক্ষ থাকবে। এই ছাত্রাবাসগুলি তৈরির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

অনুষ্ঠানে রাহেরাটী, অতিরিক্ত, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ প্রায় সহস্র ছিন্ন মানুষ যোগদান করেছিলেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে শিশুশিল্পী বন্দনাদের সুমিতা চক্রবর্তী, ঋষিরাজ দাস মজুমদার, তৃপ্তি মুখার্জী, শেফালী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল নতুন মাত্রায়। তাদের দলের উদ্যোগে ছিল চারপাশের জনসাধারণের অংশগ্রহণ বেশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রথম শিক্ষক এবং সংগঠক হিসেবে মাহতো স্কুল পরিচালনা কমিটিতে '৮৭-'৯৮ সালের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

পুরুলিয়া শহর বিহারের রাজধানী কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন, ১৯০২ সালে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। পরিসরকালে প্রথম মুক্তাঞ্চলী সরকারের আমলে স্কুলটি প্রথম উন্নয়নের মুখ দেখে। বিটিশ মুক্তরাষ্ট্রের আমলে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৫৩ জন। ১৯৭১ সালের পরে রাষ্ট্রপতির আমলে ছাত্রীসংখ্যা এসে পরে উন্নয়নের স্কুলে পরিণত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এখানে বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল বিভাগ চালু হয়। বিটিশ মাহতো জানান, বর্তমান এই স্কুলের প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্রীদের অনেকে এখন চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খেড়িয়া শবরদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ

পুরুলিয়া জেলার মধ্যে ৮টি ব্লকে খেড়িয়াদের বসবাস দেখা—হাসপাতাল-১ নং, হাসপাতাল-২ নং, বলরামপুর, পুরা, বুধা, বাঘমুন্ডা, জয়চন্ডীপুর ও পুরুলিয়া-১ নং।

খেড়িয়াদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতের অর্থের ব্যবস্থা এই জেলায় নেওয়া হয়েছে। এই জেলায় খেড়িয়া পরিবারের জনসংখ্যা প্রায় ৬,১১৮ জন। সংবিধানের ২৭৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা উন্নয়নে খরচ পাওয়া গিয়েছিল। এই টাকা থেকে বিভিন্ন খাতের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য (খেড়িয়া শবরদের) নিম্নলিখিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

১।	হাসপাতাল-১ নং	১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা
২।	হাসপাতাল-২ নং	৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা
৩।	বলরামপুর	৩ লক্ষ টাকা
৪।	পুরা	৫ লক্ষ ৪ হাজার টাকা
৫।	বুধা	১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা
৬।	বাঘমুন্ডা	৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা
৭।	জয়চন্ডীপুর	৪ লক্ষ টাকা
৮।	পুরুলিয়া-১ নং	১ লক্ষ টাকা

উপরোক্ত টাকার সাহায্যে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিম্নলিখিত প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

হাসপাতাল ১ নং—গৃহনির্মাণ, পুরুলিয়া খনন, কুয়ো, পানীয় জলের জন্য নলকূপ বসানো, ছাগল দান, খেঁদের কুড়ি তৈরির জন্য ইত্যাদি।

হাসপাতাল ২ নং—কুয়ো, পুকুর, ছাগল দান, খেঁদের কুড়ি, নলকূপ।

বলরামপুর—পুরুলিয়া খনন, কুয়ো, পানীয় জলের জন্য নলকূপ খনন, ছাগল দান, খেঁদের কুড়ি তৈরির ইত্যাদি।

পুরা—পুরুলিয়া, কুয়ো, নলকূপ খনন, ছাগল দান, খেঁদের কুড়ি তৈরির ইত্যাদি।

বুধা—কুয়ো খনন।

বাঘমুন্ডা—পুরুলিয়া, কুয়ো, নলকূপ খনন, ছাগল দান, খেঁদের কুড়ি তৈরির ইত্যাদি।

জয়চন্ডীপুর—কুয়ো দান, খেঁদের কাজ, পানীয় জলের কুয়ো, পুকুর সিলমোহর ইত্যাদি।

পুরুলিয়া ১ নং—কুয়ো ও নলকূপ খনন, ছাগলদান, খেঁদের কুড়ি তৈরির ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও বিশেষভাবে পুরা ব্লকের ৩টি ও পুরুলিয়া ব্লকের জন্য বাদপুঁড়া পঞ্চায়েত সমিতি ও বাঘমুন্ডা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতিকে যথাক্রমে ৯১,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। বাড়ি, ট্রাক, জলকর্ট, প্রাইমারি স্কুল মেরামতির জন্যও টাকা দেওয়া হয়েছে।

বলরামপুর, পুরা, হাসপাতাল ১নং ও বাঘমুন্ডা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত জয়চন্ডীপুর, বলরামপুর, সিন্দুরিয়া ও জয়চন্ডীপুর মৌজায় একটি করে চাষযোগ্য জমিতে ছাত্রাবাস তৈরির জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে ২,০০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই চারটি ছাত্রাবাসের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও বাদপুঁড়া পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত তুলাডি পরিষদে একটি প্রাথমিক মানের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য ৩,০১,২২০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

গত ১-১-১৮ তারিখে জেলা পঞ্চায়েত সভাকক্ষে খেড়িয়া শবরদের নিয়ে একটি সভা আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে খেড়িয়াদের সংখ্যা, শিক্ষার মান, চাষযোগ্য জমি ইত্যাদি সমীক্ষা করে কি কি কাজের প্রকল্প নেওয়া হবে সে বিষয়ে একটি বিস্তারিত নেওয়া হয়। এই বিস্তারিত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রকল্প তৈরি করে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। বাড়ি ও পরিবারের উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য কুয়ো ও নলকূপ খনন, শৌচালয় নির্মাণ, পুরা নির্মাণ ও যে সমস্ত কাজের কাজে তাদের বসবাস আছে এ ছাড়াও চাষের জন্য জমি সমতল করা ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটিতে আলাদাভাবে দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন : প্রবল মাহিতোষ, কথা ও সেবা উন্নয়ন সমিতিসহ, বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সিনিয়র, পুরুলিয়া।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে গম্ভীরা-ছৌ-আলকাপ লোকশিল্পীদের গানে নাচে জীবন জয়ের আহ্বান

[illegible] [illegible] [illegible] [

বার্ষিকী অনুষ্ঠান ও লোকশিল্প উৎসব। উদ্বোধক ২৩ বছর বয়সী লোকশিল্পী আলিমাসী মাহিন্দারী। পরিবেশন করলেন 'সবলোকে বলে মানুষ কি জাত ?' গান যেখেছিলাম এই বয়সেও ভোরে ঘরে ঘরে গাইছেন। জানলাম, মানুষ আমার মেয়েকে ভুলে আছে। তিনিই আমার গতি ও মুক্তি। সব কেতাবের কুলিয়ে যেত। অনুভূতি বড় কথা। এরিনের অনুষ্ঠানে ভূমিহীনদের এবং ভূমিপুত্রের জীবন্ত চরের কয়েকজন মহিলা পরিবেশক আসেন মাত্র গ্রাম থেকে মুরলিয়া মেয়েদের বিয়ে করে।

আমেনা খাতুন এই পালার একজন কুশীলব। তিনি জানালেন, মুরলিয়া মেয়েদের বিয়েকে কেন্দ্র করে তাদের ভাবনা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা এ পালার বিষয়বস্তু। এ নাচ ও গান একসঙ্গে মেয়েদের। একটা সময় বাড়ির পুরুষরাও এসব মেয়েদের নেয় না। দূরে দূরে নারীর ভাসুর-শাশুড়ির আত্মীয়তা থাকে গ্রামে। তখন আসেন দলও। দল-আত্মীয়দের মেয়েরা ঘিরে ভূমিহীন জীবন্ত চরের মেয়েরা মনি কুলকুল, মুরলিয়া নারীদের পরনিন্দা করে যারা চলবে না। মেয়েদের বিজয় এই লোকনৃত্যটি প্রথমদিন পরিবেশন করার পরই ভূমিলেন তারা। এদের পরে এগিয়ে এলেন একজোড়া দল-আত্মীয়দের মহিলা। এঁদের মধ্যে বিশেষ নজর কাড়ল একজন উনি হুক ও আনন্দ দিল। সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ ফুটিয়ে তুলেছে এ পালায়।

নবীন পরিবেশক অনেক এগারোটি দল

ছবি : লোকশিল্পী ও লোকশিল্পী মেয়েদের বিয়ে

দলগীতিগুলি কেমন আলাপচারিতা থেকে উঠে এসেছিল সেই সম্প্রদায়ের শিল্পী তালিকায়। এঁরা হলেন মহিলা ঢুলুয়া, গীতকারি নারিন্দারী, নিমারী ঢুলুয়া, পাবনী নারিন্দারী, আবদীনাথ দিহারী, ভাদরী নারিন্দারী, জোহরা দিহারী, দুলারি বসুনিয়া, মমতা মোদারী। মেয়ে সম্প্রদায়ের এই শিল্পীরা বিধি বাংলা ছাড়া। এঁরা মেয়েদের ভাষায় বাংলা। পাশাপাশি চলছে নিজস্ব লোকবাদ্যযন্ত্র। এরিনের অনুষ্ঠানে এঁরা ছয় পর্বের সুরা বসছ ব্যবস্থা পরিবেশন করেন। নাচ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ফুটিয়েছেন এঁরা। মনের কথাগুলি একেক— কাওর যাওর যাছক। মনে দুঃখের নাচ। কখন কখনো ও মনের মিলনের নাচ। ঢোলক ও জিঞ্জিরাজিক এদের নাচের বৈশিষ্ট্য। এদের অনেকের সুরা লইবেন। শিল্পীরা জানালেন মেলা ও বাঁশি সাহায্যের এই গাইতেন বাপের নিমন্ত্রিত মহা চলেছে ঐতিহ্য আমাদের। অনুষ্ঠানও চলছে নিজে নিজে। এরিনের অনুষ্ঠানে গানের ধরনিতে সমাপ্তি, কীর্তন ও লোকনৃত্যশিল্পের সুর পরিবেশন করেন নবীনতম শিল্পিরা যারা। ঘটনা ২৪ পরগনার বাসন্তীপুরের হালদার পরিবেশন করেন ঘটনা ঘরে।

জারীগান পরিবেশন করেন নবীনতম শিল্পীরা। কৃষকদের জীবন মেলা, জীবন যন্ত্রণা এ গানের অনেকের বিষয়। মেয়ে নয়। একজন এক একটা পদ ধরছেন আর দুজনে ধুয়া ধরছেন। পুরুষদের ধরনে অনুষ্ঠানে সিকেপূর্ণ ঐতিহ্যের সুরের ব্যবহার দল জানালেন, মেলবন্ধ ২২০টি ঐতিহ্যের মধ্য আছে। এঁরা যেসব বাদ্য পালা ব্যবহার মেয়েরা পালার আসরে সমবেত, বালাসেবিয়া। বাজা সমবেতের উদ্বোধনে ঢুক থেকে ছেলেদের প্রতিযোগিতা চলে।

▶ ছিলেন জোড়িয়েদের শিল্পীরা পরিবেশন করেন ঐতিহ্যবাহী ঢুলুয়া লোকনাট্য। ঢুলুয়া পালায় বাজনা(শী ও বাংলা দুই ভাষাই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ঘরেই এটা হয়ে আসছে। ঢুক ছিল চমৎকার। গান জমে ওঠে। সামাজিক বিষয় নিয়ে এই নাটকে আছে একজন ছদ্মবেশ পরিবেশক (মহাল), হাস্যরসিকতা, চরিত্রাবলম্বক ও লোকবাদ্যের দল। কলাকুশলীরা অভিনয়ে অংশ নেন। দুই সুরের ঘরো প্রতিযোগিতা এই নাটকের আকর্ষণ। নাটকে বিজয় গানেরীতি আছে।

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

সংকলক : ধীরেন্দ্র দত্ত

[লাইট এ আফটারনুন ইন্টারনেশন নামে যেসব সাময়িক ইংরেজদের প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে দেবার পরিকল্পনায় তাদের শেষ বছরে সেগুলোর সূচী আমরা পাই। বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ দিনে—একটি ধারাবাহিক রূপ এ ইতিহাসগুলোর বিভিন্নটি এবং একটি ধারাবাহিকতা রূপ এ রূপ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয় যে কত তারিখে এ ধরনের এ আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আর, এই বিষয়ে সাময়িকটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদক]

১ ফেব্রুয়ারি :

- ১৮৭১-এর এই দিনে আমেরিকার সর্বপ্রথম এক সরকারি ডাকটিকিট ইস্যু হয়।
- ১৮৮৫-এর এপ্রিলের ইন্ডি ইন্ডিয়া কোম্পানিজের প্রতিষ্ঠা হয়।
- ১৯৭১-এর এই দিনে সিঙ্গাপুর সরকারের পৃথকভাবে আলাদা সেই দিনের আলাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯২৪-এর এই দিনে ব্রিটিশ সেনাবিভাগের ইন্টেলিজেন্স কর্মীদিগকে সরকারকে ঈশ্বরিত দেয়।
- ১৯৪৮- এর এই দিনে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (PTI) বার্তাসংস্থাটির জোন (AP) এর সঙ্গে চুক্তি করে।
- ১৯৬০- এর এই দিনে 'ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া' আর্থিক সংস্থার ৩৪ গৃহীত হয়।
- ১৯৬৪- এর এই দিনে ডাক জীবন প্রকল্প (Postal Insurance Scheme) চালু হয়।
- ১৯৯১-এর দিন রাষ্ট্রপতি ভূ ও রাষ্ট্রপতি ইন্দোনেশিয়ার মোহিত আলোচনা এক যেখানেসভায় প্রকাশ যে ইন্দোনেশিয়ার ডাক সম্প্রসারণ নেই।
- ১৯৯৬-এর এই দিন রাষ্ট্রপতি প্রকাশ শিক্ষক যোগদান করেন যে ভূমি ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ডাক পরিচালনার অনুপস্থিতিকে দেশ আসছে।

২ ফেব্রুয়ারি :

- ১৮১৪- এর এই দিনে প্রতিষ্ঠানিক সোসাইটির আদল হিসাবে আমেরিকা অনুমোদনে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৮৬১- এর এই দিনে আমেরিকার কনফেডারেট প্রথম ডাকটিকিট হিসাবে পরিচয় পরিচয় নিযুক্ত হয়।
- ১৯১০- এর এই তারিখে ফরাসিসাম্রাজ্যের মুক্তি সোসিয়েতের (ফ্রান্সের বিমান সংস্থা) সূচিত হয়।
- ১৯৫০- এই তারিখে ঘানা ও তারিখ দিয়ে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩ ফেব্রুয়ারি :

- ১৯১৮- এর এই দিনে বাংলাদেশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯১৫-এর এই দিনে বেলজি-ফ্রান্সের ইন্দোনেশিয়ান ট্রেন চালু হয়। তখনে এটিই প্রথম ইন্দোনেশিয়ান ট্রেন।
- ১৯১৮-এর এই দিনে সাইমন কমিশন এদেশে আসে এবং এই কমিশনের বিরুদ্ধে কোলকাতায় ধর্মঘটের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।
- ১৯৩০- এর এই তারিখে হিন্দোস্তানের অধিবেশনে পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধ সরকারের (B এর দে) পরিচালনায় বি এর আন্তর্জাতিক ১৯৯৯ এর এই দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
- ১৯৯৬-এর এই দিন আন্তর্জাতিক একটি মেডিসিনের আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে ও পৃথিবীতে সংবাদ পাঠানো শুরু করে।
- ১৯৯৪-এর এপ্রিল তারিখ মুক্তিযুদ্ধের এক রাজনীতিবিদের বিদেশ সফরের এক বন্ধু সেটি আমেরিকার ঘুম থেকে একটি সংবাদ প্রকাশ করেন।
- ১৯৯৪-এর এই দিন তারিখে রাষ্ট্রপতি দিন ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯ সালের অধিবেশন আলোচনা তুলে নেন।

৪ ফেব্রুয়ারি :

- ১৯১২-এর এই দিনে মৃত্যুর পরি ও সহিংসতা আন্দোলনের বন্ধুর ঈশ্বরচন্দ্রনগর ঘটে।
- ১৯৪৮-এর এই দিন নিউজ (বর্তমান ঘানিয়া) ইন্দোনেশিয়ান আন্তর্জাতিক একটি মেডিসিনের হিসেবে আন্তর্জাতিক করে।
- ১৯৭২-এর এই দিন ব্রিটেন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক একটি দেশ পূর্ব পাকিস্তানকে এক তারিখে রাষ্ট্রে বাংলাদেশ আলো ঈশ্বরিত দেয়।
- ১৯৭৪- এর এই দিনে রাজধানী নিয়ামী সংস্কারসাধন বন্ধুর অনুষ্ঠান ঘটে।

৫ ফেব্রুয়ারি :

- ১৯০০- এর এই পূর্বা দিনে শিখ৩৮ ফুট লাট আন্তর্জাতিক করেন।
- ১৭৯৭-এর এই দিন হিন্দু মুসলমান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং মহিসুরের অর্ধেক রাজ্য ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হন।
- ১৮৪০- এর এই দিনে ইন্দোনেশিয়ার উপরাজ্য এবং ব্রিটেনের প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- ১৮২৯- এর এই দিনেটের বন-আন্দোলনের মূলে টেলিগ্রাফিক ২১ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটে। ফলে তারিখে তারিখে আন্দোলনের প্রত্যাহার করে নেয়।
- ১৮৩৯ এর এই দিনে টেলিগ্রাফ সংস্থার তারিখে টেলিগ্রামের ঘটে।
- ১৮৭১-এর এই দিন তারিখে সরকারের আন্দোলনে-১১ আন্তর্জাতিকভাবে হেনে রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক আন্দোলন।
- ১৯৯০-এর এই দিন সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইলের সোভিয়েত পার্টি চেয়ারম্যান পদের দিয়ে দিয়ে বলেন যে অন্যান্য একজনের আরো প্রধান হন ইলিৎসিন।

৬ ফেব্রুয়ারি :

- ১৯৩১-৪৫ এই দিনে ইতিহাস লেখকের জন্ম ঘটে।
- প্রখ্যাত ব্রিটিশ-শিখ এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর অধিনায়ক ফ্রা. ইন্দরজিৎ রায়ের ১৯৬১-৪৫ এই দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি :

- প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স ১৮১২-৪৫ এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৪৬-৪৫ এই তারিখে আমেরিকার মধ্যে প্রথমবারের মতো ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ানা কেন্দ্রগুলির জন্য আত্মপ্রকাশ করেন।

৮ ফেব্রুয়ারি :

- ১৮৮৪-৪৫ এই তারিখে লন্ডনে প্রথমবারের মতো টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছিল।
- ১৯১২-৪৫ এই দিনে প্রথম ৪৫ এ-টাইপের সিগনেচার সেবের মহড়াপ্রদান ঘটে।
- ১৯২৭-৪৫ এই দিনে ব্রাহিম-কুমার পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৩-৪৫ এই দিনে সেরেনী সুবাসরত্ন আমেরী আলো আনে নিজামপুরে উপনীত হন।

৯ ফেব্রুয়ারি :

- ১৭৪৭-৪৫ এই দিনে আমেরিকার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে আলিনগরের সন্ধি করে।
- ১৯৯১-৪৫ এই দিনে ভারতের মুক্তবাজার অর্থনীতি আলো আনে নিজামপুরে উপনীত হন।

১০ ফেব্রুয়ারি :

- ১৮০৭-৪৫ এই দিনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (DUEL) প্রখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার পুশকিন নিহত হন।
- 'মহান কবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১-৪৫ এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯২১-৪৫ এই দিনে আমেরিকার সংযুক্ত নিউজিল্যান্ড 'আলী নিজামী'-এর পতন ঘটে।
- ১৮০০-৪৫ এই দিনে ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণের পতন ঐতিহাসিক ঘটে।
- ১৯৫১-৪৫ এই তারিখে আমেরিকা পাকিস্তান সমঝোতিপত্রে ছিলেন হন।
- ১৯৭৮-৪৫ এই দিনে ইতিহাস পাকিস্তান অর্থনৈতিক প্রকাশের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি :

- ১৯৩৬-৪৫ এই দিনে স্পেন থেকে মহড়া বাহী সম্পর্কিত মহড়াদির 'ফ্রাঙ্কো' পরিবার প্রত্যাবর্তন শুরু হয়।
- ১৯৪১-৪৫ এই দিনে বাহুপ্রদান রাজধানে ঐতিহাসিক ঘটে।
- ১৯৪০-৪৫ এই দিনে তারিখেরহুত সাধারণ ভোটে জয়ী হলে এবং ২২ জন রাজনৈতিক বন্দী নিহত হন।
- ১৯৮০-৪৫ এই দিনে ঐতিহাসিক আলেকজান্ড মহড়াপ্রদান প্রদান ঘটে।

১২ ফেব্রুয়ারি :

- প্রখ্যাত সমাজসেবিকা চার্লস ডাবহিল ১৮০৯-৪৫ এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৭৯-৪৫ এই দিনে আমেরিকার চার্লস আন্দুলের জন্ম হয়।
- ১৯৯৯-৪৫ এই তারিখে টেলিভিশনের মুখপাত্র পদ মহড়াপ্রদান ঘটের পরিচালী ক্রীড় আমেরিকার আলোকপাত প্রকাশের ঘটে যেন।
- ১৯৯৮-৪৫ এই তারিখে আমির আমেরা আলোকপাতের প্রকাশে পরিচালী সম্পাদন যেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি :

- ১৭৭৮-৪৫ এই তারিখে আমেরিকা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়।
- ১৮৭১-৪৫ এই দিনে আমেরিকী রবীন্দ্রনাথ জন্ম হয়।
- ১৮৮৩-৪৫ এই তারিখে ঐতিহাসিক লন্ডনে ৬ষ্ঠ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি :

- ১৬৪৮-৪৫ এই তারিখে আমেরিকার পাকিস্তানের ফোরাম ব্যবস্থাপত্র আমেরিকা অভিষিক্ত হন।
- ১৮৮১-৪৫ এই দিনে আমেরিকী ফেডারেলপ্রধানের ফেডারেল ব্যুরোর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা এবার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।
- প্রখ্যাত সিরি অভিনেত্রীমাতা চার্লস ১৯৩৮ এই দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
- ১৮৫০-৪৫ এই তারিখে ডি-ফেডারেল সাহেবদিয়া ও ইন্ডি মুক্তি সম্পাদিত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি :

- প্রখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গালিলেও গালিলী ১৫৬৪ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৭৯-৪৫ এই দিনে প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ও সাহিত্য গালিলেও ঐতিহাসিক ঘটে।
- ১৯৪৯-৪৫ এই তারিখে আমেরিকার জন্য ব্রিটিশ ফৈসাবাদীরা আত্মসমর্পণ করে।
- ১৯৯৭-৪৫ এই দিনে পরিচালনায় বিজ্ঞান আমেরিকার সময়ে সালাম ফিলিপ্স ঘোষ জন্মগ্রহণ করে।

১৭ ফেব্রুয়ারি :

- ১৬০০-৪৫ এই দিনে ফেলেন আমেরিকা বিজ্ঞানী সিলভেস্টার জুলিয়ে পুলিশে হয়ে ধরা যায়।
- ১৬১০-৪৫ এই দিনে ধরাসাল ফোরাসের হয়ে থেকে ব্রাজীয় নিজামী নিঃশ্বাস পুর্ণ ফিরিয়ে নেন।
- ধারাবাহ 'ফেলেন'র জন্ম প্রথায় নিজস্ব ফেলিক ফোরাম ১৯৭৫-৪৫ এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি :

- ১৪৯৬-৪৫ এই দিনে ইতিহাস আর্থার উপাধি ঐতিহাসিকদের জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৯৬-৪৫ এই তারিখে ফোরাইনের ঐতিহাসিক টেলিফোন সৃষ্টির হয়।

- ১৪৪৩-এর এই দিনে সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি :

- ১৮৩৯-এর এই দিনে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।
- ১৮৬৬-এর এই দিনে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রথম ভারতীয় সার্জেন, ভারতীয় চক্ষু এবং ভারতীয় সাধারণের জন্য চক্ষুচিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কৃতিত্ব অর্জন করেন।
- ১৯৯১-এ এই তারিখ থেকে 'আন্তর্জাতিক পরীক্ষা' হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে।
- ১৯৯৯-এর এই দিনে ভারতের পূর্বাঞ্চল দিয়ে আন্তর্জাতিক এক আন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের ইঙ্গিত করেন।
- ১৯৮৪-এর এই দিনে ভোপালিয়ম-আলমারি বিমানে ১৪০ কি মি পথচারী আন্তর্জাতিক ভোপালিয়ম থেকে শুরু হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি :

- ১৮৫১-এর এই দিন থেকে আলমারি মেডিক্যাল কলেজের নিয়মিত শুরু হয়।
- প্রথম সংস্কৃতির হিসেবে 'আন্তর্জাতিক পরীক্ষা'র প্রবর্তন শুরু ১৯৯৯-এ এই দিন থেকে।
- ১৯১৭-এর এই তারিখে ইন্ডিয়ান প্রবাসীদের ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, মুখ ১৯৪৮-এ প্রথম বৈঠক করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
- ১৯১০-এ এই দিনে নেতাজির ভোপালিয়ম পরিষদ শুরু ঐতিহাসিক হয়।
- ১৯৭১-এ এই তারিখে ইন্ডিয়ান ভারতবর্ষ চুক্তি ভোপালিয়ম বন্ধ আন্তর্জাতিক হয়ে যুক্ত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি :

- ১৭৭৭-এ এই দিনে আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিকভাবে ঐতিহাসিক ঘটে।
- ১৯১০-এ এই দিনে নিজামী ইন্ডিয়ান্সের বন্ধ মুসলিম এবং আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর আন্তর্জাতিক হয়েছে হয়ে আসে।
- ১৯৮৮-এর এই তারিখে ভারতীয় প্রবাসের পক্ষে সংবিধান আন্তর্জাতিকভাবে ৪৩ সংশোধনীর মাধ্যমে যোগ করা হয়।
- ১৯৭২-এ এই দিনে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণ শুরু হয়।
- ১৯৮৮-৭ এই দিনে প্রথম নিজামি ও স্বেচ্ছায় বড়ী ট্রেনের মাধ্যমে প্রথম আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক ঘটে।
- ১৯৪৬-এ এই তারিখে সিনিয়র যোগ দ্বারা পদ ইন্ডিয়ান ঘটিত হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি :

- 'প্রথম আন্তর্জাতিক' ভ্রমণে বাবদ প্রদানকারে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী এবং প্রথমে পরিষেবিত পার্টির প্রতিষ্ঠাকালের প্রধান ব্যবস্থা যোগেন ১৮৪৩-এর এই দিনে অন্তর্ভুক্ত করেন।
- ১৮৪৮-এর এই দিনে ব্রাজ ফলিকা ট্রেনিংসমূহ ও আন্তর্জাতিক দিনে যোগ ইন্ডিয়ান ইন্ডি ইন্ডিয়ান যোগাযোগিক বন্ধ যোগ।
- বৃন্দাবন টাই ফলি ইন্ডিয়ান ১৮৭৩-এর এই দিনে অন্তর্ভুক্ত করেন।
- ১৯৭৪-এর এই দিনে নিজামী পরিষেবাকালে সেনাপতি অন্তর্ভুক্ত করেন।
- প্রথমে নিজামী এর এর ফল (নিজি আন্তর্জাতিক ইন্ডিয়ান ফল পরিষেবিত পার্টির পরিচিতিকালের আন্তর্জাতিক) ১৮৭১-এর এই দিনে অন্তর্ভুক্ত করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি :

- ১৭৯৮-এর এই দিনে ব্রাজধানীকালের নিজাম ডিগ্রিস যোগাযোগ আন্তর্জাতিক সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর প্রথম বিদেশি পর্যবেক্ষক প্রথমে ঈশ্বর করেন।
- প্রথমকার ডিজাইনের পরিচয় কার্ড প্রথম নিয়ে ১৮৪৩-এর এই দিনে প্রবর্তন করেন।
- ১৯১৩-এর এই দিনে ইন্ডিয়ান যোগ ভ্রমণের সি বি সমবেতের জন্য হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি :

- প্রথমে যোগাযোগ সংস্কারের প্রতিষ্ঠানের বন্ধনের ১৮৮৩-এর এই দিনে প্রবর্তন করেন।
- ১৯৪৪-এর এই তারিখে কানাডা-নিবাস সংস্কৃতি-বিদেশী আন্তর্জাতিকের সূচনা ঘটে। প্রতিষ্ঠানে পরিচালনে ইন্ডিয়ান গঠিত হয়।
- ১৯৬১-এর এই দিনে প্রবর্তনের নাম ভারতিবন্ধু প্রথমে নিয়ন্ত্রণ হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি :

- ঘরের প্রথমে প্রথমে ভ্রমণ আন্তর্জাতিক ১৭৯১-এর এই দিনে লর্ড ক্লাইভ গভর্নর হিসেবে প্রথম আন্তর্জাতিক নিয়ে আসেন।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আ-অংশেরি প্রতিষ্ঠান ১৯৯১-এর এই তারিখে প্রতিষ্ঠা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি :

- প্রথমে প্রথম আন্তর্জাতিক-ঔপনিবেশিক বিভিন্ন ঘরে ১৮৭২-এর এই দিনে আন্তর্জাতিক করেন।
- ১৮৭৭-এর এই দিনে ব্রাজধানীকালে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে নিজামী নিয়ন্ত্রণ নিজাম হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি :

- ১৮৪৪-এর এই দিনে ডিগ্রিস ইন্ডি ইন্ডিয়ান যোগাযোগি বাহিনী গঠন করে।
- ১৯৯১-এর এই দিনে নিজামী সংস্কারকাল আন্তর্জাতিক পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন।
- ১৮৩৩-এর এই দিনে আন্তর্জাতিক প্রথমে পার্লামেন্টারী প্রতিষ্ঠানিক পুলিশের যোগ।
- ১৮৩৩-এর এই দিনে প্রথমে নিজামী ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের ঐতিহাসিক ঘটে।
- ১৮৫০- এর এই তারিখে প্রথমে ফ্রাইডেরি প্রথমে প্রতিষ্ঠানিক পরিচয় পার্টির যোগাযোগ।

২৮ ফেব্রুয়ারি :

- ইন্ডিয়ান প্রথম ডিগ্রি লি ১৮৩৮-এর এই তারিখে আন্তর্জাতিক ঘরে আন্তর্জাতিক ঘটনা।
- ১৮৪৪-এর এই দিনে প্রথমে বাই ও সাইনাস বিভিন্নমুখ যোগ প্রথমে ঘটনা।
- ১৯৪৩-এর এই দিনে নতুন প্রথম ডিগ্রি (প্রথম বাহিনী যোগ) ইন্ডিয়ান গঠন হয়।
- ১৯৪৩—এর এই দিনে পুলিশ যোগাযোগিতে যোগ প্রথমে প্রথম প্রথম ঘটনা।

সমবায়
জলঘর লার্জ সাইজড মালি
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি
(LAMPS) Regd. No. 7/W.D./8
পোঃ- জলঘর • জেলা-পঃ দিনা

UDAYAN LAMPS LTD.
VILL+Po-BALA PUR
DIST. D. DINAJ PUR
REGD. NO. 69/W.D
DATED. 29.3.76

SK HASINA
JYOTI BASU

বন্ধ হোক নির্যাতন...
নারী ফিরে পাক তার সম্মান ও অধিকার

তার নিরাপত্তা ও

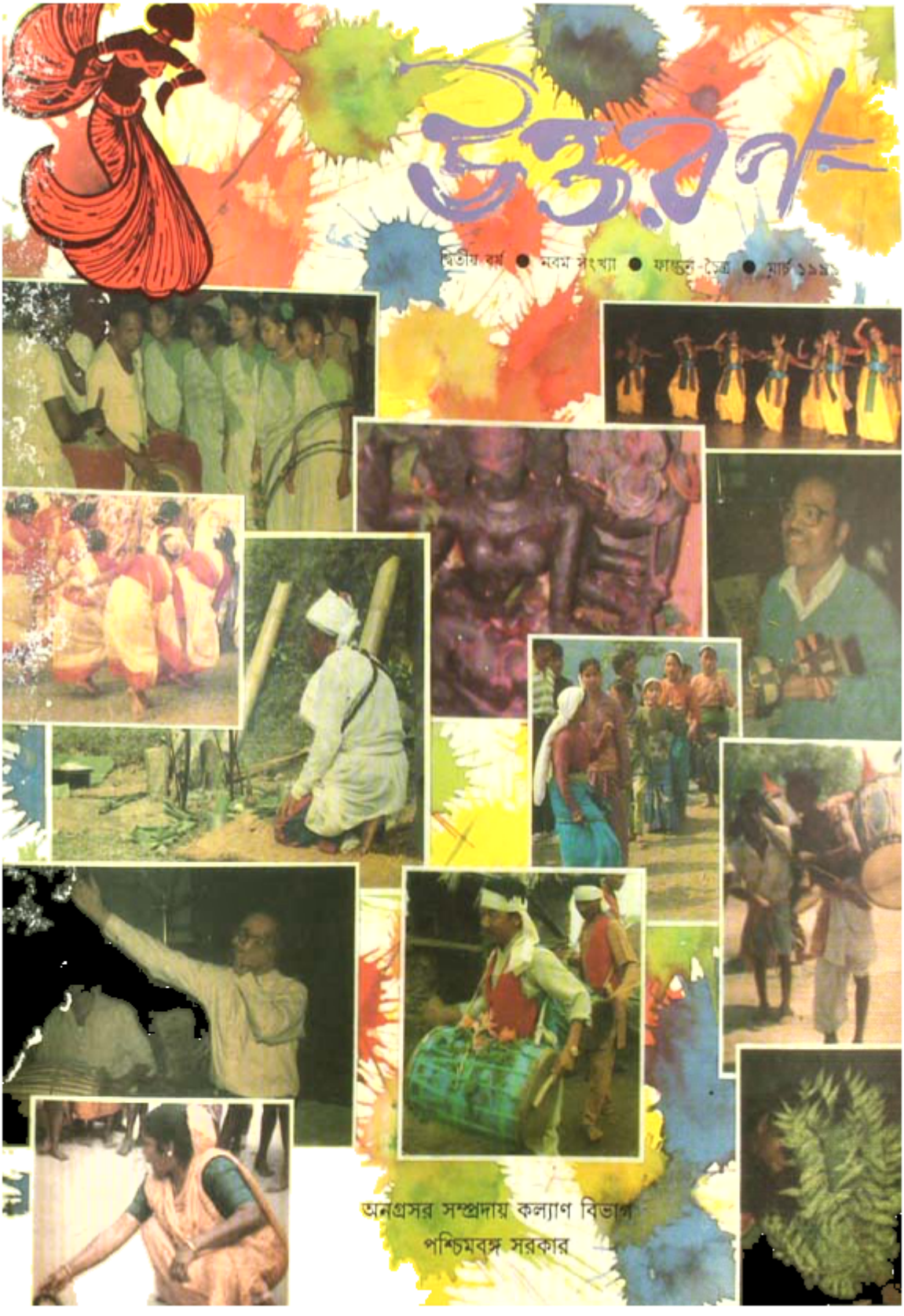
উত্তরণ
দ্বিতীয় বর্ষ ● নবম সংখ্যা ● ফাল্গুন-চৈত্র ● মার্চ ১৯৯১
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible] (প্রথম সারিতে) সহ [illegible] ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক কর্মচারী ও [illegible] দিনে এবং রোগীদের [illegible]

[illegible] করছেন [illegible] বিশ্বাস

[illegible] ছাত্রছাত্রীরা ('৯৮-'৯৯) [illegible] পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন [illegible] মানসেরামল [illegible] দ্বিতীয় হয়ে [illegible] ট্রফি সাম্বুনা [illegible]

[illegible] তারাতলির [illegible] প্রতিযোগিতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৩ সেপ্টেম্বর '৯১ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার [illegible] এবং [illegible] দুটি বিষয়ে তথা দুস্থ অভিভাবক [illegible] ছাত্রীরা সমমূল্য ছাত্রীরা এবং বিভিন্ন [illegible] ছাত্রীরা অভিভাবক দান। প্রতিযোগিতায় নির্ণায়ক হিসেবে [illegible] হিসেবে সমাজ কর্মীরা কর্মীরা, অভিভাবক, নিবন্ধক [illegible] ও [illegible] ছিল। অনেক সর্বস্তরের সমাজের এই অনুষ্ঠান বিশেষ মনোযোগ [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ ◻ নবম সংখ্যা ◻ জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৫ ◻ মার্চ ১৯৯৯ ◻ দাম—দু টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক

[illegible]

[illegible]

যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়

শ্রীবিমল মিশ্র

[illegible]

শ্রীমতী সুজাতা হালদার

[illegible]

সহযোগী

শ্রীসুকুমার মণ্ডল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীমলিন মিত্র

শ্রীঅমিতাভ বিশ্বাস

[illegible]

সম্পাদক

শ্রীঅমিতাভ দত্ত

সহ-সম্পাদক

[illegible]

সহযোগী সম্পাদকদ্বয়

শ্রীঅমিতাভ মুখার্জি

শ্রীসুদীপ্ত দত্ত

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশেষ সংবাদ	
◻ মুর্শিদ কোর্টের ঘাসে ৫৩ দফা-সম্বলিত জেলা সংবাদের ঘোষণাপত্র—জেলাশাসক শ্রী সঞ্জীব ত্রিপাঠীর হাতে তুলে দেন ছাত্রনেতা শ্রী	১২৪
সম্পাদকীয়	
◻ সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ জেলা	১২৫
জেলার বিদ্যোৎসাহীদের মুখোমুখি হচ্ছে সাক্ষরতাকর্মীরা	
◻ প্রাক্-স্বাধীনতা আমলের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস শ্রেণীশ্রেণীভিত্তি নিয়ে লিখতে হবে—শ্রীঅমিতাভ বিশ্বাস	১২৭
◻ সাক্ষরতা প্রসঙ্গে মালিকেরচক্রীর ভাষ	১৪৮
◻ আজ ৫০ তলবিশি শহরের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এককথায়	১২৮
◻ পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও আরও ভালোভাবে সংবেদন	১২৯
লোকসংস্কৃতি উৎসব	
◻ ১৪টে জেলার জেলা উৎসব	
◻ লোকসংস্কৃতি চেতনার ভাবনা পুস্তিকাকার 'লালি সাহার' মেলা	
বিশেষ নিবন্ধ	
◻ মেয়ে সংস্কৃতির ধর্ম ও উৎসব —ড. অমিল বিশ্বাস	১২৯
◻ আমি পড়ব মেয়ে মিনি ● আমি পড়ব মেয়ে ঘরনা	১৭০

প্রচ্ছদ : ৭৪৫ মৌটি

ভ্রম সংশোধন

গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 'মেয়ে মানুষ মেয়ে মিনি ● আমি পড়ব মেয়ে ঘরনা' শিরোনামে ১৯ ফেব্রুয়ারি লিখিত প্রতিবেদনে (পৃ: ১৫২) প্রকাশিত '১১৯০'-এর স্থলে '১৯৯০' পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত: এই ভুলসংশোধনের জন্য আমরা দুঃখিত—উ. স.।

পরিচালন সংস্থাভুক্ত জেলাশাসক সংস্থার জেলা বিদ্যালয় (স্কুল) শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ও জনশ্রী অফসেট প্রিন্টার্স, ১৬৯ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

কার্যালয় : জেলাশাসক সংস্থার ভবন, পি ১/১, সি আই টি স্কিম, ৭এম, সি আই সি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৪৪

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এক পদ-পদাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বাতিলের বিরোধিতা

শ্রীদীনেশ ডাকুয়ার পত্রে সংবিধান সংশোধনের দাবি

পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক এক রায়ে একটি পদ-পদাতির (sole post-category) ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান বিষয়টি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রী. রাও-মাইসোর ও অরুণাচলের বিধায়ক মাইকেল শ্রীমতুনজুর এ রায় কার্যকর সহিলে একটি গ্রাম সুপ্রীম কোর্টের উক্ত রায়ে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অর্থাৎ তফসিলি / আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (এ বি সি) অর্ধেকাধিক বঞ্চিত হবেন বলে উল্লেখ করেন। শ্রীডাকুয়া তাঁর পত্রে সংবিধান বর্ণিত সুযোগ-সুবিধা চালু রাখার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন।

নিম্নে পত্রখানির পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হল।

প্রিয় শ্রীনরসিমন,

রাজ্যের সংবিধান সরকারী চাকুরিতে তফসিলি / আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনুকূলে সংরক্ষণের বিধান রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার-সহ রাজ্য সরকারগুলি সরকারী চাকুরিতে এই সংরক্ষণ চালু রেখে চলেছে। আপনি এ কথাও জানেন যে, ডিরেক্টরের ঊর্ধ্ব পদ থেকে শুরু করে নিম্নতম ক্লার্কশিপ ও সিপাহির মধ্যে পদ একটি পদ-পদাতির শ্রেণীভুক্ত। হিসেবে দেখা গেছে যে, সরকারী ও রাজ্য-সরকারী ক্ষেত্রের শতকরা প্রায় ৫০টি চাকুরিই এই এক পদ-পদাতি বিশিষ্ট। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আইন দপ্তর ও একদল শ্রেণীর ক্ষেত্রে কোনরূপ বিভেদ করে না এবং সব রকম নিয়োগের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের নিয়ম প্রযোজ্য করে আসছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রায়ের [এ আই আর ১৯৮৮ এস সি ৬১৯ (এস সি)] হাইকোর্টগুলি এবং সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে চলেছেন এবং একদিক আমলার ধারে তাঁরা অভিমত দিয়েছেন যে, একটি পদ-পদাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রযুক্ত হবে না। সুপ্রীম কোর্টের ১৯৮৭ সালের অপর একটি রায়ে (জনমেন্ট টুডে এস সি ৩১০—১৯৮৭(৪) দ্রষ্টব্য) সেই রায় বাতিল করে অভিমত দেওয়া হয়েছে যে, সংরক্ষিত শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে পালাক্রমে একটিমাত্র শূন্য পদ-পদাতি পূরণ করা হবে তখন একটি পদ-পদাতির ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ আইন প্রযুক্ত হবে। তফসিলি / আদিবাসী এবং ও বি সি সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি লাভ করেছে। কিন্তু সম্প্রতি সোর্ট প্রাক্তনে কার্যকরি আদেশাধিকারের একটি রায়ের বলে (এ আই আর ১৯৯৮ এস সি ২৭৪৪-তে প্রকাশিত) সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছেন যে, একটি পদ-পদাতির শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে, পালাক্রমে যা করা যে কোনওরকমেই হোক না কেন, কোনও সম্প্রদায়ের জন্য কোনরকমেই সংরক্ষিত রাখা হবে না এবং এটা সাধারণ প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মোট কর্মনিয়োগের শতকরা ৫০টি চাকুরি থেকে তফসিলি / আদিবাসী এবং ও বি সি সম্প্রদায়গুলির, যাঁরা অতি সম্প্রতি সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন এবং যাঁরা সরকারি চাকুরির সমান অংশের দাবি করেছেন, তাঁদের সুপ্রীম কোর্টের এরূপ রায়ে বঞ্চিত হবেন। কোনওরকম ব্যতিক্রমের অবকাশ না রেখে পঞ্চদশটি সরকারের প্রতিনিধিস্থানীয় অংশ এই রায়ের সুযোগ নেবে এবং তফসিলি / আদিবাসী এবং ও বি সি-দের সরকারের শতকরা ৫০টি চাকুরি থেকে বঞ্চিত করতে থাকবে।

আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, সুপ্রীম কোর্ট যখন বিগত বছর অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সংরক্ষণ বিরোধিতার সুপারিশ করেছিলেন, তখন সরকার তখন তফসিলি জনগোষ্ঠী শ্রীবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার, সংবিধান সংশোধন করে উপরোক্ত রায়ের কার্যকারিতা বন্ধ করে পদোন্নতির অনগ্রসর শ্রেণীর সুযোগ বজায় রাখে। সুপ্রীম কোর্টের যে রায়ে সংরক্ষণের আওতা থেকে একটি পদ-পদাতির নিয়োগ ক্ষেত্রগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সে রায়কে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ আমার একান্ত উপযুক্ত সময় এবং এজন্যেই একটি পদ-পদাতি-সহ সমস্ত শূন্য পদে সংরক্ষণের বর্তমান পদ্ধতি বজায় রাখা যাবে।

আপনার একান্ত
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া

(অতিরিক্ত সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

সর্বনাশা শাসনের অবসান হোক

গৈরিক বাহিনীর নেতৃত্বে মৃত্যুবাণী ও পীড়নের নানা কল-উপকরণ এক জোট-সরকারে এক হয়ে আগে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে জাতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর ভয়াল আঘাত হানিয়ে থাকছে। এবং সেই আগ্রাসী ও সমাজবিরোধী অপকর্মের প্রচারণার জমুন-জলসায় যেতে উঠেছে হিন্দুত্ববাদী ফাসিস্তগোষ্ঠী। সরকারী অর্থ ও প্রচারযন্ত্রকে ব্যবহার করে ঐতিহ্যবিকৃতির জটিলতা আড়ো আরো প্রসার চলেছে। বলা বাহুল্য, এ সব আয়োজন ও প্রচারের ফোকিলদের সবচে বাড়ী ঘরে জমা হচ্ছে সরকারি কোষাগার তথা গরিব দেশবাসীর উপর চাপানো করের অর্থে।

বি জে পি'র নেতৃত্বে কোয়ালিশনের নানা জোটীয় বিশাটিন সরকার গত এক বছরে ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনকে সর্বনাশের অতল তলে তলিয়ে দেবার অপকর্মের সাফাই গাইবার জন্যই এই জমুন-জলসার আয়োজন করেছে। জলসার বাদ্যযন্ত্রের বিকট তালে মেলেছে বক্তিম ও পুরুর দেহীশ্বরের গর্জন-তুর্জন। তাঁরা তুলা ধরছেন—দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই চাই, নিবাচিত জনতির সরকারের স্থায়িত্ব চাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শুরুতে হারানিয়া চন্দর মুঘল সিরাজ-উদ্-দৌলার সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার-প্রয়াসে বিশাটিয়ের ব্রিটিশবিরোধী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠা ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য লালিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামেও। কিন্তু জনগণের ভোটে প্রতিষ্ঠানত বৈরিক বাহিনী যেদিন থেকে মৃত্যুবরণী ভোটের জোয়ার বিদ্রির তপ্ত অবরোধন করল সেদিন থেকেই শুরু হল সম্প্রীতি-বিনাশ প্রক্রিয়া। স্বাধীন ভারতের ঐতিহ্যে যে জাতীয় মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল, বি জে পি-জোট সরকার গত এক বছরের অপশাসনে তার অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে। উঠে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি একটা হাত উঠেছে তার কার্যকলাপে। খেলাধূলা থেকে চারুকলা, শিক্ষা থেকে ইতিহাস-চেতনা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈরিকেন্দ্রী জাতীয় মূল্যবোধকে পদদলিত করে চলেছে। চারুকলা-ক্ষেত্রেও বৈরিক বাহিনীর ধ্বংসেকাঙ্ক্ষিতার শিকার হয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী হুসেন। চলচ্চিত্র নায়ক বিশ্বজিৎ কুমার ও সংগীতশিল্পী তলত আজিজ। ছায়াছবি 'কমল'ও রেহাই পায়নি হিন্দু শ্রীতিবাদিদের আক্রমণ থেকে।

ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরই বৈরিক বাহিনী বিশ্বাপি বিতর্কের অবিসার এক সম্প্রদায়ের ভারতীয় নাগরিক বিতাড়ন শুরু করে। পর পর শুরু হয় গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশার খ্রিস্টান মিশনারি ও খনিত খ্রিস্টানদের উপর দৃশংস নিপীড়ন। গত এক বছরে নানা মেলে এমন ছেচল্লিশটি আক্রমণ ঘটে। বিজ্ঞানমনস্ক-শিক্ষিত বৈরিক বাহিনীর এদের অবৈজ্ঞানিক আচরণ করার অপকৌশল প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী চাইলেন অবিলম্বে জাতীয় বিতর্ক।

শীতিটিন জোট সরকারের নৈরাজ্যপ্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে খনিত হস্তক্ষেপেও। বি জে পি গোষ্ঠীর অনুসৃষ্ট অর্থনীতি-জোতদারের ধর্মীয় সেনা, ভূমিসংস্কার শিথিলের তদ্বীরসংস্কার গত শত খনিত ক্ষেত-মজুরের হাতে বিস্তারের মাটি লাল হয়েছে। এমনকি, রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবমত কেরলের শাসন পুনরায় জারী করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই খুন হয়েছেন ১৫ জন খনিত শিল্প-বুদ্ধ-সরকারী।

প্রশাসনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে পক্ষপাতদুষ্ট জোট সরকার। জোটসঙ্গী শিবসেনা নেতাকে খুশী করার সরকার হাল শিথিল করার প্রতিবাদে কর্মীদলের হাল

ঘাটতি, কোষাগারে বিদেশমুদ্রার সংকটকে ফেউ বেয়ার প্রতিবাদে কাঁচা হাতের চাপাটি বাদিল এবং অবশেষে যার উপেক্ষা করে বাকরি বলজিবের ঘাসে বসিয়ে বাসবেনা হবে বাস বি জে পি নেতৃত্বের একাদা ঘোষণা প্রভৃতির মধ্যেই জোট সরকারের সংবিধান-বিরোধিতার প্রমাণ প্রকট হয়ে উঠেছে।

বাজপেয়ীবাবুর মূল্য তুলে নেবার অর্থনীতিক বিদেশি ও সাম্প্রদায়িক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছে বি জে পি-জোট সরকার। সেই সঙ্গে দেশি একচেটিয়া পুঁজির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা।

প্রথম বাজেট পেশ করার বি জে পি'র অর্থমন্ত্রী জসবন্ত সিংহ যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন এ বছরের বাজেট প্রস্তাবেও সেই অর্থনীতিরই জয় প্রকটিত হয়েছে। শিল্প ও পরিষেবায় ঢালাও বেসরকারিকরণের পথ ধরে পেট্রোল, সার, ঢালা-ধর, রাসার গ্যাস প্রভৃতির দর পড়পড়া প্রায় ১২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। বামপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পেনশন আইন সংশোধন করে বিমাখেত একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতের বাজারে পুঁজির প্রবাহ অবিকল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাজেট ঘোষণারও উপর চেপেছে ৯০০ কোটি টাকার বোঝা, মূল বাজেট পড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি ও ১০ হাজার কোটি টাকার বিলগ্নিকরণ। ফল দাঁড়িয়েছে শিল্প বন্ধ, কৃষি উৎপাদনের অবোগতি, অকর্মণ্যতা লাগিয়া ঘাটতি, বন্ধ্যাদীন বাজারমন্দ, শিল্পের মান্দিবাস, বেকারি বৃদ্ধি, দেশীয় অর্থনীতির সর্বনাশ, অন্যদিকে বিদেশি পুঁজি ও পণ্যের পৌষ মাস।

বিদেশি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আনুগত্যেই বি জে পি-জোট সরকারের দেশবিরোধী অপকর্ম সীমিত নেই। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের ও জোট-শরীকের দুর্নীতির বাপারে যেসব অভিযোগ বিদ্ধ হয়ে পড়েছে। পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের আন্তর্জাতিক বোমাচালনাকারী ও উপগ্রহবিদ্ধ মহল যোগসাজসের এবং প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের শরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন অর্থমন্ত্রীর প্রাক্তন উপদেষ্টা বীরত্বাবাবী। তাঁর অভিযোগ খণ্ডিত হয়নি।

আর্থ-সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী জোট সরকারকে ভারতবাসীর হাত থেকে রক্ষা করতে বৈদিক নেতৃত্ব একদিকে যেমন জোটশরীকদের ছুটে আসতে বলা অন্যদিকে তেমনি তাদের রক্ষা করে চলেছে অন্যদিকে দেশবাসীর আয়ের-অন্নসংস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবার বরাদ্দ কমিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ সামরিক বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। উদ্দেশ্য, জাতীয় বরাদ্দ প্রকল্পের ঢালাইমাধ্যমে দেশবাসীর প্রতিবাদ-জাগি রুদ্ধ করা।

বৈদিক বাহিনীর জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী এক বছর আগে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর সরকার চলবে জোটের সর্বসম্মতি জাতীয় সর্বসম্মতির সূত্রে। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই সেই প্রধানমন্ত্রীকেই ঘোষণা করতে হল: 'যেসব বিষয়ে অসহিষ্ণুতা বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে।' তবু বিষয়ে অসহিষ্ণুতাই নয়, তাঁর সরকারের অপশাসন থেকে সর্বনাশা গণ্ডুরের বিস্তারও এসে পড়ে কাঁধিয়েছে। এহেন সরকারের অধিকে অপশাসন ঘটানোই যেন বিহারি বিপর্যয় ওড়ানো সম্ভব হবে। পরিষদ ও পোষিত বাস্তুঘুর সংগ্রামেই সে লক্ষ্য পূরণ হবে।

প্রাক-স্বাধীন ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখতে হবে —শ্রীঅমিল বিশ্বাস

শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিশ্লেষণ করতে হবে, লিখতে হবে প্রাক-স্বাধীন ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। তা না হলে সেই ইতিহাসে থাকবে বিভ্রান্তির অবকাশ। সি পি আই (এম) দ্বারা সম্পাদক শ্রীঅমিল বিশ্বাস গত ৮ মার্চ মেদিনীপুর শহরের প্রবোধ স্মৃতিসদনে কোরাঙ বিদ্রোহের দু-শো বছর উপলক্ষে আয়োজিত একটি আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরোক্ত মর্মে মন্তব্য করেন।

বিদ্রোহের যেটি শেষ লড়াইয়ের ক্ষেত্র বলা হয়

শ্রীবিশ্বাস অবশ্য বলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস শুধু মহাফেজখানায় বসে নয়, যেসব জায়গায় এই সংগ্রাম হয়েছিল, সেখানে গিয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করেই লেখা করা দরকার। তথ্য ও তত্ত্বের প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণে অনেক ধারণাই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। শ্রীবিশ্বাস এই প্রসঙ্গে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলেন, মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য অনুযায়ী, ব্রিটিশরা যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল। শ্রীবিশ্বাস প্রশ্ন করেন, ব্রিটিশ সরকার কি আদৌ যেভাবে ক্ষমতা ছেড়েছিল? স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কি শান্তিপূর্ণ ছিল? প্রকৃত ইতিহাস সেকথা বলে না।

মেদিনীপুর জেলায় কোরাঙ বিদ্রোহের দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে এই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, ১৭৮৮-৮৯ সনে মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম, জঙ্গলা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং তৎকালীন মানভূম জেলার কিছু অংশে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। তার ফলে সাঁইত্রিশ এলাকায় সাময়িকভাবে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটেছিল। এই বিদ্রোহের নেতাদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য এবং তাঁদের যোগ্য মর্যাদা দিতেই উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয়েছে। এদিন আলোচনাসভার সভাপতিত্ব করেন উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি শ্রীদীপক সরকার। শ্রীঅমিল বিশ্বাস মূল আলোচনাসভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার।

শ্রীঅমিল বিশ্বাস কোরাঙ বিদ্রোহের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে বলেন, ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত একশো বছর ধরে অসংখ্য ছোট-বড় কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। এইসব বিদ্রোহের কোথাও নেতৃত্বে জমিদাররা ছিলেন, কোথাও কৃষকরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্রোহগুলিতে যে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ঘটেছিল, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক, বুদ্ধিজীবি কৃষক। শ্রীবিশ্বাস বলেন, নতুন শোষণ ব্যবস্থা কায়েমের বিরুদ্ধে সর্বত্র জনগণ বিদ্রোহকে ফেটে পড়েছিলেন। কোরাঙ বিদ্রোহ ছিল একই ধারাবাহিক। শ্রীবিশ্বাস এই বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জি নিয়ে তুলে ধরে বলেন, এর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল। একদিকে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বসূরী হিসেবে ক্ষুদিরামের সাহেব হত্যাকারী যেমন এই বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রেরণা খুঁজে নিতে চেয়েছিল; তেমনি ক্ষুদিরাম কোরাঙ ও পাইকা তাঁদের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। শ্রীবিশ্বাস বলেন, এই ব্রিটিশ বিরোধী সবগুলি প্রজন্মের কৃষক ও ছোট খাওয়া জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রেরণা জুগিয়েছে সেসবদিনে সমাজ প্রতিষ্ঠানে লড়াইয়ে। এই জন্যেই কোরাঙ বিদ্রোহের প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান।

শ্রীদীপক সরকার কোরাঙ বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, এই বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। সবই একটি দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। তিনি গবেষকদের এই বিদ্রোহের ইতিহাসের নতুন উপাদান যোজনা করে দৃষ্টি হওয়ার আহ্বান জানান।

শ্রীদীপক সরকার জানান, ২০ ফেব্রুয়ারি এই উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয়েছে। এই বিদ্রোহের ইতিহাস অনুসন্ধান করে লিখে যাওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই ১ লক্ষ টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। তৈরি হবে একটি তথ্যভিত্তিক সংকলন। তাছাড়া এই বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটক, গান, কবিতা ইত্যাদি বানানো অবশ্য প্রস্তুতি চলছে। বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলির পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ এবং পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে এবং তৈরি হবে স্মারকস্তম্ভ।

সংরক্ষিত পদে অন্যকে নিয়োগ নয়
কলিকাতা হাইকোর্টের অভিমত

সংরক্ষণের আইন যতক্ষণ না বাতিল বা তাহার বলে ঘোষিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে সংরক্ষণের আওতাভুক্ত নির্বাচিত ছেলের প্রার্থীকে সরিয়ে দিয়ে ওই পদে সংরক্ষণ বহির্ভূত প্রার্থীকে নিয়োগ করা যায় না। কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি শ্রীসত্যব্রত সিন্হা ও শ্রীএস এন উইলসন বিট কোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রবীরকুমার সমাদ্দার আদেশ দানের করে দিয়ে নিয়োগিতা কোর্টসীতা প্রার্থ পঞ্চায়েতের তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত প্রধান পদে নির্বাচিত জগদীশচন্দ্র সি পি আই (এম) প্রার্থীকে পুনরায় নিয়োগ করে ওই মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, বিচারপতি শ্রীসমাদ্দার কলিয়াচক পঞ্চায়েত সমিতির অধীন উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে নির্বাচিত তফসিলি প্রার্থী সি পি আই (এম)-এর শ্রীজগদীশচন্দ্র বাসকে সরিয়ে দিয়ে উপপ্রধানকে প্রধান পদে বসিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগর সদরের হরে আইনজীবী সমীর আহমেদ আলি কলিকাতাহাইকোর্টের খেয়ব, পৌষমাসের খেয়ালখান, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রভৃতির মতো একটিমাত্র পদে সংরক্ষণ নীতির বিরোধিতা করে প্রধান পদে শ্রীদাসের নির্বাচনকে ছেলেন্ড জানিয়ে মামলা করেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে বিট কোর্ট শ্রীসাহাকে প্রধান পদ থেকে অপসারণ করে।

বিট কোর্টের ওই আদেশের বিরুদ্ধে শ্রীদাস ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন। ডিভিশন বেঞ্চ আপিল মামলার চৈত্রপত্তি পর্যন্ত প্রধান পদে শ্রীদাসের নিয়োগ বহাল থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। ডিভিশন বেঞ্চ বিট আপিল উচ্চ মামলাটি একসঙ্গে শুনবে। শ্রীদাসের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী। তিনি সওয়ালে বলেন যে, তফসিলিভুক্ত, পৌষমাসা, গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি কৃষ্ণনগর সংক্রান্ত খেয়ব, খেয়ালখান, প্রধান পদে তফসিলি জাতিদের জন্য ২১ পয়েন্ট ও মহিলাদের জন্য ৫০ পয়েন্ট আসন সংরক্ষিত। আদালত যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আইনকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই আইন মানতেই হবে। সুতরাং তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত প্রধান পদে শ্রীদাসের নিয়োগ আইনসঙ্গত বৈধ।

অঙ্কে ৫০ তফসিলি পরিবার ভূস্বামীদের কোপে একঘরে

বিষ্ণুবাড়ায় থেকে সাঙ্কেতিকের সাথের প্রকল, মালদহের পশ্চিম খোসবাগী জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে তফসিলি জাতির গ্রাম পঞ্চাশটি পরিবারকে একঘরে করে রেখেছে ভূস্বামীরা। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলার জাতিখেলা গ্রামে চলছে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এই ভয়াবহ ঘটনার। এখন ওই গ্রামের কোনও লোক বা তাদের পোষ্যদের থেকে পয়সা দিয়েও কিছু পাচ্ছেন না তফসিলি জাতির লোকেরা। তাদের জমির জল ও বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। গ্রামপ্রধানের নির্দেশে তফসিলি জাতির সকলকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির ভূস্বামীরাও তাঁদের কোনও কাজ দিতে রাজী নয়। এমনকি তাঁদের কোনো জমি দিলে তাঁর বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত অবশ্যই আগে তফসিলি এক বিধবার এক ভূস্বামীর সমালোচনা করা নিয়ে। অভিযোগ ওই বিধবার ওই ভূস্বামীর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে। প্রতিবাদের জেরে কোনও কাজ দেবে ভূস্বামী পুলিশের কাছে প্রতিবাদ করেন তাঁরা। পুলিশ গ্রেপ্তারের ভয়ে পলাতক থাকায় এককথায় হতে হয়েছে ৫০টি পরিবারকে। গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে ভূস্বামীরা তফসিলি এই ৫০টি পরিবারকে সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় বলে।

এর মোকাবিলা জেলাশাসকের এ ব্যাপারে একটি সালিশীসভা ডেকে হয়েছে। সি পি আই (এম) বিধায়ক রামমোহন ও খেয়ালখুন সাংগঠনের জেলা কমিটির সম্পাদক বীরেনবাবু বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেছেন। ওই গ্রাম ঘুরে গেছিলেন বিধায়ক তবে সমস্যা সমাধান করার জন্য তাঁরা জেলাশাসকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। ভূস্বামীদের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছেন তাঁরা। এই অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধভাবে লড়াই চালানোর জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে গণিতদের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই লড়াইয়ে গণিতদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে সি পি আই (এম) ও খেয়ালখুন সাংগঠনের পক্ষ থেকে।

পঞ্চানন বর্মা জন্মজয়ন্তী ও দশম রাজ্য ডাওয়াইয়া সম্মেলন

সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী ছিলেন পঞ্চানন বর্মা

জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীদীনেশ ডাকুয়ার ভাষণ

পঞ্চানন বর্মা ছিলেন জনদরদী। তাই তিনি হয়েছিলেন রাজদ্রোহী। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি নিজের নিরক্ষিত হয়েছিলেন এবং প্রতিনিয়ত তিনি সবিনয় কৃষক, মেহনতিমানুষ ও সবিনয় মেহনতিমানুষ হয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে সমাজসংস্কৃতির মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১০০তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান এবং দশম রাজ্য ডাওয়াইয়া উৎসবের উদ্বোধন করে মন্ত্রিসভার সদস্যরা কলাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীদীনেশ ডাকুয়া উপস্থিত হয়ে পঞ্চানন বর্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীডাকুয়া আরও বলেন যে, মনীষী প্রজন্মের আগে সংগ্রামের সময় বারবার জমিদার খাজনা ও মাল প্রত্যাহারে রায়তের অধিকারের জন্য আইনসভায় তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

ডাওয়াইয়া উৎসব

জনজীবন মানুষের জীবন ও জীবিকার আলোকপাতের মধ্যেই সাংস্কৃতিক অনুশীলন ঘটে থাকে। তাদেরও অতীতকাল থেকেই এভাবেই চলে এসেছে সাংস্কৃতিক অনুশীলন।

লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে উত্তরবাংলার ডাওয়াইয়া ও লোকসুরা এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে ঘিরেই। জীবনের মধ্যে ধরা পড়ে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-মিলন এবং তাদের অনুষ্ঠানের সহজ ও সরল অভিব্যক্তি।

উত্তরবঙ্গের ডাওয়াইয়া লোকগীতি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, মালদহ জেলার কিছু অংশের এলাকা, আসামের গোয়ালপাড়া এবং বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর এলাকার জনপ্রিয় সংগীত।

এই সংগীতের সুর কথা আমরা যেমন শুনে থাকি তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা অভিজ্ঞতাপ্রসূত কবির অনুভূতি, আবেগিক দিক দিয়ে নিখিলের থাকে। এর সঙ্গে সবকটির সামান্য না থাকলে সুর হয়ে দাঁড়াবে এই সংগীতের ধারা।

বাংলার বাদ্যযন্ত্র সবকটি যেমনিভাবে অনুযায়ী লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে তার ফলে গ্রাম এলাকায় ডাওয়াইয়া গানের। ডাওয়াইয়ার চর্চার বাদ্যে সবকটি উদ্যোগে শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা।

এবার রাজ্য ডাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা তাই রাজ্য ফেলেছিল। কোচবিহারের রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে সংগীতপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি তা প্রমাণ করেছে।

পঞ্চাননের বর্মার জন্মজয়ন্তী

জেলা সংগীত প্রতিযোগিতাই নয় একই সঙ্গে সমাজসংস্কারক পঞ্চানন বর্মার ১০০তম জন্মদিনটি উদ্‌যাপিত হল ১৪ ফেব্রুয়ারি। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পঞ্চানন বর্মার ১০০তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন করে মন্ত্রী শ্রীদীনেশ ডাকুয়া পঞ্চানন বর্মার জীবনের বিভিন্ন দিক প্রসঙ্গে বলেন যে, পঞ্চানন বর্মা ছিলেন মানবদরদী। তিনি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৮ সালে। তখন ও দিল্লি পরাধীন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ছিল সুবোধচন্দ্রের ভারতবাসীর প্রবল ও অহংকার। এই বাংলার মাটিতেই তাঁর জন্মভূমি সুপ্রতিষ্ঠা ও ভাবোন্মাদের জন্য তিনি হয়েছিলেন জোতদারদের রাজদ্রোহের পাত্রে। বন্দিত্ব হয়ে হলে তার বংশধর। কিন্তু তিনি থাকেননি। অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধকার থেকে মানুষ, মুক্তি-সম্পন্ন জীবনযাপন প্রভাব করে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। নিজের সমাজে যেসব অন্ধবিশ্বাসকে ছিলেন তেমনই মহাজনি সুদের হাত থেকে কৃষককে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই সূত্র ধরে 'বাজারদী'রা আজ স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এখানে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও।

পঞ্চানন বর্মার জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিকের আলোচনায় বক্তব্য রাখেন অনেকেই। যোগেন্দ্রনাথ বর্মণ, সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরি বর্মণ।

এখান বাংলা থেকে ডাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশন করতে ছুটে এসেছিলেন বিশেষজ্ঞ বহুজন, ভক্ত লালসা, এলাকের লুপ্তকিলার বর্মণ, নিত্যানন্দ রায়, অমর আমলের প্রতিভা বসুনা ও বাঁধিকা অনিতা প্রমুখ।

পঞ্চানন বর্মার কৃতিত্বকর্ম আর উত্তর ক্ষেত্র করে ডাওয়াইয়া অনুষ্ঠান এক ক্ষেত্রে ঘটিবে পরিবেশ ভোর উত্তরবঙ্গে। তাই অনেক লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের অভিন্ন ছিল প্রকৃতপক্ষে মিলন মেলা।

১৪তম বাণীপুর লোক উৎসব : গ্রামীণ ও নাগর লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন

১৪তম বাণীপুর লোক উৎসব। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নাগর সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল সাতদিনের এই উৎসবে। উৎসব চলেছিল ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রবেশ মুখে ছিল বিভিন্ন আয়োজন। জারী গানে জীবন সংগ্রাম। টুসু ও ভাদু। পালাপাশি নিত্যব্যবহার প্রদর্শনী, ফুলের প্রদর্শনী। সঙ্গে আবহমেলা, কেনা ও বেচার-বাজার।

সমিতিতে স্বাগতভাষণ দেবী বর্মনের এই মেলার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা গুপ্ত, জেলাশাসক প্রকাশ মিত্র-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি। জেলার মূল মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল নজরুল মঞ্চ। ছিল জীবনানন্দ মঞ্চ। গ্রামীণ জীবনের ছবি তৈরি করেছিল ঝাড়খণ্ড থেকে আসা শিল্পীরা। এ ছাড়াও ছোট ছোট প্রতিনিধি ছিল আন্দামান-সহ অন্যান্য সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা। অন্যান্যদিক প্রদর্শনীগুলোর জীবিকাভিত্তিক অনুষ্ঠান চল নেয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানা গেছে, ৪৬ বছরের এই পুরনো মেলা সময় বদলে বড় হয়ে গেছে। তখনকার মেলা চলত সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত। বর্তমানে মেলা শুরু হয় সকাল ১০টা নাগাদ। বাজারটি সকালে জমতে আসার পর দুপুরে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রদর্শনের সময়ের ও সময়সূচিরও মেলা আসার চলু হয়। প্রথম বছর প্রথমে নাটকের বিষয় অনুযায়ী মেলার নামকরণ হয়। পরের বছর থেকেই নামকরণ হয় মেলা উৎসব। মাঠের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকশিল্পীরা আসেন। তিনে আসেন বিভিন্ন বিশিষ্টজন। প্রদর্শনী ঘিরে সবাই মেলবন্ধন লোকসংস্কৃতির রূপ। বাজ সমবায়ের কৃষি, জলের ও বন বন্যপ্রাণের স্টলগুলো ছিল মেলার প্রধান আকর্ষণ। মেলার মূল প্রবেশ দুয়ারে কৃষি, মাছ সহ সমবায়টি ঘটায়, স্টলগুলিতে ছিল তাদেরই তিন ও তথ্যসমৃদ্ধ। বর্ষীয়ান সমবায়ের প্রথম সমিতির স্টলে এলাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের তথ্যসমৃদ্ধ ছিল কর্মকর্তার আকর্ষণ করেছে। ছিল তথ্য ও সংস্কৃতি বন্যপ্রাণের সমবায়ের আদরে জীবন বিষয়ক প্রদর্শনী। বিজ্ঞান সংগঠনে বিষয়ক স্টলগুলিতে প্রতিনিধিরা ভিড় উপচে পড়েছে। বিজ্ঞানমঞ্চের আয়োজন কর্মকর্তার কৌতূহল ও প্রশ্ন ভিড়িয়েছেন।

চলমানপুরের তিন বুনন সমিতি গীতাঞ্জলি বাস, খদ্দর মেলবন্ধন, ফুলে টিয়ার তৈরি টেবিলক্লথ সমিতিদের কেরালী একসঙ্গে অবস্থান। অন্যান্যের আদরে দেখানো হয়েছে, কেমন করে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জীবনের ধারাবাহিক চলিষ্ণুতা করা যায়। অন্যান্যদিক প্রতিনিধিরা ২৩শ মেলার সমবায় ছোট ছোট ছবি তৈরি করেছেন। তিন ঘরানার ছয় প্রতিনিধির ঢোকে ধরি। বিশেষত ভিন্নের মধ্যে প্রথম ভিন্ন থেকেই ছিল জমজমাট। অন্যান্যদিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন উপলক্ষের স্টলগুলি ছিল সমৃদ্ধ। আন্দামান থেকে এইসব থেকে খাদ্যসামগ্রীর বিশেষ সম্ভার করা হয়েছে। শতবর্ষে নজরুল ও জীবনানন্দের সঙ্গে প্রেমটের প্রতিও প্রদর্শনীগুলি জমানো হয়েছে। শহীদ, গায়ে, নানা জীবনের অবদান তাদের হয়েছে। নদীর ও প্রতিটি শিল্পীর মধ্যেকার প্রতিনিধিরা মেলা ছিল বিপুল জনসমাগমে পরিপূর্ণ।

বাইরে থেকেও লোকশিল্পীরা এসেছেন। মধ্যপ্রদেশের ঝাড়িখণ্ডের লাড়িয়াই ও সম্প্রদায় পরিবেশন করেন লোকনাট্য পাণ্ডুবানী। বয়স্কদুয়ের ঘুমন্তী নাট্য সংঘের শিল্পীরা পরিবেশন করেন ব্রেখটের মানস অবলম্বনে নাটক 'মা মরছে'। কলকিয়ের বিকাশ নাট্য সংস্থা পরিবেশন করেছে জনমাত্রা নাটকটি। এ ছাড়াও বহুজন অন্যান্য স্থান থেকেও নাট্যদল এসেছে। মেলার অন্যান্য আকর্ষণ ছিল খুকন পরিচিত গৌড় প্রতিযোগিতা। দূর-দূরান্ত থেকে কুশলরা এসেছেন প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। জীবনের অন্যান্যদিক প্রতিনিধিরা মেলা হয়ে উঠেছিল মুখর।

আব্বাসউদ্দিন স্মরণে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সন্ধ্যা

জেলাশিল্পের সংবাদে প্রকাশ, অন্যান্যদুর ১ ও ২ নং পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি অন্যান্যদুর হাট মুক্ত মাঠে হয় আব্বাসউদ্দিন স্মরণে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সন্ধ্যা।

উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মৈত্রী বর্মন। তিনি বলেন, এই অন্যান্যদুরেই জন্মেছিলেন আব্বাসউদ্দিন। ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে এখনকার মানুষের তাই আলাদা মেলবন্ধন আছে।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ছোটো শিল্পীগণ। আব্বাসউদ্দিনের পুত্র ছোটোবেলা আবাসনি অন্যান্য, তাঁরও ছোটোবেলা কেটেছে এই গ্রামে। তিনি মেলবন্ধন ঘুরেই বন্ধন মেলী পর্যন্ত পরিচালনা করেন। স্বরচিত ও অনুষ্ঠানে তিনি গানের মাধ্যমে হয়ে পরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আব্বাসউদ্দিনের পুত্রবধূ সহ বিশিষ্টজনদের অন্যান্যিক ছোটোবেলা মনে আসান, বড় ছোটে অন্যান্যিক ছ. নাম্বিক অন্যান্য সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন অন্যান্যদুরের কন্যা মিনতিশ্রী বর্মন। মিনতি মতিনি ছিলেন সুগায়িকা বর্মা।

লোকসংস্কৃতি চেতনার ফসল পুরুলিয়ার 'পাখি পাহাড়' মেলা

পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে বাসন্তী ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামের 'পাখি পাহাড়' লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত নাটুয়া নৃত্যের অর্ধশতাব্দী পালন হলো। ফাল্গুন মাসের পলাশরাঙা পরিবেশ ও মধুময় মুকুলগন্ধা আবহে পুরুলিয়ার অনগ্রসর শ্রেণীর আদিবাসী ও অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত মানুষ কাজ-কোজের ব্যস্ত মুহূর্তের মাঝ থেকে সেই ফাল্গুনের দিনগুলিতে সমবেত হয়েছিলেন আদিবাসী গ্রাম শ্রীরামপুরে 'পাখি পাহাড় মেলা'।

দিনের এটা থেকে পাঁচ সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিতে মেলা শুরুর কথা থাকে সন্ধ্যে। ২ মার্চ লাগা বাড়িয়াদী চলেছিল এই মেলা। এই মেলার ছিল যেসব আয়োজন প্রতিযোগিতা, ছৌ-নাচ, মুকুর, নাটুয়া, ঝুমুর, বাউলগীতি, বাউল, আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত, বাংলা আধুনিক গান, কৃষ্ণকলি, কথাকলি, মুকাভিনয় ও পুতুলনাচ ইত্যাদি। বর্ধমান বিষ্ণুপুরের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার মোট ১৫ জনের নাটুয়া নৃত্য অর্ধশতাব্দী উদ্যোগন করেন বাজা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী চর্চাকেন্দ্রের সদস্য নটুয়া নাচতেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাজোর প্রশাসনী সভাধিপতি মাহাতো, সাংসদ দিব সিং মাহাতো, বিধায়ক নিশিকান্ত মেহতা, পুরুলিয়ার জেলাশাসক বেনাসিস ধর প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছৌ-নৃত্যে বাদ্যপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বেশের সিনিয়র ছৌ-নৃত্য শিল্পী পদ্মশ্রী সিংমুরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন বাজাপতি পঞ্চায়েতে সমিতির সভানেত্রী পদ্মশ্রী সিংমুরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমবন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী পদ্মশ্রী বাহাদুর। মেলে আদিবাসী প্রতিযোগিতায় বাজাপতি ব্লকের ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী 'পাখি পাহাড়' বিষয়ে আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ভারতবর্ষে অসভ্য-ইংলিশের পর এই আমাদের বাজো বাজাপতি পঞ্চায়েতে সমিতি এলাকার আদিবাসী প্রধান গ্রাম শ্রীরামপুর গ্রামের পাহাড়টি ইতোমধ্যেই বিশিষ্ট ভাবন দিয়ে যে-এ উদ্যোগে 'পাখি পাহাড়' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই 'পাখি পাহাড়' লোগোর ছেনি দিয়ে ছোটো-ছোটো তৈরি হচ্ছে। শ্রীরামপুরের এই পাহাড়টিকে দিয়ে তাকালেই দেখা যাবে ঝলে-ঝলে 'পাখিরা' তানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। এই ভাবনাগুলি দিয়ে যে আগামী ২০ বছরের মধ্যে তৈরি করবেন। এটি তৈরি করতে খরচ কুড়ি কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসাধ্য সহযোগিতা করছে, পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দিতে তিন-চার বছর লাগে। এখনো জানান শিল্পী দিয়ে যে। শ্রী যে আরও জানান, এই কাজ অসভ্য-ইংলিশের শুধু জন্য হবেনি। এর মধ্যে তৈরি মেলে মেলে ফাল্গুনের পাখি উড়বে, যা জাতীয় সংহতির প্রতীক।

২ মার্চের 'পাখি পাহাড় মেলা'র প্রধানমন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাজোর বনমন্ত্রের ঝাড়খণ্ডী বিদ্যাবীলেখা মহিন্দ, বাজোর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব অনিন্দিতিলেখ প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরুলিয়া মহকুমা শাসক অতনু মণ্ডল এবং বাজাপতি ব্লকের বি ডি ও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া তিন যে একটি বিশ্ব প্রদর্শনীও করেন।

মকলের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তুলতে হবে, এটাই 'পাখি পাহাড়' মেলার প্রোগ্রাম। নাটুয়া নৃত্যের অর্ধশতাব্দী পেরে সকল শিল্পকর্মীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি করে প্রশংসাপত্র তুলে দেয়।

বাবা সাহেব ডীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী

রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠান

রাজ্যের বহুদের মধ্যে একতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারতী সংবিধানের জন্মদাতা ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

বাবা সাহেবের জন্মদিন ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে শুরু করে একমাসব্যাপী নানা ধরনের খেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে যেগুলি নিম্নরূপ :

☆ ব্যায়াম, খেলা ও মহকুমা স্তরে আলোচনাচক্র।

☆ বিভিন্নে অনুষ্ঠানের মধ্যে সাংসদের প্রবন্ধের ওপরে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

☆ জন্মদিনের খেলার নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিরা যেন এলাকার খেলার অংশগ্রহণে ব্যবস্থা করেন খেলা অংশগ্রহণ পরিচালনার ও অন্য পরিবেশের উদ্যোগে সমাপ্তী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

খেলা ব্যায়াম ও মহকুমা শাসকদপ্তরে এঁদের নিজ নিজ খেলার সহযোগিতাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উপযুক্ত কার্যসূচিগুলি অনুসরণের জন্য আয়োজন সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যেতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ব্রাত্য সংস্কৃতির বাধা ও উত্তরণ

ড. অমিল বিশ্বাস

ব্রাত্য সংস্কৃতি বোঝার জন্য দুটি বিষয়ে আমার বিশেষ আলোচনা—ব্রাত্য ও সংস্কৃতি। কিন্তু এদের মাঝে এক বিশেষ যোগাযোগ। আর এই যোগাযোগের জন্য আলোচনা জরুরি। তাই এ নিয়েই শুরু করা গেল।

। এক ।

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি আবিষ্কৃত হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা থেকে জানা হয়ে থাকে সিন্ধুসভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস এর কাল নির্ধারণ করেছেন ৩২৫০-২৭৫০ খ্রীঃ পূঃ। উত্খনন থেকে যে নরকঙ্কাল ও নগ্ন মূর্তিটি পাওয়া গেছে তা ও. রো ও সুনীতি পরীক্ষা করে বলেছেন যে এখানে ছিল চার প্রজন্মের জাতি—(১) অস্ট্রেলীয়, (২) ভূমধ্যসাগরীয়, (৩) মঙ্গোলীয় ও (৪) নেগ্রোজাতীয়। সুনীতি মনে করেন যে এগুলি আর্যীয় মূল জাতির আবাহনির অন্তর্ভাবের অন্তর্ভুক্ত। এতে মনে হয় যে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অধিবাসিদল নানা জাতির না বিভিন্নে উৎপন্ন। তবে বৃহদ্ধবিদ্যা 'নর্ডিক' জাতির বা বিজ্ঞানিদ 'ইন্দো-আর্য'-এর কোনও সন্ধান পাননি। পরে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের মধ্যে ও. রো নগ্ন মাথা উঁচু নাকবিশিষ্ট অস্ট্রোটি পেয়েছেন। একে তিনি আর্য-না রিটী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। পরে এসেছে বৈদিক সভ্যতা। অনেকেই এর মধ্যে এ দুটি সভ্যতার সম্পর্ক নিয়ে। রাখালদাস সিন্ধু সভ্যতায় পেয়েছেন এমন অনেক জিনিস যা বৈদিক সভ্যতায়ও দেখা যায়। দৃষ্টান্তের সংখ্যা মূলে একই বলব। মূলে প্রচলিত আছে 'পশুপা' দেবতা। যাদের নিয়ে নানা ধর্ম-আলোচনা হয়ে পাশুপত-এরও জন্ম আছে। এ সব দেখে মনে করা হয়ে যে দুটি সভ্যতাই একজনের নির্মাণ। অথচ কোনটি হলের যে সিন্ধুবাসীরা প্রাচীনতর আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদের জন্যেই এই সভ্যতার পতন ও নূতন সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে 'আর্য' শব্দের প্রথম কৃষ্ণার্থ। কালক্রমে তাদের জাতি নামে পরিণত হয়। যেমন 'অসতো মা সদ্ময়' (ঋগ্বেদ, ১, ৫০, ১৩)। 'আর্য' অর্থে 'শ্রেষ্ঠ' কৃষ্ণার্থ। পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ পাওয়া যায়, যখন তৃতীয়বর্ণের প্রভুত্ব স্বীকৃতি হল। 'তৃতীয়' শব্দটি এর পরিচায়ক—এর অর্থ 'লোকসমূহ' (people)। আর 'তৃতীয়' অর্থে তৃতীয় কৃষ্ণবর্ণের দল, অনার্যের বিশ্বাস। এই লোকসমূহ বিভিন্ন ভূমে বিভক্ত ছিল। এবং প্রত্যেক তৃতীয় একজনই দেবতার উপাসক ছিল। এই দেবোপাসকদের বিশেষের 'আর্য' বলত। কারণই যদে উঠল দুটি সম্প্রদায়—'বিশেষের দেবতা' ও 'সব' বা সত্য। বস্তু তাঁর প্রতিক্রমে একথাই বলেছেন, তাঁরা যে একদের আর্য ও অনার্য। শত্রু সম্পর্কে আরও নাম আছে, যেমন 'অন্যব্রতান', 'অন্যদেবু' প্রভৃতি। এঁরা অনেকে এক ছিলেন না। কিন্তু 'আর্য' ও অনার্যের ভাষা ও দেবতা ভিন্ন ভিন্ন (ঋগ্বেদ, ১০, ৮৬, ১১)।

(ক) দেবতার ও আরাধনা : আর্য ও অনার্য সম্প্রদায়ের মূলে ধর্মের দুটি শ্রেণী, এক শ্রেণী বাহ্যবস্তু অর্চনা, অন্য শ্রেণী তা করেন না। দুটি শ্রেণীর কিন্তু আত্মাই আর্য ছিলেন এবং 'আত্মা', মনে পরিচিত। আর্যদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'মন' ও 'মনু'। এই 'মন' শব্দটি এসেছে ধাতুরূপ 'মন্' ধাতু থেকে, যার অর্থ জানা বলা। সায়ণভাষ্যেও এই মত। এক শ্রেণী বাহ্যবস্তু করে, অন্য শ্রেণী তা করে করে। এই হল 'মন' শব্দের অর্থ। এই অবস্থার প্রথম শ্রেণী নির্দেশ দেন: 'অহমেব ইদ দেবাঃ' অর্থাৎ আমরা বাহ্যবস্তু অর্চনা করেই দেবতা। আরেকটি একদল পরিচিত হলেন 'দেব'রূপে, অন্যদল 'অসুর' রূপে—'অসুর' হলেন 'সুর'-এর বিপরীত।

এখনে অবশ্য সমস্যার দুটি দল দেখা যায়। একটি দেবতার অনার্য আরাধনা'—এদের তিনি ব্রাত্য, অনার্যের 'ঈয়' বা ওর্ক। প্রথমটিতে আছে পশুবৃত্তির অনুকরণ ও 'আবেশ'; দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক বৃত্তির অনুকরণ ও 'বিশ্লেষণ'। এরা 'দেবী' ও 'বৃত্তি' নামে পরিচিত। তুলনায় একটিকে বলা হয় ভাবাত্মক (Intuitional) বলা, অন্যটি বৌদ্ধ (rationalist) জাতি।

(খ) দেবতাদের বস্তু: দেবতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা-অনুষ্ঠানে, আর অনুকরণ পার্থিব ভাবে। মূলে আছে মূল শুরু হয় ২৮৫০ খ্রীঃ পূঃ আর শেষ হয় ২৮১৮ খ্রীঃ পূঃ। মূল শেষ হয় ৩২ বছরে এবং খৃ-পূর্বের মধ্যে শেষ নিয়ত হয়। এতে বলা হয় প্রথম হয় পশুবৃত্ত এবং অনুকরণ ঔপনিবেশে পার্থিবে হল (A. K. Majumdar—Early Hindu

India, vol. I, 1981, pp. 29, 119-120; ঋগ্বেদ, VII, ৫.৬; X-157.4)। অনুবরা 'রাত্রা' বা বহু জনবসতে—"অত্রা" এখনে যেত। অনুবরা যেখানে নিত্য অবস্থান, যেখান থেকে অনুবরেরা। পাণিনি (৬.১.১৬০) অনুর ক্ষেত্রে 'উচ্চ' যোগকে যেখেছেন অর্থাৎ নিত্য ব্যাপ্ত আর ক্ষেত্রে। বৈদিক যুগের শেষে অনুবরা যেখানে থেকে আলাদা হয়ে ক্রমশ পূর্বের দিকে চলে—পাঞ্জাব ও যুক্তিপ্রদেশে। পরে এঁরা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ব্যাবিলনের ৫২২ খ্রিঃপূঃ যুগে। এঁর নাম আমেরীয় সম্রাজ্ঞ এবং রাজধানীর নাম হয় অনুবরু নিজেদের নামানুসারে টাইগ্রিস নদীর তীরে। এখিয়া মাইনর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সাম্রাজ্য। ক্রমশ ফেকে দুনিয়ায় এসে স্থাপন করেন মুয়েসিয়া, ফ্রাকিয়া যেসোপোটেমিয়া (অনুদাশঙ্কর রায়াবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮-২০, ৪১-৪৮)।

রাজেন্দ্রকুমার বলেন যে ক্রমানুসৃষ্ট বর্ণমালাটী উত্তর ক্রমত থেকে প্রাচ্যজাতিরা ও পাশ্চাত্য ঔপনিবেশ স্থাপন করেন (Science of Language II, p. 170)। ঋগ্বা (১১.৪৪.১৩; ৪.৪৬.১) উত্তরাঞ্চলীয়ে (আবেস্তায় ঘ্রাংহ) উল্লেখ করে বজ্রেশ্রী ও বজ্র-বিশুদ্ধদের মধ্যে যুদ্ধের। ক্রমানুসৃষ্ট নিজেই বিশ্বাস করেছেন এই বলে যে ক্রমত তাঁদের অর্থাৎ অনুবরদের পরিচয়ের করেছে। সত্য কথায় বিষয় এই যে ক্রমতে ফেকে অনুবরদের উপরে। কিন্তু ক্রমানুসৃষ্টরা অনুবরদের (ক্রমবরদের) স্থান কেন ফেকেদের উপরে। তাদের প্রস্থানের ঘটেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূর্বে নয়। অনুবরদের কথা বাদ দেখেন ক্রমতে তাঁরা যেখেন এসেছেন, মেসোপোটেমিয়া ও ইরানে। কেউ কেউ বান ক্রমতেও ও ফিরেছে। ক্রমতে আসার নেম কথিত ক্রমতে। এই ভিন্ন পাওয়া যায় যেখানেদের দুর্গের পরিমিতি হিসেবে। দুর্গপুরের যেখানেদের দুর্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পুরু আয়ত হয় ২৭০০ খ্রীঃ পূঃ এবং ৩৫ ফুটের নিচে। তাদের এ সময়ের কথা পূরা।

(খ) আর্য-অনার্য বিতর্ক: পরবর্তী স্তরে ৩৫ হয় আর্য-অনার্য বিতর্ক। আগে বলা হয় যে আর্যরা এসেছেন পশ্চিম থেকে পাঞ্জাব হয়ে। ক্রমবরদের এই পরবর্তন ফেলে না। যেখা যেতে যে ক্রমবরদের মধ্যে ক্রমবর-ক্রমবর বিশেষ যা ক্রমবরীয়। এই ক্রমবরদের স্থাপন করেছেন ব্যাবিলনে একটি রাজ্য ১৭৬০ খ্রীঃ পূঃ। ক্রমবর হিট্টাইট-হিট্টাইট হুরিয়ানের (১৩৫০ খ্রীঃ পূঃ)। সংস্কৃত থেকে কিছু শব্দ স্থান যেতেছে হিট্টাইট বলিয়-রচনাতেও, যেমন 'ঐক', 'সপ্ত' যা সংস্কৃতে 'একা' ও 'সপ্ত'। কিন্তু ক্রমবরদীয় 'ঐক' ও 'হপ্ত' নেই (L. H. Gray—Foundations of Language, p. 309)।

তবু ক্রমত যায়। যেতে এমন ফেকেও প্রমাণ নেই যে আর্যরা এসেছিলেন পশ্চিম থেকে। বৈদিক আর্যরা নিজেরাই সপ্তসিন্ধুকে ক্রমে ক্রমতের প্রাচীন নিবাস (দেব-বিহিত দেশ) বলে বিশ্বাস, ক্রমবরদের ঐতিহ্যদিকে এঁরা সমর্থন করেছেন (X. 75 5) "আমার পত্না", "আমার বধূরা", "আমার সন্ততি" বলে। ফেকেও বিদেশির অনুপ্রবেশ এ যাবতের হয় না। তৃতীয়ত, ক্রমা সমস্যা আর্যদের অভিবাসন প্রমাণিত হয় না। চতুর্থত, বৈদিক সাহিত্য কল আর্য ক্রমের প্রাচীনতম নিদর্শনী। তথাকথিত আর্য বৃদ্ধদের অন্যান্য থেকে এরকম ভিন্নতা পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আগে ভীষ বলেন যে ক্রমত ভারতীয়দের অনেকেই এই দেশের প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাইরে থেকে। এঁরা অনুশীলন করেছেন ভীষদের ক্রমত তার নৃতাত্ত্বিক ভৌগি করেছে (Census of India, 1931, Vol I, Part III, p. Man, 29, 1936)। আগেই আর্যদের বহিরাগমন যেখে টেকে না।

(গ) ক্রমত: 'ক্রমত' শব্দটি নিয়ে ক্রমের ক্রমত ক্রমত হয়েছে। এ এসেছে 'ক্রমত' থেকে, যা থেকে ক্রমমান হয়েছে ক্রমতিবন—ক্রমের দৃষ্টিতে ক্রমের প্রথম মন্ডলের ১৬৩তম সূক্তের ৮ম ঋক্-এ। ৩য় পরুতেও (১৬/১৫) নক্ষত্রের ক্রমত্বের হয়েছে "ক্রমত ও ক্রমতিবিদের"। পাণিনির ক্রমে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে "ক্রমত + ক্রম্" থেকে। 'ক্রম্'-প্রত্যয়ে কৃদন্ত 'ক্রমমান' অর্থাৎ ক্রমে ক্রমত্বের। সেজন্য বলার 'ক্রমত' ক্রমমানুষের ক্রমত্বকৃত অর্থাৎ নিত্য ক্রমমানুষের ক্রমমা বা ক্রমমানিক। এখানে আর্যদের সম্বন্ধে, তবে বৈদিক আর্য ক্রম (ক্রমমান শর্মা—Magadhan Literature, 1973)। এঁদের কথা আগে আর্য যেখেন ১৫শ খণ্ডে। এ ক্রমত্ব পুরুষ ক্রমমানুষ—ক্রমমান ও ক্রমিয় যেকে দুন-এ ক্রমত্ব পুরুষ যেকেছিলেন। ক্রমত্ব পুরুষ যেকেদের ক্রম, সমস্ত ক্রমমা ও সমস্ত যেকেদের তাঁর ক্রমমানুষের করেন—তাঁর সঙ্গে ক্রমমান যেমন বাজার সঙ্গে ক্রমমান করেন তাঁর ক্রমমানেরা। ক্রমমানিয়ে (১.৩৮; ১০, ২১-২৩) অবিশ্যি বলেছেন যে এঁরা উপনিবেশ ক্রমিত। এতে যেকোন ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলা ক্রমমানা।

(ঘ) ক্রমমা ক্রমর্ম: ক্রমত্বরা বেদ-বিরোধী। তাঁরা করে তুলেছেন ক্রমমান, যা ক্রমমাকেই নাস্তিক্য। ক্রমমানীয় ক্রমমিমানা ক্রমমা সমস্তেই কিছু বিষয়ে নিন্দা করে ঐশ্বরিক করেছেন। এমনকি ক্রমমানেই পরিপূর্ণমান ক্রমমানে এজন্য সমস্ত করে ক্রীমন করেছেন। ক্রমমা 'পূর্বপক্ষ' শব্দটী ক্রমমানে 'উত্তরপক্ষ' এবং 'সিদ্ধান্ত' শব্দটী হয় না। বৃহস্পতি-ই এ ক্রমের ক্রমর্তক এবং তাঁর ক্রমত্ব নাম বৃহস্পতি সূত্র (৬০০ খ্রীঃ পূঃ)। বৃহস্পতি মনেকেন যে স্বর্গ, ক্রমমর্গ বা পরলোকমানী ক্রমমান ক্রমিত নেই। ক্রমমান্তমি যেকেও ভিন্নতা ক্রমমানক হয় না। ক্রমিত্রেয়, ভিন্ন যেক, ভিন্ন ও ক্রমমানেমন কৃষ্টি-সৌক্রম-ভিন্নমেরই ক্রমমিমিত ভীমিকা। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে যায়—একথা যেকেদীরা মনে করেছেন। তা যদি হয় তবে, প্রশ্ন করেন চার্বাকেরা: যজমান যেন নিজের পিতাকে মেরে যজ্ঞে নিহত করে না? তাদের বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে উপনেতা যেতেমার্গে অনুচর ক্রমমানের জীবনোপায় যায়, তাদের নিন্দু নয়। যেকের মতে তিনজন—৩৫, পূর্ত ও নিমমান। বৃহস্পতির কথা পাওয়া যায় না। বলা হয় যে চার্বাক মতের প্রথম প্রবর্তক ক্রমিত যেন কমলী (৫৫০-৪০০

হীন পুঃ)। তাঁর মতে দান, যজ্ঞ, ঋণ বলে কিছু নেই। সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল-বিপাকও নেই। ইহলোক-পরলোক নেই, জীবমাত্রই মাতা-পিতা ভিন্নিষ্ঠিক। জগৎ যেন স্বয়ংক্রিয়—ক্ষিতি, জল, তেজ ও মরুৎ বায়ুর আপ আপ প্রকৃতির ফলে। ঈশ্বর বা ঈশ্বর নেই। প্রত্যক্ষই প্রমাণের একমাত্র উৎস, অনুমান প্রমাণ নয়। ক্ষিতি, জল, তেজ ও মরুৎ সংযোগে সৃষ্টি উপাদান। বৃদ্ধিমত্তা অনুসরণে পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন, যেমন দান বা তৈরী ঘর পাল, সুপুরি ও সুতোর সমবায়ে। এ হল পূর্বাচার্যের অনুমানের থেকে বুদ্ধির পথ। এ অন্যের সমালোচনা হয়েছে তিনটি প্রতিপাদ্যে—ঈশ্বর, বৌদ্ধ ও জৈন। ঈশ্বরের এ এক যাহা কীর্তি (বিস্তারিত পড়ুন—ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১১-১৪; ৫১-৩৩; Radhakrishnan/Moore—A Source Book in Indian Philosophy, Chap/VII).

(ii) বাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ: বুদ্ধদেবের জন্মের ছয়শতের 'আম্বেদকর'। এ ঘটনা চিত্তার পরিবর্তন। অসংখ্যের ঈশ্বর-বিশ্বাস পরলোকের ভয়ে ব্রাহ্মণদের হাতে পড়ল। আবার ঈশ্বর বিশ্বাস-প্রতিষ্ঠানের সমাহারে এ অবহীকৃত হয়ে লোকদের অর্থাৎ লোকদেরো ঈশ্বর হয়ে ওঠে। এই ঘটনা কর্তৃত্বের ফল অসংখ্য। এতে পূর্বকথা থেকে অসংখ্য কর্তৃত্বগুলি সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরে ব্রাহ্মণী, ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়ানী, ক্ষুদ্রবৈশ্যানী, শূদ্রাণী, নৈরাত্মানী ও ছেত্রানী। তবে এখানে বৌদ্ধ নয়, অসংখ্যিত নয়, কিন্তু অসংখ্যিত ও লোকেরে। এখানে কর্তৃত্বের নেই, ক্ষুদ্রত্বেরও নেই; পাপ-পুণ্য নেই, কর্মফল নেই; স্বর্গ-নরক নেই, জন্মান্তর নেই। নেই বর্ণাশ্রম, ক্ষত্রি ও দেবতা এবং প্রত্যেকের বাইরে কিছু। তাদের অনুসরে মতে অসংখ্যের 'ব্রাহ্মি বাহুতঃ ক্ষত্রিয়ঃ'' অর্থাৎ পৃথিবীর সবকিছু বিনাশ করেছেন।

ব্রাহ্মণ সমাজের অর্থাৎ সমবয়স্কদীক্ষিতদের থেকে আলাদা করে যেসব তাঁরাই 'ব্রাত্য'। ব্রাহ্মণ সমাজের অভিধায় ভাগ করে ওঠে 'ব্রহ্ম' ও 'ক্ষত্র' নিয়ে। তাদ অভিধায় ভাগে হল 'বিশ' বা সমবায়ভাগ। এঁরা বিশের বৈশিক ও অর্থনৈতিক ভাবনার প্রধান ক্ষেত্র। ব্রাত্যরা পরিপালন করেছেন: ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির যেন হল কৃষ-পাকাল। ব্রাত্যেরা তার বাইরে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি ক্রমে পুরুষ দিকে ঝুঁকিয়েছে। ফলতে বিশে ওঁদের কাছে মাত্র পেয়েছে তাঁরাই ব্রাত্য। সংঘর্ষ সমন্বয়ে গৌরবে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির জন্মলাভ। পরবর্ত ব্রাহ্মণ শব্দটি হলেছে (১৩০১১৩) অর্থাৎ আনুন সভ্যতীয়ন (৭৩৫৩৩) এলাকে আসছি। এই পুরু যেন বৈশিষ্ট্যের মতে ব্রাহ্মণ-বর্ণিত—যে যেন যেন ব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় (১।১।৩১) (অনির্বাণ—বেদ গীতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩-৮৪)। ব্রাত্যরা বৌদ্ধ (Rationalist) বলাও যায়। এঁরা বিশের আত্মবাদী, যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্রাহ্মণী। একটির নাম 'ব্রাহ্ম', অন্যটির 'বীরাত্ম'।

ব্রাহ্মণীয় সমাজটি অন্যান্যদের টেনিয়ে যেখানে অসংখ্যের সমাবর্তে। এ ঘাসাদের ব্রাহ্মণটি পৃথিবীদের উপাদান। ব্রাহ্মণের ভাগে বিশ্বদের তিনটি উপাদান—ব্রাহ্মণ; যেমনবাদ; ব্রাহ্মণবাদ। প্রথমটির তিনটি মূল উদ্দেশ্য—(১) সর্বং পবিত্রং ব্রহ্ম অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম; (২) অহং ব্রহ্মোস্মি অর্থাৎ আমিই বা আত্মাই ব্রহ্ম; (৩) তত্ত্বমসি অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম বা আত্মাই ব্রহ্ম। এই তিনটি মহাবাক্য। বিতীয়ের অর্থাৎ যেমনবের মূলসূত্র তিনটি—(১) ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ (reality); (২) জগৎ মায়া বা মিথ্যা; (৩) জীব ও ব্রহ্ম একমাত্র আত্মা, বিতীয় হতে ব্রাহ্মণীয় তাঁরাই উপাদান, আর তৃতীয় হতে এরা যজ্ঞ। তৃতীয়ের বা ব্রাহ্মণবাদের মূল কথা তিনটি—(১) অপূর্বের বিধান; (২) যেমন প্রত্যক্ষবেদতা; ও (৩) যেমনের ক্রমোন্নত যজ্ঞ পূর্তির পথ। এরা মতে কী অর্থে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, নর ও নারীর এবং অন্যান্যদের অন্যান্যদের অসমতা অনুসরণের করা যায়? এ সমস্যে পরবর্তীকালে অনেকে যে ব্রত করেছেন, তাদের তিনি ব্রাহ্মণ সমাজের সব অধিকারের বঞ্চক ও শত্রু। এটা বিশ্বাসের যে তাঁর সুকৃতির প্রতিক্রিয়া করা পড়েছে এবং ব্রাহ্মণাবলী বা অনুবীক্ষণের অন্যেও তা করা পড়েছে (Dr. Ambedkar—Writings and Speeches, vol. 4, pp. 284-87). এই কারণ বিশ্বাসের বাবাসাহেব অসংখ্যের বিরোধে বাবাস গ্রন্থেছেন। তাই ড. আম্বেদকর তিনি বলেছেন: ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিজীবী কখনই নন (Dr. Ambedkar—Who Were the Sudras? 1970. Preface XX)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ঈশ্বরের বিশ্বাসবাদ এখন থেকে সংস্কৃত অন্যের থেকে যেমনভাবে দূরে বিশ্লেষিত।

॥ দুই ॥

ব্রাত্য সংস্কৃতি

আগেই বলা হয়েছে যে ব্রাত্যরা যেমনিবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপন্থী। এঁরা বুদ্ধিবাদী। এঁদের সংস্কৃতি জানার আগে জানতে হবে সংস্কৃতি বিশ্লিষ্টটা কী। এখানে তিনটি শব্দ উল্লেখ্য—সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। যেসব বুদ্ধিবাদ যে কৃষ্টির লক্ষ্য তাকে বলে সভ্যতা। আর সভ্যতার বিশ্লেষণ যাই তাকে বলে সংস্কৃতি। আর আগে কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় কৃষ্টি ওটে তাই হল কৃষ্টি। এখন এদের উদাহরণ, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কৃত নগরীটি প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার পরিচায়ক। অসমবাদীর প্রাচীন বিশ্ব সংস্কৃতির উদাহরণ। আর এই আর বিশ্বে আমাদের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আমরা কৃষ্টির পরিচিতি (বেদোপনিষদ যুগ—যেমন বেদের ও কৃষ্টিবাদ, ১৯৫৫, কৃষ্টিবাস)। সংস্কৃতির ইংরেজি পরিভাষা culture: এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "কমল-ফুটবে পাঁকটাকেই মূল বিশে, আর এর থেকে যে আলো টিকরে পড়ে তাকেই মূল বলাযায়। পাঁকটার জন্য আছে, আলোর জন্যে নিই' (৪.৫—১০, যেমন রবীন্দ্র, পৃঃ ২৭৯)।

এই আলোকে রবীন্দ্রনাথ আলোও বলেছেন (৪.৫—১০, পরিচয়ের পত্র, পৃঃ ৪৪৪)। তাঁদের ব্রাহ্মণ আমল যেমনের

ভালো আছে বিশ্বাস, আশা চেষ্টা। তবে অনুভবের পূর্ণ প্রকাশের জন্যে, তার সঙ্গের অনুভবকে সমাজমনে আরো গভীরে প্রবাহিত করার জন্যে আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। তার দৃষ্টির ক্ষেত্র আছে চারে বাদে আলিম-অবধারণায়। কিন্তু তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সর্বাংশে, এখানে তার আত্মসত্তা সংস্কৃতি, সে তাকে আত্মসাৎই সমাজরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন 'আত্ম সংস্কৃতি বৈ শিল্পানি'।

এই আত্ম সংস্কৃতি থেকে উঠেছে বাংলার। প্রথমে এ শুরু হয় সর্বাংশে। তারপরে আসে বৈষ্ণবধর্ম, পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বাদ ও ধর্ম সংস্কৃতি, লোক বা জন প্রকৃতি, ব্রাহ্মণ্যেতর সাহিত্য এবং মিলিত-যুক্তি সাহিত্য। এসব এসেছে পরিনিষ্ঠিতে। আর এ আর সংস্কৃতি কৃষ্ণের দুটি মূল। তবুই সার্বভৌম সেই ভাষাকে। তার প্রকাশ পায় সংস্কৃতির লক্ষণ আর তার যা আত্মসাৎই তা বিস্তার লাভ করে। উভয়ে মিলে গড়ে তোলে সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সম্প্রতি পণ্ডিতেরা নৃতত্ত্বিক ধর্ম বলে অভিহিত করেন এবং আজও এ হিন্দু সমাজের নিত্যের। ফলে এ দেশ এখনও সমাজতন্ত্র নতুন ভাবে উদ্ভিত হতে পারেনি। সংস্কৃতির সঙ্গে পার্থক্য আছে ধর্মের। ধর্ম সংস্কৃতির একটি অংশ। অনুভবের ভাবং ও জীবনবোধই তার ধর্ম। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা মনে জাগে, সেটিমুটি তারই নাম ধর্ম। এর কিছুটা ব্রহ্মাণ্ডের আনুকূল্য। কিছুটি আকাশ-অনুভবের অন্তর্ভুক্ত। সেজেন্যই অধিকাংশ এবং প্রথমটি ভাগ্যাংশ। এদের সমন্বয়ের সমাজ থাকে সৃষ্টির। ফলে ধর্ম যেখানে বিচিত্রশীল, সংস্কৃতি সেখানে ঐক্যশীল।

(ক) ভাষাবিদ: আগেই বলা হয়েছে অনুভব-ভাবনার কথা। এঁরা সমাজীরা দেখিয়ে আসেন বাহ্যিকে ও মনে তেমনি ধর্মসংস্কৃতি ও সাহিত্য। প্রথমেই ব্রাহ্মী (অশোক) লিপি আবিষ্কৃতির হয় খৃষ্টাব্দ লিপিতে (১০০-৩০০ খ্রী:)। পরে উদ্ভব হয় গুপ্তলিপির (৪র্থ-৫ম শতক)। উত্তরাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল লিপি দেখা দেয় ৬ষ্ঠ শতকে। পূর্বাঞ্চল লিপি থেকে উদ্ভূত হয় নাগরলিপি ও কুটিললিপি ৭ম শতকে। প্রথম শতাব্দীদের (১৭৫-১০২৬) সময় থেকে আদি বাংলা লিপির বিকাশ লাভ করে—Asiatic Society-তে রক্ষিত পুঁথি সং ১১১৩ এই পরিমাপক—এর লিপিকাল ১৮০-১৮১ খ্রী:। এ 'গৌড়লিপি' নামে অভিহিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে গৌড়রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ। বাংলা লিপির প্রাচীনতম পূর্ণবিকশিত রূপ দেখা যায় বরীন্দ্র সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বিজয়গুপ্ত দেবের পদ্মপুরাণ। এই রূপকে মহাসমারোহে বলা হয়েছে "বরেন্দ্রলিপি"।

এবার ভাষাবিদের কথা। এ তিনটি সংস্করণে ভাগ করেছেন প্রাচীনের আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এ প্রকাশিত হয় "বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। পদকর্তাদের সংখ্যা ২৪। সর্বসমেত ৫৩/৫৪ গান পাওয়া গেছে। চর্যাপদের আবিষ্কৃত হয়েছিলেন ৮-১০টি পদকর্তার নাম অর্থাৎ অর্ধেকের, দোহাকোষ ও মহীপালের রাজত্বকালে। চর্যার তারা ১০৪ ও ১১শ শতকের মানুষ। মূল ভাষা অপভ্রংশ-অবহট্ঠ। লোকমুখে টীকে-টীকে অন্তরঙ্গতায় পাবে, বাংলায় প্রাচ্য বাংলায় (Proto-Bengali) পরিবর্তিত হচ্ছিল। চর্যার মুনিদত্তকৃত টীকা রচিত হয়েছিল ১২শ শতকে। মূল চর্যা ও টীকার লিপিকাল ১৪শ শতকের। দ্বিতীয় সংস্করণটি করেন সাহিত্যাচার্যের। তিনি বিশ্লেষণ করেন ৫টি নতুন পদির সন্ধান—হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত ও অনুবাদ। পদের সংখ্যা মোট ১৮। এখানে তৃতীয় তার একটি সংস্করণে আছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ৬৮টি পদের সংস্করণটি 'কাব্যসংগ্রহ' (১৯৬১) নামে প্রকাশ পেয়েছে। আছেই তিনটি সংস্করণে মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬২'/-।

চর্যাপদির সাহিত্য সমালোচনের জোয়া। তত্ত্বগুলির বিষয় মোটামুটি আলোচিত। এতে আছে-বুদ্ধ, বুদ্ধ-বুদ্ধের জোয়া থেকে মুক্তির টীকনা আছে—পরমার্থ সত্য উপলব্ধির জন্য গুরু-অনুগ্রহের নির্দেশ আছে। এ সন্ধ্যা ভাষার অর্থাৎ আলো-আঁধারির ভাষার জোয়া—কারির জোয়া বন্ধ, কারির বাধ না। সন্ধ্যা ভাষার উদাহরণ নীচে দেওয়া হল—

লৌকিক অর্থ	মূল পদ	সন্ধ্যা অর্থ
চাঁদ (১)	চন্দ্র	প্রজ্ঞা বা মানস জ্ঞান
চাঁদ (২)	শশধর	শুক্ল
সূর্য	সূর্য	জগৎ বা সমস্তজ্ঞান
জোছনা	জোহী	শুভ্রজ্যোতিঃ
ব্রহ্মা	বাম	বিজ্ঞানাত্মী
বিষ্ণু	রবি	কৃষ্ণনাড়ী
শিব	হর	শুক্লনাড়ী

সহজ পদ্মের উদ্ধারের জোয়ার মধ্যে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের তত্ত্বগুলির বিষয় করেছেন সবাই 'দোহাকোষে'। এগুলি হল—(১) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র—বেদের ও বেদোক্তির; (২) 'আচরিত' (অর্থাৎ ধর্ম) তন্ত্র-মন্ত্রপূজাদি বৈধ ও কায়ক্লেশ; (৩) কর্মফল অর্থাৎ কৈ ফল; এবং (৪) প্রচলিত পূজা বৌদ্ধতন্ত্র—লৌকায়িক ও মহাযান। তবে ব্রাহ্মণ্যের বিষয় অল্পের। এরা অবশ্যই বড়ো জানে না। শুধু শুধুই তারা অনুভবে পড়ে। আচরণ নেই, অভিধের জোর তবে তবে তীব্র যৌবনে তারা ভেবের মতো পায়। একটি, দ্বিতীয় তারের কেন বাদের তবে প্রচলি হয়, পরমার্থের উপলব্ধি তবে। বিষয়ের তারে, তুলের পথে চালিত হচ্ছে। তারা জানে না যে ধর্ম ও আচরণ তুলাতুলা (সুকুমার সেন - ভারতবিজ্ঞান, পৃঃ ২৫৪-৫৬; চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃঃ ৪৩)।

(খ) বৈষ্ণব সংস্কৃতি: চর্যাপদের সাহিত্য সমাজ তত্ত্বগুলির বিষয় বৈষ্ণব সমাজের। প্রথমের মহাসুখ এখানে আসে রাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমে, এখানে বিলয় ঘটেছে নিত্য ও শাশ্বত। বৈষ্ণবের

উপাদান ও প্রকরণ অবলম্বনে এখানে আলোচিত হল নব-এ-সাহিত্য ঘোষ বাসন্তীকুমার মিলনে। মুখ্যত দুধরনের সাহিত্যই, সাহিত্য ও দুর্নীতি সাহিত্য। সহজ সাধারণ অর্থে 'আখ্যান'। আখ্যানের ভাল ও খারাপ দুই দৃষ্টিতে এ আলোচনা দিক। আখ্যানিক প্রকরণ পাওয়ার জন্যে তাকে উপলব্ধি করতে হবে খারাপকে তবে তবে। মুকুন্দরাম কবিতায় বলেন:

অন্যায়ীর প্রীতি ইচ্ছা—তবে বলি তার।
মুখ্যায়ীর প্রীতি ইচ্ছা—তবে ঘোর সার॥

কিন্তু সাহিত্যিকরা এতে সায় দেন না। তাঁরা বলেন যে প্রেম হল 'অন্ধে'র সেখানে তার। এমন ধারণাকে প্রেম হয় না। সাহিত্যিকদের মতে প্রেম উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ হল মুক্ত-আনার প্রেমকরণ যা নব-সাহিত্য তবে দেখা যায় বন্ধনে আর প্রেম। কবির ভাষায়—

এই প্রেমটিকিতে
বাঁধা হয় নব-নারী মিলন মেলায়,
কেহ কেহ হাঁসে, কেহ কাঁদে আবার।
কেহবারে যায় দিয়ে পাবি দিয়ে তারি
চিরকালে, চিরকালে যায় দিয়ে পাই
তারি দিয়ে কেহবারে—আর সব ফেলা!
কেহবারে চির ধনি, চিরকাল কেহবা।

(ঘ) ঘাংলার বাউল: বৈষ্ণব সাহিত্যের বাউলদের অবদানটি। বহুত ঘাংলার বাউলরা দুইজনের মনের মানুষকে। চিরিত্রোজন কেন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাউলদের যোগাযোগ ঘুঁজে পেয়েছেন। ব্রাহ্ম যা সর্বশেষ ঘটিলেন—সব দিক হলেছেন তাঁরা (অর্থাৎ যেন, ২)। 'বাউল' মানে পাগল—এঁরা কোনও তথাকথিত পাগলের মত থাকেন না। মুক্তো-মন্ত্রন এঁরা মনের মানুষ। বাউলরা সাহিত্যে সম্প্রদায়ের লোক। এই সাহিত্যিকের সঙ্গে যোগ আছে আখ্যানের কৈন্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যিকের। এই তিন সাহিত্যিকের যোগসূত্র চারটি বিন্দুতে। প্রথমত এঁরা সবাই আধ্যাত্মী ও সাধনাত্মক। দ্বিতীয়ত, আছে এঁদের ওপরে। তৃতীয়ত, যেন হল বিশ্বের প্রতীক। সবশেষে, সহজ হল সবার আছে। তৃতীয়ের সঙ্গেও মিল আছে এঁদের।

পরম হবেছে যেবেছেন—
আমি যোগার পর হাঁকে
আমার মনের মানুষ যেবে।
হারাবে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে যেবেই ঘুরে॥

সাধক কবির যেমনের ছড়িয়েছেন আর-পাশের বিশ্বে—

সব যেবেছে কল, সাধার কি আর সাধারে।
আমার মনে, মানীর কি ধন, যেবেলাম না এই সাধারে॥

মুক্ত বিশে হয় মুক্তিমান,
মানীর তবে কি হয় বিধান
আমার চিনি চৈতন্যের প্রধান
বাউলী চিনি কী প্রকারে॥

বাউলরা মনে করেন যে মানুষের অস্তিত্বের প্রকার পর্ব অর্থাৎ তিনটি অবস্থা। সাধনের পূর্ণ মূল বিন্দু ৫৪ হয় অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি। আখ্যানিকতা অর্জন করা যায় না। এ জন্যে এই দুটি মূল থেকে। সাধক হল পরম অবস্থা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবস্থা তেমনি। এখানে বিলিত হয় এক বিন্দুতে অবস্থি, ঘন, সুকৃতি ও দুর্নীত অবস্থা (Anirvan—Letters from a Baul pp. 3-4)।

(ঙ) নাথ সাধনা: দ্বাত্রাবা পরে নাথ সাধনার বিশু হল। নাথ ঘটিতে পাওয়া তথ্যের বিভিন্ন প্রকরণে, এরকটি নেপাল ও তিব্বতেও। এ এক যোগসাধনা এবং প্রবর্তনের উপাধি যেন 'নাথ' নাম অর্থ 'প্রভু'। এর প্রধান অবস্থান উত্তরবঙ্গ উত্তর-পূর্বাঞ্চল। ভাষা ও উচ্চারণ সূত্রে এই সাধনা প্রধানত স্থানে ঘটিছে পরে। যোগতন্ত্রীদের অবিশ্বাসে এ আরও যোগসাধন হয়। নাথ সাধনা এক ধরনের বৈধ সাধনা। বিশ্বের পরম পুরুষকে বলা হয় নিরঞ্জন, শূন্য। সৃষ্টিতত্ত্ব ঘোগাযোগিত হয়েছে অবধেন (X ১২৯) বর্ণিত সৃষ্টির অন্তে। পঞ্চভূত আদি বিশ্ব অবস্থান। আদুনা-বাদুনা আধারে এ পরিবেশে উপাধানে। নাথ মূল বস্তু হল অবলম্বনী ও তার পুত্র যোগীসূত্র। এই অবলম্বনকে বলা হয় আদ্যাশক্তি। এঁরা মুক্তির সঙ্গে পাঞ্চা লড়তে চান। এঁদের মতে জীবমুক্তি ও পরামুক্তি—দুটিতে পরে আর পুনর্জন্ম হবে না।

(চ) ধর্ম সাধনা: দুর্নি বিজয় (১২০২ খ্রী)-এ হবেছে বিশ্লেষিত। এ একদা আবার যোগেছে পালবংশটিকে এবং বিশেষত পুরোহিত তত্ত্বে। 'শূন্য পুরাণে' এর আখ্যান আছে। ধর্মের পরম হল শূন্যতা। এরই আর এক নাম নিরঞ্জন। তাঁরই হবেছেন মহাযান ও পুরুষোত্তম। ধর্ম আর অবেন বিভিন্ন নামে, যেমন বিষ্ণু, আদ্য, সূর্যদেবতা ও সর্বত্যুত। অর্থাৎ সমন্বয়ধর্মী আছে। এই সাধনার মূল সূত্র এই যে, 'শক্তি ছেড়ে শক্তি জন্মায় না'।

(ছ) লোকসাহিত্য: বিভিন্নস্তরের মৌখিক রচনা যখন লিখিত হয়, তখন তাকে বলে লোকসাহিত্য। বঙ্গদেশ আদি থেকে বাংলার নানা অঞ্চলিতি, যা পরে মৌখ ও মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। এই সংস্কৃতির আদি উপাদান হল লোকসাহিত্য। বাঙালিরা প্রধান অধিবেশ পরিবেশে। 'মহাভারতি, ঐতিহ্যের' এ বিশ্বে আছে। 'আদ্য' ও 'অনুদ্য' আদ্য উপাদানে। আদ্য-পদ অধিবেশী উপাদানে। এখানে অধিবেশ আছে অধিবেশ এবং আরও বিশ্বু। এ কারণে বিশ্বু-মুসলিম সংস্কৃতি এখানে এধিবেশে।

(খ) আদিবাসী সংস্কৃতি: ভারতের প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়—ভারতীয় (ভারতীয়), দ্রাবিড় (দ্রাবিড়ীয়) ও ভারত-চীনা (ভারত-চীনা)। ভারতীয় শ্রেণীর আদিবাসী মানুষ পরিচিত। এঁদের সংস্কৃতির উল্লেখ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, মুণ্ডা, খোসা, টোটো, ওরাওঁ, সাঁওতাল, মারো, খাসি ও নাগারা।

(গ) তালিকা-ভুক্তি আন্দোলন: এই তালিকা-ভুক্তি আন্দোলনের ফলে বিকাশ তালিকা-ভুক্তি সাহিত্য। আর এ শুরু হয়েছে ১৯৯০ থেকে। তালিকা-ভুক্তি সাহিত্যকে বলা হয় সংক্ষেপে তালিকা সাহিত্য। ভারতের জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ প্রকৃতি ও শোষণ প্রক্রিয়া থেকে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্যে হয়েছে এ আন্দোলন ও সাহিত্য। অন্যভাবে বলতে গেলে এখানে 'তালিকা' মানে কোনও 'জাত' নয়। এই সাহিত্য বিকাশে রয়েছে বিবর্তন ও শোষণের বিরুদ্ধে আজ চলছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। তালিকা সম্প্রদায়ের 'আমাদী শতাব্দী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ভারতের স্বরূপটা—

স্বরাজে কারা মহান কে?
ব্রাহ্মণ।
কারা?
ব্রাহ্মণেরা।
কী হেন আচরণ?
শাসন।
কিসের?
ভণ্ডী চতুর ভণ্ডী আর
শ্রেষ্ঠের।
আর?
ধূর্ত্ত।
কারা?
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম করে
নিরক্ষের ভাত খেয়ে
জাত খান মারা।

III ভারতের ভাষাধিপতি

এ পর্যন্ত হয়েছে ভারতবাসীর ও ভারতবর্ষের সংক্ষেপ। ভারতবাসী মনুসংহিতার অন্যায়ে পুষ্ট হয়েছে এবং বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে এখনও। ১৯৫০ সালে এসেছে নতুন সংবিধান আর্থাৎ 'ভারতের সংবিধান'। এতে এসেছে নাগরিকদের জন্যে নানা বিধান, সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব আর ভারতের জন্যে 'সংরক্ষণ' বিভাজনের ও সমতার মনুস্মৃতি ক্ষেত্রে [মনুস্মৃতি ১৫(৪) ও ১৬(৪)]। কিন্তু এই সংবিধান প্রণয়িত হতে পারছে না, মনুস্মৃতী আধিকারিকদের বাধা দেওয়ার। সমস্যার তিন কারণ—প্রাচীন পরিবেশ, নানা পরিবেশ ও ধর্ম পরিবেশ—রয়েছেন মনু প্রাচুর্যে, যাঁরা ভারতবাসীর ধারা বিশেষি। আজ প্রায় ৫০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে ভারতীয়ের পরে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতের এখনও পারনি সংবিধানে উল্লেখ ব্যবহার। আর প্রজাতন্ত্রের নাম বিনাম ও সমতাও পারনি আনতে প্রধান। এ দুর্ভাগ্যের বটে!

শ্রীযুত এই ধারা বিশেষির স্বরূপ তুলে ধরা যেতে—

(১) 'অভেদ' কর্ণন: 'মনুস্মৃতি' হল ব্রাহ্মণ্যবাদের বেদ। এতে তুলে ধরা হয়েছে ব্রাহ্মণদের প্রধানতা এবং অন্যান্যদের নিম্ন বিন্যাসের পুত্র ও নারীদের। ড. অম্বেদকরের নেতৃত্বে মনুস্মৃতি পোড়ানো হয় ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর। মনুস্মৃতিতে বলা হয়: "মনুস্মৃতি প্রত্যয় উপযোগী নয় এবং তাকে পবিত্র গ্রন্থও বলা যায় না। এ গ্রন্থে রয়েছে সামাজিক অবিচার ভিত্তিক বাধার প্রণালী"। ব্রাহ্মণদের ভেতরে যোগদা করেন জ্ঞানি ভলতেয়ারের ভাষায়: "আমরা আমরা অমরত্ব"। ব্রাহ্মণদের জাতিভিত্তিক বিশেষত্ব যাদের চোঁয়া যায়ন, দেখা যায়ন ও করে যাওয়া যায়ন তাদের প্রতি যে অসম্মান ও অবজ্ঞাসূচক আছে মনুস্মৃতি তাকে শুধু ধর্মকীর্তির ভাষায় বলা যায়: "বিশ্ব ব্যাপকতায়"। বহুত এতে এদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ হয়েছে। ব্রাহ্মণের—ব্রাহ্মণ (ও বি বি); ব্রাহ্মণ (তপশীলী জাতি) ও ব্রাহ্ম ভেদ (তপশীলী উপজাতি) প্রতি ঘৃণা প্রকাশ উচ্চশ্রেণীর নাম এমন একটি নামসিকতা গড়ে উঠেছে, যার নাম 'অভেদ কর্ণন' (Philosophy of Inequality)। এ নামকরণের অবশ্য প্রক্রিয়ন সূত্রি, যা নীচে দেখানো হল—

ব্রাহ্মণ্যবাদ—সব ব্রাহ্মণ্য শ্রীযুত যাবেন।
উপরত—ক, খ, গ ব্রাহ্মণ (বন, ভন, ভৌন)।
নিম্নস্থ ('অভেদ')—ক, খ, গ শ্রীযুত যাবেন।

এভাবে মনুবাদীরা 'ঘৃণা ভাবিয়ে মনুষ্যের প্রধানে মনুষ্যে' এবং এ এখনও হচ্ছে। আর ব্রাহ্মণ্য রয়েছেন এই ঘৃণার শিকার।

(২) মনুবাদীদের পক্ষপাত: ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যার রাংলা ও আসামের অফিসার এ. ই. গেইট তাঁর রিপোর্টে (Census of India Vol. V., Part I. Report) অন্তর্ভুক্ত (Appendix: the depressed classes) '(শব্দটি) ব্যবহার হয় সামাজিক প্রাক্তনকালে অবস্থান, পতিত, জাতিচ্যুত বা অনুপযুক্ত উচ্চবর্ণের সমাজের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদানপ্রদানে। এ সমস্যা হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত। সমস্যাটি সেইসব হিন্দুসমাজের কথা তার দৃষ্টিপাতে রক্ষিত এবং কখনই সামাজিক উৎকর্ষে সামাজিক বিবেচনা বা আদানপ্রদান ছিল অর্জনে আসন—যা উচ্চতর বর্ণসমাজের তার অধিকার সামাজিক উৎকর্ষ

বাহিরেরকী (ঐ পৃঃ ৩১৩)। আর ট্রাভাঙ্কর হাইকোর্ট এই পক্ষপাতের নিন্দায়।

(৩) অনুন্নয়নের বৈষম্য: অনুন্নয়ন বিভিন্নতাবোধের (apartheid) সমার্থক। সম্প্রতি ক্ষত্রিয় জাতিরা থেকে ৫ শতাংশ রয়েছে, কিন্তু চাকরিতে ৫ শতাংশও নয়। এর উদ্দেশ্য এইটা প্রমাণ করা যে ব্রাহ্মণরা বিদ্বেষপরায়ণ জীব, পক্ষ-পক্ষ এঁদের অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব অনুন্নতরা। তাই যখন কোনও উচ্চ শ্রেণীর লোক বিভিন্নতক হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলি হয়ে ওঠেন, তখন তাঁকে বলা হয় এক জাহান তথাকথিত বিভিন্নতক, আর কোনও জাম্পুনা ওইরূপ হলে তাঁকে অভিহিত করা হয় 'জাম্পুনা বিভিন্নতক' বলে। এই দুটি ও সমশ্রেণীয় শব্দে উঠেছে হাজার হাজার বছর ধরে এক অনুশীলনে। এরা বোঝা হয় যে আগেই ব্রাহ্মণরা অনুন্নত আর তাঁরা যখন তুলনা তাঁদের জাতির বা সম্প্রদায়ের হয়ে। আর এও বলা হয় যে 'তাঁরা অনন্তকাল বিশ্ব মহাপুরুষদের সমান বা তাঁদের থেকে মহত্তর হতে পারেন না' (Dr. Ambedkar Writing and Speeches, Vol-5, P. 109)। এ মনস্তত্ত্বের সংবিধানের সমতার পরিপন্থী।

(৪) অনুন্নতীদের অবজ্ঞা-ঘোলাই: বিদ্বেষের প্রাবল্য ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্যে অনুন্নতীরা ব্রাহ্মণদের সব থেকে লোক নিন্দের করে যাচ্ছেন তাঁদের বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে। এঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যা অবজ্ঞা-ঘোলাইয়ের সমার্থক। ব্রাহ্মণবিরোধী অনুন্নতী—বর্ষণে ঘুরে বিদ্বেষের এক এক দেওয়াল সামে। এ ব্যক্তিবিদ্বেষমূলক মূল বাধার প্রক্রিয়া, অনুন্নতীরা অনুন্নত হেরেও সংখ্যাধিক্যে। অনুন্নতে মনে বাধার জন্যে মানে বিভিন্ন কৌশল করি-বিকিনি। তার অনুন্নতীরা এর নূতনের বিদ্বেষের ব্যাপারেও কথিকথনে। আনুন হাবুলিনি তাঁর 'অনুন্নত দেবা মাহারী বিষে' (পৃ. ৫৬-৭, ৮৭, ৭৯-৮২, ৯০) এর বলার কৌশলের উল্লেখ করেছেন—(১) সাহসর্কের বিধান; (২) সবলের উপর হস্তক্ষেপ বা অবজ্ঞা-ঘোলাই; (৩) বাগাসনিক বিধান; ও (৪) "নিদ্রা-সম্মোহন বিধান" (hypnopaedia)। শেষোক্তটিতে আছে সম্মোহক টীকা। সংঘের প্রবণতাকে এখানে আছে আখ্যায়িত হয়। ফলে ব্রাহ্মণরা বিদ্বেষিত হচ্ছেন এবং তাঁদের লোকদের নিয়ে নিয়ে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ আছে যে ব্রাহ্মণ আছে ব্রাহ্মণদের লোক এবং দুষ্টি হবে। প্রথম ভাগে আছে আক্রমণ ও পালা আর দ্বিতীয় ভাগে শ্রেণীসংগ্রাম। কিন্তু অনুন্নতীদের প্রশিক্ষণে প্রথমটিকে এমনই লোকাট আছে নেওয়া হয়েছে আর প্রধান হয়েছে শুধু দ্বিতীয়টির। এতে অভিযোগ হচ্ছে ব্রাহ্মণরা।

(৫) অবজ্ঞা-অভিযোগের ভূয়োভূয়ো: সংবিধানের ১৭তম অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা-বিলোপ ঘোষিত হয়েছে, তথা আর-আছে টীকা আছে। এ হল ঘোষণা সমাজে যাহাই আজও সম্ভিল, ঘোষণা জারি হয়েছে এর ফলে এবং তার অবজ্ঞাটি অস্পৃশ্যতা। আজকাল প্রয়োজন এই জাত-বিদ্বেষণের। আর এই জাত আজকাল থাকছে তার বজ্রনিষ্ঠও। তাই যোগ সরকার টীকা বলেছেন: "জাতির মানুষ বজ্রনিষ্ঠ সব জাত-জাতিদার থেকে দূরে।" এই জাতিবৈষম্যের অবজ্ঞা নিহিত আছে বিভিন্নতকতায়। ব্রাহ্মণদের এবং ঘৃণাতে জাতিদের। তাই ঘোষিত বলেন: "জাতিবৈষম্যের Sign প্রকাশ: এ দুটোই উদ্ভাবন, যেমন: দুই ই অন্যায়। ব্রাহ্মণ এক জাতিবর্ণগুলির বিরোধ ও কৃষ্ণাঙ্গরা: জাতিও তাই। জাতি বাস্তু ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা নেই" (M. A. Sherring—Hindu Tribes and Castes, 1872, Vol.II, P. 231)। আজকাল এই জাতি বিদ্বেষণের প্রয়োজন যার কথা S. অনুন্নতরা বলেছেন তাঁর 'জাত বিদ্বেষণ'-এ।

(৬) প্রশাসনিক দক্ষতার অপপ্রয়োগ: সংবিধানের ৩৩১-তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পদে ও পরিষেবায় নিয়োগের সময়ে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের বাক্তিদাবির দাবি বিবেচনা করতে হবে প্রশাসনিক দক্ষতার পক্ষে তা যে ভাবে সম্ভব সেইভাবে।" এখানে আছে দুটি বিধি—একটি সাংবিধানিক বিধি; অন্যটি প্রশাসনিক বিধি। এ ব্যাপারে এ. এইচ. গোল্ডম্যান বলেন: "সাংবিধানিক বিধি দুটি আবশ্যক করে ব্যক্তির অধিকারের প্রতি; প্রশাসনিক বিধি ঠিক করে জাতি বা নিদর্শনের সমাজে ব্যক্তিসূত্রে নেওয়া হবে কিনা" (A. H. Goldman—Justice and Reverse Discrimination, 1979, PP. 95, 97)। আমাদের সংবিধানের ৩৩১তম অনুচ্ছেদের ২৪তম ও ২৫তম ধারায়। আর এ প্রশাসন নির্দেশ করছেন 'দক্ষতার' কথা। এ দক্ষতা তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রার্থীর নয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এখানে ভুল করেছেন। যে দক্ষতা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের কাছে, তা আসলের প্রার্থীর বিদ্বেষের তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রার্থীদের উপর [General Manager V. Rangachari (1962) 2 SCR 586 (606)]। এই সিদ্ধান্ত থেকে যথে ঐক্যের বিবেচনা থেকে।

পদটি "প্রশাসনের দক্ষতা"। আর এই দক্ষতা প্রার্থীদের কাছে আশা করা হয় না। তাঁদের কাছে পরীক্ষার মানের হয় 'যোগ্যতা'। 'দক্ষতা' (efficiency) দুটি হলের উপর নির্ভরশীল—যোগ্যতা (merit) ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের কাছে যা 'অভিজ্ঞতা'। অর্থাৎ তাদের কাছে এ মানের হয়তো। আর সংবিধান আমলার এ দুজনে পারেননি। দ্বিতীয়ত, আমলার একমাত্র বিদ্বেষের অনুশীলনী কেন তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের, সংবিধানের ৩১০(৪)-তম অনুচ্ছেদে অনুন্নত যার নেওয়া হয়েছে সেখানেও অভিযোগের আওয়াজ থেকে, বিশেষ

করে অনুচ্ছেদ ১৪(৪) ও ৩৩১কে। এই দুই সংশোধনের প্রয়োজন।

(২) 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা: রাষ্ট্রটি সংবিধান শুরু হয়েছে এক 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'। কিন্তু বাস্তব দৃশ্যের সর্বোচ্চ আদালত দেখে, যদিও আদালত বীকার করেছেন যে 'গণতন্ত্র' (democracy) সংবিধানের এক 'চিরন্তন বৈশিষ্ট্য', যাকে পরিবর্তন করা যাবে না ৩৬৮তম অনুচ্ছেদে। (Kesavananda Bharati State (1973) 4SCC, 225)।

3. রাষ্ট্রব্যবস্থা চেহারাছেন 'সাধারণ' মানুষকে গণতন্ত্র আসবে। 'গণতন্ত্র' এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে পাই ১৮৪৩ সনে ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউ থেকে The Spectator এ লেখা মার্কিন নাগরিকের উক্তিতে: 'গণতন্ত্র বলিতে যাহা বোঝায় তাহা সাধারণের ও অধিকাংশ বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত জনগণের উপর। জনগণ কর্তৃক (by) বা জনগণের জন্য (for) হওয়ার আগে একে অবশ্যই হতে হবে জনগণ দ্বারা (of) অর্থাৎ জনগণের। এই গণতন্ত্র আসে দুটি রূপ—একটি রাজনৈতিক অর্থাৎ বিধান যেখানে বা সংসদের সদস্যবর্গ আর প্রশাসনিক প্রতিনিধিত্বমূলক। এটাই সংসদীয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের এখনও পার্লামেন্ট এসেম্বলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা (quota)। তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধিবেশনের এক ৫০ বছরের সদস্যের পাওয়া যেছে এই তথ্য—

Table 2-10

জাতি	১৯৫৭		১৯৮৯	
জাতি	জনসংখ্যা শতকরা	পার্লামেন্ট শতকরা	জনসংখ্যা শতকরা	পার্লামেন্ট শতকরা
ব্রাহ্মণ	৩.৫	৯	৫.১৩	১৩.২০
ক্ষত্রিয়	১৪	১	৩৮.৮৫	৮

এতেই যেমন তার সংবিধানের সংরক্ষণ অপরিচিত হচ্ছে না। অগ্রগতিও আসতে পারছে না।

(৮) আর পার্লামেন্ট প্রকৃতিতে সংরক্ষণবাদ: সর্বোচ্চ আদালত প্রায়শঃলিখন ও অন্যান্য আরোপী পরিষদের সংরক্ষণ বাতিল করে দিয়েছেন (Indra Sawhney V. Union of India 1992 Supp(3) SCC 217)। অর্থাৎ উচ্চ আদালত ও সর্বোচ্চ আদালতে সংরক্ষণ চলছে না। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ও সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে (The Asian Age dt. 17.1.1998 at P. 3)। রাষ্ট্রপতি দুর্বলদের যেমনি বিশেষত তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্যে সংরক্ষণ চলা সংবিধানের ১৬(৪) অনুচ্ছেদ অনুসারে। অনুচ্ছেদটি এমন: 'আরোপ করে কার্যকরীন সেবাসমূহে যেখানে আরোপ যেসীভুক্ত নাগরিকদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধি নেই তাদের অনুকূলে নিযুক্তি বা পদোন্নতির জন্যে কোনও ব্যবস্থাপনা করতে পড়ে কোনও কিছুই রাজ্যের পড়ে বাধাস্বরূপ হবে না।' এখানে নিযুক্তি বা পদোন্নতির আরোপ হল ওই যেসীর 'পর্যাপ্ত প্রতিনিধির অভাব'। কিন্তু প্রকৃত বিচারপতির মতে 'যোগ্যতা' বা 'উৎকর্ষ' হবে এর মানদণ্ড। এ সিদ্ধান্তে আসে দুটি ত্রুটি। প্রথমত, এ মতের কারণে সংবিধানিক নির্দেশ 'পর্যাপ্ত প্রতিনিধির অভাবের' জায়গায় 'যোগ্যতা' এসে। এ ত্রুটি অসাংবিধানিক। এ ৩৮(১)-এর অনুচ্ছেদ বিরোধী। আমি প্রথমের অনুচ্ছেদ ৩৯ অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার থেকে এরে বঞ্চিত হচ্ছে দুর্বলতর শ্রেণী। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের অনুচ্ছেদের যে প্রসঙ্গকে সংরক্ষণবাদে দেখতে এসে বায় আদালত যা ১৪-তম অনুচ্ছেদের সমতা সমন্বয় করে। অথচো প্রথমে বিচারপতির এ সিদ্ধান্ত সমতার পরিপন্থী এবং এ তাই কার্যকর করা যায় না।

IV. উত্তরণ

মাত্র কয়েকটি বাধার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও বাধা বিদ্যমান। উত্তরণের জন্যে চাই সেতুপ্রেমিক, যাঁরা দুর্বল বাংলার উন্নতি টানতে পারেন। কবিগুরুর ঐশ্বরী স্মরণ। যে সব বাধা আছে রাজ্যের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তার নিরসন অবশ্যই জরুরি। রবীন্দ্রনাথ রাজাধিরাজ। তিনি অনুরোধ করেছেন এই বলে—

জাতি রাজা, জাতি মহীন,
দেবতারে অবিশ্বাসে
আমার নৈবেদ্য নৌছে না।

রাজারা আজ একত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে সুর মিলিয়ে বলে উঠেছেন—

যে দেব দুর্বার দেব, অন্যে অন্যে অপমানে
অন্যায়ে হতে হবে তাহাদের সমান সমান।

... ...

সমাজে যা আছে ভাল, একথা সবিনয় মানি,
আপনারে দেখে আর চৌদিকে অন্যায় অবিচার—
দুর্বলেরে হবে তবে বিধাতার সমান সমান॥

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গ

১ মার্চ:

- ১৯৪০-এর এই তারিখে আহমেদ ফজিলা বেগম হাসানের অনুবাদে পাক ট্রিবিউন ইংরি পত্রিকা বেরোয়নি।
- ১৮৯১-এর এই দিনে ঐতিহাসিক ভাষণদানকুমার চৈত্র প্রকাশিত হয়েছে।
- ১৯০৮-এর এই তারিখে ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি (IISCO) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্কো ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা।
- ১৯১৯-এর এই দিনে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগী সিদ্ধান্ত আন্দোলনের ডাক দেন।
- ১৯৫১-এর এই দিনে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস 'পদ্মের নদী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়।

২ মার্চ:

- ১৮৪৪-এর এই দিনে মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম হয়।
- ১৯৪২-এর এই তারিখে নিউ দিল্লি রেডিও কারখানা উৎপাদন শুরু করে।
- ১৯৬৭-এর এই তারিখে কংগ্রেসের ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়।

৩ মার্চ:

- ১৯০৭-এর এই দিন মুসলিম লীগের উপমহাদেশের মুক্তি হয়।
- ১৮৪৭-এর এই দিনে টেলিফোনের আবিষ্কার আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল অধিকার করেন।
- ১৮৪৭-এর এই দিনে প্রাচীন ইন্ডিয়া পাকিস্তান সরকারের বন্দিশিবিরে জেনিনিবেদক মুক্তিযুদ্ধের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

৪ মার্চ:

- ১৮৭৯-এর এই তারিখে কলকাতায় বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯১৯-এর এই দিনটিতে 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' (COMINTERN)-এর প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশনে জার্মানির ইন্ডিয়ান 'ডুকলাস গণতন্ত্র ও সর্বহারার একনায়কত্ব' সম্পর্কে তাঁর ভাষণ দেন করেন।
- ১৯৪১-এর এই দিনে নয়াদিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমস শুরু হয়।

৫ মার্চ:

- ১৮৯১-এর এই তারিখে ভিক্টোরিয়ান সংঘে রবি ঠাকুর পূজিত হয়।
- ১৮৭১-এর এই দিনে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রবোধ প্রতিষ্ঠাতা রোজা লুক্সেমবুর্গ জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৩১-এর এই তারিখে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- ১৯৫০-এর এই দিনে আমেরিকার সেনেটরের ইউনিভার্সের প্রভাবে জোসেফ ম্যাকার্থির প্রথম ঘটে।

৬ মার্চ:

- ১৮১৪-এর এই দিনে মহাত্মা গান্ধী ও দিনবন্ধু রবীন্দ্রনাথ প্রথম মিলিত হন।
- ১৯৬১-এর এই তারিখে 'ইকনমিক টাইমস' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে।
- ১৯৬৭-এর এই দিনে কেরলে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়।
- ১৯৭০-এর এপ্রিলে কুতুপুর থেকেন্দ্রাতন্ত্রিকায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম আন্দোলনকারীর মৃত্যুদণ্ডের দন্ড থেকে ফাঁসির কথা হয়।

৭ মার্চ:

- ১৮০৫-এর এই তারিখে ভারতে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ১৯২০-এর এই দিনে তৃতীয় সেপ্টেম্বর কমিন্টার্ন কার্যালয় তুলনা শুরু হয়।

৮ মার্চ:

- ১৯১৭-এর এই দিন থেকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালন শুরু হয়।
- ১৯১৭-এর এই দিন থেকে জার্মান রুশ বিপ্লবের সূচনা।
- ১৯৩৩-এর এই দিনে জার্মান কমিউনিস্টী নেতা থেলমানকে জার্মান পুলিশেরা ও ন্যাৎসীরা-অধিনায়কেরা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়।

- ১৯৪১-এর এই তারিখে প্রথমবারের মতো বোমা হামলার শিকার হয়।
- ১৯৪২-এর এই দিনে ব্রিটিশ বাহিনী আন্দামান দখল করে।

৯ মার্চ:

- ১৯১৮ এর এই দিনে তুরস্ক সরকার দ্বিতীয় বারের মতো সাহেব বেচুনে নির্বাসিত করে খিলাফত হোসেনকে পাঠিয়ে দেয়।
- ১৯৫৮-এর এই দিনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ বিতর্কের জবাবে নিষেধাজ্ঞাকারী পুনর্বিবেচনের কথা ঘোষণা করেন।

১০ মার্চ:

- ১৯৫৯-এর এই দিনে ধলাই লামা চীনা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।
- ১৯২২-এর এই দিনে বার্লিনিকে সরকারী আদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তাঁর শেষ গ্রেপ্তার।

১১ মার্চ:

- ১৭৮৪-এর এই দিনে ইংরেজরা মহীশূরের টিপু সুলতানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- ১৭৯৫-এর এই দিনে ভারতের তৃতীয়বার মুসলমান সম্রাটদের হাতে পরাজিত হয়।
- ১৯৪২-এর এই দিনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উইনস্টন চার্চিল ভারতে ক্রিপস মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।
- ১৯৪৫-এর এই দিনে লেফটিন্যান্ট উইলিয়াম ক্যাম্পবেলগুয়ে ভেলোর-এর মৃত্যু হয়।
- ১৯৬০-এর এই দিনে ফিজিয়ান ফেডারেশন অবস্থান সূচিত হয়।

১২ মার্চ:

- ১৮৪৯-এর এই দিনে সিন্ধুর চার্লসমিথিতে আত্মসমর্পণ করেন।
- ১৯২৪-এর এই দিনে মিশর জাতীয় নেতা সাদ জগলুল পাশা-এর জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৩০-এর এই দিনে ডান্ডি অভিযান শুরু হয়। এই দিনেই আফ্রিকা ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন।
- ১৯৫৪-এর এই দিনে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারির ঘোষণা হয়।
- ১৯৬৮-এর এই দিনে ভারত মহাসাগরে আবহিত মরিশাস ঔপনিবেশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়।

১৩ মার্চ:

- ১৭৩৩-এর এই তারিখে সোয়া ব্রুকটনের উইলিয়ম হোগেথ ব্রিটিশদি জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৭৯৯-এর এই দিনে মেসিডোনিয়ার ফ্রেডারিক বিদ্রোহ ঘটে।
- ১৮৭৮-এর এই তারিখে বিভিন্ন রাজ্যে সংবাদপত্র প্রকাশনার আইন চালু হয়।
- ১৯৩০-এর এই দিনে মহাত্মাগান্ধি লবণের অন্যায় কর তুলে আন্দোলন শুরু করেন।
- ১৯৮৩-এর এই দিনে ভারতের সকল ঐতিহ্যবিদ্যালয় জন্য 'ডিমড' স্বীকৃতির ঘোষিত হয়।
- ১৯১০-এর এই দিন থেকে বেলজিয়ামে ইন্টারনেশনাল অনেক বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নিয়েছিল হয়।

১৪ মার্চ:

- ১৮৭১ এর এই তারিখে আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম হয়।
- ১৮৮৩-এর এই দিনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কস লন্ডনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বের নাম মার্কসবাদ।
- ১৯৬২-এর এই দিনে ভারতের প্রথম ঘোড়া পরিচালিত শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। এখন তা একটি পূর্ণাঙ্গ থানা।

১৫ মার্চ:

- ৪৪-খ্রিস্টাব্দের এই তারিখে রোমের সর্বাধি জুলিয়াস সিজারের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯১৮-এর এই দিনে হাঙ্গেরিয়ানের ওয়ারসিয়া অপেরার উদ্বোধন হয়।
- ১৯২১-এর এই দিনে ইরাক বরাদ্দ বাজারে ৩১ জন অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়।
- ১৯৯৮-এর এই দিনে ভারতীয় নৌবাহিনী হেলিকপ্টার সংযোজিত হয়।

১৬ মার্চ:

- ১৮৮০-এর এই দিনে বাহাদুরের জন্ম জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৭০-এর এই দিনে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।
- ১৯১৮-এর এই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিনেই পরমাণু বোমা মুক্তি অনুমোদন করে।

১৭ মার্চ:

- ১৭৯৯-এর এই দিন থেকে বাংলায় মসলিন প্রস্তুতকারক তাঁতিদের আঙুল কেটে নেওয়া শুরু করে ব্রিটিশ ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা সৈন্যরা। মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের এই ঘটনা তৈরির প্রক্রিয়াগুলি ছেড়ে দেবে।

- ১৯৪৫-এর এই দিন থেকে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউশন রেজিস্ট্রেশন আরী কার্যকর হয়। এর ফলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নিত্যব্যবহার্য পণ্যের গায়েতে ISI চিহ্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৮ মার্চ:

- ১৮৭১-এর এই দিনে প্যারীসের বন্দ অভ্যুত্থান সফল হয়। এরই নামকরণ হয় 'প্যারি কমিউন'।
- ১৯১২-এর এই তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দিনা বিচারে জাটক করার জন্য ব্যবহৃত বহু রাউলাট আইন পাস করে।
- ১৯১৯-এর এই দিনে রাওলাট আইন প্রবর্তিত হয়।
- ১৯২২-এর এই দিনে মাদ্রাজিকে আইন অমান্য আন্দোলনে ইংরেজরা হয় বছরের জন্যাবন্ত দেয়।
- ১৯৪৪-এর এই দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনী (INA) ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মিয়ানমার) দিয়ে ভারতের প্রবেশ করে।

১৯ মার্চ:

- ১৮১৩-এর এই দিনে মারিয়া মন্টেসরির মন্টিসরি পদ্ধতির শিক্ষা প্রচলন করেন।
- ১৮৯১-এর এই দিনে বালবিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিখ্যাত সিভিল সার্ভিস নির্দেশকারী আইন পাস হয়।
- ১৯৪৪-এর এই দিনে আজাদ হিন্দ বাহিনী উত্তর-পূর্ব ভারতের ইম্ফলে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। পরবর্তী সময়ে তারা আর এগোতে পারেনি।
- ১৯৭২-এর এই দিনে পঁচিশ বছর মেয়াদি ভারত-বাংলাদেশ শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।
- ১৯৯৮-এর এই তারিখে বিশ্বের অষ্টাদশতম মেয়র হিসাবে এম এস সুব্বুলক্ষ্মীমের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২০ মার্চ:

- ১৬০২-এর এই তারিখে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- নবাবদের প্রথম রাজধানী ইতিহাস ১৮২৮-এর এই দিনে অবস্থান করেন।
- ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে মুক্ত শাসন অভিযোগের ব্রিটিশ পুলিশ ১৯২৯-এর এই দিনটিতে কোম্পানী আদেশ জারি করে।
- ১৯৯০-এর এই দিনে ব্রিটেনে 'ম্যাড কাউ' নামে ধরনি পশুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এর ফলে অনুমান করা এই রোগ সংক্রমণের মাধ্যমে ঐ দেশের 'মোরাদন' শিল্প সংকটের মুখে পড়ে।

২১ মার্চ:

- ১৭১১-এর এই দিনে জর্জটাউন শাসক টিপু সুলতানের হাত থেকে ব্রিটিশ সেনারা বাঙ্গালোর ফিরে নেয়।
- ১৮০৬-এর এই দিনে কলকাতায় প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে সেটি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ও জাতীয়করণ পর ন্যাশনাল লাইব্রেরি নামে পরিচিত হয়।
- ১৯২১-এর এই দিনে জাতীয় ঝাণ্ডার পতাকা নির্ধারিত হয়।
- ১৯৭৭-এর এই দিনে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে পদত্যাগ করেন।

২২ মার্চ:

- ১৭৯০-এর এই দিনে লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়।
- ১৮৯৯-এর এই দিনে বিপ্লবী ভাসিলেস সূর্য সেন জন্মগ্রহণ করেন।
- পীরালের ক্রিশ্চানের নেতৃত্বে ত্রিপুরা মিলন ১৯৪২-এর এই তারিখে ভারতে পলায়ন করে।
- প্রখ্যাত অভিনেতা শিল্পী ও অভিনয় পার্সি ক্রাউন ১৯৫৮-এর এই দিনে প্রয়াত হন।
- ১৯৭৭-এর এই তারিখে বিশ্বের অষ্টাদশতম মেয়র এ কে মেনোনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২৩ মার্চ:

- ১৯৫১-এর এই দিনে 'পাকিস্তান ষড়যন্ত্র' মামলায় তিন ইসলামের অনুচ্ছেদ নিয়োগ করা তৃতীয়ক ব্রিটিশ মানবে আদেশ করেন।
- ১৯৫৭-এর এই দিনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদল লর্ড ক্লাইভ কলকাতিদের হাত থেকে চন্দননগর ছেড়ে নেয়।
- ভারতভূমির সংগ্রামে শহীদগুরু ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরু ১৯৩১-এর এই দিনে ফাঁসিতে প্রাণ দেন।
- ১৯৪০-এর এই তারিখে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে।

২৪ মার্চ:

- ১৮৩৩-এর এই দিনে আদা ও জানজিবার মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইনের কাজ শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য, এটিই ছিল এশিয়ার প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন।
- ১৯০২-এর এই দিনে বাংলার বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৬-এর এই দিনে পাকিস্তান দাবিদের মেয়াদে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে।
- ১৯৭১-এর এই দিনে কেন্দ্রে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় আদতা মেতা মোহাম্মদ শোলাই-এর নেতৃত্বে।
- ১৯৯০-এর এই দিনে তামিল টেবিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ ভারতীয় সৈন্যকে শ্রীলঙ্কাতে থেকে তুলে আনা হয়।
- ১৯৯৪-এর এই দিন মার্কিন ইন-বাইপাটি আসে যেখানে পাকেস্তানের দুটি সংস্থার প্রথম ইতিহাস অন্তর্ভুক্তের সঙ্গে মিলিত হয় ও পাকেস্তানের সরকারকে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্য সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।
- ১৯৯৬-এর এই দিনে ফ্রান্সকুইকে সাদের উচ্ছলতার ফুটবলকুটিকে পৃথিবীতে ১০ বছর পর ফাঁসি দেওয়া হয়।

২৫ মার্চ:

- ১৯৭১-এর এই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের 'ঔপনিবেশিক' বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ শুরু করেন।
- ১৯৮০-এর এই তারিখে আধুনিক চলচ্চিত্রকারীর প্রবর্তিত 'সাদের জন্য' প্রকাশিত হয়।

২৬ মার্চ:

- পাকী অধিবেশন-এর নির্বাচন হয়েছিল ১৮৭১-এর এই তারিখে।
- ১৯৪৮-এর এই দিনে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা পার্টি কেন্দ্রাইনি ঘোষিত হয়।
- ১৯৫০-এর এই দিনে তামিল ভাষাকে জেনারেল, ই. লক্ষ পোলিও বোম প্রতিরোধের এক নতুন টিকার কথা ঘোষণা করেন।
- ১৯৭১-এর এই দিনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিদেশী আন্তর্জাতী জীবনে বেআইনী ঘোষণা করার সে থেকে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়।
- ১৯৭২-এর এই দিনে বাংলাদেশ প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন করে।

২৭ মার্চ:

- আলিয়ার ভাষা সিটির যা মেরী ১৭০৩-এর এই দিন মেরী সিটিজেন্সার্স সমুদ্রের পত্তন করেন।
- ৪৪৯-এ যা রুগ্ন বন্দির উত্থাপক ঘটনের ১৮৫২ এর এই দিনে অন্তর্ভুক্ত করেন।
- ১৯৩৬-এর এই দিনে জাপান সীক এর মেলেন্স পরিচালনের কথা ঘোষণা করে।
- ১৯৬৮-এর এই দিনে পৃথিবীর প্রথম হার্টপেশাদারী মেরিজনের মেলেন ইউনি বার্নার্ডিন এক ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষ ঘুমটিলাতে সিমত হন।

২৮ মার্চ:

- ১৬৪২-এর এই দিনে প্রথমে ইংরেজ বিজয়ী সাম ওয়াইজার মিউটিন অন্তর্ভুক্ত করেন।
- ১৮৬৮-এর এই দিনে প্রথমে কম ঐতিহাসিক ব্যক্তির মেলি অন্তর্ভুক্ত করেন।
- ১৮৭১-এর এই দিনে পার্টি অধিবেশনে উত্থাপন হয়।
- ১৯৪১-এর এই দিনে মেক্সিকি সুরক্ষাকর্ম বন্ধু ব্রিটিশ পুলিসকে ঘটিয়ে দিয়ে মেল মেরে ঘটিয়ে দেখিয়ে।
- ১৯৭৫ সাল থেকে এই দিনটি মেরেদের বিশেষী দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২৯ মার্চ:

- ১৮৪৯-এর এই দিনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন পাঞ্জাবে তুলিত হয়।
- ১৮৭৭-এর এই দিনে মাকাকলুর মেরামিরেসে বিশেষী বিস্ফোরণ শুরু হয়।

৩০ মার্চ:

- ১৯৪২-এর এই দিনে ক্রিপস মোশনাস্ত্র প্রকাশিত হয়।
- ১৯৪৬-এর এই তারিখে বাজস্থানে প্রচলন 'বাজা'দের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যতম রাজ্য হিসেবে গঠিত হয় এবং জয়পুরকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

৩১ মার্চ:

- ১৭৭৪-এর এই দিনে আমেরিকার পোর্টসমাউথের মেলেন্সের পথের সৃষ্টি হয়।
- ১৮৮৯-এর এই দিনে প্যারিসে আইফেল টাওয়ারটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
- ১৯৫৫-এর এই দিন থেকে ইরান অধিবেশনে পার্টি তার থেকে অধিবেশন কার্যসূচী গ্রহণ করে।
- ১৯৬৪-এর এই দিনে ঘোষণা পত্রের ট্রেন্স পরিবর্তন তুলে দেওয়া হয়।

১ এপ্রিল :

- ১৮৩৯-এর এই দিনে কলকাতা মেডিকেল কলেজের মধ্যে ২০টি শয্যার হাসপাতাল চালু হয়।
- ১৮৫৪-এর এই তারিখে শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' প্রকাশিত হয়।
- ১৮৬২-এর এই তারিখ থেকে ডাকঘরে খাম প্রচলন চালু হয়।
- ১৮৬৬-এর এই দিন থেকে আফিম ব্যবসা শুরু হয়।
- ১৯১২-এর এই দিনে কলকাতা থেকে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যায়।
- ১৯৩০-এর এই তারিখে কলকাতার টালা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্যারম্ভ করে।
- ১৯৩৫-এর এই তারিখ থেকে বিহার ও ওড়িশা নামে দুটি প্রদেশ গঠিত হয়।
- ১৯৩৭-এর এই দিনে ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ শাসকরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে।
- ১৯৪২-এর এই দিন থেকে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
- ১৯৪৭-এর এই দিনে ভারতে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা বা 'নয়া পয়সা' চালু হয়।

২ এপ্রিল :

- ১৮৭৯-এর এই দিনে শিল্পীয় প্রদর্শনী উদ্বোধনের ভিক্টোরিয়া হল চালু হয়েছে।
- ১৯৪২-এর এই দিনে জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপস কমিশনের প্রস্তাব খারিজ করে দেয়।
- ১৯৭০-এর এই দিনে ফেরারের আদর আয়োজন করে ভলান্টিয়ার বাহিনীর গঠনের লাভ করে।

৩ এপ্রিল :

- ১৮৮০-এর এই দিনে গ্রন্থাগারিক শিক্ষাদীর জীবনাবসান ঘটে।
- ১৮৫৭-এর এই দিনে ব্রিটিশের ভারী ব্রিটিশিকিতে ভারত সরকারী হিসাবে ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার।
- ১৯৯৬-এর এই দিনে ভারতে অফিসিটাল চালু হয়।

৪ এপ্রিল :

- ১৮২৯-এর এই দিনে খানি বিদ্রোহ শুরু হয়।
- ১৯৪১-এর এই দিনে নেতাজীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
- ১৯৭৯-এর এই দিনে ভুলফিকার আলি ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়া হয়।
- ১৯৮৪-এর এই দিনে ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা মহাকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন।

৫ এপ্রিল :

- ১৯০০-এর এই দিনে লক্ষ সংখ্যার ৩৩ কোটি টাকায় উপনীত হয়।
- ১৯৫৭-এর এই দিনে কেরালার প্রথম অনিয়ন্ত্রিত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

৬ এপ্রিল :

- ১৯৪২-এর এই দিনে ভারতে প্রথম বিমান থেকে ডাকপত্র বোমাবর্ষণ করে।
- ১৯৯০-এর এই দিনে প্রথমে অনিয়ন্ত্রিত নেতা বি ডি জেটিকে-র জীবনাবসান ঘটে।

৭ এপ্রিল :

- ১৭৭০-এর এই দিনে প্রথমে ইংরেজ কবি ইংলিশে গোল্ডস্মিথের জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮১৮-এর এই তারিখে ব্রিটিশ সরকার এদেশে বিনা বিচারে আটক রাখার কালাকানুন চালু করে।
- ১৯৪৮-এর এই দিনে রাষ্ট্রসংঘের অধীনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮ এপ্রিল :

- ১৭৭৫-এর এই তারিখে ভারতে অভিধানের যের পরিচয় হয়।
- ১৮০১-এর এই দিনে রাজা রামমোহন রায় ইংলন্ডের পথে কলকাতাতে পাড়ি দেন।
- ১৮৯৪-এর এই তারিখে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণ ঘটে।
- ১৯৭০-এর এই দিনে প্রথমে শিল্পী পাল্ [illegible] প্রচলন হয়।

৯ এপ্রিল :

- প্রথমে ইতিহাসবিদ ও ঔপন্যাসিক অক্ষয় সংকুমারের ১৮৯০-এর এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৯৯-এর এই দিনে প্রথমে আমেরিকান বাজার পণ্য ঘোষণার জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৬৪-এর এই দিনে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯৪৮-এর এই দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার এই যে দিং ১১ হাজার যুদ্ধ বন্দি পাকের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন। এটি একটি বিশ্বরেকর্ড।

১০ এপ্রিল :

- ১৯৭৫-এর এই দিনে ফ্রেডিনান্দের ভিক্টোরিয়ার ভারত রাজ্য ঘোষণার জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৭৫-এর এই দিনে 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১ এপ্রিল :

- ১৮০২-এর এই দিনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি জরিপের কাজ শুরু হয়।
- প্রথম অবস্টীয় বিমানে বাতায়াত আটলান্টি ১৮৮৬-এর এই দিনে বেলুনে চড়ে আকাশ সফর করেন।
- ১৯৫৯-এর এই দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৮৮২-এর এই দিনে ১৮৫৫ ইংরাজ ইলবার্ট ১ আইনে প্রেরিত হয়।
- প্রখ্যাত শিল্পী বাঁধনী বাবু ১৮৮৭-এর এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

১২ এপ্রিল :

- অলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম অন্তর্ভুক্ত রাংলার নিজস্ব হিসাবে উইলিয়াম ফোর্ট ১৮০১-এর এই দিনে নির্মিত হল।
- ১৮৬১-এর এই দিনে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯১৮-এর এই দিনে লাহোরে জীর্ণি জিমান পটি স্থাপিত হয়।
- ১৯৪৫-এর এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত রাষ্ট্রপ্রধান রুজভেল্ট-এর জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৬১-এর এই দিনে প্রথম মহাকাশচারী বানিয়ান ইউরি গাগারিন মহাকাশযাত্রা করেন।

১৩ এপ্রিল :

- ১৯১৯-এর এই দিনে জালিয়ানওয়ালাবাগের কৃষ্ণাত হত্যাকাণ্ড ঘটে।
- ১৯৩০-এর এই দিনে মহাকাশে 'মুটনি' গ্রহ আবিষ্কৃত হয়।

১৪ এপ্রিল :

- ১৬২৯-এর এই তারিখে শেকুলার ও স্মিথ বাংলাদেশে ইস্ট্রাবত ক্রিস্টিয়ের বৃহাই কেলে অবতরণ করেন।
- ১৮৬৫-এর এই দিনে আব্রাহাম লিংকনকে হত্যা করা হয়।
- ১৯৩১-এর এই দিনে দাবদেশে ব্রিটিশদের বৃটিশবিরোধে লাগিত গ্রাম ও. বি ডাম আত্মোৎসর্গ অবতরণ করেন।

১৫ এপ্রিল :

- ১৮৮৬-এর এই দিনে প্রখ্যাত শিল্পী লেওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রয়াণ ঘটে।
- ১৯৮৩-এর এই দিনে অমানি অটোমেন ও উপন্যাসিক এ পল সার্ত্রের জীবনাবসান হয়। তিনি ১৯৬৪-এ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।

১৬ এপ্রিল :

- ১৮৫৩-এর এই দিনে প্রথমটির ফেল বেলারী-এর হিন্দোস্থিনা টিকিটাস থেকে ধানে সর্বপ্রথম প্রথম বেল চলাচল শুরু করে। এটিকেই ট্রেনিচালনার শুরু ধরা হয়।
- ১৯৮৬-এর এই দিনে প্রখ্যাত অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম হয়।
- ১৯১৭-এর এই দিনে ফেলিন মুক্তাকাশযান থেকে ধরিত্রীতে ফিরে আসেন এবং 'এপ্রিল ফিলিন' আখ্যাতে ভূষিত করেন।
- ১৯৫৯-এর এই দিনে বাঙালিদের উদ্যোগে প্রথম 'ফ্লাট বয়েলি' বানানো হয়।

১৭ এপ্রিল :

- ১৯৭১-এর এই দিনে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করে অস্থায়ী সরকারও গঠিত হয়।
- ১৯১৫-এর এই দিনে প্রথমের বিটীয় রাষ্ট্রপতি ড. অর্থনারী রাধাকৃষ্ণনের প্রয়াণ ঘটে।
- ১৯৮০ এর এই দিনে এস এল বি-৩ রকেটের সাহায্যে 'রোহিনী' উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।

১৮ এপ্রিল :

- ১৯০১-এর এই দিনে প্রখ্যাত অবতরণিক ইংরেজ কৃষ্ণকীর্তী রেনবি চিকিৎসে দুই ডিমেকিক অবতরণ করেন।
- ১৯৩০-এর এই দিনে প্রখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটে।
- ১৯৫৫-এর এই দিনে প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৫৫-এর এই দিনে বাম্বে সংবেদন শুরু হয়।
- ১৯৭৫-এর এই দিনে আপোলো তারিল হয়।

১৯ এপ্রিল :

- ১৭৭৫-এর এই দিনে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়।
- প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী চার্লস অবস্টিন ১৮৭১-এর এই দিনে প্রয়াত হন।
- ১৯০৬-এর এই দিনে প্রখ্যাত কবাসী বিজ্ঞানী পিয়েরে কুরি মেরি সিক্লোস আক্রান্ত হন।
- ১৯৭৫-এর এই দিনে প্রথম প্রথম উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠান।

২০ এপ্রিল :

- ১৯৪০-এর এই দিনে হিটলি সৈন্যদল প্রথম প্রথমে অবতরণ করে।

২১ এপ্রিল :

- ১৪২৬-এর এই দিনে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯২১-এর এই দিনে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' অন্ধ্রপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
- ১৯৩৮-এর এই দিনে বাজারের ১ম ঘড়ি মহারাজ ইন্দ্রনারায়ণ জীবনাবসান ঘটে।

২২ এপ্রিল :

- ১৮৭০-এর এই দিনে জার্মানির ইলিয়া লেনিন জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯২১-এর এই দিনে মুক্তারাম বাবু সিটিজ সার্ভিস থেকে ইস্তফা দেন।
- ১৯৫৮-এর এই দিনে ফরাসীর গৌরবগ্রন্থীর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শ্রীমতি ডি গলের শপথ গ্রহণ করেন।

২৩ এপ্রিল :

- ১৫৬৪-এর এই দিনে প্রখ্যাত ইংরেজ নাটককার উইলিয়াম শেক্সপিয়র জন্মগ্রহণ করেন।
- প্রখ্যাত ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৮৫০-এর এই দিনে প্রয়াত হন।
- প্রখ্যাত নাটককার ফোলাম মারিয়া মারেসের ১৯৬৮-এর এই দিনে জীবনাবসান হয়।
- ১৯৯২-এর এই দিনে ফরাসের ন্যাশনাল সংসদে সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

২৪ এপ্রিল :

- ১৫৯৯-এর এই দিনে ফ্রান্সিসের ফ্রান্সিসকো জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯১৬-এর এই দিনে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধ (Easter rising) শুরু হয়।
- ১৯৫০-এর এই তারিখে বাংলাদেশী থেকে ৭ জন অতিরিক্তিনিধিকে ছুটি করে হয়ো করা হয়।
- ১৯৭২-এর এই দিনে প্রখ্যাত ইংরেজি ঔপন্যাসিক ফোরেস্টার মৃত্যু ঘটে।
- ১৯৮৭-এর এই তারিখে সিং ও ঘনিষ্ঠ আলো নীলার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৫ এপ্রিল :

- ১৯৩০-এর এই দিনে বাংলাদেশী সেনার সহযোগী ফরাসীর সেনাদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে।
- ১৯৮২-এর এই দিন থেকে সিডি পুরুষদের ফোর্স ফরিদ সন্তানের শুরু হবে।

২৬ এপ্রিল :

- ১৯৭৪-এর এই দিনে মাংসের কিল পাস করে সিডিয়েতে ফরাসের প্রজাতন্ত্রে পরিণত হবে।
- ১৯৮৬-এর এই দিনে সোভিয়েট ইউনিয়নের চেরোবিলের বিদ্যুৎকেন্দ্রে পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে।

২৭ এপ্রিল :

- ফোলে সপ্তাহ শুরু ১৭৪৮-এর এই দিনে প্রথা হয়।
- ১৮৭৮-এর এই দিনে জাতীয়তা বিশ্ববিদ্যালয় ফেলোদের বিভাগ প্রতিষ্ঠিত অনুমোদন করে।
- ১৯৪৯-এর এই দিনে পুলিশের গুলিতে লটিকা-প্রতিকা-প্রতিমা শহীদ হন।
- ১৯৬০-এর এই দিনে বাজারের বন্ধুর জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৬২-এর এই দিনে 'দেশ-ই বাংলা' অক্ষরপুর হয়ের জীবনাবসান ঘটে।

২৮ এপ্রিল :

- ১৯৪০-এর এই দিনে নেতাজি মুক্তারাম বাবু জার্মানি থেকে জাপানের পথে জাহাজযোগে থেকে জাপানি সাবমেরিনে যাত্রা।
- ১৯৪৫-এর এই দিনে মুসোলিনিকে ইতালির জনগণ হত্যা করে।

২৯ এপ্রিল :

- ১৯০৯-এর এই দিনে মিচিগে লাসকেন্দ্রের নিলামদার হয়।
- ১৯৪৪-এর এই দিনে টিকার গ্রন্থে অবতরণ-টিন চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- ১৯৬৬-এর এই দিনে প্রখ্যাত প্রবিক নেতা আবদুল হালিমের জীবনাবসান ঘটে।

৩০ এপ্রিল :

- ১৮৩০-এর এই দিনে ফরাসীর সৌবহরের অধিপ ইট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ট্রিচিন সাবজন নিজ হাতে নিয়ে নেয়।
- ১৮৭৩-এর এই দিনে ফরাসীর জনপ্রিয়তের জনক লালমোহন ঘোষকে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৯৪-এর এই দিনে বাঙীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হয়।
- ১৯০৮-এর এই দিনে ফুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরের ইংরেজ জেলাজজ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বুল করে ফেলেছিলেন বলিয়াতে ফেরে যাবেন।
- ১৯৭৩-এর এই দিনে ফিলেডেলফিয়া স্থাপিত হয়।

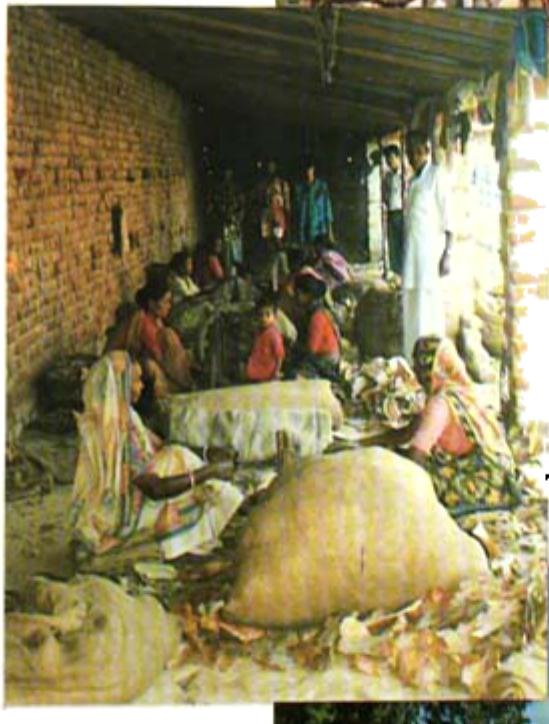

স্বাগতজ্ঞাপন নৃত্য : দার্জিলিং-এর রাই জনগোষ্ঠীর নরনারীরা নৃত্যে অভ্যাগতদের স্বাগত জানাচ্ছেন

দার্জিলিং-এর লিম্বু জনগোষ্ঠীর বিবাহপর্বের নৃত্য : বিয়ের পর কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময় এবং বরপক্ষ থেকে কনেকে আশীর্বাদ করার জন্য যাত্রার মুহূর্তের উভয় ক্ষেত্রেই এই নৃত্য পরিবেশিত হয়।

ভারতরত্ন বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর

উত্তরণ

-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ □ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারতরত্ন
ড. বি আর
আম্বেদকরের
জন্মজয়ন্তী

সারা রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠান

[illegible] ৭৮৫টি ঘরে একদিন ধরে সমীক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হবে। এই উদ্দেশ্যে পরিচালনার ৫টি জেলা ও মালদহ একেবারেই অনগ্রসরী পিছিয়ে অবস্থিত উন্নয়নের জন্য এখন সমস্যা প্রতিটি জেলাকে ১০ হাজার টাকা এবং ৫টি মালদহের ৫ হাজার টাকা করে অর্থসাহায্য করেছে।

জেলা ও মালদহ স্তরের অনুষ্ঠানগুলি যেন ছবির পর প্রত্যেক মহলে ঘরে একজন ভোটার ছবে তালিকায় নিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৮ মে'র সাধারণনির্বাচনী (সকাল ৮-০০ টা: থেকে বিকাল ৫টা) এই অনুষ্ঠানে মুখ্যত সমাজের পিছিয়ে ছবে প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

৮-০০ টা: পতাকা উত্তোলনের ড. আম্বেদকরের প্রতিমায় বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

উদ্বোধন: অনুষ্ঠান শ্রেণী অনুষ্ঠান বিদ্যালয় বাড়ী ঐ বিদ্যালয় অনুসার। ১৮-১০ টা প্রতিনিধি থেকে ২টা থেকে ৬৪ পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে।

আলোচনা: সভাপতির ভাষণ। মূখ্য আলোচনা: মূখ্যত যেমনটি প্রথম বিদ্যালয়ী ৫৪৫ আন্তর্জাতিক পরিচালনার আলোচনীয় ঐক্যের আলো। আলো প্রথম থেকে আলোচনা শ্রেণী অনুষ্ঠান বিদ্যালয় মাঠটুকী ঐতিহ্যের বিস্তৃত।

প্রথম পরিচিতি: ছবি বিদ্যালয়ী ঐ সভাপতির প্রদর্শনী।

বিশেষ পরিচিতি: বিদ্যালয়ী ঐ ছবি বিদ্যালয়। সভাপতি: অনুষ্ঠান শ্রেণী অনুষ্ঠান বিদ্যালয় বাড়ী ঐ বিদ্যালয়ের সভাপতি।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের: ঐ উদ্বোধন ঘোষ, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ; ঐ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান, সম্পাদক, আলোচনা; ঐতিহ্যিক মুখোপাধ্যায়, পরিচালক বিদ্যালয়ের ও প্রধান বিদ্যালয় পরিচিতি সভাপতি সম্পাদক; ঐ সমর চন্দ, প্রধান অনুষ্ঠানী অনুষ্ঠানমালার বিশেষ ঘোষ; ঐ ঐতিহ্যিক বিদ্যালয়, পরিচালক বিদ্যালয়ালয়ে মেদুনী মোহাপাত্র, ড. আম্বেদকরের ঐতিহ্যী ঘোষের ও ঐতিহ্যের আলোচনা পরিচালনা সম্পাদক।

প্রথমে আলোচনা সভাপতি মূখ্য আলো, প্রধান সভাপতি, অনুষ্ঠান শ্রেণী অনুষ্ঠান বিদ্যালয়।

উত্তরণ

বিংশ বর্ষ □ দশম ও একাদশ সংখ্যা □ চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪-০৬ □ এপ্রিল-মে ১৯৯৯ □ দাম—দু টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

শ্রীহিরণ্ময় মুখার্জি
পদ্মশ্রী, সভাপতি রেলী ব্রাদার্স লিমিটেড

সহ-সভাপতিবৃন্দ

শ্রীনরেশ মিত্র
পদ্মশ্রী, সভাপতি রেলী ব্রাদার্স লিমিটেড

শ্রীমতী মৃদুলা আলম
প্রাক্তন সচিব, সভাপতি রেলী ব্রাদার্স লিমিটেড

সদস্যবৃন্দ

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী
শ্রীবিমলকুমার আলম
শ্রীসলিল মিত্র
শ্রীহিরণ্ময় সিংহ
ড. রামকৃষ্ণ চৌধুরী (লন্ডন)

সম্পাদক

শ্রীবিমল দত্ত

সহ-সম্পাদক

ড. কৃষ্ণকুমার দে

কার্যকরী সহসম্পাদকবৃন্দ

শ্রীবিমলেন্দু মুখার্জি
শ্রীঅমিত দত্ত

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
□ কবির সঙ্গে অন্বেষণের	১১১
ড. অন্বেষণবৃন্দের পরিচিতি	
□ অন্বেষণের ড. উপাধি অর্জনকারী অন্বেষকদের তালিকা —ড. অনিল বিশ্বাস	১৮১
□ অন্বেষক ও রবীন্দ্র সমাজ—শ্রীমতী বিশ্বাস	১৮৪
□ কবির সান্নিধ্যে ড. ডি লাভ অন্বেষকবৃন্দ—শ্রীঅনিল সরকার	১৮৭
□ রবীন্দ্র দর্শন ও বৈদিক কবির প্রেম—শ্রীনরেশ মুখার্জি	১৮৯
□ কবিতবনের উদ্যোগে ড. অন্বেষকদের প্রতি প্রেরিত শ্রদ্ধা নিবেদন —শ্রীমতী মৃদুলা আলম	১৯১
□ রবীন্দ্র অধিবাসের প্রসঙ্গে ড. ডি লাভ অন্বেষকবৃন্দ —শ্রীমতী মৌলী ভট্টাচার্য	১৯৩
অধিবাসবাণী	
□ কবির আহ্বান এবং প্রতিজ্ঞা—শ্রীঅনিল সরকার	১৯৬
□ উদ্বোধন—ড. উদয়ন বিশ্বাস	১৯৭
■ অন্বেষণীয়তে অন্বেষকবৃন্দের অন্বেষণ —শ্রীমতীমৃদুলা আলম	১৯৮
জীবন ও সৃষ্টি	
□ অন্বেষকবৃন্দ ড. ডি লাভ অন্বেষকবৃন্দ—শ্রীনিরীন বিশ্বাস	১৯৯
■ অন্বেষকের ও শিক্ষায় অন্বেষকের সম্প্রদান—শ্রীমিহির দত্ত	২০৭
■ মনে রাখার মতো কিছু ■ মনে পড়ার মতো কথা —শ্রীমিহিরকুমার দত্ত	২১০
■ অন্বেষণে অন্বেষকের অন্বেষিতবৃন্দের পরিচিতি প্রসঙ্গ —শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ সাহানা	২৪১
প্রসঙ্গ উদ্বোধন	
□ এই পত্রিকা অন্বেষিতবৃন্দের পরিচয় নিবেদন এবং বৈশিষ্ট্যের ও উদ্দেশ্য	২১৯
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শ্রীনরেশ মুখোপাধ্যায়	
প্রচ্ছদ রেখাঙ্কন চিত্র : শ্রীমৃদুল গঙ্গোপাধ্যায়	
■ অন্বেষণ সম্পর্কিত বিষয় 'অন্বেষিকা'র বৈশিষ্ট্যের পৃষ্ঠায়।	

পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কার্যালয় রেলী ব্রাদার্স লিমিটেড থেকে ড. রামকৃষ্ণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুপম অফসেটপ্রিন্টার্স লিমিটেড, ১৯৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদনা : সাহিত্যিক পরিষদের সংস্থা, সি ১/৬, সি আই টি স্কিম, ৭এম, সি আই টি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

Publication of
The Cultural Research Institute, Government of West Bengal
Backward Classes Welfare Department
(সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের প্রকাশন)

A. SPECIAL SERIES (MONOGRAPHS)

1980 A look at Institutional Support for Development of Areas and People of West Bengal—U. K. Ray, A. K. Das, M. K. Chowdhury and S. K. Basu (Rs. 6.00)

1981 The Profiles of the Marginal and Pre-farming Tribes of Central-Eastern India—Ed. by L. P. Vidyarthi (Rs. 40.00)

1981 Planning for the Scheduled Tribes and Scheduled Castes—A West Bengal Perspective—U. K. Ray, A. K. Das and M. K. Chowdhuri (Rs. 10.00)

1981 To be with Santals—U. K. Ray, A. K. Das and S. K. Basu (Rs. 10.00)

1987 The Mundas—A Profile—S. K. Basu and R. N. Saha (Rs. 10.00)

1987 Craft Practising Scheduled Castes—S. K. Basu and S. N. Bhattacharjee (Rs. 10.00)

1987 টোটো—বি এর ঢেবি (৫ টাকা)

1989 West Bengal Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Facts and Information—A. K. Das and R. N. Saha (Rs. 45.00)

1990 মধ্যেতনিক মৃত্তিকাতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নারী—আর গুপ্ত সম্পাদিত (৩৫ টাকা)

1990 Profiles of Tribal Women in West Bengal—Ed by R. Gupta (Rs. 50.00)

1991 West Bengal Tribes : Socio-economic and Cultural Profile—Ed. by A. K. Das, R. N. Saha, R. Gupta and S. M. Chakraborty (Rs. 24.00)

1991 সিংহাবাদ—এ কে মুখার্জি (২৫ টাকা)

B. QUARTERLY BULLETINS :

VOL. XIV	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 8.50)	VOL. XVII	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 20.00)
VOL. XIV	Nos. 3 & 4 (each copy Rs. 8.50)	VOL. XVII	Nos. 3 & 4 (each copy Rs. 20.00)
VOL. XV	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 20.00)	VOL. XVIII	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 50.00)
VOL. XVI	Nos. 1 - 4 (each copy Rs. 20.00)	VOL. XV	Nos. 1 - 4 (each copy Rs. 50.00)

Please contact
For Priced Publication
Sales Counter, Publication Branch
Cultural Research Institute

Government of West Bengal
Backward Classes Welfare Department
P-1/4, C.I.T. Scheme VIIM, VIP Road
P.O. Kankurgachi, Calcutta 700 054

সম্পাদকীয়

দলিত নায়ক আম্বেদকর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল উন্নয়নের ডালি একবিংশ শতাব্দীর হাতে তুলে দিয়ে বিংশ শতাব্দী বিদায়যাত্রা দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই উন্নয়ন-ডালির উপভোগে কোন কারণে আমাদের এক বিরাট বৃহৎ গোষ্ঠী। অন্যদিকে জীবের প্রতি ও আত্মহত্যাসম এই উন্নয়নের ডালি রচিত হয়েছে, সমাজের সেই বিরাট অংশের বিপুল অংশগ্রহণ বঞ্চিত হয়েছে তার সম্পদ থেকে, তার আলোর আড়ালে অন্ধকারে নিবাসিত হয়ে।

এই নিবাসিতের মুক্তি পাঁচ কারণের শাস্ত্রবাদ প্রচারের কোনও ত্রুটি রাখেনি ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত সমাজ। গীতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যাদে বর্ণিত 'চাতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ'র মূল সুর বদলে হিন্দু সমাজকে ঘিরে ঘিরে করে সর্বনিম্ন স্তরে স্থান দিয়েছে সমাজের প্রভাবশালী মানুষদের 'দাস' আখ্যা দিয়ে। এই তথাকথিত দাসরাই কিন্তু সমাজের প্রতিষ্ঠ জনগোষ্ঠী; এঁরাই সমাজের সম্পদ গড়ে তুলেছেন ঘুরে ঘুরে। কিন্তু সম্পদভোগের অধিকার থেকে এঁদের রাখা হয়েছে বঞ্চিত করে; শুধু তাই নয়, তাঁদের অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় করে ঘুরে সমাজের আবাসিক, আলোকিত, বাসযোগ্য অঞ্চলগুলো থেকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনের সময় ডাক দিয়ে তাঁদের শরীরকে পরিণত করেছে উচ্চবর্ণের সমাজশিরাগুলি গোষ্ঠী।

সমাজ নিয়ন্ত্রণকারীদের নির্মম নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘুরে ঘুরে ঘুরপাক মানুষ এগিয়ে এসেছেন। সমাজের অন্যায়ের পুরীকরণের সংগ্রামে সামিল হয়েছেন—আমৃত্যু জ্বালিয়েছেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার আলো। গৌতম বুদ্ধ থেকে শ্রীচৈতন্য, কবীর থেকে বিবেকানন্দ—এঁরা যাঁর উজ্জ্বল আলোকে আমাদের চিত্ত আলোকিত হয়েছে।

এমনই এক মানুষ ছিলেন বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। পণ্ডিত জন্মে সমাজের লাঞ্ছিত শিডিউল কাস্ট ও তাঁর প্রতিশ্রুতি দেখা দেবে বাবাসাহেব। কিন্তু অমিত মনোবল-অর্জিত হয়ে অন্ধকারের দুর্বার আক্রমণকে পুরুষের বিরল অধ্যবসায় এগিয়ে নিয়েছেন তিনি। সে অধ্যবসায়ের চিহ্ন তাঁর আবেগ অর্জিত সাফল্যের প্রতি ছত্রে। সমাজটিকের বিজ্ঞানসম্মত, বিশ্লেষক অবজ্ঞা, প্রতিকূল সুযোগের অপূর্ণতা, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রসূত বলিষ্ঠতার সাফল্যের অবাধ সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে দীর্ঘ দেড়শতক ধরে সৃষ্টি এক্ষুণি তাঁকে ধ্বংসস্তূপ করতে পারেনি।

তবুও, যে বঞ্চিত সমাজের মুক্তি সংগ্রামে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, অবদমিত নিপীড়িত মানুষের উত্তরণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নিরলস সংগ্রামে

নিরাশাজিত ছিলেন, যে সংগ্রামের প্রেরণায় বলিত সমাজের অগ্রগতির দিয়ে তিনি মেতে গেছে পারেননি। তাঁর বাণীর প্রতি নিষ্ঠাবান কর্মীগুলি বাণীর চেতনের অন্তর সংকটটি অন্তরে অনুভূত হয়েছে। তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার ভাষা হয়ে ওঠে নেই। উত্তরসূরিদের তেমনার উন্নীত হয়ে সে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু উজ্জ্বলার বিশীড়ন এখনও চিহ্নিত হয়নি। ড. আহমদকের মেধিমের অভিজ্ঞতায় রেশ এখনও বলিত জনসমাজকে পীড়িত করে।

মেশের স্বাধীনতার পর সংবিধানের যে সময়ে বিপুল প্রত্যে ড. আহমদকের নেতৃত্বে রচিত হয়েছিল, তবে পূর্ণাঙ্গ রূপ কিন্তু তিনি মেতে দিয়ে পারেননি। সমাজের নিপীড়িত-বলিত জনসাধারণের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে সমতা তিনি প্রেরছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অপপ্রচারণায় তার রূপায়ন সম্ভব হয়নি। তাই তিনি দুঃখ করে যে বলিলাটিকে সমতলের কথাটি বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি যে সংবিধানের রচয়িতা সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতাটুকু এই সংবিধানটি মধ্যে রূপা রচিত হবার তবেই একদিন এই সংবিধান বিশ্ব তাবতের গণতান্ত্রিক কাঠামোটি ধরে রাখ মেতে।

ড. আহমদকের দৃষ্টির বিস্তৃতমাত্রাকে আরো আর তুলনত চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই সমাজকে দুঃখমুক্ত করে ব্রাহ্মণ্যবাদমুক্ত করবেন—যাতে তুলনের সমস্যের রূপা সমাধানিকের—নারীসত্তা, সমতা ও গৌরবের তাঁর সমাজের মৌলিক নীতি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য চেতনার পরিচ বাঙালি জাতির কর্মকাণ্ডের বিরোধিতার তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

ড. আহমদকের আশাতেন, ধর্মনিরপেক্ষতাই সমাজিক নিপীড়িত। তিনি মনে করতেন, এই নিপীড়ন মেশের প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা। তিনি বলতেন, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শিক্ষার হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করে শূদ্রদের স্থান পরিচিত করেছে। তাই শিক্ষাকে শূদ্রের হাতের তুলির একমাত্র পথ। কেননা, শিক্ষাই চেতনা আনবে। তাই এই চেতনাসঞ্চিত আন্দোলনে সংগঠিত করার তাক দিয়েছিলেন তিনি।

মূল মানুষের আন্দোলনকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর স্তরে গড়ে তুলতে ড. আহমদকের প্রচারপত্রিকা গড়ে তোলার কথাকে আন্তরিকার্থে মনে প্রাণ করতেন। বাস্তবিক লেনিন যেমন তাঁর প্রচার-পত্রিকা ইসক্রা (স্ফুলিঙ্গ) প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, এই স্ফুলিঙ্গ থেকে সারা রাশ মেশে একদিন বিপ্লবাগ্নি জ্বলে উঠবে; ঠিক তেমনিই ড. আহমদকের একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ করে মূল বলিত সমাজের তুলির মধ্যে শৌর্য সিঞ্চারিতে সমর্থ মেশে।

বাস্তবিকই আহমদকের যে প্রচারের প্রেরণাই আমাদের এই পত্রিকা-প্রকাশ। বলিত তথা নিপীড়িত জনসমাজকে ব্রাহ্মণ্যবাদের অপকর্ম প্রতিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। বাস্তবিক অর্থেও পত্র চেতনাসিক্তাই প্রধান কাম। শিক্ষাই যে কাম তুল করতে পারে। পত্র-পত্রিকা পাঠের সাহায্যে সংগ্রামের দিশাও যে ঠিক করে নিতে পারে, তার সংগ্রামের সমস্যের উত্তরণের পথ এগিয়ে মেতে পারে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ঔপনিবেশিক আমলে আমাদের আমাদেরকে তাঁর শূদ্রির উদ্দেশ্য বিরোধিতা 'উত্তরণ'-এর সংখ্যাটি বিভিন্ন মেশের বিশিষ্ট নিপীড়িত ও বলিত মানুষের শূদ্রিমোলনের ড. আহমদকের জীবন ও কর্মসাধনার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ড. আহমদকের বলিতমুক্তির পত্রিকা রূপ নিয়ে তাঁরা তাঁর কর্মসূচিকে সমস্যের পথ এগিয়ে আমাদের, 'উত্তরণ'-এর প্রকাশনি তাঁদের সমস্যের আন্দোলনের পীড়িতিতে সমৃদ্ধ।

বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের স্বরূপ

ড. অনিল বিশ্বাস

যুক্তি প্রতিজ্ঞার সম্বন্ধের অনুকূল পক্ষ সর্বজনীন বিধির এক অঙ্গ। যেখানেতে বাঁধন প্রতিজ্ঞার যে অভিজ্ঞতাটি হল সর্বজনীন বৃত্তান্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুত বাঁধন প্রতিজ্ঞা দুটি প্রতিজ্ঞার সমানুপাত। যেহেতু এ এখন জল আছে আছেন ও যেখানে উপল, কিন্তু মিটিয়ে উপল নয়। কিন্তুর ক্ষেত্রে দুটি যে দুটিকে যেন, অনুরূপির ক্ষেত্রে অনেক সেই দুটিকে। উদাহরণ সকল সম্বন্ধবিচারের অর্থাৎ এর এখন করে সম্বন্ধের সঙ্গে সুসমাহরণ। ১৯০৪ অব্দের ২৮ অক্টোবর পুরুলিয়ার ঐতিহাসিক অধ্যাপকদের আন্তর্জাতিক উপাদান দেওয়ার হয় এক সভা আমন্ত্রণের হলদার নিমন্ত্রণ একটি ভোজ। এই উপলক্ষে তিনি নিজের সম্পর্কে একটি উক্তি করেন। তিনি বলেন: 'আমার জীবনযাত্রার যে-ভাবে চলেছিল, সেভাবে যদি আমি চলতাম, তাহলে বাহ্যজগৎ আমি হয়ে পড়তাম এক পুরাদস্তুর পুরুষ। কিন্তু আমার ছিল এক দুর্বার সহজ জ্ঞান।' এই পুরাদস্তুর পুরুষ ও দুর্বার সহজ জ্ঞানের বিবর্তিতরূপ পরে উন্মেষে তাঁর সর্ব জীবন ও বাঁধন অধ্যায়ন্তর। এবং তাঁরই প্রকট হয়েছে তাঁর অবদান।

সমগুণ ও প্রবৃত্তি

এখন এর পরিচিতি। বস্তুত প্রবৃত্তি ও আকারের এক যৌথ দৃষ্টি। প্রবৃত্তির আগে সমগুণের ৭৩ জন আর সমগুণের আগে মাত্র ২৫ জন। অধ্যাপকদের প্রবৃত্তি 'পুরাদস্তুর'। এখানে পুরাদস্তুর বৃত্তান্ত নৈতিক উপাদান ও সহ্য গুণ। এই ভাবটিকে তুলনামূলী প্রকটি—সৃষ্টিবাদ, সৃষ্টিবিজ্ঞান, মিতব্যয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে যে বস্তুর বাস্তবজীবন জীবনে প্রবেশ ঘটে দু'ভাবে—সমগুণের অবলা প্রবৃত্তিরূপে। আর নৈতিক গুণগত বাস্তবজীবন জীবনে প্রবেশ করে প্রবৃত্তির মাধ্যমে। বাস্তব প্রতিজ্ঞার এই অনুভূতিকে উদ্ভাবন এবং বাস্তবের যোগসূত্রে। এ-ক্ষেত্রে নৈতিক গুণগত মিলনসূত্রে কাজ করে। কিন্তু 'আর' 'প্রবৃত্তি' থেকে আলাদা। এতে বৃত্তান্ত আকার জীবনের বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে, আর তাতে তিনটি পর্ব। প্রথমটি তাতে আকার; দ্বিতীয়ে হল পক্ষ আকারের মূল প্রবৃত্তির সমন্বয়; আর তৃতীয় পর্বে তাতে পরাজ্ঞানিকার যে নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবের নিয়মে আকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। আমরা এই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অধ্যাপকদের বাস্তবিক তুলনা ও সহজ জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁর উদ্ভাবন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সহজ জ্ঞান ও প্রবৃত্তি' ও 'সহজ' সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন। 'প্রবৃত্তি' এমন একটি সহজাত জ্ঞান যা জীবনে উদ্ভূত হয়ে উদ্ভাবনের ও অনুপ্রেরণার সমন্বয়ে ভেদও তিনায়। তবে তার প্রকাশ পরে আসবে। মানুষের অন্তরাত্মা হয়েছে তিনভাগে। তার সত্তা যা আত্মা হল তার ও প্রবৃত্তির সমন্বয়ন, এক সাধারণী উপাদান। মনে রাখতে হবে যে প্রবৃত্তি সকলে প্রবৃত্তি বাঁধনসূত্রের কাজ করে। প্রবৃত্তি কিন্তু সংজ্ঞার নয়—এ সাধারণ প্রবৃত্তি ও অনেক, যার আন্তর্জাতিক হয় প্রকাশ না মূলাধারে। প্রবৃত্তি শুধুমাত্র জ্ঞান-আকারের কাজটি নয়। এর বিভিন্ন আর একটি ভিত্তি হল ভোজন। মনে রাখা হল ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তি ও অনেক মধ্যে। প্রশ্ন আসে কি করে মূলাধার নৈতিকতার বিভাগী সব প্রবৃত্তির উপর? এর জবাবে জেমস উইলিয়াম জেমস্-এর কথায় (The Principles of Psychology. Vol. II. p. 549) যেন যায় আকার (প্রকার আর সহজাত প্রবৃত্তির থেকে কমজোরি। তবে আকার (প্রকার প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের যুক্ত শক্তি সহজাত প্রবৃত্তিকে ছেড়ে দেয় বেশি হয়। আর এই প্রবৃত্তিই হল ইন্দ্রিয়গত।

উপরের আলোচনার পাওয়া যায় আকার, প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্পর্ক। একে গণিতের সূত্রে প্রকাশ করা যায়। যদি আকার-প্রকার = A, প্রবৃত্তি-প্রবৃত্তি = P, ও প্রবৃত্তি = E হয়, তবে দেখা যায়

$$A < P$$

কিন্তু $$A + E > P$$

অর্থাৎ কিন্তু প্রবৃত্তিগুলি আকার জন্মগত হতে পারে এবং তখন আকার প্রবৃত্তিকে পরাজিত করে। আর A + E হল ইন্দ্রিয়গত। তবে এই ইন্দ্রিয়গত হল সহজ জ্ঞান যেটি সংজ্ঞার—এ সহজাতের অন্তর্ভুক্তি। মনে রাখতে হবে যে এমন প্রবৃত্তি আর অনেক আকার, যা প্রবৃত্তির সংজ্ঞার জন্য। আর এই আকারের হল সহজ সংজ্ঞার। এই পরিণত উদ্ভাবন সংজ্ঞার। এবং সংজ্ঞার হলে এমনে : প্রবৃত্তি → আকার → সহজ। আকারহীনের সহজ এমনেই আরে উদ্ভাবিত। তিনি তাঁর আকারের এমনেই জন্মগত সংজ্ঞাবিধির বিকাশ আকারে।

রূপান্তরণ প্রক্রিয়া

ঃ. অরোবিন্দ তাঁর তিন ধরনের হিন্দী লেখায় রূপান্তর করেছিলেন। তাঁর তিন ধরন হিন্দির তাঁর প্রতিষ্ঠা রূপান্তরে সহায়ক হয়েছিলেন। প্রথম ধরন হিন্দির শুরু (১২০—৫১৪ খ্রি: পূ:)। ১৯০৭ সনে তিনি এলাহাবাদের উক্ত বিদ্যালয় থেকে গ্রন্থপঞ্জি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তবেই তাঁর শিক্ষা তাঁকে ভাষাবিদ, মহাকাব্য প্রতিষ্ঠা পরিচয়েছিলেন। গ্রন্থপঞ্জির পাশ উপলক্ষে প্রকাশনীর কর্মিদল একটি অনুষ্ঠান করেন বক্তব্যসহকারে আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মানের হিন্দির তাঁরই লেখক ও সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় (কৃষ্ণবিষ্ণু অনুবাদ রামমোহন)। লেখকের রাজা রামমোহন রায়কে উপহার দেন গৌরব কৃষ্ণের চিঠিটা। এ পত্র থেকে রামমোহনের উদ্দেশ্য হল এবং অরোবিন্দ পড়ার পরিচয় করেন। তাঁর উপর চিঠিখানার প্রভাব পড়ে।

হিন্দির প্রথম প্রধান কবির (১৪১৫—১৪১৮ খ্রি:)। রামমোহনের শিক্ষা ছিলেন কবীরপন্থী। তাঁরাই তাঁর উপর পড়েছিল ধারাবাহিকভাবেই কবীরের প্রভাব। রামমোহন মনে করেন যে কবিরই তাঁর কর্মের প্রধান কারণ কৃষ্ণের সম্ভব। অরোবিন্দ রচনে তাঁরাই সহায় হয়ে অরোবিন্দ এবং পরিচয়েও 'সহায়' হয়েননি। এর কারণ, কবীর কৃষ্ণের একটি কবিতায় "যখন রামকৃষ্ণ হওয়া কবির, তখন কি করে সে সম্ভ কৃষ্ণ?" রামমোহনের তৃতীয় গুরু হলেন তেজবিজয় কৃষ্ণ (১৮২৭—১৮৯০)। রাজাবাদের তিনিই প্রতিনিধি ছিল। তাঁর তেজবিজয় কৃষ্ণের কবি, কৃষ্ণা, নাটক, তেজিল, সমাজ, তাঁর ও সমাজ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন রামকৃষ্ণের নিজস্ব। তাঁরা কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠে অরোবিন্দের উজ্জ্বল অবদান কৃষ্ণের কবির তাঁর ভাব।

এলাহাবাদে তাঁর তিন লেখক। 'লেখ' শব্দটি ঐতিহ্যিক ও পরিভাষিক। 'লিখ্' থেকে 'লেখ'। যেমন প্রতিষ্ঠানিকভাবেই লিখ্-এর রূপান্তর ঘটে। অনুরূপে লেখা। এরই রূপান্তর ঘটে 'লী'-ধাতু। তার অর্থ 'বিলি দেওয়া, রূপান্তর করা'। প্রতিষ্ঠানিক 'লিখ্' থেকে কৃষ্ণের, তাঁরাই রূপান্তর রূপান্তর। রূপান্তরে রূপান্তর তাঁরাই ঘটে, তাঁরাই 'লিখ'। লিখ্, লিখ, লেখ—হিন্দী লেখাই এর রূপান্তর রূপান্তর। তাঁর এ রূপান্তর ঘটেছে। রূপান্তর লেখকের রূপান্তর হল ঘটেছে। তাঁরাই ও ঘটেছে, তাঁরাই 'লেখ' ও লেখে এই, 'লিখি' ও লিখেন। এরই সঙ্গে তাঁরাই 'রূপান্তর', 'লেখান' ও 'লেখিনি'। এলাহাবাদ লেখা লেখক লেখকের রূপান্তর হয়।

রামমোহনের রূপান্তর লেখক 'লিখ' ধাতুর রূপান্তর। তিনি লেখকের যে, রূপান্তরটি রূপান্তর লেখিত লেখি ও রূপান্তর লেখক লেখ নয়। লিখিবার লিখিত, লেখক লেখে লেখি লিখেন। লেখকের রূপান্তর, লেখানি, রূপান্তর, রূপান্তর লেখি এর। লেখে রূপান্তর লেখি, লেখকের লিখে লেখকের। রামমোহনের রূপান্তর লিখে লেখিয়েছেন যে, তাঁরাই ১৩৫ লিখেন (১৯১১—৫২.২১%, ৩৭ রূপান্তর), লেখকের রূপান্তরের (রূপান্তর)-এ লেখক ১৩৯। এর রূপান্তর রূপান্তরের লেখক লেখক তাঁর ন—এর লিখিতে লেখে রূপান্তর রূপান্তর লেখিত লেখক। রূপান্তর রূপান্তর লেখে এর লিখি লেখিনি লেখক। রূপান্তরকালে লেখকের লিখে ঘুঁলেখ যে এর লিখি লেখকের ঘটে লেখিনি ও রূপান্তরের। রূপান্তরকালে লেখকের লিখে ঘুঁলেখ যে এর লিখি লেখকের উপরের রূপান্তর রূপান্তরের ২৪ ঘটে। রূপান্তরের রূপান্তর রূপান্তরে (The perennial Philosophy, 1947 at 1-2) : "রূপান্তর লেখক রূপান্তর। রূপান্তর লেখক লেখিনিকের রূপান্তরের ঘটে রূপান্তরে লেখি'ঃ ও লিখিনি।"

রূপান্তরকালে লিখিত লেখক 'রূপান্তরের'। তবে ও রূপান্তরিত লিখিনিকের লিখি রূপ রূপান্তর। লেখক রূপ রূপ লেখ লেখি রূপান্তরিত রূপান্তরে। এরে রূপান্তর রূপ ওই লুপ্তরূপ। এরূপে লেখক লেখি লিখিনির লেখানি লুপ্ত রূপ রূপে। এরূপেই রূপান্তরের লিখি লেখানি রূপ রূপে লিখিনিকের লেখকের। এ রূপ 'রূপ-রূপা' এই লিখিত ও লেখানি রূপ রূপ ও রূপান্তরি লেখকে লিখে। রূপান্তরি রূপান্তর রূপ রূপ—এরা লেখকের লিখিত ও লেখানি। এরূপ লেখকের রূপে রূপ-লেখানি। লিখিনির লেখা লেখি রূপে লেখ লেখ 'রূপান্তর'। এই রূপা রূপও লেখকে রূপে রূপে 'উপান্তিলেখ'। রূপও লেখি রূপে রূপকে লেখ 'লিখিনিকের'।

এবার তৃতীয় লেখকের রূপ। এ হল "লীল" বা লিখি। রামমোহন রূপের যে তিনি লিখেন "লিখ রূপে রূপকে রূপেনি লেখ রূপান্তরি, রূপান্তর বা রূপা লেখও লুপ্তরি"। তিনি রূপও লুপ্ত লেখ রূপেননি বা লিখেরেই পারেনি। তাঁর লেখা ছিল দুটি বিশ্বাসের রূপি—যাই রূপ লেখকের পরিচয়। তাঁর মতে "লীল (বা লিখি) রূপা রূপান্তর রূপে রূপকে রূপে"। এরূপেই রূপে উপলিখিনের রূপান্তর তাঁরাই হিসেবে, যেন রূপ এও রূপ রূপান্তরি রূপান্তর।

মনোবৈজ্ঞানিক গঠন

লীলার রূপান্তরিত হিন্দী শব্দের রূপা রূপে—রূপ, রূপি ও রূপা। এরে এক আধুনিক কবি লুপ্ত রূপেছেন লেখকীর (লতা) রূপিনির মধ্যে—

রূপেনী রূপান্তর লেখ রূপি, রূপে,
রূপিনও লিখেরি যে তাঁর রূপেরূপে।
লিখুন রূপের রূপান্তও লিখেন রূপের লেখ,
রূপুন রূপের রূপে রূপে লেখি-লেখি রূপে,
লিখি ও রূপিন রূপিনিকের রূপেরূপে লেখে।
রূপানী-লিখেন লেখ লুপ্তে লেখ রূপি—
রূপেরূপ লেখে লেখ রূপান্তর লিখেরে রূপি॥

—রূপিন লিখেন, 'লিখের উপান্তরে', ১৯৮০, পৃ: ৯১

লেখকের লিখ লিখ লেখে লেখে লেখিত হয়ে লেখে রূপিনিকের লিখেরি লেখে। তিনি লেখিয়েছেন যে, রূপান্তরে রূপান্তর লিখিনে রূপিনে এরই ঘি-লেখ লেখিনি লেখে রূপান্তর লেখে রূপান্তরিত লেখে। রূপিনির লিখিনি ও রূপিনি রূপান্তর এরূপান্তরে লিখেন রূপে রূপে লেখকে রূপিনিকে লিখিনে লেখ রূপে এবং লিখ রূপান্তরে। রূপান্তরে রূপিনি এরই লিখেন রূপ লিখে রূপে এবং লেখিনিকের রূপান্তরে—যাই রূপান্তরে রূপান্তর লেখে হিন্দী লিখিনি ও লিখেরি

বাঁ থেকে ১. অধ্যক্ষ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ২. বি. কে. সরকার ৩. প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৪. ডি. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় ৫. ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ৬. ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আকৃতিক উপাদানের ভিত্তিতে। দৈহিক উপাদানগুলির নাম দিয়েছেন ত. যেমন দেহাভ্যন্তরে আন্তরযন্ত্রের (endomorphy); মধ্যযন্ত্র (mesomorphy); ও আন্তরযন্ত্র (ectomorphy); যে ব্যক্তির আন্তরযন্ত্রের উপাদানের ভিত্তি প্রাধান্য থাকে ও ব্যক্তির এরা দেহাকৃতি হলেন। উপাদানের সমন্বয়ের ব্যক্তি হল কৃশ, মাংসল ও পেশল। আবার উপাদানের আন্তরযন্ত্রের ব্যক্তি হল স্থূলদেহী ও স্থূল-পেশীর। প্রথমটির অর্থে বিকাশ আছে—এ বিকাশ মাংস এবং কৃত্রিমতার ভেদে বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিপাকতন্ত্রী শ্লেষ্মিকলাস : অন্য তৃতীয়টি অন্তরযন্ত্র সম্পর্কযুক্ত। এখানে দেহাকৃতির সঙ্গে আবার আন্তরযন্ত্রের ও বিভিন্নতার তুলনার উল্লেখ।

উপরের তিনটি দৈহিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রেরও তিনটি সারণী—আন্তরযন্ত্রতন্ত্রিতা (viscerotonia); দেহতন্ত্রিতা (somatotonia); ও মস্তিষ্কতন্ত্রিতা (cerebrotonia)। প্রথমের লক্ষণ এরূপ আরামপ্রিয়; আরাম ও বিলাসপ্রিয়তা; সহানুভূতি; ক্ষুধা আছে; ভোজনরসিক। দ্বিতীয়টির লক্ষণ এরূপ শারীরিক কর্মপ্রিয়তা; আত্মবল ও আত্মনির্ভর; সাহসপ্রিয়তা; সংসাহী মনোভাবের প্রাধান্যযুক্ত। আর তৃতীয়টির লক্ষণ এরূপ—অভিব্যক্তির সংযমতা; অতি-সচেতনতার আধিক্য; অভিব্যক্তির তুলনায় আত্মবল্প দিয়ে আরম্ভ। মস্তিষ্কতন্ত্রের ব্যক্তি সমাজসঙ্গে মিশতে চায় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ড. আম্বেদকরের চরিত্রের আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি সমাজে এবং অভিব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদী। এই কারণে তিনি নেতা এবং নেতৃত্বের পরিচালনার পদ্ধতি—দেহতন্ত্রিতা সমর্থিত। আবার তিনি আন্তরযন্ত্রের আধিক্য, যেমন মস্তিষ্কতন্ত্রিতা সমর্থিত। ফলে উদ্যমশীলতা ও শারীরবৃত্তিতা এদের অভিব্যক্তিতে। তিনি তাঁর চরিত্রে আরাম ভোগ করার এবং বিলাসে ভোগও জানেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

Dr. Oard Biswas—A phenomenon Named Ambedkar. 1998.

Bahujan Voice, April. 1989.

A. Huxley—The Perennial Philosophy. 1947.

Hamlyn's Encyclopedic Dictionary. 1972.

W. James—The Principles of Psychology. 1918.

J. Drever—Introduction to the Psychology of Education.

W. McDougall—An Outline of Psychology. 1949.

আম্বেদকর ও ভারতীয় সমাজ

শ্রীকান্তি বিশ্বাস

পরিবারের শিক্ষা এবং ছিল এবং ও দুর্বলদের পুরোধা।

ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর আনুমানিক ১৯ ডিসেম্বর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মোরেশ্বর আম্বেদকর ছিলেন মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত আম্বাবাদে। তাঁর নামানুসারেই আম্বেদকর পরিবারের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। আম্বেদকর পরিবার মূলত মহারাষ্ট্রের অধিবাসী হলেও তাঁর পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘদিন ধরে কোঙ্কণ অঞ্চলে বসবাস করতেন। কোঙ্কণ অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য মারাঠা পরিবারের মতো আম্বেদকর পরিবারও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আম্বেদকরের পিতামহ মালোজি সাকপাল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সুবেদার পদে চাকরি করতেন। তাঁর পুত্র রামজি মালোজি সাকপাল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সুবেদার মেজর পদে চাকরি করতেন। রামজি মালোজি সাকপাল ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কবীর পন্থী। তিনি কবীরের দোহা ও ভজন নিয়মিত পাঠ করতেন। তিনি মারাঠি ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ক কিছু বইও লিখেছিলেন। রামজি মালোজি সাকপাল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহু পরিবারের মেয়ে ভীমাবাঈ মুরবাদকরকে বিয়ে করেন। ভীমাবাঈ ও রামজি সাকপালের ১৪টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৫ জন শৈশবেই মারা যায়। ৯ জন সন্তানের মধ্যে ভীমরাও ছিলেন চতুর্দশ সন্তান। ভীমরাও ছাড়া আর যে ৪ জন সন্তান বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে বলরাম, আনন্দরাও ও মঞ্জুলা ছিলেন ভীমরাওয়ের ভাই-বোন। ভীমরাওয়ের বাবা রামজি মালোজি সাকপাল ছিলেন কবীর পন্থী। তিনি কবীরের দোহা ও ভজন নিয়মিত পাঠ করতেন। তিনি মারাঠি ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ক কিছু বইও লিখেছিলেন। রামজি মালোজি সাকপাল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহু পরিবারের মেয়ে ভীমাবাঈ মুরবাদকরকে বিয়ে করেন। ভীমাবাঈ ও রামজি সাকপালের ১৪টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৫ জন শৈশবেই মারা যায়। ৯ জন সন্তানের মধ্যে ভীমরাও ছিলেন চতুর্দশ সন্তান। ভীমরাও ছাড়া আর যে ৪ জন সন্তান বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে বলরাম, আনন্দরাও ও মঞ্জুলা ছিলেন ভীমরাওয়ের ভাই-বোন।

ভীমরাও সকলের কাছে ভীম নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ভীমা বলে ডাকতেন। তাঁর অনুরাগীদের অনেকে তাঁকে ভীমবাবা বলে সম্বোধন করতেন। কেউ কেউ তাঁকে ভীমরাও নামেও ডাকতেন। স্কুলের খাতায় তাঁর নাম লেখানো হয়েছিল ভীমরাও রামজি সাকপাল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে ভীমরাও রামজি আম্বেদকর করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সাকপাল পদবি ব্যবহার করতেন বলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে আম্বেদকর পদবি যুক্ত করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আম্বাবাদে বসবাস করতেন বলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে আম্বেদকর পদবি যুক্ত করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আম্বাবাদে বসবাস করতেন বলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে আম্বেদকর পদবি যুক্ত করেন।

ভীমরাও যখন সাতারা জেলার স্কুলে পড়তেন তখন তাঁর পদবি ছিল আম্বাবাদেকর। স্কুলের খাতায় তাঁর পদবি আম্বাবাদেকর লেখা হয়েছিল। ভীমরাও যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাঁর পদবি ছিল আম্বাবাদেকর। স্কুলের খাতায় তাঁর পদবি আম্বাবাদেকর লেখা হয়েছিল। ভীমরাও যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাঁর পদবি ছিল আম্বাবাদেকর। স্কুলের খাতায় তাঁর পদবি আম্বাবাদেকর লেখা হয়েছিল।

ভীমরাও রামজি সাকপাল ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও গায়কোয়াড়ের বৃত্তি লাভ করে উচ্চশিক্ষার জন্য নিউইয়র্কে যান। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ভীমরাও রামজি সাকপাল ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও গায়কোয়াড়ের বৃত্তি লাভ করে উচ্চশিক্ষার জন্য নিউইয়র্কে যান। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ভীমরাও রামজি সাকপাল ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও গায়কোয়াড়ের বৃত্তি লাভ করে উচ্চশিক্ষার জন্য নিউইয়র্কে যান। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

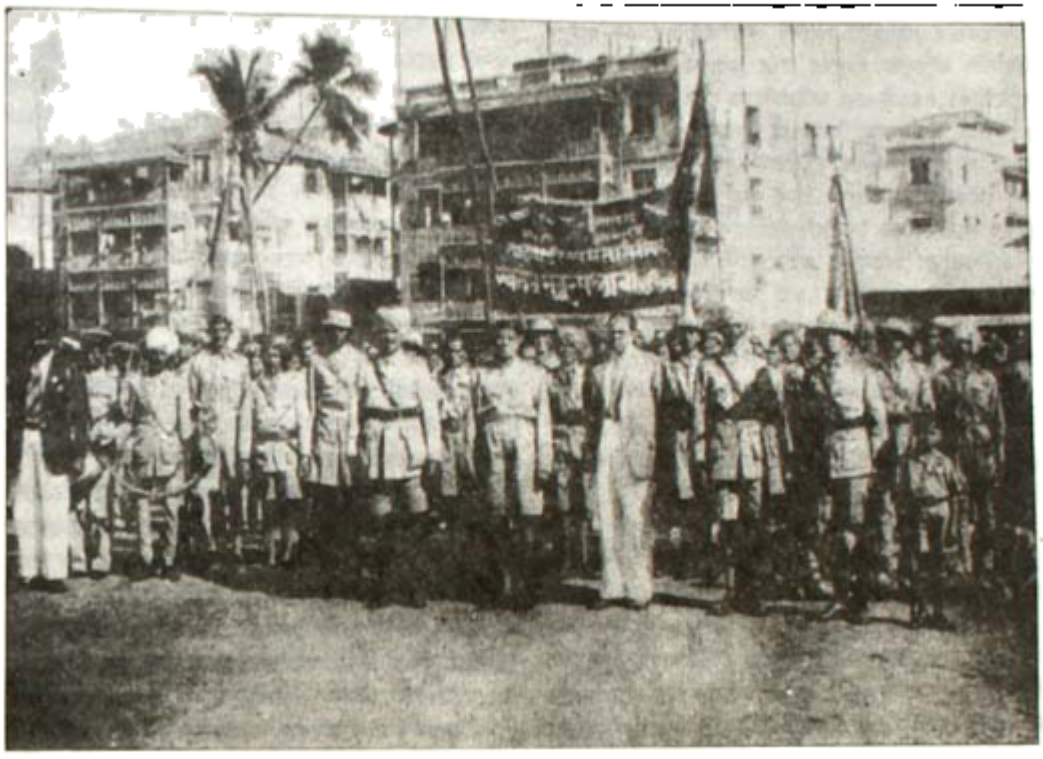

নারায়ণগঞ্জ নৌশিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের পুরনো ব্যানার হাতে মিছিল।

এসব নিয়মিত উপস্থিত। সভানেত্রীত্বে অনেক অবদানও রয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটুকু এখানে এখনই পেশ করা যাক।

দেশের মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রীদের এবং শতকরা হিসেবে:

শ্রেণী	ছাত্রীদের	ছাত্রীদের
প্রাথমিক শিক্ষা	১৬	৭.২
৬ষ্ঠ থেকে ৮ম	১৪.৫	৮
৯ম ও দশম	১২.৬	৫.২
উচ্চ মাধ্যমিক	১৪.০	৪.৮
বি এ	১০.৬	৩.৫
বি এসসি	৮.৯	১.৫
বি কম	৪.৯	১.৫
এম এ	১০.৬	৩.৫
এম এসসি	৭.৩	১.৫
এম কম	৭	২.২
ইঞ্জিনিয়ারিং	৭	২
এম বি বি এস	৮	২.৯

নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগ ও ছাত্রীলীগ ইউনিট অনুযায়ী (১৯৯১) ৫৭.৭ শতাংশ। ছাত্রলীগের সদস্যদের মধ্যে ৫৭.৪ শতাংশ এবং ছাত্রীলীগের ২১.৬ শতাংশ। কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্রলীগ ছাত্রীলীগের প্রতিনিধিত্ব ২.৬ শতাংশ এবং স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে এদের হার ৬.৭ শতাংশ। অন্যান্য ছাত্রলীগের ৮০.৭ শতাংশ এবং ছাত্রীলীগের ৪৯.৫ শতাংশ মেয়েদের অনুকূলে সংরক্ষিত। ছাত্রলীগ জেলা ১ শতাংশের অধিকাংশ আসনে এদের হাতে। এদের ১০ শতাংশ সম্পাদকীয়ের মিছে ছাত্র করে এবং ২০ শতাংশ উপজেলার দিক দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে তারা।

জেলার সাধারণের ভার্সিটিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রীলীগের প্রতিনিধির শতাংশের হিসেবে—

শ্রেণী	ছাত্রীদের	ছাত্রীদের
ক শ্রেণীভুক্ত	১০	২.৯
খ "	১২.৬	২.৭
গ "	১৬	৩.১

কেন্দ্রীয় সরকারের মহলের ধারণা অনুযায়ী এই সংখ্যা, রাজনীতি অভিজ্ঞতার অনুযায়ী উচ্চ মধ্যবিত্ত আয়ভোগের বাঁধন ছাড়িয়ে ৩১,৪০০টি এবং অফিসারদের উপর এই ধরনের সংখ্যা ৪,১১৩টি। আয়কর বিধি এই আয়ভোগের বাঁধন ছিন্ন না করে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি সিঙ্গার ইন্ডিয়া-লিমিটেড কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্থাদের বাঁধন ভঙ্গ করে দেশের সেরাদের তালে শীর্ষে নিয়েছে। এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারি ও অফিসারি নিয়ন্ত্রণাধীন যে সমস্যাদির সমাধানের নির্দেশ হয়েছে—হিসেব করে দেখেছি সাধারণীকৃত হলে তা কলকাতা সরকারদের এক কুড়ির নিচের বৃত্তি সমস্ত পরমুখাপেক্ষী অনুযায়ী বৃদ্ধি সমর্থন করেছে। মুদ্রিত কেরী ফিলকাটি নিয়ন্ত্রণের জন্য যত্ন নিয়ে আমি পরীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ থেকে এমনি ডাক্তারি পরীক্ষণে যে ঈষৎ সমালোচনা হলো; এটা সাধারণীকৃত নিয়ম। পরীক্ষণটি যে সময় সরকারের নির্দিষ্টকরণে কেন্দ্র প্রকাশ করে হয়েছিল উপযুক্ত বিজ্ঞাপনটি বাক্য সংখ্যার ডাক্তারি, অফিসারি এবং চাকরিদের প্রতি এক্ষেত্রে উপযুক্ত বেতনের হয়েছে। অট্টালিকা আর থেকে আমার হিসেবে যে সমস্যার সমাধানে প্রকাশ করেছে—তা ঘটনি বেতনের।

আমার সমস্যাটা এবং অফিসারদারী আমার এবং তার সঙ্গে অনুযায়ী সমাধানের একটা বিকাশ। এর মূলে আমার যা বেতন হলে এই আমা অন্তত সমস্যা করে চলতে থাকবে। সরকারি চাকরি এর সংস্থানে যেমন আমার প্রকাশের পরিবর্তে ঘটবে এই হিসেবে সাধারণ ঈষৎ আমা অফিসারদের উপযুক্ত বেতন। ৪. অফিসারদের সেরা নয় চাকরে দেখেন আমাদের। কিন্তু আমার বিজ্ঞান করে তিনি মূলধনে পারেন তা কিন্তু সাধারণীকৃত বিকাশের আমার করে এই আমার বাজিদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। রাজনীতিক আমাদের আমা থেকে পর্যন্ত পর্যন্ত আমে তিনি মূলধন হিসেবে করেছেন—তার মধ্য প্রকাশ তাঁর সেরা নিয়মের তিনি সেরা ও বিকাশ আমা পারেন যায়। সরকার কেন্দ্রও চাকরিদের আমাদের সমাধান না পেয়ে তিনি মূল্য হয়ে নিযুক্তির তাদের কাজটাদের এবং নৈরাশ্যে প্রকাশ আমাদের। যার পরিবারে আমে যে সমস্যার নৈতিক প্রতিষ্ঠার পরিবারে তার যায় ও সমাধানী ঘটনাবলী তার সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে আমে। প্রেসিডেন্সির আমাদের সরকার যেমন দেশের-দেশীয় আমে যেমনি আমে মূল মূল আমে হলে আমে তার আমাদেরকার সমাধানের মূল-আমা। এই ঈষৎ প্রকাশ আমাদের বিকাশে একটা সমস্যা না করলে এর থেকে বিচ্যুতি নেই। ৪. আমাদের ঈষৎ মূল্যের আমে কিন্তু যিনি আমে সমূহ ব্যাপারিক তার বিশ্লেষিকদের পরিষ্কার আমাদের যে আমার প্রকাশ করেছিলেন—তার আমা এই মূলধনী সমাধানীকৃত ছিল। কেন্দ্রের যে যে দি মেট্রোপলিস সরকার অফিসারী ও অফিসিয়েদের আমা ঈষৎ পূর্বে আমে যার প্রকাশ করেছিলেন ঈষৎ মূলধন হিসাবের নিকির আমার আমে উঠেপড়ে লেগে গেছে। তার আমা যেমনে যে-আমার আমা নিয়ে হয়—তা তাকে নিজে। কিন্তু আমাদের বিষয়, যে আমাদেরির আমা এর ব্যাপারির প্রকাশিলেন তা মূল আমার কোনও আমা নেই এবং তাকে সমাধান সমাধির আমার প্রকাশ আমাদের কোনও আমা নেই। সে আমা ৪. আমাদেরকে আমার প্রতিমার নিকাশ ও অফিসারে থেকে নিজে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এসেছেন আমে। এই আমে আর দুই বছর ধরে যে আমাগুলি নেওয়া হয়েছে তার ফলে একটা প্রকাশিত হয়েছে সরকারের নীতি ও আমার যেন সমার্থ হয়—সরকারের নিজের থেকে নেওয়া মধ্যবিত্ত প্রতি যেন আমার প্রকার আমা যে তাহলে আমার ইতিমধ্যে পরিবর্তন যাঁদের হয়। আমি যা আমা সরকারের আমে ৩৪মুদ্রিত ঈষৎ হয়ে।

আমরা যদি নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ থেকে যা, পরে পরে আপনার ও কৃষ্ণা করবে। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমরা ধরা দাঁড়ব, অন্যায় কোনো মেনে নেবো না, শাসন বাক্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্পর্শ করব না। আমাদের প্রত্যেককে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসরকারের যদি আমাদের মেয়ে ছাত্রদের আজ শৌর্যের মেয়ের মেয়ে না করি তবে আমাদের সঙ্গে শত্রুদের পার্থক্য কোথায়? যদি প্রকাশ করি তবে আমরা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসরকারের আমূল করে ধরে কোনোর পরিচয় আমাদের শাসন করতেই হবে।

—ই. আমেরিকা

দলিত সংগ্রামে ড. বি আর আম্বেদকর

শ্রীঅনিল সরকার

[illegible]

১৯৯০ সালে ৩, বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনে রাষ্ট্রপতি ভি পি সিংয়ের উদ্যোগে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। অথচ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিকের মন্তব্যে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই সময় বিতর্কও হয়। যেমন একজনের আসল পরিচয়টি গোপন রাখতে সংরক্ষণের সুবিধা নিয়েছিলেন। সমালোচনা হয়েছে। সমালোচনার জবাবও দেওয়া হয়েছে। নেতাজি সুভাষ বসু সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তাঁর জেলখানার ও জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে পরে অনেক সংশয়ও জেগেছে। তাছাড়া গান্ধী সম্পর্কেও এই অবস্থার বিতর্ক ছিল একসময়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে দেবত্বারোপ বিপদ ডেকে আনে, সমাজের চলার পথ কুসংস্কারে পরিণতির হয়ে যায়।

অম্বেদকর ছোটো ছিলেন। কালো রঙ ছিলেন অস্পৃশ্য। তখন তিনি বিদেশের থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন তখন ব্রাহ্মণ সমাজের এই পরিচয় নিয়ে কেউ কিছু বলে পারেনি বা নিয়ে আলোচনা করেননি। তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত ব্রাহ্মণদেরই অন্তর্ভুক্ত। পরে জানা, এরা মারাঠা, সেই জেলাটি ইংরেজ বার প্রদান করে। কবি নজরুল ইসলামও ঠিক জানেন বিদ্রোহের কারণে। কৃষ্ণ যে সময় আন্দোলনের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটাবে এটাকে মানুষের ঈশ্বরে এনে দিয়েছিল এক শক্তির প্রতিশ্রুতি।

এই সময় ড. বি আর আম্বেদকর আইনমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কলমটিকের নিয়ে বিতর্কের কম হয়নি। ড. আম্বেদকরের প্রতিও কলমটির নিয়মের মানুষের প্রতি তাঁর সহজ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমালোচনা প্রকাশ করেছে। বলিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে থেকে যে আন্দোলনের সংগ্রাম করে গেছেন সেই মানুষ যেন আম্বেদকরকেই একমাত্র মনে করেন, কমিউনিটিদের ভাবনা এমন কিছু কম নয়। এমনকি কমিউনিস্টরা তাঁদের মনে থেকে সরিয়ে দূর করে দিতে পারে। কারণ তিনি ছোটো দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর আন্দোলনে বিদেশী, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার আন্দোলন—তাঁরা আর যাই ভেবে, জাতীয় সমাজে কর্মরত ছাত্র, কর্মীদের ভাবা, অস্পৃশ্যতা—এই ভাবে ভাবিনী ভেবে নিয়েছি।

এমন আমাদের মোদ্দা সমাজব্যবস্থা ছিল কর্মরত ভাবার উপর প্রতিষ্ঠিত। তৈরিক দুঃখ চলুর্বর্ণের কথা কথা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রা ছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষ। বৈশ্যরা মধ্যবিত্ত অবস্থার। শূদ্ররা ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ। তাদের ছিল কৃষকদের, কৃষিশ্রম, শ্রমিকের, ব্রাহ্মণের। তাদের কৃষিতে উপর কোনও অধিকার ছিল না, শ্রমের উপর কোনও অধিকার ছিল না। তাদের প্রত্যেক কথা চলে যেত। তারা উচ্চবর্ণের কৃষকদিনের সেবা করত। তাদের প্রত্যে কোন অবস্থার উচ্চবর্ণের মানুষ। উচ্চবর্ণদিনের কোনও কাজ করবেন না। তাঁরা শুধু পারবেন। তাঁরা বলবেন, কাজের প্রত্যে উচ্চবর্ণের নয়। নিম্নবর্ণ সৃষ্টি করেছেন মানুষের ভাষা। তাঁর নিয়মে অনুযায়ী সমাজ মানুষের মানুষ নিজ নিজ কাজ ও ভোগের অধিকারী। এমন নিয়মগুলির মানুষের অনুশাসনী করে রাখা হয়েছে যুগ-যুগ ধরে। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিধান করেছেন। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের মানুষরা তাঁদের স্বার্থে এই বিধানকে পুরুষের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, পুরুষের উঁচু থাকা মানে তাদের পড় এবং পুরু হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পুরুষের পুরুষদের পায়ের কথা। পুরুষের পায়ের কথা বলেছেন। পুরুষ ছিল নেতৃত্বের। তাঁদের প্রথম যত নিয়ে নেতৃত্বে পুরি শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সমাজে ক্ষত্রিয়দের শ্রেণীক

ভাইকম মন্দির ও মেকি দলিত প্রেম

শ্রীদীনেশ ডাকুয়া

বৈশি ৮ুরের শুরু, যাযাবর-মহাত্মাদের নিবাস, কিরার, যখন প্রতিটি নীচ জাতিসমূহ ৮ু-হাজার বছরের জাতীয় ইতিহাসে ছাত্রাজন। বাস্তবে 'হরিজন' ও. আম্বেদকরের ভাষায় দলিত (Depressed), অর্থাৎ সংবিধানে তালিকাভুক্ত জাতি ও উপজাতি। বর্তমান ভারতের রাজনীতির পরিভাষায় আমরা 'দলিত' বলে পরিচিত সেই শব্দের, একদা, শুরুর ৩৩ল, থেকে ৬৮ বছর আম্বেদকর ও. আম্বেদকর পর্যন্ত হিন্দু সমাজের 'যারে তুমি নিচে ফেল' মানসিকতার সেই পতিত জাতি ও গোষ্ঠীসমূহকে নিয়ে ইংরাজী৯৯লে কংগ্রেস ও বি জে পি'র মতো উচ্চবর্ণের দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের ভাইকম মন্দিরে দলিতদের প্রবেশের ৭৫ বর্ষ পূরণ উপলক্ষে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর আবার সেই মন্দিরে আগমন ও সোনিয়াকে ঠেকাতেই হালীয় হিন্দু দলিত উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়কে নিয়ে ভাইকম সত্যাগ্রহের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বি জে পি ও সঙ্ঘ পরিবারের পাল্টা অনুষ্ঠান ও হিন্দুত্বের সোনিয়া গান্ধীর অনুষ্ঠান বর্জনের জন্য হিন্দু দলিতদের কাছে আহ্বান সমস্ত প্রচারমাধ্যমে হজরত করে তুলেছে। গান্ধী যাই করুন না কেন হাজিরাতলায় হিটলার নিজে হিন্দুত্বের ধর্মপ্রচারক ও অনুপাদী। তাই নিজে ড. আম্বেদকরের লোকসভার সেদ কমা হিন্দুত্বের নিজের প্রচারকার্যে তার প্রয়োগ। 'অসবর্ণ' হিসাবে তার চিন্তাও হিন্দুধর্মে থেকেও 'সবর্ণ' হিসাবে সবরকম ইচ্ছে আম্বেদকরের ছিল। ৩৩ল্লেখযোগ্য হাজিরাতলায় গান্ধী জন্মের পর কেন কংগ্রেসের অধিকাংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলিতনেতা আম্বেদকরের সে ইচ্ছা পূরণ করতে যেমনি। সেই হিন্দু জাতিসত্তা থেকে কংগ্রেস আজও মুক্ত হয়নি। প্রাতাজনকে হরিজন বলে মুখে বললে তো হবে না। বি জে পি ও তার উচ্চবর্ণসহিদের জন্য প্রকৃত অজানা। সনাতন হিন্দুধর্মের নির্দেশ অনুসারেই ব্রাহ্মণ 'মুখ' থেকে ৩৩ল্লের উৎপত্তি এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনি উচ্চবর্ণের পদসেবা তার কর্তব্য।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে হেটেলাতের হিন্দুত্বের উপর যত আক্রমণ হয়েছে তার নেতৃত্বে ছিল কংগ্রেস, সমাজতান্ত্রিকরা। অথবা দুই-ই একইসঙ্গে। অন্যদিকে আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণে বারবার বাধা দিয়েছিল তারা কংগ্রেস ও বি জে পি উত্তরেই। ড. আম্বেদকরের 'হিন্দুধর্মের হেঁয়ালী' গ্রন্থ ছাপানোর পথে বারা হালাকলা সৃষ্টিতে নিতে চেয়েছিল তারাও উচ্চ বর্ণভুক্ত ছিল। এই সেদিনও নিজের ও অন্যান্যদের জাতির নিবন্ধনের জন্য বারা দলিতদের বলছিলো অথচ, যৌক্ত নিজে দেখা যাবে তারাও এই দুই দলের অন্তর্ভুক্ত। গীতাদিন ধরে 'যারে তুমি নিচে ফেল' 'পশ্চাতে রেখেছ যারে' তারা কারা? এই 'দলিত' সমাজ। কে তাদের 'নিচে' ফেলেছে আর 'পশ্চাতে' রেখেছে? ভারতীয় সমাজের ছোট্ট অনুপাতী অংশ। কাদের নিচে এই অংশ গঠিত? বাজার ও জমিদারির কাছে নিয়ুক্ত কর্মচারিদল, পুঁজি নিয়ে শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত বৈশ্য সম্প্রদায়, ওপরতলার শ্রেণী, বর্তমানের পুঁজিপতিদল ও তাদের পুষ্টিদাতা ইংরেজকুলের ব্রাহ্মণ সমাজ। কিন্তু বাস্তিক্রম যার নিজে এরাই আজকের কংগ্রেস, বি জে পি ও সর্বভারতের শাসনের পক্ষপাত সমর্থক। ভারতের ভৌগোলিকদের একটা বড় অংশ দলিত সমাজের। ধনসম্পত্তিতে তারা যেমন আগে একেবারে ছোট্ট ছিলেন। তাই আজ কংগ্রেস ও বি জে পির দলিত প্রেমের প্রতিযোগিতা। নিজেদের মধ্যে থেকে এ যেন বেড়ালদের নিরামিষাশী সাজা। দলিত সমাজকে এই বিষয়ে তথাকথিত অবশ্যই সর্তক থাকতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানের একটা কথা আছে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজে জনসম্পদে বেশী হয়ে কোনও ছোট্ট সামাজিক মর্যাদায় বড় হতে পারে না। তাই আম্বেদকর বোম্বাই বিধানসভায় বাজেটকালীন পরিচ্ছন্নতার জন্য আইনসভার ভিন এনেছিলেন। আজকাল বাজেটও আগেকার মতো কৃষ্ণমন্দের আবির পক্ষে বলতে হয়। কংগ্রেস দলকেও পক্ষ হিসাবে বাজেট পাশ করতে হলেও দুর্নিসংহরের আইন পাশ করতে হয়। কিন্তু নেহরুর আমলে কংগ্রেস সর্বশক্তিমান থাকা সত্ত্বেও কৃষক কুর্মি সেস না কেন? প্রকৃত কারণটা হল কৃষক যদি জমি সেস তবে তো দলিতদেরই আগে ছুটে যেতে প্রায় সব জমিই। কিন্তু তা হল না কেন? সমাজতন্ত্র কংগ্রেস ও বিরোধীদল জনসঙ্ঘ তখন কী করেছিল? রিপোর্ট আছে, কৃষিসংস্কার ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ রাজনৈতিক

লেখকের সিধু জেঠা সংবর্ধনায় বক্তব্যরত এ. বি বর্ধন সংবর্ধনায়।

সমিতির সভ্যরা। আর বিরোধী দল হিসেবে প্যারাগ্রাফগুলোর মতো বেয়াদব ও নিয়ে হাজির থাকতেন। কমিটিমিটিংগুলো মুখর, কিন্তু সভ্য ছিল।

আমলে বৃটিশবিরোধী যেসব কমিউনের কমিটিতে ঘাসিয়ুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকত, তবে কংগ্রেস ও আজাদলীগের যে যে দল জন্ম নেয়। আইনের মুক্তাক্ষর নিয়ে বহুটি পাতা ভরে, অর্থ-সম্পদের সমানে অন্তত তাদের প্রতিনিধি থাকে পরিচালনা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের জন্য ক্লাবগুলো ভরি নিয়েছে ও অভিজাতদের জন্য ক্লাবগুলো সাজিয়েছে। ফলে এসবগুলোতে আজ প্রায় বৃটিশদের ছিল যে ক্লাব তার দাম কমতে কমতে বৃটি নিয়েছে। তবু সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে বৃটি দল, সাধারণতন্ত্র থেকে সরকার করে যেসব সামাজিক ক্লাবগুলো থেকেও তারা বৃটি পেয়েছে। তবু বহুতর ও আনুষ্ঠানিক বন্ধিতে প্রবেশ হয়, এ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজবিরোধী বক্তব্য ভাষার ছড়া আর-সামাজিক ছবিগুলো পড়ন করেছে বাংলাদীরা। আই যেসব লোক যেখানে কমিউনেরের অনুষ্ঠান হয়েই ফাজলামিরি চলাচলমুক্ত কমিউনে কাজকাম করত ও থাকত। তাই কংগ্রেস ও যি যে দি বৃটি প্রকাশ সাইনেমিক দলের যেসি কমিউনেরের প্রতিযোগিতার মুখে কমিউনের আসল কমিউনের অবস্থা বৃদ্ধতে হয় এবং তারা এই কমিউনগুলো এতদিন ধরে সমস্ত সাজিয়ে এসেছে তাও বৃদ্ধতে হবে। অনুষ্ঠান নয়, অবস্থান নয়, বৃটিনাটাগুলো যে কমিউনগুলো থেকে বৃটিন আসল পর আরও একদল কমিউনের সে-কথা যেমন করতে হবে। এই যেমন যেমনী কমিন আমাদের গ্রাহকের কমিতে কংগ্রেস ও যি যে দির যেসি কমিউনের কমিতকে বৃদ্ধতে হবে।

অস্পৃশ্যরা হিন্দু কিনা? যদি তারা হিন্দু হয় তবে তাদের স্পর্শে হিন্দুদের কমিন ও পুকুরের জল অপবিত্র হবে কেন? যে ধর্ম তার অনুযায়ীদের সমান অধিকার দীনতা করে না সে ধর্ম মানুষের ধর্ম নয়, শয়তানের ধর্ম।

—এ. আজাদ

দলিতজনের উন্নয়নেই ড. আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা
প্রধান শিক্ষিকা, অন্ধ্রপ্রদেশ মেয়েদের বিদ্যালয়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের মহান সমাজসংস্কারক দলিত-অন্ত্যজদের অন্ধকারময় জীবনে উজ্জ্বল প্রভাত আনয়নের প্রচেষ্টায় পথপ্রদর্শক করেছিলেন বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

শিক্ষিত আম্বেদকরের মুক্ত মন এক নিবিড় অন্তর্দৃষ্টিতে দলিত জীবনের যাবতীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের মনোজগতের প্রতিটি বিভাগে। ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁদের অন্তরে জন্ম নেয় তীব্র ঘৃণা। উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের নিপীড়নের শিকার হওয়া অন্ত্যজদের জীবন নিয়ে ভাবনা বিচলিত করেছিল ড. আম্বেদকরকে। তাঁদের উন্নয়নে তিনি লেখেন :

"তোমার আসন হতে দেবতা তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শয়িছে তব সিংহাসন নিলে অবহেলে।
হয়নে দলিত হয়ে
ধূলায় সে রয় বয়ে
সেই নিম্নে থেকে এস নমিলে নাহিবে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে তাহি তোমে সবার সমান।"

ড. আম্বেদকরের পূর্বসূরী রাজারাম, বিদ্যালঙ্কার এবং গ্রন্থ সমসাময়িক বিবেকানন্দ বিদেশি শাসিত ভারতের শাসকশ্রেণীর জাতির ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর সমালোচনা উচ্চারণের যদি দেশের অধিকাংশ মানুষের অন্তরালে লালিত আক্ষেপের মধ্যে ফুরিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দের প্রথম দিকেই বৈদেশিক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজারাম মোহন প্রমুখ কৃষ্ণ অভিযোগ ছুটে উঠেছিল অভিযোগের ভাষে পাঠানো কমিটে: বৈদেশিকের মানুষ কোনদিনই সফল হয় অত্যাচারী এবং অপশাসন স্থায়ে না ("...Friends of despotism have never been and will never be successful")।*

বিদেশিরা ভূমিকায় এবং ভারতীয় নারী তথা শ্রেণী সমাজের নিপীড়নকারী সমাজ শিরোমণিদের ষোলআনার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের একক সংগ্রাম এ যুগের দলিত সমাজের ভূমিকম্প প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রাণিত করে।

সমাজের অবদমিত ও দলিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ ভাবনার। তাঁদের প্রতি ঘটনার সহযোগিতার আশ্বাস আর প্রতিকারের আশ্বাস জানিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, সমাজের দলিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলন না হলে ভবিষ্যৎ তাঁরা নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনের ঢেকে উঠবে।

উনবিংশ শতাব্দের এইসব পথিকের পথের অনুসরণ করে এগিয়ে এলেন আর এক পথিকপ্রবর, বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। দলিত সমাজে জন্মসূত্রে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতায় শিশুকাল থেকে তাঁর বাবার শিক্ষার উজ্জ্বলতা যাবতীয় পরবর্তী জীবনে উচ্চবর্ণের সমাজ নিপীড়নের নানা বিচিত্রতা ও বিশেষিত আঘাতে তাঁকে দেশের বর্তমান তথা সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁকে সচেতনতা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার প্রসার না ঘটলে তাদের মধ্যে চেতনা আসবে না। কেননা, তাঁর ছাড়া, এই চেতনাই তাদের বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণিত করবে। তিনি দলিত সমাজের মানুষদের জন্য শিক্ষা, আন্দোলন ও সংগঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি নিজে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে শিক্ষার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন; ভারতের বিভিন্ন সমাজের উজ্জ্বল তারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অন্যতম তাঁর বিদ্যাবত্তার উজ্জ্বল পরিচয় বিদ্যমান। তবু স্বাধীন ভারতের পরিচয় অন্তঃপ্রদেশ নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যখন সংবিধান রচনার ভোর রাতেই বিশ্বকবির আহ্বান বোধ করেছিলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তখন তাঁদের

* ১৮১৮ সালে ইংরেজ সাংবাদিক জিম্স সেলন বাকিংহামের সম্পাদনায় যে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম ছিল 'দি ক্যালকাটা ক্রনিকল'। এই সংবাদপত্রে ভারতীয় শিক্ষিতদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে ইংরেজ শাসনের অন্যায় ও শোষণমূলক দিকগুলি তুলে ধরা হত। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব যে পত্র লেখে, তাদেরই যে পত্র লেখে ছিল। *(এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—হিন্দী এবং সমাজ ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১)*

সে অভাব দূর করেছিলেন ড. বি আর আম্বেদকরের নাম প্রস্তাব করে।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ড. আম্বেদকর ব্যাপক আন্দোলন সংগঠন করে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র আদায় করেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই বিভাগের বিরোধিতা করে গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখের আবেদনে সাড়া দিয়ে ড. আম্বেদকর পুনা-চুক্তিতে স্বাক্ষর করে গান্ধীজির প্রাণ বাঁচালেন।

ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার অসাম্যের বাইরেকার প্রশ্নে মহাত্মা ও বাবা সাহেবের অবস্থানে মিল ছিল না। মহাত্মা গান্ধী অনুন্নত তথা অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীকে 'হরিজন' আখ্যা দিয়ে তাদের প্রতি সামাজিক বিতিনিষেধ দূরীকরণের জন্য সমাজ শিরোমণিদের প্রতি আবেদন নিবেদন জানাতেন; অন্যদিকে বাবাসাহেব ও, অনুন্নতদের জাগপাটের নিজস্ব সংগঠনের জন্য নিয়ে রাজনীতির সমস্যের চাবি অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অস্পৃশ্য দলিত ভারতবাসীকে সমাজের মূল স্রোতে সামিল করার দাবি আদায়ের আন্দোলনে অটল ছিলেন তিনি। তাঁরই সংগ্রামের ফলে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা দীক্ষিত পায়।

ছাত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা প্রসার এবং তাদের বৈষয়িক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ড. আম্বেদকর সাংবিধানের খসড়ায় সংরক্ষণনীতি অন্তর্ভুক্ত করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মনিয়োগে এই অনুন্নত শ্রেণীকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের সাংবিধানিক সুযোগ গ্রহণের আগ্রহ প্রতিযোগিতা এবং সেসব ক্ষেত্রে কোনও কোনও অংশ যথাযথ সুযোগের অভাবে সুযোগ-প্রাপকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দ্বন্দ্বে রূপ নিতে না পারায়, যথাযথভাবে, সাংবিধান সংশোধন করে সুযোগসন্ধানের সময়সীমা তুলে দেওয়া হয়। সমস্যাগুলিকে বিচার বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে অনগ্রসর শ্রেণীদেরও (ও বি সি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

স্বাধীনতার ফলে থেকে দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে আইনের সংগ্রামী এই জনদরদী ভাবনিধিকে কেবল সুবিচারের প্রশ্ন হিসেবেই বিচার না করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ তফসিলি জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির সাংবিধানিক অধিকার রূপায়ণে সর্বশক্তি এগিয়ে চলেছে।

ড. বি আর আম্বেদকরের জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত বছর প্রতিপালিত কর্মসূচি যেমন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ বছরও তেমনি অনুরূপ কর্মসূচি অধিকতর গুরুত্বে অনুসৃত হচ্ছে। মহকুমা ও জেলা স্তরে অনগ্রসর শ্রেণী চিহ্নিতকরণের শিবির স্থাপিত হচ্ছে। তাছাড়া

ড. আম্বেদকর এল এল ডি ডিগ্রি গ্রহণের জন্য কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন।

সভা ও আলোচনা বৈঠকের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ন্যায়ের সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্রীয় স্তরের আলোচনাচক্রেও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন-প্রয়াসে ড. আম্বেদকরের ভূমিকা আলোচনার পাশাপাশি সে ভূমিকা অনুসরণে এই রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের বাস্তব পদক্ষেপগুলি তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা প্রসারে ড. বি আর আম্বেদকরের উদ্যোগ সর্বজনবিদিত। সেই উদ্যোগকে সফল করার কর্মসূচিতে গুরুত্ব আরোপ করে পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে স্কুল স্থাপন, ছাত্র ও ছাত্রীনিবাস তৈরি, আশ্রম ছাত্রাবাস এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস তৈরির কাজ করে চলেছে। অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় আগ্রহী করে তোলার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রেও বিভাগ বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করছে। অপরিচ্ছন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের ছোটখাটো ব্যবসায় ও বিভিন্ন ধরনের কারিগরি কাজে পুনর্বাসনে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

এইসব কর্মসূচি অনুসরণ করে দলিত তথা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে সামিল করার প্রয়াসে সংবিধানের সুযোগ-সুবিধা তাদের কাছে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেই বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের উদ্দেশে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আয়োজন সার্থক হবে।

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ড. বি আর আম্বেদকর

শ্রীমতী গৌরী হালদার

ভারতবর্ষের ৮৫ ভাগ পতিত জনমুখের কাছে ১৪ এপ্রিল মিশিটি অতি মূল্যবান দরজীয় দিন। অথচ ১৮৯১ সালের এই দিনটিতে আম্বেদকরের পতিত জনমুখে ভরা বেরা ও মূর্তিক দিনমণি ড. বি আর আম্বেদকর। ১৯৯৯ সালের ১৪ এপ্রিল তাঁর ১০৯তম জন্মদিবস পালিত হবে। এই দিনটিতে মহা আনন্দ সবে, শুধু জাতির দাসত্ব মুক্তির উদ্দেশে তাঁর অবদানের, কর ও পর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হবে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা ও সামাজিক কাজ সম্পর্কে কিছু আলোচনা উল্লেখ করতে চাই।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে সমস্ত নারী সমাজের অবস্থান হল, পিছিয়ে পড়া একটি পরাধীন জাতির মতন। অথচ, ভারতের সংবাদিক নিয়মকানুন যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁরা ৮৫ ভাগ পতিত জনমুখের সঙ্গে সমস্ত নারী সমাজের জন্য নানা ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণিক নিয়মকানুন তৈরী করে রেখেছে হাজার বছর ধরে এমন সামাজিক নিয়মকানুন এবং আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অত্যাচারের দায় নিয়ে সমস্ত নারী সমাজকেই একটি পারিবারতন্ত্রাধীন পরনির্ভরশীল প্রাণীতে পরিণত করেছেন।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নারীকে বলা হয়েছে "অন্ধকের ধন"। সমাজের ধন অর্থে ধরণ করে সমাজের নিচে স্থান দেওয়া হয়েছে শূদ্র জাতিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নারী জাতিকে বলা হয়েছে শূদ্রাণী। উপরের তিন বর্ণের পতিতে শূদ্র সমান হল ভাত, দুধ এবং অপবিত্র। নারীদেরও তাই অপবিত্র করে রাখা হয়েছে। বেদ পাঠে নারী ও শূদ্রদের কোনও অধিকার নেই। সম্পত্তিতেও এই দুই শ্রেণীর কোনও অধিকার ছিল না। সম্পত্তি সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হলেও অন্যত্রে যেখানে নিকাহ আছে সেখানে, সেখানে বিভিন্ন ধৌনসে নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অতীতে নারীদের প্রথা চলু হয়েছিল নারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে।

এই নারীদের উদ্দেশ্যে মেদিন বলেছেন, নারীকে ব্রহ্মচর্যের ও প্রকৃতি সমান এবং পুরুষ কর্তৃত্বের কবল থেকে মুক্ত করতে না পারলে প্রকৃত শ্রেণীর ক্ষেত্রেও সত্যই-ই অবমুক্ত হতে পারে না। কারণ জন্মগতভাবে অর্ধেক হল নারী। সেই নারীদের ঘর নিয়ে সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যাপকীবিপ্লব করে যারা যে কথা বলেছেন, ড. বি আর আম্বেদকরও নারীদের প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ—শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীরা যদি পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অংশ নিতে না পারে, তাহলে গোটা সমাজই পঙ্গু হয়ে পড়বে। এই নারীদের জাগরণের জন্য তিনি যে কাজগুলি করেছেন, তা করার আগে তার বিশাল কর্মজীবনের কিছু দিক যদি তুলে ধরা না যায় তাহলে নারীর অগ্রগতির আম্বেদকরীয় উপলব্ধি করা যাবে না।

আম্বেদকর জন্মেছিলেন অস্পৃশ্য সমাজের এক মহার পরিবারে। বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণকালে বহু অবাঞ্ছিত ঘটনার বলি হয়ে, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে প্রথম শ্রেণিতা অর্জন করেছিলেন তিনি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার মধ্যে যেসিকভাগ মানুষের উপর ঘৃণিতের মানুষের কর্তৃত্ব এবং অমানবিক আচরণের হাত থেকে বেরাই পেতে হলে প্রতিটি সমস্যাগুলি নিয়েই যোজনা করতে হবে। তাই তিনি প্রথম দিকে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন করেছেন। সমাজের জলাশয় থেকে জলপানের অধিকার আদায় করার জন্য সৌলপুকুর অভিযান করেছিলেন। মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আদায় করার জন্য অনেক কৌশল মানুষ নিয়ে সত্যাগ্রহ করেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছেন, মনের পোষীর ঘুচাব আগ ছোটো না হলে জন্য মন্দিরে প্রবেশের আন্দোলনের ফল কি হবে? তাই "মানুষের মধ্যে মানুষের" আন্দোলন করার জন্যই মনে মনে করলেন।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে যখন স্বাধীনতার দিতে চাইল, সেই সময় ড. বি আর আম্বেদকর বলেছিলেন, দলিত শ্রেণী ও অন্যান্য অর্থের মানুষের সংগঠন হল ৩নং। স্বাধীন ভারতে আমরা প্রজাতন্ত্রের হবে ৩নংয়ের হাতে। ভারতবর্ষের কিছু নেতারা কখনই দলিত অর্থের মানুষের অবস্থান উন্নতির

একটি মামলার শুনানির সময় ড. মাহমুদ।

জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। অথচ দলিত জনগণের প্রতি অবহেলা, ঘৃণা এবং অমানবিকতাপূর্ণ আচরণ হচ্ছে সমাজের প্রতিদিন। তাই স্বাধীন জাতির যে কিছু সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার স্বাধীন জনগণই তারা সমানভাবে ভোগ করতে পারে না। তাই তিনি দলিত জনগণের জন্য আইনগত অধিকার আদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী তুলেছিলেন। ১৯৩০-৩২ সালে তিন-তিনটি গোল টেবিলের বৈঠকের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছেও সবচেয়ে বড় দাবিটি তুলেছিলেন যে পৃথক নির্বাচন ছাড়া এই দলিতশ্রেণীর জনগণের জন্যই আইনগত অধিকার আদায় করতে পারবে না। আর আইনগত অধিকার ছাড়া এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কোনও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও পাবে না। এই কারণে প্রতিটির প্রকল্প বিশ্লেষণের জন্য গোল টেবিলের বৈঠক বার্থ হয়। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদেরকে ধরাশায়ী করবার কৌশলকে ছেড়ে দিয়ে পৃথক নির্বাচনের অধিকার ছেড়ে দিতে সমত হয়। কিন্তু গান্ধীজি ছেড়ে বসে এই অধিকার বিরুদ্ধে আমরণ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণ রক্ষার্থে আম্বেদকরকে তাঁর মূল দাবী থেকে সরে এসে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনে দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ছেড়ে দেন। গান্ধীজির সঙ্গে এই আপস-চুক্তিটাই পুনা চুক্তি নামে খ্যাত।

পাকিস্তানিদলে দলীয় জনগণের সংরক্ষিত আসন অধিকার ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে ড. আম্বেদকরের উদ্যোগই দলিত জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের বিনিময়ে যে সংরক্ষিত আসন আদায় করেছিলেন তা স্থগিত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারী। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা করে ড. আম্বেদকর বলেছিলেন, "ডা. আম্বেদকরের সংরক্ষিত আসন অধিকার ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করে আমরা নিশ্চুপ দিয়েছিলাম। কারণ আমাদের ভোগানোর অধিকার ছাড়াই আমাদের অধিকার সংরক্ষিত থাকার জন্য আশ্বাস দেয়া হয়েছিল।"

আর এই সংরক্ষিত আসন আদায় করে তিনি আম্বেদকর বলেছিলেন—"এই সংরক্ষিত আসন আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থানগত অধিকার নিশ্চয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলে এই রাজনৈতিক

অধিকারও বার্থ হতে যায়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমরা এক বৈষম্যহীনতার জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা থাকবে সমতা,...আর অসমতা থাকবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। যতদিন সম্ভব আমাদের এই বৈষম্যটা দূর করতে হবে; নইলে এই অসমতার জ্বালা বিপদ ডেকে আনবে, এত পরিশ্রমে গড়ে এই সংবিধান যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো গড়ে তুলেছে, তাকে উড়িয়ে দেবে।'' এই কথাগুলি বলেছিলেন ডঃ আম্বেদকর। এদেশে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা ও সরকারি চাকুরিতে নির্দিষ্ট মানুষদের জন্য বিশেষ অধিকার হিসাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বিশেষ অধিকার লাভে মানুষেরা, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে, ভোগ করে থাকেন। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারি চাকুরিতে লাভে মানুষদের মধ্যে থেকে যত জন ঋণ পেয়েছেন, ডঃ আম্বেদকরের অক্লান্ত চেষ্টার জন্যই এই সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন।

এছাড়া তিনি বরাবরই সুযোগ পেয়েছেন নারীদের জন্য বিশেষ বিশেষ আইন বলবৎ করে সমস্ত নারী সমাজের উন্নয়ন সাধন করেছেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ ভারতে তিনি যখন প্রশাসনিক পরিষদের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন, তখন চাকুরিরতা নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করেছিলেন। এই বিলে সমস্ত নারী সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। এই বিল পাসের আগে খনিগর্ভে প্রবসরত থেকেও তাঁরা বিনে তাদের বেতন আদায় পেত। কিন্তু এই বিল পাস হবার পর থেকে খনিগর্ভে অবস্থান সম্পর্কে আগে এক সপ্তাহ এবং পরে দুই সপ্তাহ সবেতন ছুটি পাচ্ছেন। ফলে অধিকাংশ নারী ডঃ আম্বেদকরের এই অবদানের কথা জানেন না।

এছাড়াও যে সমস্ত নারী জল-জমায়েতের মধ্যে পরিশ্রম করে তা আম্বেদকরের উদ্যোগে তাদের জন্য আলাদা জলাধার, আলাদা স্নানের ঘরের ব্যবস্থা করার জন্য আইন পাস হয়েছে। ''শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি'' গঠন করে তিনি তাদের বেতন, ভাতা, খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাভাব অবস্থায় দেখা যায় দেখা যায়, পরিবারের লোকেরা যাতে বিশেষভাবে অভিভূত পায় তার জন্য ''শ্রমিক নিরাপত্তা আইন'' পাস করেন। অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য অতিরিক্ত মজুরি পাওয়ার আইনও তিনি পাস করেন এবং নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ''শ্রমিক সমিতি বিল'' পাস করেন। এছাড়াও তিনি নারী শ্রমিকদের সন্তানদের তত্ত্বাবধানের জন্য কিন্ডারগার্টেন ও ক্রেশের সাথে প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্যও আইন পাস করেন।

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল, স্বাধীন ভারতে আইনমন্ত্রী থাকাকালীন ''হিন্দু কোড বিল'' নামক একটি আইন পাসের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। এই আইনে নারী সমাজের প্রতি যে অমানবিকতা সমাজ অনেকদিন ধরেছে, সেই সমাজের বদলে দিয়ে তাদের নারীরা যাতে নিজের বিশ্বাসের ভবিষ্যতে অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা আইন করা হয়েছে। এছাড়াও ভারতবর্ষের সমাজ কাঠামোতে নারীরা কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারত না। এই নারীরা যাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারে এবং বাক্তিস্বাধীনতা ও সমানাধিকারের প্রশ্নে নারীদের উপর অত্যাচার বন্ধের প্রস্তাবও তিনি বিলের হিন্দু কোড বিল হিসাবে একটি খসড়া প্রতিবেদন। মানবমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকরের চোখে নারী সমাজের প্রতি সমস্তরকম সামাজিক বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তিনি এই বিল উত্থাপন করেছিলেন। তাই তিনি এই বিল উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রনায়কের যেমন—রাজা-মোসাহেবী, তোষামোদ নেতৃত্ব প্রবৃত্তির অনুপস্থিতির সেই বিল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। এই বিল প্রত্যাহারের প্রতিবাদে আইনমন্ত্রীর পদ তিনি ত্যাগ করেছিলেন।

এইভাবে সমস্ত জীবন ধরে তিনি যেখানে যত অসমতা, অবিচার ও বঞ্চনা দেখেছেন তার বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়াই চালিয়ে গেছেন।

বর্তমান ভারতে যাঁরা প্রশাসনিক অবস্থানে রয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগই উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশজাত। অর্থনৈতিক দিক থেকেও তাঁরা উচ্চশ্রেণির। তাঁরা ডঃ আম্বেদকরকে দলিত সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে দেখে থাকেন। কিন্তু একটু বিচার করে দেখলেই বলতে হয়, আম্বেদকরই ছিলেন প্রকৃত মানবতাবাদী দলিত শ্রেণির বন্ধু ও দরদী নেতা। তাঁর আন্দোলনের ফলে দলিত, অন্ত্য, দুর্দশাগ্রস্তরা মুক্তির পথ ও মুখ ভাষা খুঁজে পেয়েছে। তিনি দলিত শ্রেণির জন্য শিক্ষার আন্দোলন করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জন্য রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের ১০ ভাগ মানুষই হল দলিতশ্রেণির মানুষ। আমরা জানি ভারতে জন্মের হল নারী। তাদের মধ্যে কিছু উচ্চশ্রেণির এবং উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশজাত নারী রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজশিক্ষায় সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হলেও ৯০ ভাগ নারী এখনও তাদের সমানাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। ডঃ আম্বেদকর সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে এই নারীদের অধিকার ফিরিয়ে দেবার আন্দোলন করেছেন। তাই কেবলমাত্র শুধু নারীরাই নয়, তাঁর ১০ ভাগ অনুসারিন ভারতের সমস্ত নারী সমাজই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে এবং তাদের মধ্যে অধিকার আন্দোলনের জন্য তাঁরাই পথ পথে এগিয়ে চলে।

স্ত্রী স্বামীর দাস নয়। সে তার স্বামীর জীবনসঙ্গিনী। উভয়েরই সমান মান। স্ত্রীকে দাসী বলে মনে করবে—তারা মানব সমাজের শত্রু।

—ডঃ আম্বেদকর

কবির আত্মহনন এবং প্রতিবাদ

শ্রীঅনিল সরকার

[মাত্রই কবির কবি জিবন শেষের অবতরণের তৃতীয় অধ্যায়ে, কবির অন্তরঙ্গ প্রতিবেশে ১৫ জুলাই ১৯৮১ তারিখে রাত্রিকালীন নিঃসঙ্গ শয়ীন নিয়ে একদা চলাফেরা করেছেন। সে সময় কবিদের কবিতায় প্রকাশ]

একাকারে সবই সবি
সব শুধু অন্ধ,
এত বড় ভোর ? অন্ধে কয় বড় নিয়ে
হবে ?

এত ফুল ফোটে আর যায়
সবটুকু ঘরে আসে আসে
আর ভালবাসায়!

ফুল নেই কবির
ফোটে ফুল কবিতার ঠোঁটে,
ফুল আর ফসলের সঙ্গে
এক ফেরারীর মতোই এসে
কবির মাটিতে, ফুল ফুরায় ফুল
এ সময় কবির মাটি আরও সুন্দর হয়
কবিতায় ফুল আর ফুল।
আজ নিজের হিসেবের নিয়ে
তাঁর প্রথম সূর্যাস্তের ফোনেরও
ফেরে পায়ের এসব অনুভূতিহীন তাঁর,
তিনি অসামাজিক: তিনি যে কবি
সহজে।

আজকের ফসলের সঙ্গে নিয়ে তিনি যেন
আরেকবারের অনুভব আসার দিন।
তবুও তিনি কবিতায় আছেন যেন অসম্ভবি
তাঁদের আকাশের মেঘ ছুঁয়ে কবিতা নয়,
আসল
তিনি কবিতায়ই আছেন অবহেলি আর
আছে
তাঁর অসময় অনুভব আজ কবিতাদের আর
কৃষিজ মাটি থেকে উঠিয়ে মুকুলের মত
সাজান।

তবুও যেসময় নিঃসঙ্গতায় ঘর ভর তাঁদের
আসে
তাদের জন্যে পড়ন্তের সন্ধিক্ষণ হিসেব
তাদেরই জন্যে পড়ন্তের সন্ধিক্ষণ হিসেব
তাদেরই তাঁরা কৃষিই প্রয়োজন তখন
তাঁদের মুক্তি পাওয়া তাঁরা নিয়ে
সমুদ্রের ঢালা শেষের ফেরে তার
তাঁর কলমেরে, তবি নই হয় আসলে!
তারের তো সূর্যোদয় হয় হয় না
আটোয়ার না কর
তবু আমি ফেরে গ্রাম
গ্রাম আমি গ্রাম তাঁর কাছে
কারণ তিনি যে গ্রামের প্রকৃতিরে
নিয়ে এক ভাব
নিয়ে এক সাধ
তাঁর আকাশে, প্রতিবেশী আকাশের
মতোন
প্রতিনিয়ত হয়
আকাশনের বী গভীর সুখ!

আমার আজ ভয়ে আছে সবি সবি
নিজেরীন পরিবেশ সাধন
কবির ঘুম নেই আর
আমি আমি ফেরে নিয়ে
কবির ঘুম নেই

তৃতীয় অনুভব আজ হয়েছি ফেরে
আর বিন্দু বিন্দু ঝরের অনুভব-
হিসেবের নিয়ত আসেই তাঁদের
আহিও নিয়ে সবি ভিরে উপরের
আকাশ যা আছে হিসেবে গ্রাম
ফসলের কলাইফলের নিয়ে ফেরে
আমার প্রতিদিন, আকাশনের
ভিন্ন কবিদল, হিসেবে গ্রাম
যে ঐশ্বর্যপূরণ,
ফোনের আজ আলোকন আজ সাহেবের
ফোনের আজ আকাশ আজ মত ৪৩ তাঁর
আছে
ফোনের ঐকান্তে ফেরে, আছে ঐকান্তে
হয়।
আকাশ ফেরে সাজানের কবিতার
আকাশে
কবিতার মুকুলাকার আজও কবিতে
আমি ফুলে আছেন ফসলে কবিতে
মৃত্তিকার নিজের আমার নিজেরে।

[কবি প্রীতিভাজন নিবৃত্তন নিজ, কোলকাতা কবি
ও সাহিত্যিক সম্পাদক বন্ধু]

কবিতাবলী

নীলরক্ত

ড. ইশরাক বিশ্বাস

কবিবাবু
পঞ্চাশ মানুষের চুটকিতে
সংক্রিমিত-পিত আন্তঃকলহের সময় ফুরোয়
হলো।
লক্ষ লক্ষ-প্রতিবেদীর পুনিশ্চয় গুলিতে
মৃত।
অথচ অন্যের অন্যত।
সংস্কৃতির রাজনীতিতে
পণ্ডিত
কবিতে
প্রেমে মৃদুরবে
কবি হাইসে ভবিতে
ক্রমে সুরাপানে
আসক্তির মত্ত।
লক্ষ্মণ পণ্ডিত যেন
হনুমান পণ্ডিত গুলিবিদ্ধ হয়ে আছেও
আমাদের হৃদয়ে লক্ষ্মণ
দ্বিতেক-গণেশ
অনুমান
হয় না।
আমরা
আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির
আন্তরের বাসনাই
আমার অন্য হবি না।
আর কতদিন!
আমরা অনুভবিন
একটা না একটা
যৌগিক ছেয়েরেই।
প্রতীকবাদে পাত্র
অন্যমুখে ভবানী
ইথের আমরে ইয়েলী
এখন সাইকো দিয়ে থাকেন আমরি।
পণ্ডিতের মন থেকে যেহেই নেই।
কেন?
পণ্ডিতের বক্ত নীল!

ডাকটিকিটে বাবাসাহেব আম্বেদকর

শ্রীপ্রবীরকুমার লাহা

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর তাঁর সংবিধানপ্রণেতা রূপ, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সংগ্রামী সাথী ছিলেন।

এইসব অসুখ—অসুখের জ্বালা কেবলমাত্র তাঁর সারা জীবন। জীবনে শুধু বিরোধ আর। পায় শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা। এহেন দুর্ভাগা ছেলের সম্মান ডঃ বি আর আম্বেদকর, ইতিহাসে তাঁর মূল্যায়ন আজও সঠিকভাবে হল না। ভারতের ডাক বিভাগ তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ডাকটিকিটে। তাঁর সম্মানে প্রকাশিত ডাকটিকিটের সংখ্যা তিনটি। ক্রমানুসারে প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ সালের ১৪ এপ্রিল, মূল্য ১৫ পয়সা। ডাকটিকিটে ব্যবহৃত মুদ্রিত

ছবিতে ভীমরাও রামজির প্রতিকৃতি ৫৩ বর্ণাঢ্য। ডাকটিকিটের সংখ্যা ৩,২২,৪৯ লে. টি. প্রতিটি পাতায় ২০টি হিসাবে ৫৬১ মুদ্রণ সংখ্যা দুষ্কর্তি।

১৯৭৩ সালে ভারতের ফাইনেন্সের রাজস্বসংগ্রহে প্রকাশিত ১০ পয়সার ডাকটিকিটে ফিরেছেন তিন দশক ভারতের প্রেসিডেন্ট ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতি। ডাকটিকিটের সংখ্যা ৪,০৬,২,১৮ লে. টি. এবং প্রতিটি পাতায় ৩০টি ডাকটিকিট। মুদ্রণসংখ্যা ৫৪ কোটি।

তৃতীয় ডাকটিকিট প্রকাশনায় রয়েছে অনেকদিনের ব্যবধান। সংবিধানপ্রণেতা ড. আম্বেদকর। নীল ও বাদামী রঙের ডাকটিকিট ফিরিয়ে রয়েছে টেলিযুক্ত সংক্রান্ত ড. আম্বেদকর এই ডাকটিকিটটি মুদ্রিত হয় ৬০ লক্ষ। তিনটি ডাকটিকিটের পরিচয় ও লিপির ভাষা ছিল ইংরেজি ও হিন্দি।

প্রকাশকালের ব্যবধান ক্রমানুয়ে তাঁর মৃত্যুর ১৩ বছর পরে, প্রথম প্রকাশ থেকে দ্বিতীয় প্রকাশকাল ৭ বছর এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় প্রকাশকাল ১৮ বছর। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে তিনটি ডাকটিকিটের মুদ্রণ সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২ কোটি, ১ কোটি ও ৬০ লক্ষে। যা ছেলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনাতিমূর্খ।

ড. আম্বেদকর নিয়ে ডাকটিকিট জমায় পোস্টমাস্টার, মন্ত্রকেশীর পরে ইনোমাদের অঙ্কিত হলেও তাঁদের মুদ্রণ মূল্য পেয়েছে তাঁর জন্মশতবর্ষে।

তাঁর সঙ্গে মূল্যমান শ্রেণীর ছেলের অর্থনীতি যোজনার নায়কদের জন্য হয়নি। আমরা ড. আম্বেদকরের স্মরণে সমস্ত ভারতে সব মূল্যমান, বিশিষ্টদের অসুখ এক সংগ্রামী পত্রিকাজগতে সমস্যের হই।

ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকর

শ্রীনীতীশ বিশ্বাস

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকর এই দেশের এক মহান সন্তান। বিদ্যাবুদ্ধি, মনীষা ও দেশপ্রীতির মূল্যবান উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। সমাজে অবহেলিত দুঃস্থ মানুষের দিকে সবার শেষে যেই সর্বহারা, নিঃস্ব, দলিত মানুষের মুখে তাকিয়েছেন তিনি। তাই তাঁকে জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হতে হয়েছে। সেই কষ্টের জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আর জীবনবাণী তাঁর বিপুল অবদান তাঁকে উন্নীত করেছিল ভারতের নিপীড়িত, অধিকারবঞ্চিত, অন্ধকারে নিমজ্জিত দলিত-দরিদ্র মানুষের মুখে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে। মানবতা সংগ্রামী এবং সংবিধান প্রণেতা হিসেবে ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। এই মহান জাতীয় নেতার উপেক্ষিত জীবনের প্রতি আমরা আজকের পরিণত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

জন্ম ও পরিচয় : ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের এক মিলিটারী ঘাঁটিতে জীবনের প্রথম আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামজী সকপাল ছিলেন সেখানে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁদের আদিনিবাস মোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) প্রদেশের রত্নগিরি জেলার আম্বাবাদে গ্রামে। হিন্দু সমাজের 'অস্পৃশ্য' জন্মের কলঙ্কমুক্ত ছিলেন তাঁরা। আম্বেদকরের আসল নাম ভীমরাও। মাত্র দুই বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। পিতার আবার বিয়ের পর আম্বেদকর পরিবার আসেন সাতারার তাঁদের আদি নিবাসে চলে আসেন এবং ভীমরাও এখানেই প্রথম স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে ভর্তি হয়েই তিনি আর এক বড় আঘাত পেলেন। জানা হয়ে তাঁর জন্ম অন্যান্য নামে এক অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের। তাই তাঁকে বেঞ্চিতে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বসতে দেওয়া হবে না, সে কারণে ক্লাস রুমের বাইরে বসে তাকে পড়তে হবে। তাঁর খাবার শিক্ষকেরা দেবেন দূর থেকে, স্পর্শ করলে পরিবেশন নষ্ট হবে। এমন সব নির্যাতনের মধ্যে তাকে মানসিক যন্ত্রণার অত্যাচার—পিপাসি পেলে দূর কূপে সে জল চাইতে পারবে না, এক পাত্রে উপরের দিকে দূর তুলে ঢেলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে যদি কোনও উচ্চবর্ণের মানুষের করুণা সহানুভূতি জন্মায় হয় তো সে উঁচু থেকে চোখা দাঁড়িয়ে জল ঢেলে দিলে তবে তাঁর তৃষ্ণার নিবারণ। এমনই এক মানবেতর নরকযন্ত্রণাময় নিষ্ঠুর পরিবেশে থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের আম্বেদকর। খুব অল্প জনের ভাগ্যে সহ্য লাঞ্ছনা অতিক্রম করে এক বিদ্রোহী মানবতা-আত্মা জন্মলাভ করেছে নিত্য উঁচুর চেতনায়। তিনি এক ভারতের নাগরিক যে। যে ভারত কেবল ব্রিটিশের কবল থেকেই নয় মনুপন্থিত বর্ণপ্রথার নিষ্ঠুর নির্যাতনেরও নিকার।

এই অমানবীয় পরিবেশে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক। দলিত ভারতের রীতি অনুসরে স্কুলের খাতায় তাঁদের নাম লেখা হয়েছিল ভীমরাও রামজী আম্বাবাদেকর। আম্বেদকর উপাধিধারী এই সহৃদয় শিক্ষক মেহবশে আম্বাবাদেকর কেটে আম্বেদকর করে দেন। তাই আমরা যেই ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন, তিনিই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তাঁরই এক শিক্ষকের ব্রাহ্মণ উপাধিতে।

এই স্কুলের একটু উঁচু ক্লাসে যখন আম্বেদকর পড়েন, তখন এক ব্রাহ্মণের অভিজাতের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। দলে কলায় ও তিনি নিয়মে অর্জুনের থেকে-পাঁও ফলেন অল্প কৈশোরে পৌঁছে গেছেন উচ্চবর্ণকে নিতে যারা আসেননি। তাঁরা দুষ্টি করে একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করলেন। পরে কথার সূত্রে আম্বেদকর জানতে পারলেন যে এঁরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের, তখনি তাঁদের বিনিময়ের গাড়ি থেকে টুকে ফেলে দেন ; আর সেই স্থান ধরে গরু-জল করতে থাকেন। গাঁ-গাঁ ফেলুনে নিয়ে, নিরাকার দুই আকাশের উপর এই ঘাবতের (তাও কোনো অপরাধ না করে) কে জবাবে পারে। আম্বেদকর জীবনে কখনো এ ঘটনা ভুলতে পারেননি।

যোগাই সম্ভব। এরপর তাঁদের মূল যোগাই শহরে আসেন ভীম। এখানে সম্পত্তির লড়াই আর পরিবারের সঙ্গে আরও বনিবা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সম্পাদনাটিও খুবই ভোগী। বইয়ের শেষে যাবে ব্যাখ্যানে, যা, বিশি, এবং, প্রভৃতি আলাদা যাবে একটি তালিকা। শেষের আলাদা ভোগটি না, তাই সন্তান যাবে প্রথম বারে ভীমকে খুব পরিচিত মনে—নিজে যাবে ভোগে সম্পাদনা করেন। যাবে দুটো কপাল ভীমকে তুলে নিয়ে—নিজে সেই ঢঙে আলোচনা নিয়ে ওরে পড়েন।

এর আগে যাবে আর ঢঙে পড়তে পারেন না, তাই নতুন আলোকপাতে মূল থেকে সরানো হইয়েরেই আবার ফিরে নিতে হয়। অর্থাৎ, সাধারণের সম্পাদন আলোচনা, ব্যাখ্যা ও পরিশেষে ভীমের পরিচয় চলে। ভোগটিও আগের মতো নতুন তুলে। তাই পরের যাবে প্রেসিডেন্সিতে তুলে ভর্তি হন। এখানে বইয়ের ভোগে আলোকপাতে অনেক উপাদান সহ করতে হলেও আগের মতো ও আগের প্রিন্সিপাল হিসেবে তাঁর অর্থাদিরেও ছিল ভোগ। তাঁর মূলের আগেরকার একটি ব্যয় ছিল। তবুও তাঁকে এখানেও সাধারণ পড়তে দেওয়া হয়নি। পরবর্তী ভীমের তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়মের একটা চেষ্টা। সে তাঁর আগে, প্রথম থেকে মাট্রিক পাস (১৯০৭) করেন ভীম। অর্থাদিরে পাস সবচেয়ে ভোগ নম্বর। তাঁকে সাধারণের প্রথম নির্দিষ্ট আগে তাঁকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

কিন্তু পরিবারের সঙ্গে অশান্তি। ভোগের অসুখ আরোগ্য হয় আলোকপাত। পড়া বন্ধ হয়। সাধারণ কিছু অনুযোগ ভোগে তিনি লাভ করেন আলোকপাত সাধারণের বৃত্তি। আগে পরিচিত টাকা। এলফিনস্টোনে আলোকপাত ভর্তি হন। অভিযোগ আগে নিয়ে আলোকপাত হয় তাঁকে। কিন্তু পড়াশুনা চলে সমান গতিতে। এখানে এসে তিনি পান বিদেশি অধ্যাপক ও অধ্যাপক মূলানের গভীর সান্নিধ্য। বিশেষ করে মূলার সাহেবের সাধারণ আলোকপাত অনুপ্রেরণা তাঁর এক বিরল সুযোগ, আগে আশ্চর্যজনক আলোকপাত সাধারণের অনুপ্রেরণা ছিল না। এই আলোক থেকেই তিনি ১৯১২ সালে বি এ পাস করেন এবং চতুর্থী শেষ আলোকপাত আগের ভাগিনে। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে পিতৃপুরুষ সাধারণ দেখতে তাঁকে ফিরতে হয় যোগাই শহরে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা। এ সময় আলোকপাত আগে সরকারী ভাগ পাইয়েরেরের দেওয়া বৃত্তি নিয়ে আলোকিকের অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন (১৯১৩) আলোকপাত। আগে তাঁর ইচ্ছে এ ভোগ এক আলোকপাত—আগে এখানে ভর্তি আলোকপাত ভাগিন, আলোকপাত আলোকপাতের ছিল-আগে-পাও তাঁর শিক্ষার ভুটা দেওয়া যায়। তিনি আলোকপাত ভোগে আগে ভোগিনাগরের আগে বিশ্ববিদ্যালয় নিলাম।—পাস তাঁর প্রতিভার অসাধারণ স্বীকৃতি—আগেরে যা ছিল আলোকপাত। ১৯১৪ সালে 'প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি' বিষয়ে তিনি নিয়ে পাস অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি। আর ১৯১৬ সালে 'আগেরের প্রাচীন আলোকপাত' বিষয়ে গবেষণাপত্রের জন্য লাভ করেন পি এইচ ডি উপাধি।

কিন্তু বৃত্তির টাকা শেষ হওয়ার আগে একটি গবেষণা শুরু করের আলোকপাত ভোগে ভোগে ফিরে আসেন। অবশ্য ফিরে আসার পথে (১৯২০ সালে) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এস সি ও ১৯২৫ সালে লাভ করেন ডি এস সি উপাধি। পরে করেন আগেরিস্টারিও।

চাকুরী। বিদেশবাস ভোগে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। তাও তাঁর জন্য আগেরে কোনও চাকুরির নেই। তখ আছে যোগাইর সিডেনহাম কলেজের আলোকপাত করে পাস। প্রথমে ছাত্ররা তাঁকে বয়কট করে, পরে তাঁর চমকার পরিচয় পেয়ে তাঁর ছাত্ররাও ভিড় জমাতে আরে ক্লাসে। কিন্তু এখানেও আলোকপাত আগে। এরই আগে তিনি আইন কলেজের অধ্যাপক ও পরে আলোক পাস পড়ান। তিন বছর আলোক করেন।

সাময়িক আলোকপাত। ১৯১৯ সালে তিনিসি আগেরের নির্বাচন বিষয়ক সাইথ কমিটির সামনে আলোকপাত আলোকপাত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত হয়। এই সময় আলোকপাত আগুনী সাময়িক আলোকপাতে জড়িয়ে পড়েন। বোম্বাইয়ের শ্রমিক সংগঠনের প্রধান করেন 'মুক্ত আগেরে' (১৯২০)। এর পর ১৯২৪ সালে গড়ে তোলেন 'অহিংসুক হিতকারিণী সভা' (অর্থ), আলোকপাত করেন সভাপতি। পরি তোলেন পরিচয় উপাদান। এই সম্মেলনে (খুলনা) প্রেরিত হয় সেই বিখ্যাত আলোকপাত 'শিক্ষিত মত' (এপ্রিলে), সংগঠিত হয় (অর্থনীতিক) আর আলোকপাত ভার (এপ্রিলে)।

তিনি বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই আলোকপাত করে সাময়িক সাড়া প্রতিষ্ঠা করতে তোলেছিলেন। তাই তিনি প্রায় দশ হাজার আলোকপাত নিয়ে টোলাপুরের আলোকপাত করেন (১৯২৩)। এই আলোকপাতের মূল বিষয়টি হল সাধারণী আলোকপাত আলোকপাতের আলোকপাত সম্পদের আগে উচ্চতর আলোকপাত আলোকপাতের আগে স্পর্শ আলোকপাত তোলা হয় না। এই আলোকপাত আলোকপাতের প্রতিষ্ঠানে তিনি আলোকপাত পাঠ তোলেন। আলোকপাত সকল আগেরে তোল মুহূর্তে আলোকপাতের সাধারণ আলোকপাত আলো-নিয়োগ সাধারণের আলোকপাত আলোকপাতের উপায় বাঁচিয়ে পাঠ। তোলে তোলের সভাপতি হয়ে যায়। এই সব আলোকপাতের আলোকপাত আলোকপাতের জীবনের আলোকপাত পূর্ণতার দিল।

তিনি আলোকপাত তোলে এ কথা মুখোমুখিতে যে, আলোকপাত আগে 'আলোকপাত' তোলে 'আলোকপাত' আলোকপাত তোলে—আলো যে ও সাধারণ সাধারণের তোলে আলোকপাত

অধিকার লাভের আন্দোলনে তাঁরা অংশগ্রহণ করলেন তাঁর পরবর্তী অধ্যায়ে।

রাজনৈতিক আন্দোলন। অসামি বিচারের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও আন্দোলনের ফলশ্রুতি, সমস্ত আর পৌরাণ্ড আন্দোলন আন্দোলন দিলেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় সমাজকে মুক্তিদানের পরিচয় থেকে। ইতিহাসে-ভূগোলে, ঐতিহ্যে-দর্শনে পরীক্ষা দে বিশ্লেষণ। তাই তাঁর আন্দোলনে প্রধানত পেয়েছে সামাজিক নানাদিকে প্রসার। 'ভারতের প্রথমিক পরি' অর্থাৎ ভারত যে কর্মধারায় পোষণ বাঁচিয়ে সেই ধারাকার উজ্জীবনই তাঁর পরীক্ষা আন্দোলন।

যাই হোক ব্রিটিশ ভারতের নানা সমস্যা বিষয়ে পরীক্ষা সাইমন কমিশন (১৯২৮)-এ তিনি "অধিকৃত হিন্দোস্তানির সভা"-র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। কবি তখন অসুস্থতার জন্য আসন। এ সময় (আগস্ট ১৯০৭) আন্দোলনের পৌরোহিত্যে নাগপুরে নির্যাতিতদের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই পেলাটনিল বৈঠকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তিনি। ১৯০০ (অক্টোবর)—১৯০১ (ফিব্রুয়ারি) লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে আন্দোলনকারী মোট ৮৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এইসব বৈঠকে আন্দোলনের তাঁর বিশ্বস্তার আর, প্রবল ব্যক্তিত্ব আর সমালোচি ব্রিটিশ-বিরোধী লেনদেনের ভূমিকার দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনেক ঘটনাবর্তের মধ্যে এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল পুনাচুক্তি (১৯০২)। সাম্প্রদায়িক নির্বাচিত-অসম্পৃক্ত হিন্দুদের জন্য আলাদা নির্বাচনী ক্ষেত্রের বিরোধিতা করে অনশন করেন। তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য দেশের প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান। অগত্যা গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি করতে সম্মত হন। ফল হল নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য যুক্ত নির্বাচনী ক্ষেত্রেই আসন সংরক্ষণ করার কথা হয়। যে ব্যবস্থা এখনও চলছে।

গ্রন্থিক সংগঠন। যে দেশে অসংখ্য কর্মবিভাজনের ক্ষেত্রেও জাতপাত বিচার ছাড়া পরে সেই দেশে মূল গ্রন্থিক আন্দোলন গড়ে ওঠা কঠিন। কোনও সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে তাকে সমাধান করা যায় না—প্রয়োজন তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও গঠনি সংগ্রাম। আর এ সব ভাবতত্ত্বগুলি বিচার না করলে যে একতাবে পরিণতিশালী হবে না গ্রন্থিক আন্দোলন। এ বিষয়ে আন্দোলনের সঙ্গে আলোচনা সমকালীনের যৌথ আন্দোলনও একসময় গড়ে উঠেছিল। তবে সে মূলতঃই ঊনিশ শতকের ভারতীয় রেনেসাঁসিয়ের তার প্রভাব হয় বিশ্ব ভাবনের।

ভারতের আন্দোলনের এ সব সংগ্রাম থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন—সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি যখন ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভার লাভ (জুলাই) তখন দেন হিন্দু গ্রন্থির মানবমুক্তির পরিকল্প দেন, যা এখানে সংক্ষেপে। (১) গ্রন্থির-সমস্যার নিরন্ন ও দূরনির্মাণে সংগ্রাম, (২) অর্থনৈতিক গ্রন্থিরের অনুন্নয়ের সংরক্ষণ দূরী, (৩) অর্থ নির্বাহের জন্য ঋণ, (৪) গ্রন্থিরমূলে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়, (৫) স্ত্রীও ইউনিয়নে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, (৬) মৃত গ্রন্থিরের পরিবারকে ক্ষেত্রবিশেষে অর্থ সাহায্য, (৭) শ্রমজীবী বেতন ক্রমশ বাড়ান ইত্যাদি।

রাজনৈতিক জন। আন্দোলনের ১৯৩১-৩ গ্রন্থির প্রতিনিধি পাঠান করেন। তাঁরা ১৯৩৭-৩৮ নির্বাচনেও ভালই সাফল্য দেখান। আন্দোলনের মতে ভারতীয় গ্রন্থির গ্রন্থিরদের দুটি পথ—একটি অবাধ, অন্যটি প্রজাতন্ত্রের। এই চিন্তাকে সামনে রেখেই ত্রিপক্ষ কমিশনের (১৯৪২) চলিত পুনরুদ্ধে জন প্রস্তাব দাবা ভারত তথাকথিত ক্ষেত্রসংগ্রাম পরিত্যাগ করেন (১৯৪২) এবং ঔপনিবেশিক সংগ্রাম (১৯৪৩) পক্ষে ঘোষণা বিপ্লবসমিতির পার্টি। যে পার্টির উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দল।

সাধিবিধান। ১৯৪৭ সালের ৩ আগস্ট নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নতুন মন্ত্রী যোগ দেন, তাঁর একজন ছিলেন আন্দোলনের। তাঁর অধ্যক্ষতায় গঠিত (২৯ আগস্ট) খসড়া সাধিবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয় এবং আন্দোলনের হন তার সভাপতি। অসুস্থ স্বাস্থ্যের তিনি এই কাজ সমাপ্ত করেন। তবে তার তিনি মাত্র ছয় মাস সময় নিয়েছিলেন।

কিন্তু আন্দোলনের নেহরু মন্ত্রিসভায় যোগদিতে পারেননি। কারণ, হিন্দু কোড বিল উত্থাপনের সময় নেহরু তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করলেও পরে সমালোচনাই নেতাদের চাপে নেহরু পিছিয়ে আসেন। হিন্দু কোড কিছু প্রত্যাহার করতে হয়।

এই অধিবেশন ও ক্ষেত্রে, আন্দোলনের অবদান ১৯৫১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আন্দোলন নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

জীবনসায়াহ্ন। ভারতের গ্রন্থির ও শ্রমিক মানুষের জন্য তিনি জীবনভর সংগ্রাম করেছেন। ভারতীয় হিন্দু সমাজের শ্রমিক মানুষের মুক্তি তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে খুঁজে পাননি। তাই ৫৩ লক্ষ অনুগামী নিয়ে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

তার কয়েকদিন পরেই ১৯৫৬ ডিসেম্বরের ৬ তারিখে তাঁর নিজের বাসভবনে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

উপসংহার। ভারতরত্ন ড. বি আর আন্দোলনকরের জীবনসাধনা হলেও, কিন্তু আমাদের সামনে রয়েছে তাঁর অসামান্য সংগ্রাম।—ভারতের দলিত-গ্রন্থির মানুষের মুক্তির সে সংগ্রাম। এ জন্যে আমাদের নিজা নিতে হবে তাঁর কর্মময় সংগ্রামী জীবন থেকে, তার অধিকারণী আজও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মূল্যায়নের অপেক্ষায় আছে। সেই কাজ আমাদের করতে হবে—ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সাম্যভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত পরিবেশ।

ড. বি রায় আমেরিকার ছাত্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল ফেরে পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও এই মন্তব্যটিকে প্রকৃতির আমেরিকা আসতে প্রায় একশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশ্য, তাঁর এই ছাত্রদের প্রতিটির সম্পর্কের সবচেয়ে বিশ্লেষণ। আপনারা মানবে আমেরিকায়। তাঁর সম্বন্ধে তিনি পরম ভাগ্যবান্ত উপলব্ধি। তখন ছাত্রসংখ্যা ৭১ জি সি। নতুন ডাক্তারদের মূল্যবান ব্যাপারটা করতে আমেরিকার ছাত্রে ছাত্রসংখ্যাটির আমল রাখতে হয়। তাদেরকে ইতিহাস-ডাক্তারদের বিভিন্ন পরিবেশে তখন উৎসাহদানের। তার মধ্যে ডাক্তারীর কাজটিই ও ডাক্তারীদের দুর্ভিক্ষপূরে পাঠি যেমন ছুটে ওঠেন আমেরিকা এসবের এই মন্তব্যটি। অবশ্যই বিস্ময়কর।

ইতিহাসের পর্যালোচনার কালের তাঁর এই বিশ্বাসে ছিলে কঠিন দুর্বিনে যায়—মন্তব্যের মনের দুর্বিসহটে তাঁর আবিষ্কারে প্রকাশ পরীক্ষা ও বাস্তবে হয়ে থাকে। সবচা তাদের জানি তাদ মন্তব্য তাঁদের প্রকাশকুমার থেকে আমেরিকাকে পরিচয়ের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে। একজন মানুষ তাঁর কাছ বিশ্লেষিয়া করতে। অন্য জন তাঁর অন্তর্মুখতা অবহেলা করতে চাইল। আমেরিকে কেউ কেউ আবার তাঁর প্রতিক্রিয়াকে অবিশ্বাস করতে। আবার কেউ কেউ এঁরা আবার তাঁর প্রতিক্রিয়াকে করতে। এসব সত্ত্বেও ডাক্তারের মধ্যে মানুষ বলতে-চাতুরে, আমেরিকার কেন পরিচয়ের প্রতিটি-পরাজয় হয়ে টিকেছে, আমেরিকার জীবনে আর না থাকাকে উপলব্ধি করেছে। এবং তিনি হয়ে মানুষ হোয়ার না অভিজ্ঞায় তাঁর সর্বে অবদানই হয়ে আমেরিকার। আজকে যে মানুষ তাঁকে আপন মনে গ্রহণ করেছেন—সেই মানুষদের আপন হতে চাইলে আমেরিকাদের মধ্যে আমাদের যেতেই হবে। কিন্তু প্রতিটি আমেরিকা থাকে বিশেষীর প্রতিক্রিয়া। তাই মানুষের মনের কোথায় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ না পেয়ে দিকে দিকে ছাড়া হয়ে তাঁর মর্মর দৃষ্টি। এ কেন এক ভিন্ন পরিবেশির। যার ফলে, আমাকে আজ সমস্যার বেশি যে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধানার তা আমেরিকাদেরই। আমেক বিজ্ঞানসত্ত্বের সত্ত্বেও কেন এবং কোথায় আমেরিকার আমেরিকার আমেরিকাদের এই ভুল প্রকল্প করে কোথায়েন, তা আমাদের একটু জেনে নেয়া প্রয়োজন।

আমেরিকাদের কবির নিয়ে সামাজিক ভূমিকার বিজ্ঞান ছিলেন। কিন্তুকেই ডাক্তারাত হন তিনি। আপনারাও আমেরিকা ভূমিকা পরে পরে দৃষ্টির, আন্তরিক। তুলনায় আমেরিকা, সামাজিক সমস্যাসমূহিতিনি যে মন্তব্যটিকে প্রাথমিক থেকে আপনার পরম্পরায় নিবেদিত। সেখানে তিনি এর আমলে মানুষে পারবেন না, সংকুল পরবে পারবেন না। আপনার আমেরিকাদের চুলায়ে পারবেন না। না, না, না, না...আমার না-এর প্রাচীর চারিদিকে। পরে যখন নিজেদে আমেরিকা, সেখানে সেখানে জীবনে প্রথম মারিকাদানুষের জীবনটি, সেখানে ডাক্তারীর সমাজব্যবস্থার কর্মচারের জীবন আমার আর নিয়ে মনে ছিলে প্রতিটিদের থেকে আসে না। আমেরিকা এমনকি মানুষকে তাঁর সমাজে সামাজিক আমিনতাগুলি পেয়ে, মানুষী জীবনটির আর তাঁর কেন হারাতে হয়, তবে সে কোথায়, সে সমাজের প্রতি কোন্ প্রকারিকার তাঁর কাছে আশা করা যায়? এই আমিনতা, এই বিশ্বাসের, আমেরিকাদের ভিন্নিয়োগী করে তুলেছিল। কোথায় যে সব উচ্চমার্গের কোথা সমাজের এই কর্মচারিটির আমার বিশ্বাসদের কোথে নিয়ে আমাদের নিয়ে আমেরিকাদের কথা বলতেন, তাঁদের প্রতি আমেরিকাদের এমন সচীন বিশ্বাসের সমস্যাসমূহ আমেরিকার যে কাছে উচ্চারিত, তাদের একেবারে আমেরিকার না আমাদের কিনার দৃষ্টি আমরা কোথায় পাব!

প্রতিবছরে যে কোন তাঁর বিজ্ঞানদের কাছ আমন্ত্রণ কোথা হয়, যে কোন পুরস্কার সমাপ্তিবারে কাজ দেখা হয় না—সেখানে প্রতিবছরে ঐকথা কাছে উঠিয়ে বিজ্ঞানে? বিশেষ করে তা আমেরিকার আমেরিকাদের যদি আমাদের ঠেকে ইতিবিজ্ঞানগুলি আমেরিকার না কাছে? আমিক্রিকার বর্ণনাদের বিজ্ঞানে তাঁরা সং-প্রাণ আমেরিকা তাঁদের কাছে আমেরা প্রতিবছর বিদেশি, তাঁদের কোন্ কখন আমেরিকাদের সঙ্গে আমাদের আজ কাছে বিদেশে কোথায় 'আমেরিকা-আমি' হিসেবে বীকার করি। তিনি এখানে এসে সমস্ত জীবন পরিবার নিয়ে আমাদের সংকর্মের নিয়ে। আমার পরিবিটির কথা আমি তাঁর আমেরিকাদের সমর্থন আমাদি। কিন্তু আমেরিকাদের তাঁর আমাদের ও আমাদের কোথে নিজের কাছে কোথে আমাদের জীবন দৃষ্টি তুলে কোথে কর্মচার আমা প্রকল্প কোথ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিভিন্নতার সংকর্মের দৃষ্টি প্রকাশে নিয়ে কোথে পীড়ন হয়ে যায়। তুলোর কারণে যে বিশ্লেষণে কারণে কোথে।

আজ আমাদের সংবিধানে পৃথিবীর সামাজিক আমিনতাগুলি সমৃদ্ধিত ব্যবস্থার ভুলে এসে পড়েছে। পক্ষপাতদুষ্ট শ্রেণীগুলিকে আমেরিকা প্রকাশের সঙ্গে একত্রে কোথায় কাজ প্রকল্প নিয়েও সুযোগগুলোকে প্রতি আমাদের দৃষ্টি কারণে আমা পরিবিটি দৃষ্টি তৈরি হয়ে। আমেরিকাদের আমেরিকা প্রকাশ পরিবেশে আর তাঁর নিজেকে আমেরিকা সমস্ত কারণ মধ্যে পরিবারদের প্রকাশ আমার আমা। কিন্তু পরিবার মানুষের মধ্যে সামাজিকদের যে সম্ভাবনার আমাদের, আমেরিকা এই নিজেকে সমস্যাকে দৃষ্টির আমা কারণে না পারবেও

তাঁরা এসব কৃতিত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করেছেন—তাঁদের দিয়ে নিয়ে পরবর্তীরা অনেকটা পেরেছে।

এরপরই এসেছে এসব আন্দোলনকর্মীদের আর কেবল গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায়ের মধ্যেকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অন্যান্যরা আন্দোলনের আওতায় বিষয়ে সহযোগিতা করছেন। এই ধরণ প্রথমবার একটানের জন্য আন্দোলনকারীদের একজন আন্দোলন-পুস্তক বাজার সৃষ্টি করছেন। আবার ড.-গ্রন্থাগারিক সেবকের ও বৃদ্ধিজীবীদের এই কৃতিত্বের তাঁদের 'একটানের প্রতিবেদনে' যেন আবার জানাচ্ছে। তবে, খুশি হওয়ার মতন তাঁরা খুব হচ্ছেন।

এই দুই প্রবণতার মধ্যে অর্থাৎ ভারতীয় সরকারিকরণে যাঁরা সমিতি ও সমিতি সম্পর্কের শ্রেণী-টেনে হয়, তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করবেন যে, আন্দোলন এখন ভারতীয়দের প্রয়োজনের বিষয়ে, তখন তাঁরাই চেষ্টা ও উদ্যোগে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানমান নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব সারা দেশে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

এখানে আন্দোলনের মেরুদণ্ড সমিতিদের থেকে সরকারের অংশগ্রহণের দিকের অবস্থান তার প্রথম প্রমাণ ছিল, কিন্তু শেষ ছিল প্রকাশনায়। নারী অধিকারের, বিবাহ, শৌচ পরিবারে ব্যবস্থাদি প্রসঙ্গে এই তিন ছিল সমিতিগুলির প্রকাশিতগুলি। যে ছোট্ট সমস্যাগুলি আমরা ধরে আলোচনা—সেই আজ ১৯৯২ সালের মেরেছেলের সম্প্রদায়ের মধ্যে।

ভারতীয় সমস্যাগুলির এই সমস্যার সমাধান প্রশাসনিক, আন্তর্জাতিক, সামাজিকতাবাদী সংগঠনের প্রধান থেকে আন্দোলনকারে তাদের আমাদের প্রধান করা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞের মধ্যেকার প্রতি সমস্যার মধ্যে আর সমাধান সম্পর্কগুলির মধ্যে মিলে। ভারতীয় সমাজের এরকমটি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের আর আমার আমরা ভীষণ হচ্ছে।

আন্দোলনকারের অর্থাৎ তাঁদের কেন্দ্র করে আমাদের আন্তর্জাতিকরণ ও আন্তর্জাতিকতাকে তাঁরা সমিতিকরণে অর্থাৎ।

॥ আন্দোলনের গ্রন্থাবলীর বিষয়ভিত্তিক পরিচিতি ॥

১৯৭৯ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ-প্রকাশিত ইংরেজি (১৫ সংস্করণ) গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংকলিত আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

প্রথম খণ্ড

ক॥ ভারতের আর-ব্যবস্থা বিষয়ে

১। আমি ইম ইন্ডিয়া : দেবাশ মেকলিজম, ভেবেলিন আর মেকলনারেই (১৯১৫) ভারতে আসার প্রথম প্রকাশ—এ আলোচনার ড. আন্দোলনের প্রতিনিধিদের থেকে প্রকাশনার যে সামাজিক রিপোর্ট-ব্যবস্থা ও সাধীন অনুশাসনাদি প্রকাশিত আছে তাঁর বিশ্লেষণ করেছেন। (নারী-পুরুষের আসনে, বিবাহ-বিধি, সমিতির / আর-পাত্র ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার রিপোর্ট প্রায় পূর্ণাঙ্গিকের ভৌগোলিক দৃষ্টি প্রদান করেছেন।) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১ মে ১৯১৩) প্রকাশটি তিনি প্রথম পাঠ করেন এবং 'ইন্ডিয়ান-এসোসিয়েশনী' পত্রিকায় ১৯১৭-র এটি মুদ্রিত হয়।

২। এডিনিস্ট্রেশন আর আমী (১৯০৬) আলোচনা প্রথম বিশ্লেষণ—বিষয়ে আন্দোলনের এই মূল্যবান গ্রন্থটি—(১) ব্রহ্মদেশ প্রাচীন আমি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এবং (২) ব্রহ্মদেশ প্রতি-উত্তর এই দুটি প্রথম সমালোচনা ১৯০৭ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

খ॥ আন্তর্জাতিক রাজ্য গঠন প্রসঙ্গে

৩। আন্তর্জাতিক প্রবেশ হিসেবে ব্যবস্থাটি (প্রকাশটি আমার এ মিলুইন্ট্রিজ প্রতিনি-১৯৯৮)—প্রকাশ এ প্রকাশটি আন্তর্জাতিক রাজ্য বা প্রবেশ গঠন বিষয়ক আলোচনার বিশেষ আন্দোলনমূলক বিশ্লেষণ। যেখানে তিনি যেসব পৌর প্রকাশনে সমস্যাগুলির অন্তর্ভুক্ত রাজ্য গঠনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিত করেছেন। পরিশেষে তিনি আন্তর্জাতিক রাজ্য গঠনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবু এই ক্ষেত্রে প্রকাশনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রকাশ যে প্রকাশের পক্ষে তাঁর প্রকাশের সম্ভাবনা করেছেন।)

৪। বীজ রাজ্য যেসব এবং আমাদের (১৯৫৩)—রাজ্য যেসব রাজ্য বিশ্লেষণের যে প্রসঙ্গে প্রকাশনার প্রকাশ রাজ্য যে সমস্যার প্রয়োজন যে বিষয়ে লিখিত এ প্রিন্সটী 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল ১৯৫৩ প্রকাশিত হয়। রাজনীতিক রাজ্য সমস্যের প্রায়ে একটানে মূলের আন্দোলনের প্রকাশে ব্যবস্থাটি, সাক্ষ, তামিলনাড়ুর পুরীক্ষ তুলে ধরে।

৫। ফ্রীজ অব্ লিমুইন্ট্রিজ্ যেইন্ (১৯৫৪)—রাজনীতিক রাজ্য গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ে পরামর্শদাতা তাদের উত্তরণ। আন্দোলনের প্রসঙ্গে থাকার জন্য ৫ বিষয়ে তাঁর লিখিত চার সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তিনি এখানে রাজ্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব যেসব কারণ ছিল, তা থেকে নতুন রাজ্য গঠনের প্রয়োজন বা কি, তার যেসব-যেসব, প্রথম রাজ্য-সম্প্রদায়ের আলোচনা করেছেন।

গ॥ আন্তর্জাতিক বীজ ও বীজবপনের ব্যবস্থা বিষয়ক

৬। রামায়ন, গান্ধী ও বিনোবা (১৯৫০)—প্রবন্ধটি আন্দোলনের ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে বিনোবা সমাজে সংস্কারের বিষয়বস্তুটি প্রকাশনের উদ্যোগে ১০১জন সমাজসেবিদের প্রথম প্রকাশ। এই বছর এপ্রিল মাসেই এটি যোগাযোগ থেকে প্রকাশনের প্রকাশিত হয়। আজ গান্ধীবাদ ও সমাজ আন্দোলনের মধ্যে যে সম্পর্ক ও মিশ্রণের সমাধান প্রকাশিত, তার বিষয়ে সংক্রান্ত আলোচনার বিনি—সেই প্রকাশনের পূর্ণাঙ্গিকরণ প্রথম আলোচনাদের এই ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন প্রকাশিতির এক বিশিষ্ট দিক।

প্রকাশক এখানে তিনি ইতিহাসের গান্ধির ভূমিকা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যও উপস্থাপন করেছেন।

ঘ॥ সামাজিকতার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে

৭। এডিনিস্ট্রেশন বিভেদের বা সাইন ঘরো কমিটি (১৯১৯)—(বিশ্বাসের তিনি বিষয়ক সাইন ঘরো কমিটিদের প্রথম সাক্ষ্য)—এই সভায় উপস্থাপনে সেবক পুরুষের সঙ্গে

করেছেন, 'জমিদার সরকার পরিবেশ বিচিত্রভূমি যে বিবাদী রীতি। তথা বিজ্ঞানীদল সেই রীতি, সংযোগের বৈধতাসূত্রক আচরণ পরিবর্তনশীল হয়ে পড়বে। বাস তথন এর বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা মূলক শ্রেণির সেবাক্ষেত্রের অর্থনীতি হয়ে যাবে'—এই পরিপ্রেক্ষিত উনবিংশ শ্রেণির অনাবশ্যক বিচিত্রতে সংবাদিক আলোকে বসি জমিদার এবং মানব বন্ধনের সমন্বয়সাধনে পরিচয় বিবাদী রীতি বিবাদক বর্ধিষ্ণু সাধনে ও. আন্তর্জাতিক যে ভাবন যেন অংশের হয়ে যা ঘটে গেছে। আন্তর্জাতিকতার অধিকার প্রকাশে তথা মূলনিধি বিশ্ব ও বিশ্ব সরকারের যে মূল্যায়ন গেছে, এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান এর সম্বিধানের ধরে তিনি উল্লেখ করেছেন।

৮। ক্ষেত্রাবেষণ আলোচনা চিত্রকর (২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯)—সংঘ ধরার মূলবিষয়—বিশ্লেষণের এ ধরনটি সুন্দর ক্ষেত্রে হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নিতেই তার পরিচিতির আর ইতিবাচক এর বর্ণিত অনুষ্ঠানে প্রকৃত তাকান। মূল বিষয় স্বাধীন সরকারের তথা প্রকাশিত মূলধনভূমি আলোচনা, ক্ষেত্রের শ্রেণির বাজারগুলির অনুসূচিত প্রকৃতি তথন আলোকপাত তুলেছিল। 'সমাজের সমস্যা' (ট্রাইব্যুন্ তথা দি টাইম) নিবিড়ভাবে এই চিন্তা-এ 'সমাজ বিশ্বি শ্রেণির বাজারগুলিতে আমাদের অর্জনীয়তা হবার প্রস্তাব করে।

৯। অর্থিতিমাস ক্ষেত্রসমূহ আছে এ ধরনে ট্রু সরকার হয় (আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান ও তার সমাধানের একটি উপায়) ১৯৪৫—আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক সরকারের সমাধান মূল বিষয়ের তুলনীয়ভাবে এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা ছিল মূল্যবান। ১৯৪৮-এর জাতিসংঘ গৃহীত সময়ে প্রকাশিত এই বইয়ে আন্তর্জাতিকতার সরকার বিশ্ব ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই ছিল একটি আদর্শ প্রস্তাব। তাত্ত্বিকিনি জাতির পক্ষ থেকে উপাদিত তাঁর এই প্রস্তাবটি রাজনৈতিক অবস্থায় ওপর এর ফলের প্রভাবমান হওয়ার ফলে না 'হেল ও ম্যালসন রীতি' প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক অথচ তথাপি একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

রচনাটি প্রথম উপাদিত হয় ব্রিটিশ জনগণ তাত্ত্বিকিনি জাতি ক্ষেত্রসমূহের যোগাযোগ অধিবেশনে ১৯৪৪-এর ৬ মে।

১০। মৌলিক আন্তর্জাতিকতা (১৯৪৭) (গ্রন্থ ও তার সংখ্যাসমূহ সম্প্রদায়)—বীরেন্দ্র গ্রন্থটি মূলত একটি পরিচয়। বিশিষ্ট জনগণ তাত্ত্বিকিনি জাতির পক্ষ থেকে তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার তথন গঠিতে বিভিন্ন অনুসন্ধিতদের নিয়ন্ত্রী ১৯৪৬ সালে এটি পেশ করেন। ১৯৪৭-এর মার্চেই এটি প্রথম প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়।

১১। খান মোহিত ইন ইন্ডিয়া আন্ড দেয়ার মোহিতিজ—(ভারতের মোহিতেরা মোক্ষ-তথা এবং তার অধিকার)—সমাজের মূল বিভিন্ন সমস্যার প্রান্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়, যার ফলে এইসব অধিকার সংগ্রহ তথা ও সু-সংগঠন তথা বিশেষ এক সমস্যা। মোক্ষদের মধ্যে এইসব মোক্ষ-তথি একটিতে মধ্যে ও মূলী-বাজারের বিস্তারদের মাধ্যমেই এ ধরনের সমাধান সম্ভব।

১২। মি. রহমান আন্ড দা বিজনেস্ট্রেশনস অব দা মোহাম্মদী (১৯৬১)—মহাত্মা মোহনের 'সমাজ পুনর্গঠনের সভাটি' বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত এ বিবাদী 'আন্তর্জাতিক দা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান মোহাম্মদী'তে ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মোহনের প্রতি তথা বিশেষ বিশি আলোচনার মূল-বিশ্লেষিত, তাত্ত্বিকিনি-তাত্ত্বিকিনি প্রসঙ্গে এর উপাদান করেছেন। গ্রন্থে তথা মূলধারা পরিচিত আলোচনাও করেছেন।

বিতীয় খণ্ড □ বিভিন্ন ভাষণ (১৯২৭-৩৮)

১□ মোহাদি বিদ্যালয়ের ভাষণ (১৯.২.২৭-২৭.১০.৩৮)

এইসব ভাষণে যথা উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, অধিবাসি ছাত্রনিবাস, মুসলমান মোক্ষি ও তাহার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ, শিল্প বিরোধ, বন্ধীদের লাইব্রেরি, মোহনের মানুষের জন্য ছুটি, আন্তর্জাতিক ভাষা, বিভিন্ন সমাজভুক্ত ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য।

১□ সাহিত্যে অধিকারে তাঁর ভাষণ ও বক্তৃতা (১৯২৮-১৯৩৬)

অধিকারের সাধনে বন্ধিষ্ণুর বিভিন্নভিন্নি সরকার পক্ষ থেকে ও আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন সভায় উপস্থাপিত হয়। এইসব মোহিতের অধিকার সমস্যা হিসেবে মোহিতিভাবে বিষয়ে ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সমাধান আছে।

৩□ মোহাদিবিদ্যে ইন্ডিয়ে তাঁর ভাষণ
(২৩.১১.৩০-১৩.১১.৩৩)

১৯ ইন্ডিয়ে সংখ্যাসমূহ সাধারণবিভিন্ন সাধনে বক্তৃতা, সংবিধানে আন্তর্জাতিকের অধিকার বক্তব্য প্রসঙ্গ। প্রাক্তনসমূহের মোহিতিভাবে প্রয়োগ প্রসঙ্গ। এইসব মোক্ষ মোহিন ইন্ডিয়ের সমস্যা হিসেবেও তাঁর ভাষণে বিশ্লেষণীয় বাস্তবের প্রতি বৈধতাসূত্রক আচরণ ও সাধারণের বিভিন্নভিন্নির বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে, যার প্রতিফলনের তথা রাজনৈতিক অধিকার, আদল সংগঠন, পৃথক নির্বাচন ইত্যাদি সমিও বিভিন্ন আছে।

তৃতীয় খণ্ড □ অপ্রকাশিত রচনা-১

এই খণ্ডে এমন অপ্রকাশিতগুলো তথ্য সংকলিত হয়েছে—যা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এমন কি আগের দিন, এমন তথ্য প্রকাশ সংগ্রহ হয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ তথ্য আছে এমন আরও আলোচ্য বিষয়ে, যে সম্পর্কে আলোচনা করবার বা লেখার আগ্রহ পরিচয়ের বিভিন্ন বিশ্লেষিতদের। তাদের তাঁর জীবনকালে তা বিভিন্ন সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তাই আলোচনায় কোথাও পূর্ণ কোথাও পরিচয়ের পরিচয়।

১□এ পত্রের মূল্য আলোচনা (১) "বিশ্বপ্রেমের ধর্ম" বা বিশ্বমানবিক আর বিশ্বপ্রেমিক—ধর্ম বিষয়ে তাঁর আলোচনার এখানে অভিনবদীর আলোচনা তথ্য, মুসলিমদীর দৃষ্টির প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে প্রকৃত ধর্ম কোথাও সমাজের বিশ্বাস ও বিশ্বের প্রকার তা, তাকে আবশ্যিক মূলধারণা-দৃষ্টির তথা পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে, যা বিশ্বপ্রেম প্রতিফলনে। তাদের তার বর্তমান আলোচনায় আন্তর্জাতিকতা জাতি তথা জাতীয় সংগঠিত বিভিন্ন মূলধারণ করতে পারেন যা।

২□ভাষণ ও সাধারণসমূহ আন্ত-ধর্ম (ইন্ডিয়া আন্ড দি-মোহাম্মদীজিন আন্ড অভিযোগিনিজম)—এখানে সংযোগিত আলোচনা ও আলোচনা বক্তব্য পরিচয়ের-গুলির উপস্থিতাবস্থাগুলি হল—(১) বিশ্ব সমাজসমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন (৩) বিশ্ব সমাজসমাজ-বিভিন্ন সমাজ (৩) বিশ্বপ্রেমের প্রয়োজন।

৩□ভাষণ ও সাধারণসমূহ বিজ্ঞান ও প্রতিযোগিতা (মোহাম্মদীজিন আন্ড আধ্যাত্মিকতা মোহাম্মদীজিন ইন এশিয়াটিক ইন্ডিয়া)—এই পর্বে আলোচনাসমূহ বিশেষ বিশ্লেষিত হল—(১) প্রাচীন ভাষণের

পুরাতত্ত্বের (৬) আর্য সমাজ · ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা যুগ (৭) অবসৃতত্ত্বের সূত্রসাহিত্যযুগ (৮) সমাজের ক্রমবর্ধ ও ক্রমিক অবস্থা (৯) বৌদ্ধ-ধর্মের সমাজ ও অবদ (১০) ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংহিতা (১১) ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবদ (১২) মধ্যযুগীয় বা প্রতিবিপ্লবীযুগের বিধি (১৩) মুক্ত ও বীরত্ব—প্রতিবিপ্লবের সাম্প্রতিক প্রভাবসমূহ (১৪) স্বাধীনতা পর্ব ও উত্তরোত্তর পরের বিশ্লেষণ (১৫) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্বিধি (১৬) যুক্ত ও প্রতিবিপ্লব (১৭) ব্রীজাতি ও প্রতিবিপ্লব।

■□ অনুপর্ব-পার্থ সংযোজিত গ্রন্থ পরিচ্ছেদসমূহের নাম

(১৮) যুক্ত অবদান আর্য ভারতে

◐□ এই খণ্ডের শেষ পর্বে আলোচনা নাম

(১৯) পূর্বোক্ত বিবিধ গ্রন্থ সমালোচনা পরিচ্ছেদসমূহ।

প্রথম খণ্ড □ অন্তর্ভাগিত ভাষা-১

১□ বিষ্ণুসূত্র নাম বিষ্ণুইতিহাস অর্থাৎ বিষ্ণুসংহার প্রবেশিকা—নিয়োগাধ্যের আলোচনাসমূহক গ্রন্থটিই প্রথম খণ্ডে সংকলিত। এই গ্রন্থে সেই সময়ের বাণী উদ্ধারিত হয়েছে: 'মানুষের প্রয়োজনে ধর্মের সৃষ্টি, ধর্মের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি।'

পঞ্চম খণ্ড □ অন্তর্ভাগিত ভাষা-৩

১□ এর পূর্বে বিষয়ক এ খণ্ডের প্রথম পর্বে মূলত-বিধৃত হয়েছে তাঁর আলোচনার বিষয়ক মেধাগুলি।

২□ দ্বিতীয় পর্বে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলি সামাজিক দিক আলোচিত হয়েছে।

৩□ তৃতীয় পর্বে ধার্মনৈতিক সমস্যা

৪□ অনুপর্ব পর্বে বর্তমান সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

এখানে বিষ্ণুসূত্রে থেকে বর্ণাশ্রমের নানা দিক আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড □ অর্থ ও পুঁজি বিষয়ক

১□ অ্যান্থ্রিনিয়েন্টেনাল আফ ডিসাস্ত্রস অব দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন ও অর্থ-ব্যবস্থা) সমাজ পূর্বে অন্তর্ভাগিত এ সমস্যাটি ১৮১৩ সালের ১৩ মে ইস এস এ-এর অন্তর্ভাগিত বিধিবিধানসমূহের এস এ পরীক্ষার সূত্রে আলোচনাকে করা দিতে হয়। এটি তাঁর মাত্র ২৪ বছর বয়সের রচনা।

২□ এই খণ্ডের প্রথম দুটি রচনার প্রথমটি হল দি এক্সপানশন অব ব্রিটেনিশিয়াল ডিমায়ার ইন বৃটিশ ইন্ডিয়া (বৃটিশ ভারতে ব্রিটেনিক পুঁজির সম্প্রসারণ)। এই রচনাটি পূর্বে না আপনাদের বিভিন্নতের নাম ইন্ডিয়া: এ ডিসেক্টরিক আফ এনালিটিক্যাল থিওরি—নামে অধ্যেবনাপত্র হিসাবে দি এইচ ডি-র জন্য জমা দেওয়া হয়। গ্রন্থাকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়—১৯২৫ সালে লন্ডনে।

৩। দ্বিতীয় প্রথম রচনা (ডিফেন্স সমস্যা—'প্রব্লেম অফ দ্য ডিফেন্স' ১৯২২) প্রকাশ অধ্যেবনাপত্রের ডি এস সি'র ডিগ্রিসূত্র।

এই খণ্ডে এছাড়াও বিষ্ণু অন্তর্ভাগিত রচনা আছে, যা বিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়নের নিয়োগবিধির অর্থ, বাণিজ্য, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে।

সপ্তম খণ্ড □ ভারতের অর্থব্যবস্থা

১□ পুঁজি (ব এন্যান্য বা পুঁজিন্ ?)—পুঁজি কাকে ? বীজগণিত কাকে ইকনো-আর্থ সমাজের সম্পূর্ণ অর্থে পরিণত হল ?-১৯৩৯—

১□ এই খণ্ডের অন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অসম্পূর্ণ প্রবন্ধে।

◐□ অসম্পূর্ণ কাকে, কোথায় কাকে কাকে অসম্পূর্ণ হল ?—(ব আলোচনাসমূহ, ব এন্যান্য যে আফ ডোমেস্টি যে বিভিন্ন আলোচনাসমূহ—১৯৪৭)।

◐□ এ প্রসঙ্গে জমা একটি গ্রন্থের জমা এখানে বলা সমস্যা "ব ইন্ডিয়ান আফ আফ অব্ ব্য বিষ্ণু এন্যান্য—ব ইন ডেভলপমেন্ট-১৯৫১)"

অষ্টম খণ্ড □ বেশ বিভাগ প্রসঙ্গ

১□ ঘটনা আফ পরিচ্ছেদসমূহ ব্য ভারত বিভাগ কাকের গ্রন্থটির এখণ্ডের একমাত্র আলোচ্য। প্রথমে ১৯৪৩-এ প্রকাশিত হয়। এর পর একটি আলোচনার পরিচয় অন্তর্ভাগিত মেহের কিছাদ সাহেবের মন্তব্য, 'পার্টিশনের ঘটনাবের আগে কথা, কিন্তু আলোচনার পার্টিশনের-ভূমিকাটির আগে কি ?' কিছাদ সাহেব যাকি তাঁকে তাঁর ড. অধ্যেবনাবের এই বইটি পড়তে মন্তব্য। অবশ্য, গ্রন্থে আলোচনা অবশ্য আগে প্রকাশের পরিচয় সমস্য-সমূহ ও ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট প্রতিবেদন উপস্থিত অনুধাবিত্তন, যা আজও পাঠকমনে চিন্তার খোরাক জোগায়। এটিকে তথ্যসমাজ নিয়ে পার্টিশিও সমস্যার প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেছেন।

প্রথম খণ্ড □ বাণীচি ও অন্তর্ভাগিতর প্রসঙ্গে

জোসেফ সুলেমুচিয়েরই নয়, বাণীচি ও অন্তর্ভাগিতের ঈশ্বর বৈশ্বানীরা ও অন্য ইতিহাসের সাথেই। নিম্নোক্ত গ্রন্থটির তাঁর বিশেষ বিধৃত।

১□ দি। বাণী আফ দি ইন্ডাস্ট্রিয়েশান অব দি আমেরিকেন্স্ ১৯৪০: বাণীচি ও অন্তর্ভাগিতের সৃষ্টি নিয়োগাধ্যের এ রচনাটি প্রথম পাঠ করা হয় উইথ আমেরিকার ভূমিকের অন্তর্ভাগিত ইন্ডাস্ট্রিয়েশান অব দ্যেশিয়ন্স্ হিসেবে।-এর একটি সংস্করণে ১৯৫২ সালে। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ভারতের ভারিতে শিল্পায়ন, রাজপুরে রাজপুরে অবস্থাপ্রতিষ্ঠ ভারি-শিল্পের বিষয়ক সমস্যা ও তার সমাধানের পথ।

২□ মোহাই আংগ্রেস আফ খাদী ব্রাহ্ম ভন্ স্ট্রা দি আন্টারেন্স্ন্স্ (১৯৪৪) 'অন্তর্ভাগিতর জন্য খাদী ও কাংগ্রেস কি অবশ্যে ?'

দশম খণ্ড □ প্রতিপাদ্যের আলোচনা □ ১৯৫৪-৫৮

১□ বৃটিশ ভারতে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ অটোরিটির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তথা প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ড. অধ্যেবনাবের আইনসভা কিভাবে ও বাইরের মেসব প্রধানমন্ত্রী প্রদান করেন—প্রথম সেই সম্ভাষণগুলিই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে ড. অধ্যেবনাবের গ্রন্থ বিভাগের বাহিরে থাকার সময় ড. অধ্যেবনাবের আইনসভার বিভাগে ও বাইরের মেসব প্রধানমন্ত্রী প্রদান করেন—প্রথম সেই সম্ভাষণগুলিই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে ড. অধ্যেবনাবের গ্রন্থ বিভাগের বাহিরে থাকার সময় ও পরবর্তীকালে মেস কয়েকটি 'ভাষিক-অন্তর্ভাগিতমূলক বিষয় পাঠ হয়। তথ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আইনসভার বক্তৃতাগুলি ভাষিকশ্রেণী লাভ করে। এক্ষেত্রে অধ্যেবনাবের এই বিশিষ্ট বক্তৃতাগুলি ছিল।

(১) অমলা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠান বিষয়ে সাধারণ। (২) চতুর্থশ্রেণির মেয়েদের জন্য ১০ সপ্তাহের ছুটি। (১৯৪০-এর আগে অনুমোদনে—কর্মচারীদের প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানটি অবস্থানের ১০ সপ্তাহ, প্রশাসনের পর তখন সপ্তাহের অবশ্যই ১৫ সপ্তাহ ও পরে ১০ সপ্তাহে ছুটি পাবেন।) (৩) এবারকার একাধিক বাসস্থা প্রতিষ্ঠান। (৪) শিক্ষা ও অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের ৮ বর্ষা অনুমোদন বীকৃতি ৫৭-মেয়েদের ছুটির বাসস্থা। (৫) প্রতি ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত বীকৃতি। (৬) প্রতিষ্ঠানের পৃথক পর্ব বা অনুষ্ঠানের মূলে পর্যবেক্ষণের একজনটির অনুমোদনের বাসস্থা। (প্রতিষ্ঠানের পুনরায় মেয়েদের বিভিন্নভাগ-ইত্যাদি।

প্রশাসন খণ্ড ☐ মুক্ত ঘরে বর্ষা ☐ ১৯৪৭

মুক্ত ও ঘরে বর্ষা নিয়ন্ত্রণমূলের একটি প্রশ্নই প্রশাসন খণ্ডে বিবৃত। প্রশ্নের অনুমোদন বিষয় বিবরণ :

(১) বিজ্ঞান-কৌশল মেয়েদের অন্যে বৌদ্ধ অনেক? (২) বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা। (৩) পুরুষের শিক্ষা। (৪) ঘর ও বর্ষা। (৫) সমাধ। (৬) মুক্ত ও ঘরে সমাজসেবার শিক্ষা, মন্ত্র ও সমাজসেবকেরা। (৭) অভিভাবক-অভিজ্ঞ-বন্ধুরা। (৮) সমস্যা বিষয়ের বিজ্ঞান-কৌশল। (৯) ঘরে ফেরা-বিষয়ক।

প্রশাসন খণ্ড ☐ অনুমোদনের মেয়াদ—৪

(১) এর্থনিয়মের ইতিহাসের অনুমোদ (প্রাক্তিন অনুমোদন বাণিজ্য)।

(২) কি আনুষ্ঠানিকভাবের আগে পাশের বিভিন্নতিকা (অনুমোদন ও বিভিন্ন বিষয়ের)।

(৩) মেয়েদের অন্য কি ধরনের অনুষ্ঠানিকভাবের (ইংরেজির সংবিধানে প্রকাশে ভাষণ)।

(৪) কি মেয়েদের অন্য আইনের আগে না' (আইন-অনুমোদন বিষয়)।

প্রশাসন খণ্ড ☐ সংবিধানের ধারণা

১। ৪, অনুমোদনের না বিভিন্নতা অনুষ্ঠানিকভাবে অন্য না অনুষ্ঠানিকভাবে অন্য ইতিহা। (প্রাক্তনীয় সংবিধানের প্রকাশ প্রশাসন ৩, অনুমোদন)।

☐ পরীক্ষা যে খণ্ড (ফেব্রুয়ারি ১৪৭) প্রকাশিত হবে

১। ৩, অনুমোদন ইন্দ্র সাধারণী (১৯৫৭-১৯৫৬) (প্রাক্তন বিভাগে ৩, অনুমোদন (১৯৫৭-১৯৫৬)। (২) পরীক্ষা প্রকাশ আগে বিজ্ঞানাদি। (৩) অনুমোদ বীকার।

☐ প্রশ্ন পরীক্ষিত প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহারী সরকার প্রকাশিত প্রকাশনীর প্রশ্ন-প্রকাশন করেছি। এই সময় অনুমোদ অন্য উচ্চ প্রকাশনীর প্রকাশক ও সম্পাদকদের প্রতি আমার পরিচয়ের পুনরাবৃত্তি প্রকাশ করি।

শীতু মেয়ে বিশ' শিক্ষা এর অনুমোদনে ৫, অনুমোদ অন্য বিভাগ। তাঁর পুরিষ্ট সভাপতি এর এর ঐতিহ্য বি মেয়ে।

সাক্ষরতা ও শিক্ষায় অনগ্রসর সম্প্রদায় একটি সমীক্ষা

শ্রীধীরেন্দ্র দত্ত

দেশের উচ্চ বর্ণের উৎপীড়নে আবহমান নিপীড়িত রাষ্ট্রীয় বলিত যাদের বর্ণের নামকরণ হয়েছে তপসিল ও তফসিল উপজাতি। তাঁরাও স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রাক্কালে প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরি করতে গিয়ে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় নির্দেশাত্মক নীতিতে স্থান পেল : সমস্ত ফেডারাল সাক্ষরতা ও শিক্ষার অগ্রগতি।

১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত ছেলেমেয়েকে সাক্ষর করে তোলার ১৯৫০ সালের যে প্রতিশ্রুতি কিন্তু আজ ৩৮ বছরের মধ্যেও পালিত হল না। সাম্প্রতিক ৪৩ সমীক্ষায় প্রকাশ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং সাক্ষরতা সাধনের হার বর্তমান স্তরে থাকলে আজ পৃথিবীর মোট সংখ্যক নিরক্ষর মানুষই নিয়ে এক্ষুল শতকে প্রবেশ করবে।

এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য উচ্চ বর্ণের হাতে গিয়ে থাকা বলিত সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাই বেশি। সামাজিক বৈষম্যের শিকার ক্রীতদাস মানুষের অধিকাংশই কৃষক, খেতমজুর, জমায়, ভূমিহীন, তাঁতি, ছোলে প্রমুখ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত ছোট-খাওয়া মানুষ।

এই বলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্পের সকল উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতি সরকারের অন্যান্য সম্প্রদায় জন্যান বিভাগ প্রসঙ্গে ধরিত্রীদের যাবৎ নানা প্রকল্প রূপায়ণে এগিয়ে চলেছে। সে সব প্রকল্পে ফলপ্রসূই, সাক্ষরতা আশাতিরিক্ত লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে ধরিত্রীদের জন্য তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের নিরক্ষরতাই বেশি।

সাক্ষরতা ও শিক্ষার অগ্রগতি রূপায়ণে এই শিরিয়ে পরে দুটি অংশের আলোচনার আগে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

তফসিলি জাতির সাক্ষরতা ও শিক্ষা

তফসিলি জাতির সাক্ষরতা ও শিক্ষা অন্যান্য বর্ণের সাক্ষরতা ও শিক্ষার স্তর থেকে বেশ কিছুটা পিছনে রিয়ে রিয়ে। কারণ, উচ্চ বর্ণের মুখাপেক্ষীদের স্বার্থপ্রণোদিত কারণেই তফসিলি জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে। এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন বিমত নেই। মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের নিম্নবর্গে শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহ্যের পথ রুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ তাই সঠিক অনুধাবন করেছিলেন :

"অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে চলিছে যারে
রেখেছ আড়াল করি গড়িয়ে সে ঘোর আঁধারে।"

অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে বলিত মানুষগুলির আলোর পথে উত্তরণ প্রয়াসে রাষ্ট্রপতি সরকারের অনুসৃত সম্প্রদায় জন্যান বিভাগ তফসিলি জাতির সাক্ষরতার উপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে, বিগত সমীক্ষা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তফসিলি জাতির সাক্ষরতার পরিসংখ্যান (১৯৫১-১৯৯১)

বছর	সাধারণ	তফসিলি জাতি	অন্যান্য সম্প্রদায়
১৯৫১	১৬.৬৮	১০.৫৩	৬৫.৯৩
১৯৬১	২৪.৩০	১৭.৯৭	৭৯.১১
১৯৮১	৪৩.৫৪	২৮.৫১	৫৯.৯১
১৯৯১	৫২.১৩	৩৭.৪১	৬৫.৩৮

উপরের পরিসংখ্যান থেকে, ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ১০ বছরে সাক্ষরতার হার শতকরা মাত্র ৪.২১ বছরের ১৯৭১ ১৯৮১ সালে থেকেছে ৯.২ শতাংশ এবং ১৯৮১ সালে সে হার হয়ে দাঁড়ায় ১২.৮৪। উপরে এটা থেকে দেখা যে, ১৯৭১ ১৯৮১ দশকের চেয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বাকী সময় অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্র ৫৭ শতাংশ সাক্ষরতার হার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা, বিশেষ করে তার অনুসরণ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিস্তারের সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাবনার সূচক।

তফসিলি জাতির সাক্ষরতার হার উপজাতিদের থেকে (পুরুষ নিরক্ষর ক্ষেত্রে তারতম্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এর প্রধান কারণ নাগরিকত্বের অন্তর্ভুক্তির অভাব। ৩০ বছর (১৯৬১-১৯৯১) তফসিলি জাতির পুরুষদের সাক্ষরতার হার অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ তফসিলি জাতির ক্ষেত্রে সাক্ষরতার শতকরা হার যেখানে ৩১.১৫, সেক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের হার শতকরা ২৭.১৩। কিন্তু নারী-সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তফসিলি জাতির শতকরা হার ২৪.২৬; অন্য, অন্যান্য সম্প্রদায়ের শতকরা হার ৩০.২১।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাপক সাক্ষরতার অনুরূপ সম্প্রসার কার্যক্রম বিস্তারের কর্মসূচি পরিচালনার তফসিলি সম্প্রদায়ের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালে এই সম্প্রদায়ের মাত্র ৩.৪ শতাংশ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু ব্যাপক সাক্ষরতা অভিযানের ফলে তিন বছরের মধ্যে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৯ শতাংশ (১৯৭১)। অন্যদিকে ১৯৬১ সালে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর হার তিন বছরে মোট জনসংখ্যার ১১.৭ শতাংশ; অথচ ১৯৭১ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭.৮ শতাংশ।

ব্যাপক সাক্ষরতার অনুরূপ সম্প্রসার, অন্যান্য বিভাগের সাক্ষরতা ও শিক্ষা কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলে এই সম্প্রদায়ের সাক্ষরতা ও শিক্ষার হারে অভাবনীয় অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। এই অগ্রগতি লাভে এদের পরিবারের বৃদ্ধাদিদের ভূমিকা থেকে বৃহত্তর অর্থে উপজাতি বুনিয়াদি প্রধান সহায়ক হয়েছে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সুফল বয়ে। এ ব্যবস্থা এর থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য বেতনমুক্তি এবং ৮ম থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য ও ছাত্রী উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ বেতনমুক্তি সফল ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ সারণি থেকে ৮ম বেতনক্রমের নিম্ন কর্মসূচিতে তফসিলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের সংরক্ষণ সংরক্ষণ পরিচয় মিলবে।

ক প্রাক-মাধ্যমিক বেতনবৃত্তি প্রকল্প	উপকৃতের সংখ্যা
(ক) বৃত্তি (কলম অনুদান	২৯,১৭,১১৩
(খ) বইপত্রাদি অনুদান	১,৩১,১০৩
(গ) ছাত্রাবাস (ব্যক্তি)	১,৫১,৭৭১
(ঘ) আবাস সহায়তা (অতিরিক্ত দর)	১১,৫১৩
(ঙ) বেসরকারী উদ্যোগে ছাত্রাবাস নির্মাণের বেসরকারী অনুদান	৫৭৫
খ মাধ্যমিক উত্তর বৃত্তি	৪,৪৯,৬১৮

আদিবাসীদের সাক্ষরতা ও শিক্ষা

অষ্টম উন্নয়ন প্রকল্পে শিক্ষা কর্মসূচির সাফল্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, পশুপালন, বনজ শিল্প, পারম্পরিক উপজাতি প্রভৃতি যে ক্ষেত্রে বীমিকল্প উন্নতি সাধন করতে হলে শিক্ষার সাহায্য প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার ও প্রযুক্তির সহায়তা ছাড়া কোন উন্নয়নই সাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এদেশের বিরাট আদিবাসী সমাজের অনুন্নত, তাঁদের অধিকাংশই পাহাড়-জঙ্গলের দূরে জঙ্গল ও পাহাড়ঘেরা অঞ্চলে বাস করেন, অথচ প্রাকৃতিকভাবে দূর থেকে তাঁরা এদেশের সমাজজীবনের অন্য এদেশের উন্নতির জন্য শিক্ষার আলো পৌঁছানো থেকে উন্নয়নের অংশীদার নয়।

শিক্ষার ও প্রযুক্তির সহায়তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে তাঁদেরই তাঁদের নিকটে আসে তুলতে হবে, শুধু সাক্ষর করলেই হবে না। তবে সাক্ষরতাই শিক্ষার পথে প্রথমতির সোপান।

পরিচ্ছেদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে নিম্নে পরিসংখ্যান সহায়ক হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার পরিসংখ্যান (১৯৬১-১৯৯১)

সাল	সাক্ষরতা	সাক্ষরতা	সাক্ষরতা সম্প্রসার
১৯৬১	২৯.২৮	৬.৪৪	৩৫.৩৪
১৯৭১	৩৪.২০	৮.৯২	৩৯.১৯
১৯৮১	৪০.৬৪	১৩.২১	৪৮.১২
১৯৯১	৪৭.১০	২৭.৭৮	৬৪.৮৮

উপরের সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে ৩০ বছরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার অন্যদের থেকেই মনোযোগ এবং থেকের বৃদ্ধি লক্ষ্যে, সাম্প্রতিক সাক্ষরতার প্রসারকালে, যে হার প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি পৌঁছেছে। কিন্তু অন্যান্য সাক্ষরতার তুলনায় এই বৃদ্ধি সন্তোষজনক বলা হবে না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্যগত ভাষাগত-সাংস্কৃতিক ভাষার-সাক্ষরতার ফলে শিক্ষা-বিমুখতা, পরীক্ষায়

সাথে সংগ্রামরত শিক্ষয়িত্রীদের মূল দাবিগুলির থেকে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা এবং সেগুলির অসারতা প্রমাণের জন্য তাঁরা প্রচারে নেমেছিলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন যে, শিক্ষয়িত্রীরা যে বেতন বৃদ্ধির দাবি করছেন তা অযৌক্তিক। তাঁরা আরও বলতে লাগলেন যে, শিক্ষয়িত্রীরা যে বেতন বৃদ্ধির দাবি করছেন তা অযৌক্তিক। তাঁরা আরও বলতে লাগলেন যে, শিক্ষয়িত্রীরা যে বেতন বৃদ্ধির দাবি করছেন তা অযৌক্তিক।

শিক্ষা পরিচালনার সরকারের অনুসৃত অন্যান্য বিষয়ের মতো নারী-শিক্ষার প্রশ্নেও সাধারণ অধিবাসী সম্প্রদায়ের তুলনায় সরকার যে তুলনামূলকভাবে উন্নত না হওয়ার প্রধান কারণ এই ক্ষেত্রেও নারী-সরকারের মধ্যে অসমবিভাগ অবলম্বন। নিম্নের তালিকা থেকে এর পরিচয় মিলবে।

অধিবাসী পুরুষ ও নারীর সাক্ষরতার পরিসংখ্যান (১৯৬১-১৯৬৯)

	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
পুরুষ	১১.২০	১৩.৪৯	২১.২৬	৪০.০৭
নারী	১.৭৬	৩.০৯	৪.০১	১৪.৮৮
মোট	৬.৫৫	৮.১২	১৩.২১	২৭.৭৮

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি দশকেই পুরুষদের সাক্ষরতার হার বেশি থাকা সত্ত্বেও নারী-সাক্ষরতার হার অবশ্য কম হওয়ার কারণে মোট সাক্ষরতার হার হ্রাস পেয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে এটির পরিচয় যে, বাংলাদেশ সরকারের আমলে নারী-সাক্ষরতার হারের পূর্ববর্তী হারের প্রায় তিন গুণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসৃত সম্প্রদায় অন্যান্য বিষয়ের সাক্ষরতা ও শিক্ষা অর্থাৎ অন্যান্যের নিরপেক্ষ প্রয়াসেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

এই নিরপেক্ষ প্রয়াসের সূত্রে অনুসৃত সম্প্রদায় অন্যান্য বিষয়ে অধিবাসী হয়েছেন্দের উন্নয়ন শিক্ষায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বেশকিছু নতুন করেছে। তদনুযায়ী অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অনুপ্রতি মাসে ১০০ টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য ১২০ টাকা এবং ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা এই বৃত্তি প্রদান করেছে।

পরিসংখ্যানে প্রকাশ, মেয়েদের সাক্ষরতার উন্নয়ন অর্থাৎ অর্থাৎ করার জন্যে (১৯৭৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে) অধিবাসী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ব অনুপ্রেরণা :

৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী	মাসে ৩ টাকা
৭ম ও ৮ম শ্রেণী	মাসে ৩.৭৫ পয়সা
৯ম ও ১০ম শ্রেণী	মাসে ৪.৫০ পয়সা

বামফ্রন্ট-সরকার ১৯৮০ সাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি গ্রহণ করে অধিবাসী ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি শিক্ষার মেধাবৃত্তির সম্মুখ করে মেয়েদের জন্য প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে বার্ষিক ২০ টাকা হারে অনুদানের ব্যবস্থা করে। ফলে ১৮,০০০ টাকা উপার্জনকারী অভিভাবকদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও ৩০ টাকা হারে বৃত্তির ব্যবস্থা হয়।

তফসিলি জাতি ও অধিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত সব ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহদানের জন্য ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অভিভাবক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৃত্তির অতিরিক্ত প্রতি মাসে অনুপ্রতি সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ৩৬ হাজার টাকার নিচে বাৎসরিক অভিভাবকদের জন্য, তথাকথি এই বিশেষ বৃত্তি লাভের অধিকারী।

অধিকন্তু উচ্চতর স্তরে পঠনরত ছাত্রছাত্রীদের সহায়তের জন্য ১৯৮৭ সালের এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ছাত্রছাত্রী প্রতি সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা ধার্য করেছে। ফলে আর্থিক বছরে (১৯৯৭-৯৮) ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৮,৪৪০ জন অধিবাসী ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে। ১৯৭৯-৭৭ সাল থেকে এই ব্যয় ২৫৫.১০ শতাংশ বেশি।

ছাত্রী-ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুরূপ সম্প্রদায় অন্যান্য বিভাগ ১৯৯৭-৯৮ সালে মোট ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮ হাজার। বামফ্রন্ট সরকারের বিগ বছরে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে ৫০.৩১ শতাংশ বেশি।

১৯৯৭-৯৮ সালের মধ্যেই উপরোক্ত বিভাগ অধিবাসী ছাত্রছাত্রীদের যাঁ কোনো সাহায্য করে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয় করে; ফলে, ২ লক্ষ ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়।

সার্বিক প্রচেষ্টায় তফসিলি জাতি ও অধিবাসীদের পূর্ণ সাক্ষরতার পথে অগ্রগতির অর্থাৎপ্রিকে সরকার পরিচালিত অন্যান্য অনুরূপ সম্প্রদায় অন্যান্য বিভাগের ব্যাপক প্রয়াস উপরোক্ত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সাক্ষরতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে উঠলে ফলে অনুরূপ সম্প্রদায়ের নিরক্ষর অনুপ্রেরণা ক্রমশ উঠে আসতে পারবেন। সাক্ষরতার ও শিক্ষাদানের পরিধি অবশ্য বাড়াতে হলে প্রায় ৩ লক্ষ্যের মেয়েদী মানুষদের সংগঠন তথা জন-সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বর্তমান সাক্ষরতা প্রসার সমিতি জনশিক্ষা প্রসারের যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে তাকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপক জন-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিণতিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র: (১) অনুসৃত অন্যান্য সংক্রান্ত তালিকা [১৯৭ পৃষ্ঠা, ২য় ও ৩য় সংখ্যা] যা এই তে প্রকাশিত হয়েছে এবং এ তে নিবন্ধ।

(২) উক্ত তালিকায় এই অংশ অন্য প্রসঙ্গে নিবন্ধ।

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

সংকলক : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

[এটি এ আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পাতা থেকে সংকলিত ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দিনগুলি দিয়ে সাজানো একটি বর্ষপঞ্জি। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন দিনের ঘটনা—রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, খেলাধুলা, শুভ ও অশুভ সম্পর্কে মানুষের যে সব ধারণা ও বিশ্বাস পৃথিবীর ও মহাকাশের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে, তারই বিস্তৃত সংকলনটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদক]

১ মে :

- ১৮৯৯-এর এই দিনে শিকাগোর স্যালুনে যে মারামারি ৮ ঘণ্টা আইন দিনের পরিণত প্রতিষ্ঠা সম্প্রসারণে ভূমি হয়। এখন এই দিনটি প্রতিষ্ঠা সংগ্রামী দিনের হিসেবে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পালিত হয়।
- ১১০৮-এর এই দিনে বিশ্বের প্রথম ট্রাফিক আইন পাশ হয়।
- ১৯২৭-এর এই দিনটিতে কলকাতা সর্বপ্রথম যে দিনে পালিত হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে মেডানিতে (কলকাতা ময়দান)।
- ১৯২৯-এর এই দিনে মেলবোর্ন বন্দরটি মালবাহী ও যাত্রীবাহী জাহাজের জন্য খুলে দেওয়া হয়।
- ১৯৩৯- এর এই দিনে ফ্রান্সে বিশ্বেকালের চলচ্চিত্র হিসেবে মুক্তি পায়।
- ১৯৬৬- এর এই দিনে ভিয়েতনামে 'অপারেশন'-এর প্রথম প্রয়োগ।

২ মে :

- ১৯১১-এর এই দিনে কলকাতা এবং আন্তর্জাতিক সংযোগিতা মধ্যে আন্তর্জাতিক করা হয়েছিল।
- ১৯৪৫-এর এই দিনে বার্লিনের সম্প্রতিক পতনের পরে এসে—প্রকাশ, সমাপ্তি ঘোষণা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে।

৩ মে :

- ১৭৯৯-এর এই দিনে ব্রাজিলে পর্তুগিজদের উপনিবেশ থেকে আনুষ্ঠানিক ইংরেজ স্বাধীনতার হিসেবে পালন করে।
- ১৯১৯-এর এই দিনে ভিয়েনা প্রতিনিধি সম্প্রদায়ের সেনাবাহী বাহিনী করে।
- ১৯৬৬-এর এই দিনে প্রথমে 'সাধারণ ছুটি' আইনি নির্দেশে জারী হয়।

৪ মে :

- ১৭৯৯-এর এই দিনে বাইবেল মুদ্রে টিপু সুলতানের নিধন হয়।
- ১৯৮০-এর এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রিকার কর্তৃপক্ষী কমিউনিটি মেয়র প্রথম ভিয়েনা মুক্ত ঘটে।
- ১৯৯১-এর এই দিনে বিশ্বে কমিউনিটি পার্টি নিষিদ্ধ হয়।

৫ মে :

- ১৭৯৯-এর এই দিনে কলকাতা বিপ্লবের সূচনা।
- ১৮১৮-এর এই দিনে কার্ল মার্কসের জন্ম।
- ১৮২১-এর এই দিনে মেট্রো ফ্রেঞ্চের ভিয়েনা বন্দী নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মৃত্যু ঘটে।

৬ মে :

- ১৮৯৯-এর এই দিনে মার্কস প্রথম প্রকাশ্যে ঐতিহাসিক ঘটে।
- ১৯১৫-এর এই দিনে জার্মানের ভিয়েনা সর্বপ্রথম ফ্রেঞ্চেরে জার্মানে ফ্রেঞ্চিংসের অভিযোগকারে মার্কসের কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ফ্রেঞ্চেরেন্সের অভিযোগ ফ্রেঞ্চ ইয়ং নিলনার ১৮১১-এর এই দিনে জন্ম হয়।
- ১৮৪০-এর এই দিনে ইংলন্ডের রাজনীতিতে জন্ম হয়।

৭ মে :

- ১৮৯১-এর এই দিনে নিউমার্কি প্রতিষ্ঠানের আগে ফ্রেঞ্চ আগের মধ্যে জন্ম নেয়।
- ১৯০৭-এর এই দিনে কলকাতায় ফ্রেঞ্চে কলকাতা প্রতিষ্ঠা।
- ১৮৪৪-এর এই অভিযোগে ভিয়েনাতায় মুক্ত নিয়ে নিয়ে ৮-৫ পড়ে ঘটে।
- ১৯৭৪-এর এই অভিযোগে অভিযোগে প্রথমের বাজারটি হিসেবে ইন্টারনেটে ভিডিওগ্রাফার মুক্তির হয়।

৮ মে :

- ১৯৪৪-এর এই দিনে কলকাতা ফ্রেঞ্চে কলকাতায় কলকাতা আগে আগের কথা হয়। পরে তা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়।
- ১৮৮৬-এর এই দিনে জার্মানে প্রথম ফ্রেঞ্চের নিয়ে পালিত হয়।
- ১৯৭৪-এর এই দিন থেকে জার্মানে ঐতিহাসিক ফ্রেঞ্চ ঘটনা শুরু হয়।

৯ মে :

- ফ্রেঞ্চের অভিযোগ প্রকাশ নিয়ে ১৯৪০-৪৫-এর এই দিনে অভিযোগ আগে।
- ১৮৭৪-এর এই দিনে ফ্রেঞ্চেরে অভিযোগ ইয়ং জন্ম হয়—এ অভিযোগ প্রকাশ।
- ১৯৭৪-এর এই দিনে জার্মানে প্রথম ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক টেলি শুরু হয়।

১০ মে :

- ১৪১৬-এই দিনে বসরা তীর যুদ্ধ-মাতৃকার পরিসরের প্রথম যুদ্ধ জয় করে আয়া সমর করেন।
- ১৮৪৭-এর এই দিনে জমাদার বাহিনীকরণ প্রথম বাসের যুদ্ধ নিলামী বিজ্ঞাপনের সূচনা।
- ১৭৭১-(ফারাকুর ১৭৭৪)-এর এই দিনে প্রথম সমকালীকরণের ঢেকা বাজারজাত হয়েছে জন।
- ১৮৪৪-এর এই দিনে ফেব্রুয়ারি-দিবসে বুদ্ধিজীবীরা বাজারটি প্রাণ থেকে সম্পত্তিগুলি প্রতিবেশীরা পরিবারটি সমান দেয়।

১১ মে :

- অনেকে নিয় উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্যে যে নিলামী আনুষ্ঠানিক ৩০ ১৮৪৭-এর এই দিনে তা সমর জনগণ স্বীকৃতি পায়।
- ১৯১৫-এর এই দিনে লালন বাহিনী সমকালীনের স্বীকৃতি দূর হয়।

১২ মে :

- ১৯৯৬-এই দিনে ছাদশীই নিলামি মূলক সমাই আন্তর্জাতিকের মতে জাতির সম্পদিত বৃদ্ধি অর্থনৈ আছেন।
- ১৮২০-এর এই দিনে আনুষ্ঠানিক বাসিন্দা-এর প্রতিষ্ঠাটি ফেব্রুয়ে নাইটোমেল জমায়েত আছেন।
- ১৮৬০-এর এই দিনে নিত্য-উৎসবসমাজ ইসলামিদিনের ঘনাটোপুরী জমায়েত আছেন।

১৩ মে :

- ১৯৪৮-এই দিনে মূলক সমাই পাকজাতির নিজিতে সমাবেশের নিয়োগ দেয় আছেন।
- ১৮৪৭-এর এই দিনে আন্তর্জাতিক জীবনু বাসিন্দাকে ফেব্রুয়ে হয় জমায়েত আছেন।
- ১৯৪৭-এর এই দিনে বাসী মুক্তির ৪৩৩৫৫৫ জীবনযাপন বাড়ি।
- ১৯৪২-এর এই দিনে জমায়েত নিয়ির প্রতিপাদী হিসাবে সর্বশেষী ৪, প্রমাণুক্ষণ সমাপ্ত প্রথম আছেন।
- ১৯৪৭-এর এই দিনে জমায়েত তৃতীয় প্রতিপাদী হিসাবে ৪, প্রমিক ফেব্রুয়ে সমাপ্ত প্রথম আছেন।

১৪ মে :

- ১৮৫৪-এই দিনে পূর্ব ইউরোপের প্রতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানির মধ্যে 'ওয়ালস' বৃদ্ধি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৯০-এর এই দিনে প্রথম এজন ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক জমায়েত আইনের সমর নিয়ে ইতিহ জমায়েত আছে।

১৫ মে :

- ১৮১৭-এই দিনে সাহী ফেব্রুয়ারির উন্নয়ন জমায়েত আছেন।
- ১৮৫৯-এর এই দিনে প্রথমে নিজেরী নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য।
- ১৮৫৯-এর এই দিনে ইংল্যান্ডের মধ্যে ইতি ইউনিয়ন ফেব্রুয়ারি বন্ধ আছে ফেব্রুয়ার নিয়োগ হয়।
- ১৯১১-এর এই দিনে নি নি আন্তঃ-এ প্রথম মুক্তিযুদ্ধ 'দ্য প্রাক্তনের ঘর ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়।

১৬ মে :

- ১৮৪৪-এই দিনে প্রথমে বাসিন্দা ফেব্রুয়ে ফেব্রুয়ে জন্য ফেব্রুয়ে হয়।
- ১৮১৬-এর এই দিনে ব্রিটিশ সমকাল নিয়ন্ত্রণ বাহিনীর প্রথম ও সর্বাধিকার বৃদ্ধি মূলক বন্ধী সাহেবে মুলধারিন আছে।
- ১৮১৫-এর এই দিনে সিমিয়া প্রদেশের ১১৩৪ বাজা জিলায় ফেব্রুয়ে হয়।
- ১৯৮৭-এর এই জমির থেকে প্রথম-ব্রিটিশ টেলিয়া ফেব্রুয়েজন শুরু হয়।

১৭ মে :

- ১৪৪০-এই দিনে প্রটেস্টের মূলক থেকে পাক মূলক সমাই প্রজাতন্ত্রের সমাপ্ত আছেন।
- ১৭৭৪-এর এই দিনে ইক-সমাই মূলক আন্দোলন সংগঠিত হয়।
- ১৮৪৬-এর এই দিনে প্রথম অন্তঃপ্রদেশের ঢা প্রথমে নিয়ন্ত্রণ নেয়।
- প্রথমে জনসি ফেব্রুয়ে ফেব্রুয়ি বন্ধনমূলে ১৮৭৩-এর এই দিনে জমায়েত আছেন।

১৮ মে :

- ক্রটি বন্দরের নিজ আন্তর্জাতিক এজন্যার ফেব্রুয়ে ১৭৪১-এর এই দিনে জমায়েত আছেন।
- ১৮৭৪-এর এই দিনে বাড়ীর ফেব্রুয়েজন জন্য।
- ১৮১৩-এর এই দিনে ফেব্রুয়ে জন্য ফেব্রুয়েজন মন্ত্রণালয় জমায়েত জন্য দেয়।
- ১৮৬৫-এর এই দিনে বসী মুক্তির সংগঠন মুক্ত।

১৯ মে :

- ১৭৮৩-এই দিনে ফে-টি-ব্রিটেন জন্য।
- ১৮০৩-এর এই দিনে প্রথমে নিজেরী জমায়েতী টিয়ে মুক্ত।
- ১৯৭৪-এর এই দিনে পাক-ভারিন্দ সম্পর্কিত বৃদ্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

২০ মে :

- ১৪৪৮-এই দিনে সমুদ্রীয় সম্পর্কে জমায়ে-ফ-সভা জমায়েত জমিনটি জমায়েত আছেন।
- ১৮৩৪-এর এই দিনে ব্রিটেনিকেন জমায়েত জন্য জন্য।
- সমকালীকরণের জমিনদার পীর ১৮৪৪-এর এই দিনে সমর হয়।
- ১৮৯৯-এর এই দিনে ফেব্রুয়েজন বিনিময়ের সংগঠন মুক্ত হয়।

২১ মে :

- ১৮৪৩-এই দিনে বসী জমায়ী পরিসংস্থানে জমিনটিনির নিয়োগ আছেন।

- ১৮৭১-এর এই দিনে 'স্বাধী কমিটিস' জন্ম হয়।
- ১৮৯৮-এর এই দিনে বৃহত্তম বিমানটী ভূমিষ্ঠ ঘটে।
- ১৯২৪-এর এই দিনে লন্ডনে বিশ্বের প্রথম রেডিও প্রচার শুরু হয়।

২২ মে :

- ১৮৪৪-এই দিনে প্রথম পরিচিত বেসিক ফ্রেঞ্চ-ই-স্পেন ফ্রেঞ্চাইজিদের মধ্যে সংঘাত ঘটে।
- ১৯৬৪-এর এই দিনে ভিয়েৎ ফ্রেঞ্চের ঐতিহাসিক ঘটে।

২৩ মে :

- ১৮১৮-এই দিনে 'সংবাদ দর্পণ' আত্মপ্রকাশ করে।
- প্রথিম প্রথম অভিযোগী পার্টি—ফ্রেঞ্চকনফিয়ারে ১৯২০-এর এই তারিখে গঠিত হয়।
- ১৯৮৪-এর এই দিনে প্রথম আরবীয় মহিলা হিসেবে বাংলাদেশ সফর দিয়ে এমপেরেই পুনরে আসেন।
- ১৯৪৩-এর এই দিনে মোহাইদে দি দি আই-ই প্রথম পার্টি ব্যবসা শুরু হয়।

২৪ মে :

- ভারিখের মহাকাশ আন্তর্জাতিক-এরিয়েলিস মুক্ত হলে আসে মোক আমাদের সন ১৯৭৩-এর এই সিদ্ধিতে। এখন তার নাম হয়েছে 'ভারিখের মুসলিম বিজ্ঞানিকেন্দ্র'।
- মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ঘটে ব. যে এস মুক্তার ১৯৬৩-এর এই দিনে জন্ম হয়।

২৫ মে :

- ১৮৭৭-এই দিনে ভারিখের ঐতিহাসিক বিমানটী ভিয়েৎ ১৯২ ফ্রেঞ্চে প্রথমবারি ঘটেন। তবে বিমান ফুরে নেমে এই ভারিখের অবতরণ ঘটে।
- ১৯১৮-এর এই দিনে সবচ আন্তর্জাতিক ফুটবলম্যাচের ঐতিহাসিক ঘটে।
- ভূমিকম্প সন ১৯৩১-এর এই দিনে ঘাট করে।
- ১৯৭৬-এর এই দিনে বিজেপি বাংলাদেশী বন্ধু ফ্রেঞ্চাইজি করেন।

২৬ মে :

- ১৭৯৯-এই দিনে ফুলে সমাই আমেরিকা সবচ এবং ইউরোপে ভারিখ সম্পর্ক করার ফুটি আনুষ্ঠানিক ভারতবিদ্যালয় পুরুষ হয়ে যায়।
- ১৯৬৪-এর এই দিনে বিজেপি বাংলা সংবাদপত্র করে।
- ১৯৭৭-এর এই তারিখে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ইনস্টিটিউশন ফিরে প্রথম হয়েছে।

২৭ মে :

- ১৮৯৯-এই দিনে আন্তর্জাতিক মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলন ঘটে। ফ্রেঞ্চে এবং ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে মুক্তিযোদ্ধে এই সম্মেলনের ফ্রেঞ্চে নেন।

২৮ মে :

- ১৯৭৪-এই দিনে ফ্রেঞ্চে ফিরে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে।
- ১৯৭৯-এর এই দিনটি ফিল পার্টী কমিটিসের অধিবেশ দিন।
- ঐতিহাসিক ফ্রেঞ্চ পার্টীটী প্রজাতন্ত্র হয় ১৯৭৩-এর এই দিনে।

২৯ মে :

- ১৯০৮-এর এই দিনে প্রথম বাংলা বৈজ্ঞানিক সমিতি ফ্রেঞ্চাফ্রেঞ্চে প্রজাতন্ত্র করেন।
- ১৯৪৭-এই দিনে ইন্টিগ্রেশন ফ্রেঞ্চার্ড ইনস্টিটিউশন (ISI) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৩-এর এই দিনে ফ্রেঞ্চিং ফ্রেঞ্চে ও প্রজাতন্ত্র ফিলার্স প্রজাতন্ত্রী জন্ম নেয়।
- ১৯৭২-এর এই দিনে আন্তর্জাতিক ফ্রেঞ্চিংয়ের দিন ফ্রেঞ্চি সম্মেলনের ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চ হয়।
- ১৯৭৭-এর এই দিনে প্রথমে আবদুল ও. মুর্শিদিকুমার ফ্রেঞ্চিসম্মেলনের ঐতিহাসিক ঘটে।

৩০ মে :

- ১৯১৬-এই দিনে ভারিখেরফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে মুক্তি ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংয়ের ফ্রেঞ্চিংয়ের ফ্রেঞ্চে 'ফ্রেঞ্চি' উপাধি প্রদান করেন।

৩১ মে :

- প্রথমী পরিষদ প্রথমে সম্পাদক প্রজাতন্ত্র ফ্রেঞ্চিসম্মেলন ১৮৮৫-এর এই দিনে শুরু হয়।
- ১৯৭৭-এর এই তারিখে ফ্রেঞ্চার্ড ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চিংয়ের ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে এবং ফ্রেঞ্চে ফিল ফ্রেঞ্চি ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে

১ জুন :

- ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চি ফ্রেঞ্চিং (১৮৭৩) জন্ম হয়।
- ইংরে ইন্টিয়া ফ্রেঞ্চ-ফ্রেঞ্চিং (১৮৯৮) ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চি ঘটে।
- ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চ ও ফুলে ফ্রেঞ্চে প্রথম ফিল্মের ট্রেন (১৮৯০) জন্ম হয়।
- ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিং (১৮৫৪) ফ্রেঞ্চে হয়।
- 'ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চে'র ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চ (১৮৯৪) 'ফ্রেঞ্চে' হয়।
- ফুল ও ফ্রেঞ্চি ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে (১৮৯৮) হয়।

২ জুন :

- ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিং ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চ (১৮৯৮) জন্ম হয়।
- ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে (১৮১৭) হয়।

৩ জুন :

- ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে 'ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে' উপাধি (১৮৯৪) ফ্রেঞ্চে।
- ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চিং ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চে 'ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিং' (১৮৯৩) হয়।
- ফ্রেঞ্চফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিংফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চিং (১৮৯৭) হয়।

৪ জুন :

- ফ্রান্সের সাধারণনির্বাচনে সমাজ দল 'ফরাসি পার্টি' (১৯৪৬) গঠন করেন।
- বেতিন-এর প্রতি বিচার আরম্ভ হয় (১৯৪৬)।

৫ জুন :

- টোকিও ইন্টারন্যাশনাল মেরো এর এক ঘোষণা জারি (১৯৭৬)।
- জাতিসংঘের 'অপারেশন প্রোগ্রাম' গঠিত (১৯৮১) হয়। উদ্দেশ্য : মানবিক বিষয়ে উপর গুরুত্ব নিরূপণ।

৬ জুন :

- ব্রাজিলের সি.আই.এ.-সমর্থন বলে সিনেটে তাঁর নামের আগে 'আলবার্টি' উপাধি (১৯৭৪) যুক্ত করে।
- আন্তর্জাতিক পুলিশ কমিশন (১৯৪৬) গঠিত।
- বাহাদুরশাহ দ্বিতীয়ার মৃত্যু (১৮৬২) হয়।
- লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা সমান পরীক্ষা (১৯০১) হয়।
- সমাট শাহজাহানের দ্বী মমতাজ মারা (১৬৩১) যান।

৭ জুন :

- কলকাতায় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (১৯১৯) গঠিত।
- 'ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স'-এ উদ্যোগে কলকাতা ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রচারণী অনুষ্ঠান (১৯৭৪) অনুষ্ঠিত।

৮ জুন :

- ব্রাজিল ও ইটালির মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার শুরু (১৯৩৩)।
- অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর পার্লামেন্টারি ভবন (১৯২৭) খোলা।

৯ জুন :

- সাংবাদিক ও রাজনীতিক সংবাদী কর্মীদ্রোহ আইন বিলোপের জন্য (১৯৬১)।
- ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স মারা যান (১৮৭০)।

১০ জুন :

- পূর্বীয় জার্মানীতিতে ইন্টারন্যাশনালের বিলোপসাধন (১৯৪৩)।
- মেক্সিকোর ইন্ডিয়ানদের প্রত্নতাত্ত্বিকদের 'বিগ' জাতিসংঘের জন্যতম (নবম) বিশ্বসাহিত্যিক জন্ম নিয়ে ওকাদ্রো জন্ম গ্রহণ (১৯০৬) হয়।

১১ জুন :

- জাতিসংঘের পার্লামেন্ট আসন জন্যে মেক্সিকোর ইন্ডিয়ান ও আন্তর্জাতিক মধ্যে পারস্পরিক সম্মেলন চুক্তি সম্পাদিত (১৯৪২) হয়।

১২ জুন :

- আমেরী মারা যান (১৯৬৬) হয়।
- মহিলা আইনজীবী মেলেনা আন্তোনেল্লা আইনজীবী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবেশ করে (১৯৬৪)।

১৩ জুন :

- পুর্তগাল ইন্ড ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত (১৭৪১) হয়।
- কলিজনেরজাতিসংঘ প্রজাতন্ত্রের সমস্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতের সভ্যপদ লাভে উদ্যম নিয়েছে (১৯৪৩) ঘোষিত হয়।
- কলম্বাস থেকে মুক্তিলাভ করে টেক্সিকোতে ফিরে (১৯৪৩)।
- ফরাসি জাতীয় ফ্রন্ট ঘোষিত (১৯৪৩)।

১৪ জুন :

- ইংরেজের বিদ্রোহদমন সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় প্রথম ঐতিহ্য সংবাদপত্র 'ফরাসড়' প্রকাশিত (১৭৪৩) হয়।
- ঢা ওয়েস্ট আমেরিকা (১৯১৮) ঘোষিত।
- নিকোলা জাতীয় *নেপ্রুসেন্স* মধ্যে জাতীয়তা এবং ইন্ডিয়া সর্ব ভারতের সাধারণ কারণ নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা (১৯৪৫) করেন।

১৫ জুন :

- ঔপনিবেশিক আন্তর্জাতিকবাদে নিয়ন্ত্রিত নিয়োগপত্র ঘোষণা (১৯৪৯)।
- প্রতিবাদের দীর্ঘ একাধারে শুরু (১৯০৮) হয়।
- নদীর বাহিনীর মধ্যে পার্লামেন্ট পতন (১৯৪১) ঘটে।
- পশ্চিমবঙ্গ সমু জনগণের ৯টি আন্দোলন নিয়োগপত্র জাতীয় কংগ্রেস সংবাদপত্রে মধ্যে পরিণত (১৯৭৭)।

১৬ জুন :

- লেনিন্দু বিদ্রোহদমন শান্ত হয়ে (১৯২৫) যায়।
- আমেরি প্রজাতন্ত্র ঘোষ হয়ে (১৯৪৪) যায়।
- প্রথম নারী আন্তর্জাতিক মেয়েদোড়ের আরম্ভ শুরু (১৯৩০)।

১৭ জুন :

- আমেরি নিয়োগপত্রিকা আরম্ভকাল আরম্ভ (১৯৪৬) করেন।
- জাতিসংঘ নারী আন্তর্জাতিক মুক্তি নিয়ে (১৯৪৮) হয়।

১৮ জুন :

- আমেরি ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ শুরু (১৯১৭) হয়।
- ঔপনিবেশিক আন্তর্জাতিক পূর্ণ পতন (১৯৪৮) করেন।
- ইন্ড-আন্তর্জাতিক যুদ্ধ (১৯১২) শুরু হয়।
- জাতিসংঘ নিয়োগপত্র আরম্ভকাল (১৯৮২) করেন।
- জাতিসংঘ নারী আন্তর্জাতিক (১৯৩৬) হয়।
- মেক্সিকো প্রথম প্রতিনিধি সংঘের শুরু (১৯২৬)।

১৯ জুন :

- নারী আন্তর্জাতিক আরম্ভ আরম্ভ (১৯১৬) করেন।
- পার্লামেন্টে ইন্ড-আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিকের আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক আরম্ভ হয় (১৯৪৬) যোগ।
- পূর্বীয়তা ও প্রথম মেক্সিকোর্ডাকে আন্তর্জাতিক আরম্ভ আরম্ভ (১৯৭৩) যোগ।

২০ জুন :
- ভারতি বিদ্যালয় শুরু (১৯৬৯)।
- ডিব্রিগড়ইটিস নামে মেডিকেল দুর্ঘ আন্তর্জাতিক (১৯৮৮) আলো বিশ্বটি বিদ্যালয়ে অবস্থান করে।
- প্রথমে আর্থ এম বি এ-র প্রতিষ্ঠা (১৯৭৯) হয়।

২১ জুন :
- বিশ্বকাপিত্বের আলো ইউনি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক (১৯৭৬) অনুষ্ঠিত।
- ভারতী বেসরকারিপ্রতিষ্ঠানে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা শিরুক (১৯৮৮) হয়।

২২ জুন :
- বিশ্বিদ্যালয় মুক্তাঙ্গনের পথ প্রদর্শক আন্তর্জাতিক (১৯৭৫) উচ্চমাধ্যমিকী খেলার অনুষ্ঠিত।
- কলকাতা থেকে বিমানে প্রথম দুরপাল্লার আন্তর্জাতিক ফ্লাইট (১৯৪৯) পরিচালনা করেন।
- ইউনিয়ন মেডিকেল ইনস্টিটিউশন (১৯৪১) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২৩ জুন :
- পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ হয় (১৯৭৭)।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক তৈরী শেষ হয় (১৯১৩)।
- নতুন বাণিজ্যিক বিমানে মেডিকেলের পাকিস্তানের বিমানবন্দর পুনরুদ্ধার করে (১৯৪১)।
- আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসূচি পাকিস্তানের মুখোশধারণের ঘোষিতভাবে ঘটে (১৯৪০)।

২৪ জুন :
- বিমানের বিভিন্নভাবে কাজ-বিহার-উন্নিতের সম্পর্ক হয় (১৯৬৩)।
- মহিলা থেকে মেডিকেল বিভিন্ন বাহুযুদ্ধের বিমান উদ্ধারে মেডিকেল প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন (১৯৪৪)।
- কলকাতা টেলিফোন সমিতি চালু হয় (১৯৩৬)।
- পূর্ণ বিমানবন্দরের সাধারণ ঘটে (১৯৭৬)।
- বিশ্বাস এমিনি মুক্তাঙ্গনী সংযুক্ত পরিচালনার ঘোষিতভাবে ঘটে (১৯১৭)।

২৫ জুন :
- পাকিস্তান সম্পর্ক প্রথম বাণিজ্যিক আন্তর্জাতিক বিমান হয় (১৯১৯)।
- মেডিকেল যুদ্ধ শুরু হয় (১৯৫০)।
- ইন্ডিয়া সন্ধি অন্তর্জাতিক ভারতী অন্তর্জাতিক মেডিকেল অনুষ্ঠান (১৯৭৫)।

২৬ জুন :
- পাকিস্তানের প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক প্রকাশিত করেন (১৯৩৬)।
- সম্প্রতি ভারতিমন্ত্রক অনুষ্ঠানের পরিচালনার আন্তর্জাতিক সূচিত হয় (১৯৫৫)।

২৭ জুন :
- যুদ্ধ ও বাণিজ্য পাকিস্তান মেডিকেল মেডিকেল প্রকাশিত প্রকাশ (১৯৭০)।
- মেডিকেল ইন্ডিয়ানের প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চালু হয় (১৯৪৪)।

২৮ জুন :
- প্রথম বিমানযুদ্ধ মেডিকেল প্রথম ভারতী দুটি পাকিস্তানিত হয় (১৯১৬)।
- পাকিস্তান সম্পর্কে টী-মেডিকেল মেডিকেল (১৯৫৪)।
- প্রথমবার পাকিস্তান-আন্তর্জাতিক প্রকাশিত বাণিজ্যিকভাবে উচ্চমাধ্যমিক হয় (১৯৫৪)।

২৯ জুন :
- মৈত্রীসম্মেলনের আন্তর্জাতিক ঘটে (১৯৫০)।
- লর্ড ক্লাইভ কলিকাতার প্রথম আসেন এবং বিমানবন্দরে আসন গ্রহণ করেন (১৭৫৭)।
- 'ব্ল্যাক হোল' আন্তর্জাতিক মুখোশধারণ প্রকাশিত আসেন (১৭৫৬)।
- ভারতিমন্ত্রক অনুষ্ঠান শুরুর বিমানবন্দর ঘটে (১৮১৩)।

৩০ জুন :
- বিদেশ-কলকাতা মেডিকেল পাকিস্তান বিমান শুরু (১৯৪৪) হয়।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিকভাবে ঘটে (১৯১৭)
- ইন্ডিয়ানিয়ান পাকিস্তান আন্তর্জাতিক পথ ১৭৯৫ মিলে সাত শুরু হয় (১৯৯২)।

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তিদান প্রকল্প.

ভারতীয় ভারি ও ভারিশালী অন্তর্জাতীয় প্রকাশন ও বিজ্ঞানের প্রথম পরিচালনা সাধারণের আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশন বিজ্ঞান বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাধারণ প্রথম বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকাশিত আন্তর্জাতিক হয়ে আসছে। এই প্রকাশনালীন প্রথম আন্তর্জাতিকের ক্ষেত্রে বৃত্তিদান প্রথম বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পে যে সাধারণ ভারতীয় ভারি ও ভারিশালী ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে শুধু তারা নয়, এই থেকে সাধারণ ছাত্র ও সাধারণ বিদ্যালয়ের বৃত্তিদান প্রকাশনালীন হয়ে সর্বাধিক। একজন ছাত্রী থেকে ছাত্রজীবনের পথে পাঁচের ছাত্র-ছাত্রীর আন্তর্জাতিকভাবে কোনও ভারিশালী বিজ্ঞানের ছাত্র আন্তর্জাতিক, ইউনিভার্সিটি, বৃত্তিদানের ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি পাঁচের ছাত্র-ছাত্রীর এই প্রকল্পে বৃত্তিদানের ফলে আসে পাঁচশতাধিকের ছাত্র আন্তর্জাতিক নির্বাচন করতে পারে।

১৯৯০-৯১ সালের জন্যে পাস্ত এই মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তিদান প্রকল্প চালুর হয় ইউনিয়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বৃত্তির টাকা সরাসরি ব্যাংক থেকে অনুমোদিত হলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই টাকা ট্রেজারি অফিস পাওয়ার পরে সরাসরি ছাত্রদের মধ্যে বন্টন করবে। ১৯৯০-৯১ সালে, এই প্রকল্পের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে হল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে জেলা টিম বসে। ৩য় হল জেলার মাধ্যমে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তিদান প্রকল্প। ১৯৯০-৯১ সালে কোনোরকম একজন ছেলের ছাত্রদের এই জেলার মাধ্যমে বৃত্তিদান প্রকল্পের আওতায় আসা হয়েছিল। ফলশ্রুতে ছাত্রদের মাধ্যমিকোত্তর অর্থনৈতিক অবিচার জনিত জেলা অফিসগুলো ছাত্র-ছাত্রী কোন-না-কোন জেলার পাঁচা থেকে এই বৃত্তি লাভ করছে। সমস্ত অসুবিধাসমূহ পরিবেশবাই প্রকল্প এবং সম্ভবত এখনে একমাত্র প্রকল্প যেখানে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি ছাত্রদের মধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে সরে এই মাধ্যমের পরিবর্তনের পিছনে কারণ ছিল (১) শহীদ ছাত্র/ছাত্রী বন্ধে বৃত্তি পাস করা নিশ্চিতকরা, (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নৈরাজ্যকর ও ঔপনিবেশিক ভাবে ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তিদানের বিরুদ্ধাচরণ অবসান, (৩) শহীদ ও মেধা ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তিদানের ও দূরত্বের ছাত্রের অবসান, (৪) ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে সমস্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা।

ছাত্রের মাধ্যমে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তিদানের জন্য একটি ছাত্র প্রতি জেলা আসন/মহকুমা আসন/অন্যান্য মূল আসন থেকে প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে 'এডুকেয়ার্টেনমেন্ট ফান্ড' মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বৃত্তিদান প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিশ্চিন্ত করছে। এডুকেয়ার্টেনমেন্ট ফান্ড সহায় করে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচিত করছে আকাউন্ট খোলে এবং সরাসরি বৃত্তির টাকা তাদের প্রয়োজনের আকাউন্টে জমা হয়।

ছাত্রের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পই অনেকদিন যাবৎ চালানো হয়ে আসছে। কিন্তু ছাত্রের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের চিন্তা ছিল খানিটা আধুনিক ও বিপ্লবাত্মক। এখন দেখা যেতে পারে, যে সকল মূল উদ্দেশ্যে ১৯৯০-৯১ সালে এই পরিবর্তন করা হয়েছিল তা কতদূর সফল।

মাধ্যমিকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত একজন ছাত্র/ছাত্রী মাধ্যমিকোত্তরেই আসন থাকতে পারে তার প্রাপ্য বৃত্তি যে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় গ্রহণ নিশ্চিত পারে। একজন শ্রেণীর ছাত্র একজন শ্রেণীতে উঠে পারে না অথবা একজন শ্রেণী ছাত্র পারে না কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় পারে। তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই বৃত্তি প্রদান করা হলে তখন যেন কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এই বৃত্তির অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত সময় ধরে রাখতে পারে যার প্রয়োজনের সময় এই বৃত্তি পৌঁছায় না। কারণ করা হয়েছিল ছাত্রের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান এই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতির বিশেষ কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা শ্রেণীর কথা বলা যেতে। কারণ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মূল কাজটি হচ্ছে যে যায়। এডুকেয়ার্টেনমেন্ট ফান্ড প্রদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম আরও মূল কাজটিকে পারে। পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যাংকের সেবা পারে, ব্যাংকের নাম হিসেবে ছাত্র ভর্তিকৃত হয়ে ট্রেজারি থেকে বৃত্তির টাকা তুলতে তুলতে অফিস সময়ের শেষ অবধি লাগ যায় হয়। এবার সেই বৃত্তির টাকা কোনও ব্যাংকের কোনো ছাত্রের নামে আসার পরবর্তী পৌঁছাতে অবশ্য কোন কিছু লাগে যায়। তখন ছাত্রটির উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় চলতে অথবা শেষ হয়ে গেছে। তবে একথা অবশ্যই, 'ছাত্রটি ফেল হলেও ছাত্রটি একথা অনেক নিরবধে ও বিপিত্ত। তবুও বৃত্তির টাকা সত্যই একথা অনেক বিলম্ব হতে। কিন্তু সমস্যা আসলে অন্য জায়গায়, ছাত্রদের প্রায়ই অনেকগুলো কোনো ক্ষেত্রে। ব্যাংকে ঢুকতে পারলে ৩৬টা বৃত্তি প্রদানের এই লাগি কাজটুকু খুব সহজ হিসে মেনে নিতে পারেনি। বর্ষও ব্যাংকটার লক্ষ্য যে সেটা তা নয়। এজন্যই ছাত্র এডুকেয়ার্টেনমেন্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনার ছাত্রের সঙ্গে সরাসরি আকাউন্ট খুলতে সমর্থ হচ্ছে না। যেন বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে পড়ে তখন ব্যাংক ছাত্রদের কাছে কোথাও ২০০ টাকা, ১০০ টাকা অথবা ৫০০ টাকা আকাউন্ট খোলার ঝুলন্তের জন্য নিয়েছে কারি ছাড়ে তখন ছাত্রদের মধ্যেই অনেকে খোল ছাড়ে। অনেকেই ব্যাংকের নিয়ম নিয়ে ও ইতি ছাড়েছে, ছাড়ের চাহিদাও কম প্রতিযোগিতা, কিন্তু এই কারণের প্রকল্পটির সফলে অন্যান্যগুলো নিয়ে ছাড়ে ছাড়ের সাধারণিত ও অনেক অসুবিধাজনক। এজন্য ছাড়ের পক্ষে ব্যাংকে যাওয়া ও আসা।

ছেড়ে দেখা যেতে পারে, কীভাবে এডুকেয়ার্টেনমেন্ট ফান্ড প্রদান থেকে তার পরবর্তী পর্যায়ের কাজ অবধি ছাত্র সেবা কমে যেতে পারে ছাড়ে ছাড়ে বৃত্তির টাকা আরও কিন্তু অনুপ পাওয়ার চাহে। ব্যাংকের প্রতিটি শাখা হিসেবে ছাড়ের তালিকা তৈরির কাজ চলতে অনেকটাই সময় নিয়ে নেয় হিসেবের যেখানে ছাড়ের-ছাড়ী সংখ্যা বেশি। এই পুরো কাজটা টিকিন না ছাড়ে নিয়ে চলতে হয়। প্রতিটি ছাড়ের বৃত্তির টাকার হিসেবও এই তালিকাতে থাকে। যেন, যে জেলার ১২ থেকে ১৪ জনের ছাড় আছে সেখানে এই কাজটি কেন সময় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হলে কিন্তু তা ছেড়ে দেখা যেতে পারে। ছাড়েরটি ফোনের মেয়ে প্রধান, ছাড়ীদের হিসেবেই আসলে ইনফরমেটিক মেয়েদের সাহায্যেদিয়ে এই কাজটি কম্পিউটারাইজড করতে সক্ষম পাওয়া যেতে। একবার ছাড়দের তথ্যটির তথ্য কম্পিউটারাইজড করতে পারলে, ছাড়-ছাড়ীদের ব্যাংকের পাশ অনুযায়ী তালিকা তৈরি বা পুনরাবৃত্তিসাধনের কাজটা কম্পিউটারের জন্য সহজ। সময় ও পরিশ্রম এতে অনেকটা লাঘব হবে তাই নয়, ভুল হবার সম্ভাবনাও ছাড়ে অনেক কমে। এছাড়া, একবার তথ্য কম্পিউটারে থাকলে, তথ্য সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় হিসেবে যা যে কোনও তথ্য অনুসন্ধান ইত্যাদি সমস্যার কম্পিউটারের সাহায্যে করা যেতে পারে।

লেখক: মুহাম্মদ আজম (অনুবাদ)

[illegible]

এক পাহাড়ি গাঁয়ের আদিবাসীরা শপথ নিলেন : মদ ছোঁবেন না তাঁরা

ওড়িশার একটি পঞ্চায়েত [illegible] নজির গড়েছেন [illegible]। [illegible] একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা [illegible]। এই উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছেন আদিবাসী মহিলারা। [illegible] তাঁরা সংকল্প নিয়েছেন। তাঁদের সংকল্পের কথা কেবলমাত্র মদ্যপ [illegible] নয়। তাঁরা [illegible] এমনকি [illegible] মদ্যপানের [illegible] এই [illegible] মহিলাদের একটি দল [illegible] একটি [illegible] সেখানে একত্রিত হয়ে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন একটি [illegible]। [illegible] তাঁরা [illegible] এই [illegible] হিসাবে [illegible] যে [illegible], সরকারী [illegible] কি এই নয়, [illegible] পঞ্চায়েতী [illegible] সমস্ত [illegible] কি যে পঞ্চায়েতী এবং [illegible] সংরক্ষিত এই [illegible] অনুষ্ঠান [illegible]। [illegible] থেকে টিনিয়ে [illegible] পঞ্চায়েত [illegible] হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী [illegible]। মহু মাঝে এই সম্মেলনে এক বক্তা [illegible], এক দুঃ অর্থে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তাকে [illegible]। এই কেন্দ্রে মহিলারা পুরুষদের মদের নেশা থেকে নিবৃত্ত করা দুঃ [illegible] তাতে [illegible] তিনি মনে করেন।

বিষয় সূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে এমন [illegible] বছরের মেয়ে অঙ্কিত। অঙ্কিতের নিজস্বতা [illegible] পুরুষেরা [illegible]। আজকে [illegible] মহিলা [illegible] [illegible] [illegible]

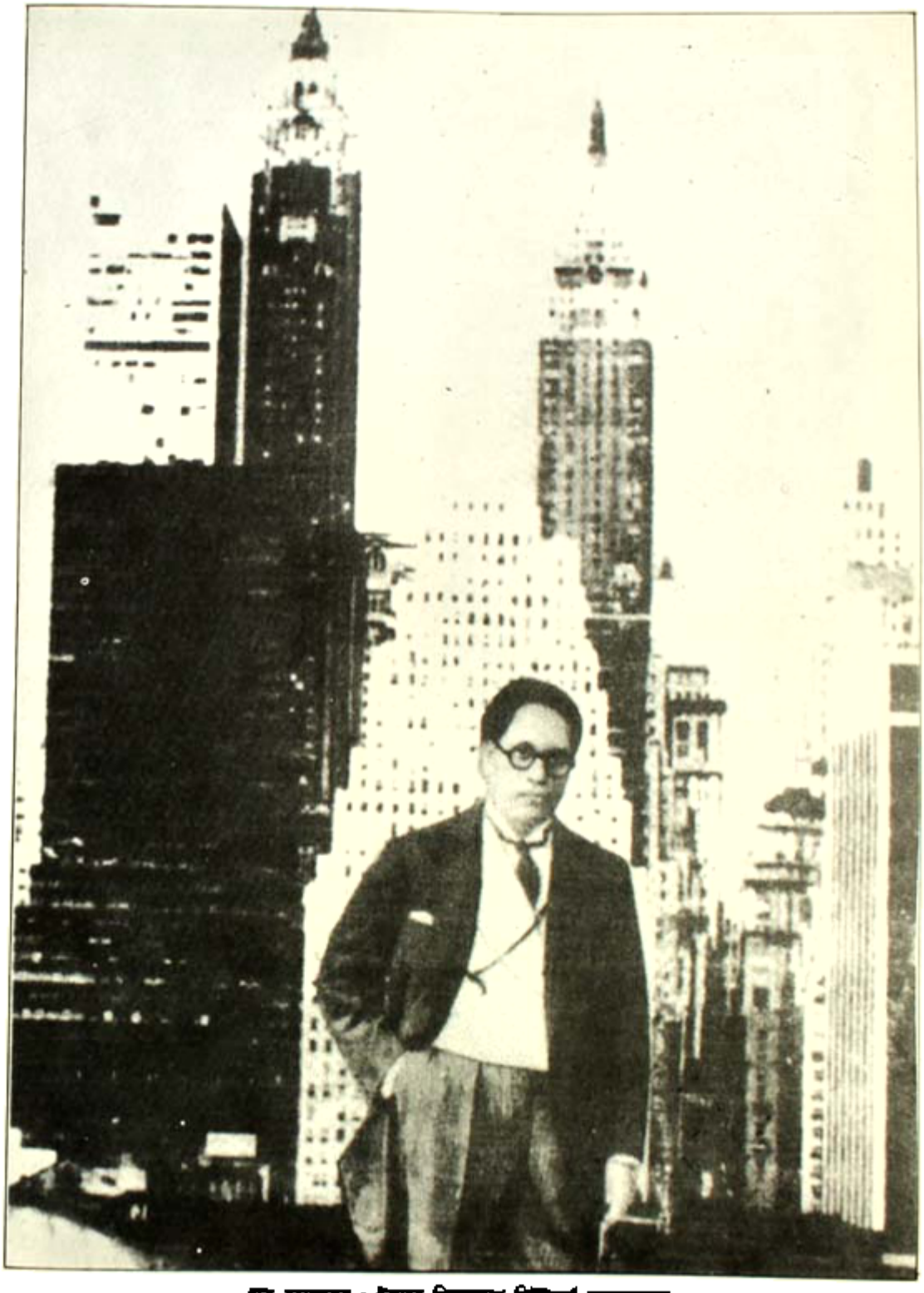

ছবি অনুকরণ : উত্তর নিউইয়র্ক নিউইয়র্ক অনুকরণে

এম বি আর আজাদের প্রতিকৃতির অনাবরণের ঠিক আগে মূর্তিটির পুষ্পমাল্য ভূষিত মস্তকাংশ।
ছবিতে দৃশ্যমান মধু ও মাসুদসহ বেশ কয়েক বিভাগের কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ ● দ্বাদশ সংখ্যা ● জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ় ১৪০৬ ● জুন ১৯৯৯

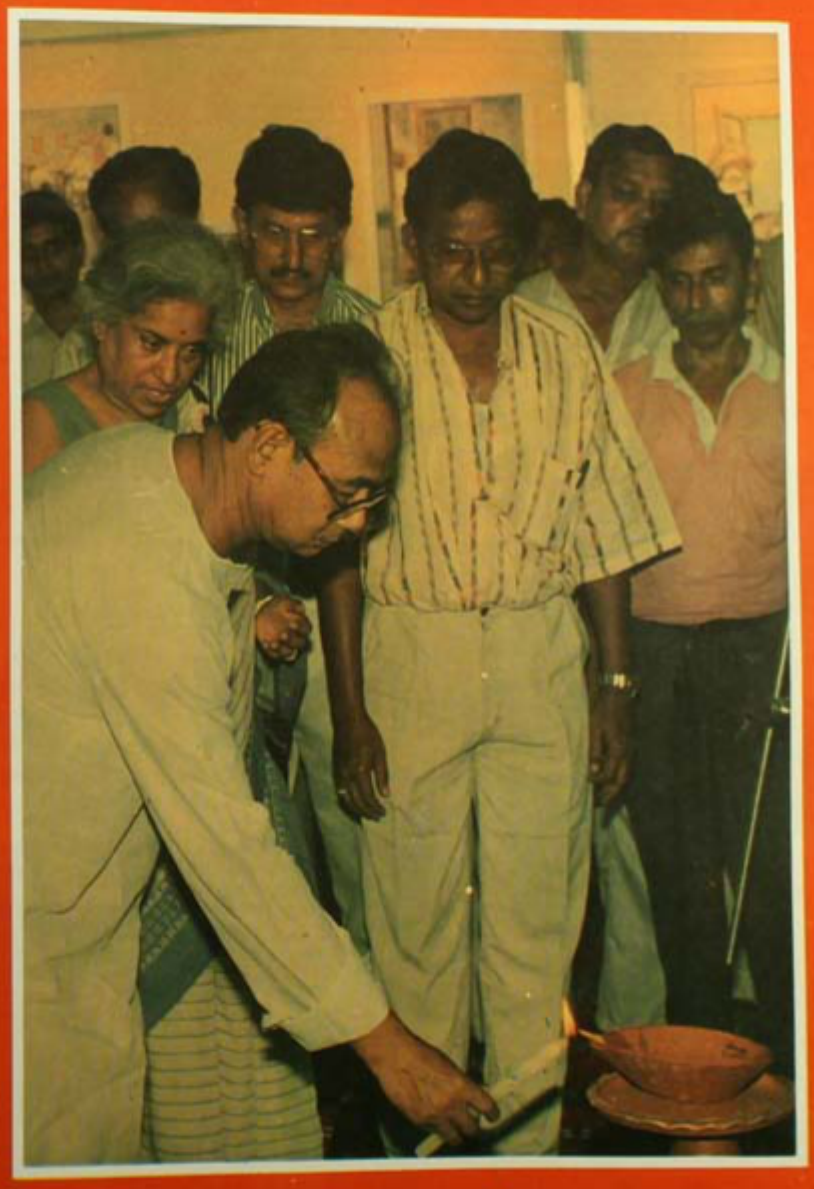

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ ☐ দশম সংখ্যা ☐ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৬ ☐ জুন ১৯৯৯ ☐ দাম—৮ টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

বিশেষজ্ঞ সদস্যবৃন্দ

সহ-সভাপতিবৃন্দ

বিশেষ সদস্য

পূর্ণা, [illegible] শ্রেণী [illegible]

কৃষ্ণা [illegible]

[illegible] শ্রেণী [illegible]

সদস্য

[illegible]

সম্পাদক

উপদেষ্টা মণ্ডলী

বিশেষ সহায়তায়

পূর্ণ পাই

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শোকবার্তা	
☐ মুক্তাঙ্গনে বিদায়ের উদ্যোক্তাদের	২১৮
☐ বিদায় সূর্যাস্ত (কবিতা) উৎপল দত্ত	২১৮
সম্পাদকীয়	
☐ 'অন্তরাত্মা' বিশ্বায়নের যুগে এক অন্য স্বর	২১৯
সাফল্য সংবাদ	
☐ অন্ধত্বের শ্রেণী বিভাজন দূরীকরণে এক্সটেনশন ইউনিট	২২০
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে	
☐ সংগঠিত ব্রেল অনুষ্ঠানপত্র	২২১
☐ ঃ অন্ধত্বমোচনে উদ্যম ও উদ্যোগ প্রসঙ্গে	২২২
☐ উত্তরণ ২৪-পাতাব্যাপী অন্ধত্বমোচনে অনুষ্ঠানটি	২২৬
☐ বাংলাদেশে অন্ধত্বমোচন অনুষ্ঠানটি	২৪০
প্রতিনিধি ভর্তি ও প্রশিক্ষণার্থী অন্ধত্বমোচন কমিটির অধিবেশন	২২৮
বিশেষ বিষয়	
☐ অন্ধত্বমোচন কতদূর এগোল ? —উৎপল দত্ত উদ্ধৃত	২৩০
☐ অন্ধ বাচ্চাদের মুখের ১০৫টির অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন	২৩৩
☐ সংগঠিত কর্মীদের দিশেহারা : তথ্যবিশ্লেষণের অভাব থেকে অর্থ ব্যয় করতে পারেনি কেন্দ্র	২৩৪
☐ প্রশিক্ষিত ভর্তি/উপস্থিতি এবং কর্মীদের সংশ্লিষ্টতার পারস্পরিক নিয়মাবলী	২৩৫
গ্রন্থ পরিচিতি	
■ ঘরে পড়ার ঘরের শিশু, ঘরে পড়ার ঘরের বৌদি (সংকলন) —উৎপল দত্ত	২৪১
সম্পাদক সমীপেষু	২৪৪

ভাষা : ব্রেইল অনুলেখন সংখ্যাটির ১, অন্ধত্বমোচনে 'উদ্যম ও উদ্যোগ' নিয়ে প্রশ্নটি প্রশ্নে থেকে উত্তরদাতা সমাজের উচ্চশ্রেণী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই সংখ্যা থেকে আমরা পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ প্রকাশ করছি। প্রকাশ তারিখ ও প্রকাশনা : ৫৪৭ মুদ্রণ টেকনি

পত্রিকার সমস্ত অনুলেখন শ্রেণী প্রকাশন বিভাগ থেকে অনুলেখনে টেকনি কাটন প্রকাশিত ও কালাটী অন্ধকল্যাণ মিশিটেড, ১৮৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

কার্যালয় : অন্ধমুক্তির সংগ্রাম সংস্থা, পি ১/৪, সি আই টি স্কিম, ৭নং, ডি আই পি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

মুকুলেশ বিশ্বাসের জীবনাবসান

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণী যোদ্ধা ও দুই বেলা মুকুলেশ বিশ্বাস গত ২১ জুন অপরাহ্নের শেষ মুহূর্তগুলি হাসপাতালের ৪৫ নম্বর বেডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই কিশোর পুত্র বর্তমান। তিনি বাংলা সাহিত্যের তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের তথা অধিকর্তারূপেও ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি বাংলা সাহিত্যের সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'পরিচয়ের' ও সঙ্গে এতিনি পত্রে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করে তিনি বিশেষ কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার সাংস্কৃতিকদীক্ষে বিপুল অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন। কবিতা ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সদস্য রূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। পত্রিকাদির লেখক ও শিল্পী সংঘ ছাড়াও বহু সাংস্কৃতিক ও গণআন্দোলনের সংগঠক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

মুকুলেশ বিশ্বাস ও ইন্দিরাদেবী বিশ্বাসের পঞ্চম পুত্র মুকুলেশের বয়স ৪. মুকুলেশ বিশ্বাস প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মেধাবী অধ্যাপক সুধাংশুর কৃতিত্ব অধ্যাপকের কর্মক্ষিপ্রতার নবেন বিশ্বাস, মেধাবান কবির বিশ্বাস কবিতিবী, এ'ভাবে তাঁরই বিশ্বাস জন্মেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরিয়ার ডেভিড্যুয়ে এবং লেখক, গবেষক ও সম্পাদক, ছোটোবড়ো প্রতুলেশ বিশ্বাস কবি, সমালোচক ও সম্পাদকেরই।

মুকুলেশ বিশ্বাস তাঁর ছাত্রজীবনেই সমৃদ্ধ ও তাঁর জন্যে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছাত্রদের ছাত্র ফেডারেশনের পত্রিকাদের বাংলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। পরবর্তীজীবনে প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর দুটি কবিতা সংকলন 'দুঃখ মোর প্রতিটি' এবং 'কৃষ্ণকুমার মাংসের' খুবই সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। পত্রিকাদির লেখক শিল্পী সংঘ প্রকাশিত 'একুশের কবিতা'র তাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আগে আমার তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উত্তরসূরি' কবিতা পত্রিকা অল্পদিনের আয়ুষ্কাল নিয়ে এলেও এ দুখের আন্দোলনিতে অনেক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

মুকুলেশ বিশ্বাসের দুই সংসার থেকে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি ছোটো বিশ্বাসের খ্যাতি বিশ্বাসের মুকুল, বিশ্বাসী কবি বিশ্বাস, পরিচয়পত্রী সুমন বামপন্থীর বিপুল সংসার ছাড়াও ছাত্রজীবনের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর অগণনের উপনীত হয়ে তাঁর অকালে অবসান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারে প্রাবন্ধিক লেখক শিল্পী সংঘের সভিব সমর চট্টোপাধ্যায় এবং ইতিহাস অধ্যাপনায়, অধিকার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ; অনেকের অনেক অনুরাগী, প্রবীণ সাংবাদিক সুবোধ বসু, কৃষ্ণনগর সম্পাদক সৌমিত্র লাহিড়ী, পরিচয় ভবন এবং পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক অজিত বক্সল, বাংলা ছোটোগল্পের প্রতিভাবান লেখকবৃন্দ-সহ পরিবারের শোকার্ত আত্মীয়রা শামিল হন। নিমতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

তাঁর মৃত্যুতে প্রাবন্ধিক লেখক ও শিল্পী সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি নেপাল মজুমদার প্রকাশ বিবৃতিতে বলেন যে, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিকর্তাবৃন্দের সংগঠনের পক্ষ থেকেও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

বিষুবে সূর্যাস্ত

(প্রাবন্ধিক মুকুলেশ বিশ্বাসের অকাল প্রয়াণে)

বীরেন্দ্র দত্ত

একটি সূর্য উঠেছিল।
লাল সূর্য।
বিষুবে তার রক্তিমাভ অবিশ্বাসের লালচোখ
মেলেছিল পৃথিবীর কাছে
ঘনিয়ে দিল পরমুহূর্তে সমুদ্র প্রান্তর।

পরমুহূর্তে বন্দি তার সমুদ্রে, প্রলম্বিত
শ্যামল তরঙ্গলতায় ঘাসে ঘাসে খচিত
নিবে যায় হাত যেন ছুঁয়ে চক্ষু ·
আড়াই অন্তহীন বিশ্বের প্রতিক্ষেপ।
বন্দিমালা তার নিঃসীমা ঘুরে
ঘুরে নিয়ে ফিরে অবিশ্রান্ত।

প্রত্নযুগ পথ বেয়ে প্রবল, প্রবল তার আলো,
সে আলোয় উদ্ভাসিত অন্ধকার—
পরাক্ষণে তার উদ্ভাসিত অন্ধকার।
মৃত্তিকা উর্বরা, অরণ্যের তার—
ছায়া, আর্দ্র, শীতিতের অন্তর্হীন নিম্ন ঘটি
জীবনে জীবন যোগ আয়ু সাহচার্য।

কবে হল সে আকাশ অকস্মাৎ মুক্ত আত্মাদনে
প্রতিশ্রুতিহারা অকাল নিঃস্ব প্রাণে আত্মাহীন বায়ু
নীল নীল সূর্যাস্তটি শুদ্ধ আজি বিষুব বেলায়।

সম্পাদকীয়

'কামতাপুরী' বিচ্ছিন্নতাবাদের আর এক নাম

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের শাসনভার ছেড়ে যাওয়ার সময় কুটিলতার জাল ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানে কৌশলে এক বৃহৎ এ দেশের অঞ্চলবিশেষে যে বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা চালিয়ে গেছে, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিষাক্ত করার জন্য নানা অপকৌশল নিয়েছে তার শেষ নেই। এ দেশের রাজনীতিকের বিশ্বাস সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীকতম নীল বিপ্লবীরা এসব সে অপকৌশল ব্যর্থ করেছেন।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে চাকরির অবসরপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়, তখন লড়াইয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন; কিন্তু আন্দোলন স্থায়ী রূপের রূপ নিতে পারে নি। ১৮৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর অবশ্য থেকেই, ইংরেজ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার এদেশের উপর চাপিয়ে দেবার তাবেদারী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রেণী, বিশেষ করে গ্রামের কৃষিজীবীরা সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে থাকে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের থেকে ইংরেজ কোম্পানির উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা বারুদের ধোঁয়ার সংগ্রাম চালু হয়, সেগুলির প্রতিটিতে প্রতিটি প্রতিবাদী হিন্দু মুসলমান ও ফোটোওয়ালা শহিদ বারুদের অগ্নিতে লড়াই। সে লড়াইয়ের বাসক জল নাড় করে ভাগলপুরিয়ার মাঠে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের। সে বছর মুখ বারুদ ৩০ তারিখে করেক শ গ্রামের দশ হাজারেরও বেশি বারুদ তরুণ লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন করিয়ে-ব্যাপার ওরা সোনতালী এবং তাঁদের প্রতিপক্ষদের ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। এসব লড়াইয়ের মধ্যে যেসব শেষিতশ্রেণী ছোট হোঁয়াছিল, তেমনি শোষকশ্রেণীও তার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষপুটাশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

ঘাটশিলা অঞ্চলে জনগণের সঙ্গবদ্ধ আন্দোলনে শঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ তার শাসন কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এদেশের প্রেমচন্দরীদের ওপরে বিষ ঢেলে বিভেদ সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধতাকে ভাঙতে চায়। তারও আগে এদেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজসে এদেশের কৃষকদের উপর নির্যাতন চলে আসছে। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে নির্যাতিতদের জন্মে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ব্রিটিশ শাসকরা প্রমাদ গণল, নয়া কৌশলে ভুল করে তাদের সাধারণ বিশ্বাসের আশ্রয়টুকু থেকে উঠল। বিভিন্ন জায়গায় ঘোষিত সাংবিধানিক ইজন তুলিয়ে লোকদের বিরুদ্ধে ছোটোছ আন্দোলনে বিষ ঘটাতে শুরু করল। উদ্দেশ্য ছোটোখাটো ছোট ছোট বন্ধুর বিশ্বাসের অর্থনৈতিক ভেদে ছোটোদলের মোলায় হাত তুলে দিয়েছিল, তাদের অনুকূল আসন করে ছোটোদলের উদ্দীপিত ক্ষোভ এটা সংবিধানবাদী আন্দোলনের নামে হল সাম্রাজ্যবাদীরা।

যেন বিভাগ তথা স্বাধীনতার অর্থের আগে ভা।দার ঘটনার দ্বারা ১৮টি জেলার তীব্র ক্ষোভের আন্দোলন গড়ে হয়। উত্তরবঙ্গের আন্দোলনরা তীব্রতা ছিল ব্যাপক। সে আন্দোলনে আদিবাসী ও হাজং-গারো সে আন্দোলনে মূল ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৯-৫ সিলাজপুরের তীব্রতম ক্ষোভের আন্দোলনে আদিবাস-ক্ষোভের এর। তাদের নেতৃত্ব ত্রিটিশ শাসকপন্থী পরিচালিত হয় ওঠে। উত্তরবঙ্গের লড়াইয়ে সিলাজপুরের প্রবল প্রভাবশালিত ক্ষোভদের বিরুদ্ধে স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে আদিবাসরা (তাল বাসী) এগিয়ে এসেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভদের ঠাঁই-ঘরবাসিনী ও পুলিসের এক্যবদ্ধ আক্রমণের ফলিতে প্রথম পরিণ হল নিরস্ত্র মহিলা ও শেষ শহিদদিন। এদের ঘাঁপুর (রাজশাহী) জেলা লড়াইয়ে ২০ জন আদিবাসী, হাজং-গারো ও কৃষকদের আন্দোলনী পরিষদের মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাটশিলা-সংগ্রামের পরিবর্তনে সাম্রাজ্যবাদ যে বিভেদনীতি প্রয়োগ করেছিল, তেজগাঁ-সংগ্রামেও তেমনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে সাম্রাজ্যবাদ-লালিত প্রতিক্রিয়াশীল দল সাংবিধানিক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে তথা দিয়ে তাঁর করে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই কামতাপুরী নামির তেজগাঁর আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা চালিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছে। তারা সংবিধান পোষীবার্তা আদিবাস মুসলি এসেছি, কারণ তফসিলের অন্তর্ভুক্তিদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদাওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধী হয়েছে। প্রয়োজনীয় এ আন্দোলন, তারা, আন্দোলন তারা কেন প্রভাব ফেলতে পারেনি। উত্তরবঙ্গের হাজং-গারো-কৃষকদের-আদিবাসী কৃষকদের সংগ্রামের লড়াইয়ে পরিণামে আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে কমপ্লেক্ট আমলে প্রতিটি আদিবাসদের উপর ক্ষোভদের যে আন্দোলিক নির্যাতন চলত, তাকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার জন্যেই ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কামতাপুরী আন্দোলনের সূত্রপাত। যে ক্ষোভরা আন্দোলন ক্ষোভদারি বিরুদ্ধে লড়াই, সে লড়াইটি বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্ষোভদের ও তার প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের অভিন্ন নির্দেশ করে। পশ্চিমবঙ্গে কমপ্লেক্ট সরকারের তুলিদাসের বীরিয়ে সাধন আন্দোলনে তাদের যে অভিন্ন বিশ্লেষণের।

এ সরকারির চক্রান্ত করতে তাদের বিভিন্ন কৃষক সংগঠনে, বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের যে ঘাসে কৃষক ক্ষোভের বীরত্বের অনুপ্রাণিত গোটা সংগঠনের বেশিরভাগ আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের কমপ্লেক্ট সরকার তুলিদাসের যে পথ গ্রহণ করেছে, সে পথই ক্ষোভদের-কৃষকদের এবং তাদের শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আন্দোলন প্রতিহত হবে। সাংবিধানিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তথা কামতাপুরী উৎপাত ব্যর্থ হবে।

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রীর আনুকূল্যে একটি ছাত্রের সাফল্যে উত্তরণ

ছোট ছেলে ছোলাপুর থেকে ছোলাপুর পড়ে পড়ে পড়ে দুটিয়ে ছেলে ওঠে তখন ছেলের তার ছাত্রী জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর ধরে পড়ে? হাঁ, তার ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল সহযোগে সত্য করবে পড়লেই দিও পড় ভিন্ন তার থাকে করবে পারে। পরিবেশের অনুকূলেই তাকে গড়িয়ে পরিণত করে। বহরের মতোই দিও জীবনে সাফল্যে উত্তরণও নিয়ত করে তার পরিবেশের অনুকূলের ভিন্নতা করে তাকেই তারতীয় সাহসের পিছিয়ে পড়া অনুকূলের তার প্রতিকল্প বিধান হয় তার এই অনুকূলেরে বহরের। কিন্তু সুযোগ ও সম্ভাবনা পেলে তাকেই অনেক সাফলো এগিয়ে যেতে হয় সক্ষম। এমনই একটি ছাত্র পিছিয়ে পড়া অনগ্রসরীয় তারল দৃষ্টান্ত হলেন—বহরের সঙ্গে এক ভিন্ন অবস্থার ছেলে পড়ে না। দৃষ্টিভিন্ন ছেলে এবং দৃষ্টভঙ্গির ছোলাপুর। একজন ছেলেটি ছোলা হয়। পড়াশুনায় ভালই ছিল, কিন্তু উচ্চ মধ্যে সমাজ বিপুল হয়ে সমাজের চাহে অধিক সম্পত্তি তার নেই। তাই অর্থাভাবেরিয়ার এগিয়ে যেতে পারলেও উচ্চতর শিক্ষার ছেলে অধিক অর্থের তার উচ্চতরের জন্য হয়ে দাঁড়ায়।

তার ছেলে ও পরিবারটির অবস্থার কথাটির প্রতি অবস্থান সমাজের অবস্থান বিভাগের স্বাধী জিলেন্দ্রর তথ্যমন্ত্রী স্বাধী আকৃষ্ট হয়। তাঁর নির্দেশে সমাজে উন্নয়ন নিগমগুলোর ছেলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের খুঁজ হয়।

ফলিল ইসলাম পরিবারের এক ফলির পরিবারে দৃষ্টান্তর জন্ম। জন্মিয়ে পৌঁছ আছিল। পিতা ফলিলের ছোলাপুরের শিক্ষার তার কলা-শিল্প শ্রেণী পর্যন্ত। তা জিলেন্দ্রী ছোলাপুর এলাকা জিলেন্দ্রর হয়। সমাজ শ্রেণী সমস্ত তিনি পড়াশোনা ৪৪ সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন সাধারণের ছেলেও সমাজ দৃষ্টান্তে ছেলেনি। ছোলাপুরী সমস্ত ফলিল ছাত্র, টাঁদের ছাত্রটি। ছাত্রি সমস্ত অনেক দিনে ছোলার ছাত্রি। ছেলেও ছেলে সমস্ত ছোল পড়ে ছাত্র। তার ছোলার কিন্তু ছোলে কথা ছেলে করতে হয়।

দৃষ্টান্ত ছোট ছলে ছলের পরীক্ষালয় ছার। ফলিল ইসলাম পড়াশুনার ধারণাটি তার ঠৈশবিক ছাত্র, ছলীয় ছোলার জিলেন্দ্রর, ছোলাপুর ধারণ ছড়ার। ধারণাটি ফলিল তার অবৈজ্ঞানিক প্রাথমিক জিলেন্দ্র থেকে চতুর্থ শ্রেণী পাস করার পর ছোলাপুর হাইস্কুলে সে ভর্তি হয়। প্রায় ৩ কি: মি: পথ হেঁটে তাকে স্কুলে যেতে হত। ছাত্রি জিলী এবং ছেলেটি হয়ে জিলেন্দ্র ছোলার স্কুলের শিক্ষকরা তাকে সহযোগিতার সাহায্য করেছেন। এমন ছেল ছাত্রদের সঙ্গে জীবন করে দৃষ্টান্ত। ফলিলের তার নাম ফলির ২০৪ ফলির ১৮.২ পাওয়ায়। এমন তাকে ছেলে হয় ছোলাপুর হাইস্কুলে। স্কুল থেকে তার বাড়ি প্রায় ১৪-১৫ কি: মি:। পথ হেঁটে ছাত্রি থেকে ছোলার ছেলে পথে ৩০ মিনিট এগার ধরে ছোলার ছেলে ফলিলপুর। ছোলাপুরে পরিবার ফলিল তার পথে পথে ফলিলিক পড়া। তার পরে ছেলে হলে জিলে জিলে পড়ার তার নিজে পড়ার। ছোলাপুর স্কুলের ছোলা নিজে ও ছোলার নিজেরা এবং পরবর্তীকালে ফলিলপুর হাইস্কুলের নিজেরা ফলিলপুরে সাহায্য করেছেন। তার, ইংরাজি, পদার্থবিদ্যা ও ছোলার প্রতিটি বিষয়ে তার পড়ানোর প্রতি নিজেরাপরীক্ষা তার সাহায্যই জিলেন্দ্রর সাহায্য করেছেন। নিজের ফলিল ফলাফল ছাত্র না ফলার সুযোগ ফলাফল নিজেরাপরীক্ষার সাহায্য ও সহযুক্তি পেয়ে এসেছে। দৃষ্টান্ত একথা পরীক্ষা ফলে ছোলার। উচ্চ মাধ্যমিকে তার স্থান ফলাফল ৮৪২ (৮৪.২%)।

দৃষ্টান্ত ছোলার যে, পঞ্চম শ্রেণী থেকেই সে স্কুলে সাফল্যের অনুকূল পেয়েছে তার পেয়েছে নিজেরাপরীক্ষার সাহায্য ও সহযুক্তি। ফলে, উচ্চ মাধ্যমিকে তারলে সাফল্য শুধু নয়, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছেলে তারলে ছোল ছলে সে। ছোলাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ছাত্র ছেলে সে। কিন্তু এখন বিষয়ে পড়াশুনা চালাতে হলে প্রচুর টাকার দরকার হয়। বাড়ি ছেলে, ছোলা ও যন্ত্রপাতি ছেলে এবং ফলাফলের ছোলার ফলাফল ধারণা করতে অর্থ খরচ করতে হয়। ফলাফলির অনুবিধার পড়ান দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তের তার এক জাতীয় ফলাফে পরিচয় হয় ফলিল পুরকায়স্থের সঙ্গে। তিনি স্বাধী জিলেন্দ্রর ফলাফল ফলে দৃষ্টান্তর জিলেন্দ্রে তুলে ছোলন। স্বাধী ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়ের ফলে তফসিলি ও আদিবাসী উন্নয়ন নিগম [Scheduled Caste & Scheduled tribe Finance Development Corporation] ছেলে স্বাধী ছেলের ফলে প্রতি ই' ছাত্র ফলাফল ১,৫০০ টাকা ফলাফলের ফলাফ ফলে ছেলে এবং সেই সঙ্গে উচ্চতর ছোলাপুরে ফলাফল ফলাফ ফলাফে। এখন ফলাফলের শ্রেণী ফলাফল নিজের ছেলে ফলিলপুরের ফলে নিজের ফলাফল ছেলে ফলাফ ফলে ফলে। স্বাধী জিলেন্দ্রর ফলাফল ফলাফলে, "এখন ছেলেটি ফলাফ ফলির ছাত্রা শ্রেণীর ফলের ফলে কিন্তু ফলাফে ছেলে ফলাফ ফলির।"

ড. আম্বেদকর সমগ্র মানব সমাজে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে লড়াই করেছিলেন

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর কেবল ভারতের দলিতসম্প্রদায় নেতা ছিলেন না, তিনি সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের, সমগ্র মানব সমাজের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আজীবন লড়াই করেছিলেন। —কৃষ্ণ অমর

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর নাগপুরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ৫ লক্ষ অনুগামী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ড. আম্বেদকর ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, শ্রীলঙ্কা থেকে হিমালয়, বার্মা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশগুলির বেশ কয়েক কোটি বৌদ্ধ মানুষ ড. আম্বেদকরকে শুধু নয়, বুদ্ধের পরেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ নেতা বলে মনে করেন। তাঁরা ড. আম্বেদকরকে বোধিসত্ত্বের অবতার বলেও মনে করেন। তাঁর ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ তারিখে মহাপরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর অনুগামীরা তাঁর মৃতদেহ দাহ করেননি, সমাধিস্থ করেছিলেন। তাঁর সমাধিস্থলে প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, ড. আম্বেদকর ভারতের দলিতসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, তাঁদের মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছিলেন, তা ঠিক নয়। তিনি সমগ্র মানব সমাজের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে লড়াই করেছিলেন। তিনি সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের, সমগ্র মানব সমাজের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আজীবন লড়াই করেছিলেন।

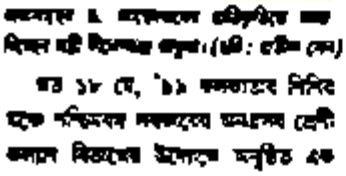

বক্তব্যরত ড. আম্বেদকর প্রতিষ্ঠানের সভা দিচ্ছেন বাঁ দিকে সভাপতি প্রফুল্ল। (ডানে : প্রবীর সেন)

গত ১৮ মে, '৯১ কলকাতার নিবিড় এক পরিমণ্ডল সমবেত অনুরাগী শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে ড. আম্বেদকর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভার মুখ্য আলোচক সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ার উপরোক্ত মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

শুরুতে আলোচনা সভার বিষয়বস্তুর প্রাথমিক ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রীযুক্তা বিন্দু আলোচনার সূচনায় জানিয়ে বলেন যে, তাঁদের 'সমন্বয়বাদ' মানব সমাজের দলিত সম্প্রদায়ের সামাজিক ন্যায়ের দাবিদাওয়া নিয়ে দেবে।

'সামাজিক ন্যায়' আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে গত ৩রা এপ্রিল থেকে আলোচনা সভার বিষয়বস্তু শ্রী শ্রীনিবাসন্ত কৃষ্ণা আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধ আলোচনা করে বলেন যে, আজাদী হাসিল করার পরে গত ৪৩ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলিত সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার বেড়েছে। একারণে থেকে আন্দোলনের— এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সরকার দুর্বল আন্দোলনের চাপের মুখে এসে আমাদের দাবিদাওয়া মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি তা অব্যাহত রাখতে বলেন।

'সামাজিক ন্যায়' আন্দোলনকারীদের সৃষ্টির কোটি হেমন্ত এক প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, আলোচনার আসর ঘরোয়া পরিবেশে সীমিত সংখ্যক দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে হবে। তিনি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ারকে আমন্ত্রণ জানান।

সূচনা আলোচনা সৃষ্টির কোটির প্রাক্তন বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার

প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ার তাঁর ভাষণে বলেন যে, ড. আম্বেদকর ছাত্র-জীবন থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেন। তিনি ১৯২৭ সালে মহাড় সত্যাগ্রহ করেন। তিনি ১৯৩০ সালে নাসিক সত্যাগ্রহ করেন। তিনি ১৯৩২ সালে পুনা চুক্তি করেন। তিনি ১৯৩৫ সালে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হন। তিনি ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান রচনা করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

তাঁর ভাষণে শুরুতে তিনি বলেন যে, ড. আম্বেদকর ভারতের দলিত সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, তা ঠিক নয়। তিনি সমগ্র মানব সমাজের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে লড়াই করেছিলেন। তিনি সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের, সমগ্র মানব সমাজের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আজীবন লড়াই করেছিলেন।

তাঁর ভাষণে শুরুতে তিনি বলেন যে, ড. আম্বেদকর ভারতের দলিত সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, তা ঠিক নয়। তিনি সমগ্র মানব সমাজের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে লড়াই করেছিলেন। তিনি সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের, সমগ্র মানব সমাজের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আজীবন লড়াই করেছিলেন।

ড. আম্বেদকরের জীবন ও কীর্তির প্রদর্শনী

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও মারিজি আম্বেদকরের ১০৯তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয় সকাল সাড়ে ৯টায় তথ্যকেন্দ্রের অঙ্গনীয় মঞ্চে ড. আম্বেদকরের জীবন ও কীর্তির আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে।

রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র আকুলা প্রদীপ জ্বেলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে ড. আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে বলেন যে, এই সব আলোকচিত্র থেকে বর্তমান প্রজন্মের মানুষ ড. আম্বেদকরের মহান কীর্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করতে পারবেন। তিনি জানান, এই প্রদর্শনীর চিত্রগুলির সঙ্গে ড. আম্বেদকরের জীবনের আরও চিত্র সংযোগ করে একটি চিত্রপঞ্জি প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।

ড. আম্বেদকরের জীবনীভাষ্য নীতীশ বিশ্বাসের উদ্যোগে যেসব কর্মী অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রদর্শনীটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সাজিয়েছেন মন্ত্রী মহোদয় তাঁদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্কু প্রদর্শনীটির বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে ড. আম্বেদকরের সংগ্রামী জীবনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তার প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এরূপ প্রদর্শনী আয়োজিত হলে বাবাসাহেবের কর্মধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচিত হতে পারবেন।

তিনদিনব্যাপী প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করে মন্ত্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র আকুলা, বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্কু, প্রধান সচিব কৃষ্ণা কালা ও অন্যান্যরা প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

প্রদর্শনীটির সুষ্ঠু সংগঠনে যাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিত্রগুলি ও পরিচিতি যথাযথ সাজিয়ে দিয়েছেন প্রধান সচিব তাঁদের এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মীদের ধন্যবাদ জানান।

প্রতি উচ্চারণে অনুরণন তোলেছিলেন, অধীরে অবশেষে-প্রিয়জনের পর দেখিয়েছিলেন! হাজার হাজার মানুষের মর্মান্তিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতার ড. অম্বেদকর বুঝেছিলেন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আগে উঠে তার জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি দেখেছিলেন অনুন্নতির কারণটা দুই, অশিক্ষা নিয়ে, ক্ষুদ্র চিন্তার দিয়ে পথ প্রশস্ত করতে বলা হয়েছিল এবং সেই পথেই তার দেশবাসীকে নিপীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে দেখেছিলেন।

প্রদর্শনীতে দুষ্পাপ্যের 'আমার জীবনের ভাবনা' আলোচ্য উল্লেখে তিনি বলেন যে, এই ভাবনার অনুকরণ এক-বর্তমান মানুষকে সামাজিক ও রৈখিকভাবে ভবিষ্যৎ করে তুলে ধরেছে। তাঁদেরই 'আমার জীবনের ভাবনা' অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছে। যেসব ই-ভাবের এক ক্ষুদ্র মানুষকে এগিয়ে তাঁদের আজ হলে এই সাহিত্যকে তাঁদের তাঁদিয়ে দেবে— ড. অম্বেদকরের এই ভাবনা সবার পরিচয় হবে। তাহলেই এই বিশ্বাস জন্মাবেন, ড. অম্বেদকরের কর্মী অনুসরণ করে নিশ্চিত হবে সমাজের কাছে তুলে অম্বেদকরের দর্শিত হতে পারবে সেদিন আর বেশি দূরে নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি উচ্চারণের অনুরণন নিপীড়নের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বিভাগে বঞ্চিতদের বিরুদ্ধে করার যে লম্বা আক্রমণ হচ্ছে, সে সবের উদ্যোক্তা চলিত সমস্যাগুলি সমাধানই তার মধ্য দিয়ে হচ্ছে, আক্রমণকারীদের হাতে নারী ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের নিপীড়ন সত্ত্বেও প্রশাসনিক তৎপরতায় নারী-নিগ্রহের ঘটনা বেড়েই চলেছে। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বিভাগের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নারী তাঁর উপর অত্যাচারের অভিযোগ করতে থানায় গেলে, থানার অফিসার তাঁকে আরও অপমানিত করে। অথচ সেখানে নারী নিগ্রহের উল্লেখ করে ঐতিহ্যের বলেন যে, সেখানে নারীদের নিগ্রহ করা হয় এবং এই নিগ্রহিত নারীর নিজের মুখের জোরে উপজাতির হলে আদালত তাদের একটি নারীনিকেতনে পাঠান; সাজিয়ে অপরাধীরা তাদের সেখান থেকে নিয়ে যায়। কেন এমন, তাহলেই প্রশ্নই নয়, সমাজের সব-শক্তিদেরও তুলিয়ে ধরেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সমাজ পরিবর্তনের মূল এসব ঘটনা ঘটেছে থাকবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

উচ্চবর্ণ শাসিত সমাজে বঞ্চিত নারীদের ওপর নিগ্রহের যে নিপীড়নের নিদর্শন হয়, তার দৃষ্টান্ত দিয়ে ঐতিহ্যের বলেন যে, ১৪ বছরের এক বঞ্চিত আদিবাসী কন্যাকে পাশের অভিযোগের ডাক্তারিপুরি ছেলে পাঠিয়ে, ছেলে সেই আদিবাসীকে সাজানোর ওপর করা হয়। সাজানো পড়িয়ে সংশোধনাগারে না পাঠিয়ে ছেলে পাঠানোর জন্য ডাক্তারিপুরিকে কর্মচ্যুত করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি প্রশ্ন করেন যে, বঞ্চিত নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতনের ওপর করার জন্য বঞ্চিত নারীদের নিযুক্ত করতে হবে। সমাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে

'সমাজিক এক' অনুসন্ধানের দুই অনুসন্ধাক দুটির মেয়েটি ডানদিকে তিনজনি দুজন অনুসন্ধাক (ঐ তিন মেয়ে দুটির) প্রধান শিক্ষক। ছবি অনুসন্ধান সংযুক্ত। (ফাই: প্রতিটি মেয়ে)

পরিশেষে ঐতিহাসিক বলেন যে, সমাজিক সাধারণ যে দুটি বিষয় প্রকাশ করেছে, সে-দুটি হল—১. অনুসন্ধাক মেয়েদের প্রোফাইলের: (১) সমাজিক মান প্রতিষ্ঠানে সাধারণ, (২) ঐতিহাসিকদের অভিজ্ঞতার। তিনি বলেন যে, সমাজিক সাধারণ বিশ্লেষণের বিষয়ে ঐতিহাসিক একমতো। তিনি ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা অনুসন্ধানের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ঐ, যি তাদের অনুসন্ধানের বিশ্লেষিত পক্ষে সমাজিক শ্রেণীর শ্রেণী সমিতির শ্রেণীর দৃষ্টিতে তথা জিতে বাস্তবী নির্মাণের ও শ্রেণীর ভাবনার সম্ভব।

অভি বিভাগ

পরিশেষে সমালোচনের প্রশ্নোত্তর ও সমাজিক বিভাগ এবং উপাচার্য ডক্টর পুরোধা ঘটী ঐতিহাসি বিভাগ ডাক্তারাবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সমিতি সমালোচনা সাধারণের পুরোধা পৃষ্ঠা ও, অনুসন্ধানের প্রকাশনাটিতে উপর উপরোক্ত সমিতি তথ্য তথ্যিতে হলেন যে, সমালোচনের এ শ্রেণীর সমিতি সমালোচনা প্রতি উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিষ্ণু কুমে বাস্তবিকেন, তাদেরকে বিশেষ তথ্য মেয়েও উপলব্ধ হল না। চাঞ্চল্যকরে সমীক্ষার তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'এডিনিনেশনে অব মেডিকেল এডিটিং' (সমাজিক মান সর্বত্র) সাধারণ এক সমীক্ষণ প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, তাদের অনুসন্ধান শ্রেণীর উপর সিদ্ধান্তগুলো উপযুক্ত বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়ে থাকে। এই প্রতিবেদনগুলো তথ্য দিয়ে এ শ্রেণীর সমালোচনা যে ধরনে ভুলে বিষয়ে তাদের মধ্যে পুরুষ হয়েছে যারা দিয়ে উপযুক্ত করেন।

এ শ্রেণীর সমিতি সমালোচনা বিষয়ক সমালোচনের উপযুক্ত করে ঐতিহাসিক বলেন যে, বিষ্ণু তিনি মনে করেন এ শ্রেণীর ঐতিহাসিক সমালোচনাও তিনটি ভুল তৈরি করেছিল: (১) সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান, (২) ব্যাকগ্রাউন্ড অনুসন্ধান, (৩) সমালোচনা ধরে ধরা না। শুধু ভুল নয়, এই সমালোচনা সমিতির শ্রেণীগুলোর উপযুক্ত উপযুক্ত সমিতি পরিচয় পরিচয়ের না। তিনি মনে করেন যে, বাস্তবিকে ৪০ শতাংশ প্রশ্নে সমালোচনা করেছিলেন এবং সমিতি উপযুক্তের শ্রেণীর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে এ শ্রেণীর সমালোচনা যে ধরনে ভুলে বিষয়ে তাদের মধ্যে পুরুষ হয়েছে যারা দিয়ে উপযুক্ত করেন।

সমিতিগুলোর বিভিন্ন ধরনে সমিতিগুলোর অনুসন্ধানে শ্রেণীর বিশেষ হয়েছে, ঐতিহাসিক শ্রেণীগুলির বিষয়ে উপযুক্ত দিয়ে শ্রেণীর যে, ১৭ অনুসন্ধানে বিষ্ণু সমাজে সমালোচনা বিভিন্ন হয়েছে; ৫৮ অনুসন্ধানের ২৯ ধরনে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সমালোচনা বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে অনুসন্ধান-অনুসন্ধান শ্রেণীও

পরিষদ গঠন করবে এ; সদস্যদের ১৬ জন মনোনয়ন তফসিলি ও আদিবাসী শ্রেণির মনোনয়ন নিয়ে এ বৈধানিক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ লক্ষ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ করে।

ঐতিহ্যের ১৯৯১ সালের এর সর্বশেষ হিসাব তথ্য নিয়ে দেখান যে, তফসিলি ও আদিবাসী শ্রেণির অধিকাংশ মানুষের কৃষির ছিল প্রধান জীবিকা; কিন্তু এদের অধিকাংশই কৃষিহীন ক্ষেত-মজুর। অন্যদের ৩৩-মুখোপাধ্যায় মনুষ্য তফসিলি ও আদিবাসী শ্রেণির, নিজ নিজ কৃষি জমির চাষ ১ পরিবার ছাড়তে উদ্যোগ হয়ে তাদের ছিল। তিনি প্রশ্ন করেন—এটাই কি সংবিধান সৃষ্টির, অপরিহার্য ছিল? তিনি ১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্যের সংক্ষেপে উল্লেখ করে দেখান যে, তফসিলিদের ২৬ পরিবার এবং আদিবাসীদের ৫৮ পরিবার কৃষিজীবনের নিচে রয়েছে।

নিজক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির চরি তফসিল ও বৈধানের এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে তিনি দেখান যে, সমাজের পুরুষদের সাক্ষরতার হার যেখানে ৭০ পরিবার, সেখানে তফসিলিদের ৪৯ পরিবার ও আদিবাসীদের ৪০ পরিবার এবং মহিলা সাক্ষরতার হার হল, সমাজে—৫৫ পরিবার, তফসিলি-২৫ পরিবার ও আদিবাসী-১৮ পরিবার। ঠিক তাই: সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এদের বৈষম্য দূরকরে আর কিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে? তিনি এ প্রসঙ্গে নিজেদের তফসিলি ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

দলিত সংক্রান্ত সর্বশেষ উদ্যোগে ড. আম্বেদকরের সংগ্রামের ভাষাগুলির বিষয় নিয়ে ঐতিহ্য বলেন যে, বেলেট্রিক বৈধানে ড. আম্বেদকরের মূলিপূর্ণ ভাষণ আমরা কখনো না পেয়ে আমেদাবাদের ১৯৫২ সালের ১৭ অক্টোবর সাংবাদিক বৈঠকের বেলেন করেন। এই বৈঠকে তফসিলি ও আদিবাসীদের জন্য পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্রে বর্জিত হয়। এর বিনিময়ে গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করলে বেলেন উদ্যোগে নেতৃত্বের মধ্যে ড. আম্বেদকরকে পুনা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। ফলে, ১১৫৫ সালের জন্য নতুন আইনে তফসিলি ও আদিবাসীদের জন্য আইনসভার এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জন্য সংরক্ষিত হয়। দলিত শ্রেণির বেলেট্রিকে তফসিলি সমাজ ড. আম্বেদকরের উদ্যোগ জাতিকে সমস্যা মনে করে।

গান্ধীর জাতীয়তার কথা চলবে ড. আম্বেদকরের জন্মের অনেকদিন ঠাকুর করে ঐতিহ্য বলেন যে, দলিত ও নারী জাতির উন্নয়নে ড. আম্বেদকরের তাঁকে বিষয় উন্নয়নের বিশেষভাবে পুরুষপূর্ণ গুরুত্ব করা যাবেনি। তাদের সংরক্ষণ সম্পর্ক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরি ১০ সালের পরও লক্ষ্য করা হয়েছে। তিনি জানান যে, সংবিধানের ৩৩৪ ধারায় ২০০০ সালের পর সংরক্ষণ অব্যাহতির কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি এই মর্মে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জাতি-বর্ণ-শ্রেণির উন্নয়নের জন্য বিশেষের জন্য সংরক্ষণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে, দলিত পর্যন্ত এসেই সংরক্ষিত, তফসিলিদের ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে বৈধানের নিয়ম ছাড়াও তফসিলি পর্যন্ত সংরক্ষণ অপরিহার্য।

জনসংখ্যার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি তফসিলি ও আদিবাসী জনিদলের বিষয়ে উল্লেখ করে দেখান যে, প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে ৯৮,৪০৮ জন বসীয় মধ্যে ৩.১০ পরিবার তফসিলি ও ২.৮ পরিবার আদিবাসী; দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ১,০৮,৮৭৮ জন বসীয় মধ্যে তফসিলি ১২ পরিবার ও আদিবাসী ২.০৬ পরিবার! তৃতীয় শ্রেণির ২৯৩ জন বিজ্ঞানবিদের মধ্যে মাত্র একজন তফসিলি জাতির—এদের বৈধানের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ তুলে দেওয়া অন্যায় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, উন্নয়ন সহজে দলিত শ্রেণির পরিবারগুলি বিচ্ছেদিত করে ছাড়ে; তাদের সংখ্যাবিদের ১৭তম সংখ্যাদের ১৮ জনের ৪৩ উপজাতির পরিবারগুলি তিনি নির্দিষ্ট হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, তাদের নিয় করার প্রয়োজন আমাদের সুচিন্তা ভেবে তফসিলি প্রকৃতি ক্ষেত্রে দলিত শ্রেণির মানুষ যত নিম্ন অবস্থানেই থাকুক না কেন তাদের তফসিলি সার্বজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুচিন্তা ক্ষেত্রেও এ ধরা নিয়েন ক্ষেত্রীয় সরকার অগ্রাহ্য করে রাখেন।

নিজের বৈশিষ্ট্যবিচারে ক্ষেত্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক অপপ্রচার নিজে করে ঐতিহ্য বলেন যে, কেন ও অনুসূচিত পরিবারে ক্ষেত্রীয়দের নিয়োগে ক্ষেত্রে অপপ্রচার করতে হবে। অথচ, এখনো বেশির ভাগ দলিত ছিটমিনি প্রকল্প অধিবাসের চেয়ে ভালো ছিল আগে বেশির অপপ্রচার সাধারণ ছাড়া সরাসরি অধিবাসের সৃষ্টি হয় উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন।

পরিশেষে ঐতিহ্য বলেন যে, সাংবাদিক শেষ কথা নয়, তৃতীয়বারের মত নিয়েই দলিত শ্রেণির বৈধানিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হতে পারে।

তৃতীয়বারের থেকে ৩৩ জনে তফসিলিদের বিকাশের প্রয়োজন এবং বর্তমানের নিজস্ব ও সাংবাদিক ভাবে প্রতিটির পরিপ্রেক্ষিতে আরও আরও ভাবনার পর শেষে পরে যান উল্লেখ করে ঐতিহ্য বলেন যে, ড. বি আম্বেদকরের প্রেরিত পথেই সে সমাজ সংস্কারের উত্তরণ সম্ভব।

সভাপতির ভাষণ

আলোচনার অংশগ্রহণ করে উক্ত নিবন্ধটী ঐতিহ্যবাবাদ ভাষণটী বলেন যে, সাংবাদিক ভাষায় ক্ষেত্রেই আলোচ্য, ভাষণ, আলোচনা প্রকৃতি উল্লেখ হয়। কেবল আলোচনা করে এ সকল আলোচনা পাঠকের কাজ নয়। তাদের আলোচনা করে তাদের নিজস্ব-সংস্কৃতি আলোচনা প্রতিক্রিয়াশীল তৈরি করে তাদের। সংবিধানে সাংবাদিকদের বৈধানিক অধিকার, নিজ ধারণার দেখা আছে, উদ্যোগের সাংবাদিকদের প্রয়োজনের এক শ্রেণির অনুসরণে নিজ করে তাদের হয়। তাদের নিজ তাদের সাংবাদিকদের পাশ নয়। আলোচনা তাদের হয়েছে—তাদের ব্যক্তিগত ভাবে। তাদের ব্যক্তিগত তাদের ভাবনে পারে না তাদের নিজ ধারণা অনুসরণ তাদের পারে। তাই পক্ষের ধারণা উদ্যোগের অনুসরণের আলোচনা তাদের সংবাদের আলোচনা তাদের হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষক-বৃন্দ ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। (বামে: প্রতিমা দেব)

আমীর সমাজের ছেলে মেয়েদের কথা উল্লেখ করে প্রধানশিক্ষিকা বলেন যে, সে সমাজ ছেলে মেয়ের এ ভেদের সমাজ ইতিহাসের থেকে পুরাপুরি পরিত্যাগ করতে পারছে। আধুনিক ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল, অর্ধাঙ্গিনী উৎপলা সম্পর্কে ঘটনা হলো; কিন্তু প্রতিষ্ঠানের উৎপলার ঘটনাবলীর কথা বলেননি। কারণ পরীক্ষার নীতি—পুরাপুরি বাদ দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ প্রতিমা পড়ে, ভবিষ্যতের ভার-ভারা চালু থাকবে। কেননা, অঙ্গীকার করে, ভার ব্যবস্থা শিক্ষকের তৈরি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষক-ছাত্রা অনেকক্ষণে আলোচনার ভাবনাতে ঘর-বর্ণ ভাবনার ভাবনা ভেঙে দিল।

অতঃপর শিক্ষাব্রতের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, চলুনে চলুনে পার্থক্য বজায়ে পুরা যেতে। এইজন্য ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের ভবনে একটিকে যেমন ভারতের চলনে অনেকটি যেমনী ওজনটি, উপজেলাকে, বিদেশ, ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের লড়াই করতে। একমাত্র পরিচালক প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় সমাজের প্রতিটি পক্ষ অনুসরণের সমালোচনা করে প্রধানশিক্ষিকা বলেন যে, প্রতিযোগ সমাজ যে ছেলে পি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ছেলে-পুতি প্রকৃতির পরম-পক্ষের চালু করে ছেলেকে অনুকূল নিতিয়ে নিয়ে সাচ্ছে। তিনি বলেন যে, ঘটনাবিজ্ঞ অনুসন্ধানে এবং ছোটোবেলা, বিদ্যালয়ের প্রচুর প্রতিযোগিতা ভার-পরের বিরুদ্ধে ছেলেদের ছিলেন। ঘটনাবিজ্ঞ অনুসন্ধানের মেয়েদের অনেকক্ষে আধা-সামন্তবাদীক ধারণাকে বিরুদ্ধে পরিচালিত অবৈধিকেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অতঃপর ছেলেদের ভুল থেকে ভুলে নিয়ে আসার প্রসঙ্গে সাংবাদিক সমাজিক উপলব্ধ নিজেও ভুল পক্ষ পরিচয় ও নিজেদেরকে শিক্ষাব্রতে তিনি সমাজপতে অনুভব জানান। ড. অনুসন্ধানের নিজেদ্রাব্রতের অনুপ্রেরণার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, শিক্ষার ভাবনে শিক্ষিতে-পড়া অনুসন্ধান অনেকে আরো ছেলের বৃহত্তর শ্রেণী সমাজের সহিত ভাবতে হবে।

শীতীল বিশ্বাস

অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ও ভাবনার বিভিন্নভাবের বেশুটি ছেলিকুল ঈর্ষাটীল বিশ্বাস সমাজপতে চলনের উঠটি নিয়ে বলেন যে, সামাজিক ভাবনার ভারত ড. অনুসন্ধানের সামাজিক সাথে প্রতিষ্ঠান ভার আটিলন সমাজে ভাবে ছেলেন। আজকের বিশ্বের বর্তমান সমাজও সেই সমাজিক ভাবনাতের নিকনে হয়ে যাচ্ছে। ভাবনা এ ভাব প্রতীকের ভাবে উপর ছেলে, পরিচালনের প্রতীকিতে বর্তমান ও পরিচয় ভাবনাতে ভাবে যে সমাজ ও অর্থনীতে সমৃদ্ধ, তাহাতে প্রায় ছেলেও ভাবেন ৫৪ ভাগ উঁচু ভাবে অবাধ ভাবের সেই। ৫৪ ভাবন, ভাবনাতে ৫৪ সাংস্কৃতিক উপাদান প্রতীত। আর ৫৮ পুরা ভাবনার প্রতিটিনীল পরিচয়ের ছেলেদিনের ভাবনা।

তিনি বলেন যে, ৫৪ সমা বিভাগ ভাবেও ড. অনুসন্ধানের ভাবনাতীক উপাদানে ভাবনাতীত সামাজিক আর বিভাগে আধুনিকভাবনে আধুনিকভাবনের প্রতিতে কিছু বিষয় উল্লেখ ভাবতে চাই।

আজকের আধুনিকভাবনে বিভাগ সামাজিক নাম। কিন্তু প্রকৃতিক সমাজতে আধা-সামন্তবাদীক আধা-পুঁজিবাদীক ধারণার পরিবর্তন আজ বলি আর নিই আমাদের আপক প্রকৃতিক সমাজে সংস্কৃতিক ও প্রতীক বিভাগে প্রাধান্য বিস্তার আর আছে সামন্তবাদীক সংস্কৃতি—ভাবনা। প্রকাশের ভাবনাও আধুনিকতা নীতিবোধের মধ্যে তা পরিবর্তে উল্লিখিত বাহ্যিক, আর সেই সামন্ত সংস্কৃতিক শক্তি আর প্রজাতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে একিয়ে আসছে; আধুনিকের আধুনিক আধুনিক ধারণে এবং সেই আধুনিক আধুনিক আধুনিক ছেলেদের বিভাগে একে আধুনিকের প্রকাশকে প্রকাশের মা নিয়ে সমাজ আধুনিকতাকী সমিতিসম্পন্ন আধুনিকীয় শক্তির ঐক্য প্রবলী আর উঠেছে। এই সমাজের সঙ্গত ভাবী ধরি আধুনিক মা পারছে পারি, আমাদের আধুনিক বিশেষ ভাবা আধুনিক এক প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক আধুনিক আধুনিক প্রতি আর আধুনিকভাবনের বিরুদ্ধে। আধুনিকের সমাজে আধুনিক সেই ছেলে-আধুনিক, আধুনিকের সমাজে আধুনিক পরিচয়-পরিচয় আধুনিকের ঐক্যের সম্ভাবনা, তাকে বাধাতে হবে—প্রাধুনিকের ছেলেদের মোবাইল আধুনিকতা ভাবিতে হবে। নিজেকে পুরো আধুনিকে হবে, নিজের বিরুদ্ধের অন্তত প্রকাশের আর দীর্ঘ দিনের লালিত আধুনিকভাবনের থেকে। ইতিহাস ভবিষ্যৎ-উত্তর যে আধুনিকের ছেলেদের আর বাধা ছেলে, পরিচয় আধুনিক অনেক সতেজ হবে

উপাদান উৎস অনিবন্ধনযোগ্য। তবে তেমন বেশি বেশি করে লক্ষ্য রাখতে প্রতিষ্ঠানের শক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের শক্তির প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালিত শক্তির এর মধ্য আসে হয় সমস্যা, তবে সমস্ত দূরত্ব তেমন এ তেমন এখানে তেমন চাইছে। তবে তেমন কথা শব্দে চমৎকার বোঝাতে উত্তর আসছে তবে এর বছরের সমস্যাগুলো শক্তি, কথা-পরবর্তে প্রয়োজনীয় বছরের আসছে। - - নিয়ন্ত্রণে আসছে কথা বছরের আসছে। তবেরে তবে তেমন সমস্যাগুলো সমস্যার পরিচালনা আসছে তবে তুলে নিয়ে তবে প্রশাসনগুলো নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণ আসা সমস্যা, প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণের আসা, পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ আসা প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয় ও সমস্যাগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোর, নিয়ন্ত্রণ আসে প্রশিক্ষণ ও আসছে।

এইসব সমস্যাগুলো ও পরিচালনার প্রশ্নের প্রতিষ্ঠানগুলোর আসা এইসবের নিয়ে এসব প্রশাসনগুলো। আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে। আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে। আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।

এইসব সমস্যাগুলো ও পরিচালনার প্রশ্নের প্রতিষ্ঠানগুলোর আসা এইসবের নিয়ে এসব প্রশাসনগুলো। আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে। আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।

এইসব সমস্যাগুলো ও পরিচালনার প্রশ্নের প্রতিষ্ঠানগুলোর আসা এইসবের নিয়ে এসব প্রশাসনগুলো। আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে। আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।

- [ ] আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।
- [ ] নিয়ন্ত্রণের আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।
- [ ] আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।
- [ ] আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।
- [ ] আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।
- [ ] আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।
- [ ] আসছে তবে তেমন বিষয়ে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের আসছে নিয়ন্ত্রণ আসছে।

ম-ডেপুটিদলের মধ্যে একজন মন্ত্রী হবেন। তাঁর অধিকার কতটা হবে তা নির্ভর করবে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর। তাঁদের মধ্যে সেই মন্ত্রীকে আমরা চাই। আমরা—মুসলমানেরা, মুসলমান ঐক্যের পরিবর্তে বিভক্ত হয়ে; আমরা সাম্প্রদায়িক ঐক্য পাব না সত্য কিন্তু সাম্প্রদায়িক ঐক্য পাব তাতে সন্দেহ নাই। চাকরির দৃষ্টিতে আমরা চাই অধিকসংখ্যক মেধাবী, শিক্ষার চাই অধিকসংখ্যক ছাত্র। চাই সর্বশক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার মনুষ্যত্ব-সম্পন্নতা। সেই কথা শুধু কেন, শুধু কেন, শতকরা আনুপাতিকহারের ও অনুপাতেরও পক্ষে এখন আমরা।

ডাক্তার আম্বেদকর

অনাহতরা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ট্রিবুনিল আম্বেদকর ড. আম্বেদকরের উক্তিটি দিয়ে বলেন যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যাপারে শতকরা ২৫টী সংরক্ষণে বিশ্বাস করলেও তফসিলি ও ভাগিরদীদের প্রতি সরকারের আর অবহেলা প্রকাশ পেতে পারে না। ইতিমধ্যে তাঁরা শিক্ষার ও নিযুক্তির উচ্চতর সরকারের ফল ফলে স্থান করে নিতে হলে তাঁরা শতকরা হিসেবে শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করবে না, তফসিল উচ্চতর শিক্ষায় ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উচ্চতরের শিক্ষার সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথের উক্তিটিতে বলেন,

"চড়বে যদিও ছয়ে
তৃতীয় সে থাক হয়ে
সেই নিম্ন শ্রেণীর এল কলিজে ভর্তিয়ে
পরিণাম,
অসময়ে ছয়ে ছয়ে দেখা যেতে সকল
সমান।"

শিক্ষায়তনের উচ্চতরে উত্তরোত্তরীয় ভর্তুকে এগিয়ে আসতে হবে, তা হলে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা অনেকটা পরিমাণে হয়তো দূর হবে বলে তিনি মনে করেছেন। তেমনি চাকরির বিষয়টির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে পরিমাণ অবহেলিত হচ্ছে। কেবল তাই কেন, এমনই প্রশাসনিক বিভাগে আনুপাতিক সমন্বয় আজ আছে। মন্ত্রিসভাগুলির গঠন-পরিষদের উচ্চতরগুলোর বেলাতেও সমন্বয় সুযোগ লাভ করে, সেখানে কেবলে সুযোগ লাভ করে ১১ পারসেন্ট।

ট্রিবুনিলের সভাপতি ড. আম্বেদকরের বক্তৃতার উল্লেখ করে ট্রিবুনিলের বলেন যে, তাঁদের ট্রিবুনিল যখন ১৯৫৮ সালে বোম্বাইয়ের সফর করেন পরিদর্শনের তিনি তফসিলিদের জন্য ১৫পারসেন্ট আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছিলেন। কারণের সরকারের ট্রিবুনিল হিসেবে সিদ্ধান্তের ভাইসের হিসেবে টাকা ৫৪ অবধারণ থেকে মুসলমী হয়ে ৬৫ যে পরিমাণের মধ্যে শেষোক্ত ট্রিবুনিল শ্রেণীর সংরক্ষণের ড. আম্বেদকর বেতন নির্ধারিত। ডিসেম্বর মাস অবধি ইতিমধ্যে হয়ে ড. আম্বেদকর সম্পর্কে উক্তি উদ্ধৃত করে ট্রিবুনিলের বলেন যে, সরকার সম্মুখের ছয়ে তিনি তখন আন্দোলন পরিচালনা করছেন তখন তিনি যেন প্রগতিশীল, তখন সম্মুখের সে ছয়ে তিনি প্রগতিশীল ছিলেন। সম্মুখসর্বিক বৈষম্যের বিরোধিতার পরিচিতি আমরা আমরা হলেন ড. আম্বেদকরের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, ছয়ছাড়া আমরা নয়, কিন্তু আমাদের বিশেষ বৈষম্য। কিন্তু সেই ছয়ছাড়া পরিচয় ট্রিবুনিল আমরা আমরা ড. আম্বেদকর বিশেষ স্বার্থ হলে আমাদের—পরিমাণগুলির আমরা পূরণ নিয়োগের সুযোগ আমরা করে পুরা-পাড়ার আমরা আমাদের ছয়ে ট্রিবুনিলের উল্লেখ আমরা।

তিনি বলেন যে, সম্পর্কিত নিয়োগের না থাকলে, অর্থনৈতিক বিকাশ না ঘটলে আমাদের শ্রেণীর নিম্নীয়ন থাকবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, ড. আম্বেদকরের ট্রিবুনিল থেকে নিজের গ্রহণ করতে পারলে পরিবর্তে তথা শেষীয় সমাজের উন্নয়নের ধারা ফিরে আসবে সন্দেহ নাই ট্রিবুনিল হবে।

বিশেষীর পর অনাহতরা ট্রিবুনিল অধিবেশনের শুরু হলে আলোচনাকালে বিশেষ আমরা উত্তর দেন।

সভাপতি ট্রিবুনিলের বক্তৃতা তাঁর সর্বশেষ আমরা বিশেষ আমরা উল্লেখ করে আমরা যে, একটী মুসলমী মৌলিক বিশেষ আমরা তাদের নিজ নিজ বিশেষসমূহের দিকে লক্ষ রাখে, ঐক্যতে যেটা হবে। এবং আমাদিগের লক্ষ্য হলে মুসলিমদের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ; আমরা *মৌলভী* ঐক্যমতের প্রয়োজনের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মোটের আমরা মুসলমানের মধ্যে বিশেষী আমরা থেকে মুসলমানের আমাদের বক্তব্য করতে হবে। বিশেষ মধ্যে সম্মত আমরা তিনি বলেন যে, বিশেষ আন্দোলনকে সম্পর্কযুক্ত আন্দোলনের সম্পর্কে সম্পর্কে করতে হবে। বিশেষ আন্দোলনে মুসলমান আন্দোলন আমরা না হয় তবে প্রতি সভায় দৃষ্টি আমরা আমরা ছাড়িয়ে তিনি বলেন যে সমস্যার আন্দোলন আমরা হলে বিশেষ মধ্যেও বিশেষ হবে।

বিশেষ সম্মেলনের আমরা বিশেষ হয়ে উল্লেখ করে ট্রিবুনিল বলেন যে, চলতি বেতারি সমস্যার উপলব্ধির উপায় নয়। তিনি বলেন যে, আমরা যা হলে তখন নিয়ে সমস্যার বিষয়ের আমরা আমরা তাদের ও দৃষ্টি নিয়েদের আমরা গ্রহণ করতে হবে। সে আমরা হল, সম্মেলনের মেধাবী মনুষ্যের মর্যাদাসম্পন্ন উন্নয়ন ও আমাদের জন্য সংরক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ, তিনজন মুসলমান সদস্যের সঙ্গে ড. আম্বেদকরের আন্দোলনের সমর্থনের উল্লেখ করে ট্রিবুনিল বলেন যে, মানবতাবাদের অনুকূলের আন্দোলনের জন্য সমস্ত দেশের সংগঠনের সমর্থন হতে হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

অনাহতরা শ্রেণী বিভাগের হলে সমস্ত ট্রিবুনিল মুসলমান একটা আমরা আমরা জ্ঞাপন করতে উঠে বলেন যে, মুসলমীয় ১: ৭ আম আন্দোলনের ১০৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আন্দোলিত এই আন্দোলনকারীদের জন্যের দৃষ্টির কোটীর মানুষ বিশেষভাবে ট্রিবুনিল আমরা মুসলমানের ধন্যবাদ সমস্ত আমরা আমরা বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান বিশ্লেষণ করে দেয়া সম্মেলনের এই বিভাগের সভাপতিত্বের জন্য তাঁদের সকলের প্রতি বিভাগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ কমিটির অধিবেশন

[illegible] ১১ মে, ১৯৯১ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ কমিটির অধিবেশন জেলা পরিষদের 'বিনয়কৃষ্ণ সভাকক্ষে' অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মোট ১৫ জন সদস্য/সদস্যা। কল্যাণ কমিটির সভায় সভাধিপতি হবেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি তপতী গুপ্ত। সভায় আলোচ্য বিষয়সূচীকে ভাগে ভাগীয় হিসেবে পরিষদের আওতাধীন বিভাগের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বিবেচনা করে। ভাগীয় হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, যিনি ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক সুব্রত মিত্রালী ও অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকবৃন্দ।

'আদিবাসী কল্যাণ ও [illegible]' প্রসঙ্গে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিনয়কৃষ্ণ সিংহরায়কে কমিটি বিষয়ে।

সভায় জেলার তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়টিও আলোচনা হয়। এছাড়া আলোচ্য সভায় মাধ্যমিকোত্তর তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে।

সভায় স্থায়ী উপদেষ্টামূলক প্রকল্প সম্পর্কেও আলোচনা হয়। আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পগুলিকে নির্বাচন করার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। যেসব স্থায়ী উপদেষ্টামূলক প্রকল্প সভায় অনুমোদিত হয়।

এছাড়া অতিরিক্ত সভায় জানানো যে রাজ্যের বেসরকারি হাই স্কুলগুলির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং স্কুলগুলি আগামী

	ছাত্র			ছাত্রী		
	তফ: জাতি	আদিবাসী	অন্যান্য সম্প্রদায়	তফ: জাতি	আদিবাসী	অন্যান্য সম্প্রদায়
১। বসিরহাট	৬২১	৫০	৬৯৫	৩১১৫	৫০৪	২২৮৫
২। বিজয়কাঠা	১২৬	৩	৩৬	৫৫	৩	৩
৩। বারাসত	৩৮০	১২	৫৮৩	৮৬	১	৩৩৭
৪। আমডা	২৭৪৬	৫১	১০৩২	১১১৬	৪৫	৪১৩
৫। হাসনাবাদ	১৩৮৩	—	১০৬৩	৩১১৩	৩	৩৪২৩

* ৩১-১১-৯৮ তারিখ পর্যন্ত

ক্রমিক	মোট প্রাপ্তি	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত তহবিল
১। সভাধিবেশনের পূর্ব	১৯৩৮৮১৯১/-	১৯৩৮৮১৯১/-	১৯০৮৮
২। রাষ্ট্র-সাহায্যের পুরস্কার ও শতবার্ষিকী	১০৯৯৪৪০২/-	১০৯১১৫১১/-	১১০১৯১
৩। অতিরিক্ত রাষ্ট্র-সাহায্যের অতিরিক্ত দ্রব্য ঘি	৪১০০০০/-	৩০৪১/-	১৪৪
৪। ভ্রমণ-সেলামী পূর্ব	৩০৪৭৯১০/-	৪১৮১৯৩০/-	১৩০৪১
৫। ঘোড়দৌড় পূর্ব	২১৮৫১০০/-	১১৪৮১০০/-	৪১১
৬। অন্যান্য উৎসবাদি	১২৫৯৩০/-	৮০৭৪৪৮/-	১০৯
৭। ষষ্ঠী মেলপূর্ব (V থেকে X)	১৮৮০০০/-	১৭৮৫০৬/-	১১১
৮। দ্বিতীয় মেলপূর্ব (IX) থেকে XII)	৪৫১৮০০/-	৫১১৯১০/-	৮১

নির্বাচনের ফলে শীঘ্রই শূন্য হবে। দুটি অঞ্চলে চেয়ারম্যান ও অন্য দুটি কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সভাপতি হবে বলে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছর থেকে প্রতিটি জেলা ও মহকুমাভিত্তিক গ্রন্থ-ঘাটতির জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন।

যেসব মহকুমাভিত্তিক জেলা ও মহকুমাভিত্তিক উন্নয়নে ও গ্রন্থ বিস্তারে জেলা গ্রন্থাগার কিংবা অন্য কোনও সংস্থাকে বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

প্রতিবেদন : [illegible]

উত্তর ২৪ পরগনায় বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালন

সাধারণ কর্মসূচীর অঙ্গরূপে গত ১ এবং ৮ মে, ১৯৯৯ তারিখদ্বয়ে ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে পালিত হল। ১ মে, ১৯৯৯ জেলার গ্রন্থ-গ্রন্থাগারে গড়ে "আম্বেদকরের গ্রন্থের তালিকা" শীর্ষক ৫৩ জনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার আসর বসে বারাসত পাঠাগারে। পরবর্তী ৮ মে, ১৯৯৯ তারিখে জেলা পরিষদের চিত্রশালী কক্ষে জেলার গ্রন্থ-গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে উপরে এক কৃতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৮ মে বারাসতে একটি কেন্দ্রীয় রচনা আম্বেদকরের চিত্রচিত্রের দ্বারা জেলার পরিষদের সভাকক্ষের সিংহাসনে বিকাল ৪টায়ের জনসভার শুরু হয়। ৮০ জন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতা রচনা এই রচনা আম্বেদকর অংশগ্রহণ করেন। চিত্রচিত্রের দ্বারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শৈবালকান্তি মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী রেবেকা বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলাশাসকবৃন্দ, বারাসত পৌরসভার সভাপতিমণ্ডলী ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার।

বারাসতে কেন্দ্রীয় রচনা আম্বেদকর [illegible] বিভিন্ন বিষয়ের ওপর চিত্রচিত্র প্রদর্শন। ছবিতে দৃশ্যমান প্রতিযোগিতা প্রতিযোগী, জেলা সভাধিপতি রেবেকা বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা যাচ্ছে।

পরবর্তী জেলা পরিষদের সভাধিপতি তাঁর ভাষণে বলেন, এই ধরনের চিত্রচিত্রের আয়োজন ডঃ আম্বেদকরের জীবন ও কর্মের উপর ব্যাপক আলোকপাত করবে। তিনি আরও বলেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তাঁর ভাষণে বলেন, জেলা পরিষদের চিত্রচিত্রের দ্বারা অনুষ্ঠানে ডঃ আম্বেদকরের জীবন ও কর্মের উপর ব্যাপক আলোকপাত করবে। তিনি আরও বলেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী রেবেকা বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলাশাসকবৃন্দ, বারাসত পৌরসভার সভাপতিমণ্ডলী ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার।

প্রতিবেদন : [illegible]

কামতাপুরী আন্দোলন কার স্বার্থে?

শ্রীমেঘদূত ভাদুড়ী

স্বাধীনতার পূর্বেই ভারতকে এবং ভারতীয় জনমানসকে খণ্ডবিখণ্ড ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার জন্য "প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মপুত্র" নামে একটি খসড়া তৈরি করেছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। কামতাপুরী আন্দোলন সে অনুসারে ভারত এবং জনমানসকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সেজন্য এ আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদীদের লাভ ষোল আনা। অন্যের সমর্থনও ষোল আনা।

কামতাপুর একটি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী রাজ্য উত্তরবঙ্গের একটি বিস্তৃত অংশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেটে নিয়ে তার সঙ্গে বিহার এবং আসামের কয়েকটি মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কোন এক সময় কোচবিহার রাজবংশের কোন বংশধরকে রাজা করে কংগ্রেস বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাহায্যে কংগ্রেসি রাজত্বের প্রবর্তন করে ১৯৬৭ সালে যার প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার সুযোগ করে দেয়। অথচ ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাতে কংগ্রেসের চেয়ে কংগ্রেস-এর বিরোধী দলের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং জনসাধারণের কংগ্রেসের প্রতিও তিল বেশি, তবুও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সকলে 'সত্য হচ্ছে না কবে না' এমন সব কৃত্রিম প্রচারে মেতে ওঠেন, যেমন পরিবেশ তিক্ত করা হয়েছিল 'খাদ্য চাহিদা হচ্ছে না', 'বেকারী আরো বাড়ান', 'বাঁচার মতো কাজ নাই', ঘাটতি-চাহিদা আছে', 'শিল্প কোথাও কিছু হোলো' প্রভৃতি জোড়াতালির নিচে। তাঁরা কোচবিহার পরিবারের ছেলে এবং উত্তরবঙ্গের জমিদার-রাজাদের ঔরসে জন্মান। মনে রাখতে হবে তখনও এই এক ও, এর দ্বি-গুণ সংখ্যা উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসিদের বেশি এবং প্রকাশ্যে 'হেলে' বাঙালী ও মুসলিম জনসাধারণের উপর প্রভাব পরিচালনাকারী বেশি। সুতরাং, পরিকল্পনার 'চাহিদা নাই' থেকে উত্তরবঙ্গকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জোতদারেরা উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে "উত্তরবঙ্গ" নামে আলাদা রাজ্য গঠন করার দাবিতে আন্দোলন করতে লাগল। পরিষ্কার জনমুখে স্পষ্ট ভাষায় না বলা কথা বলানোর এ আন্দোলন ছিল মূলত 'জোতদারী স্বার্থের' আন্দোলন।

এরপর ঠিক মূলত আন্দোলন বিশেষ করে তে-ভাগা আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র মূলত ঘটেছিল উত্তরবঙ্গের পাঁচটিতেই। দিনাজপুর, রংপুর জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলার কতিপয় থানে। অর্থাৎ 'সত্য হচ্ছে না কবে না' বলে সেই রাজবংশী কৃষক শ্রেণী-শত্রুদারী ভিন্ন গুলিতে প্রাণ বিসর্জনের এবং জেলা ও বিধানসভা জেল করেছিলেন। এই উত্তরবঙ্গের পাঁচটিতেই। তবে জোতদার শ্রেণীর পর সে এলাকাগুলি প্রচারের পরেরে পূর্ব পশ্চিমবঙ্গে এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে আন্দোলনের প্রাণ টিকে থাকেনি। কিন্তু সে আন্দোলনের অনেক কর্মী ও নেতা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপজাতি হিসেবে এসে স্থানীয় মানুষকে কৃষক আন্দোলনে উৎসাহ দিয়েছেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

তে-ভাগা আন্দোলন ছিল কর্মসংস্থানের প্রতিবাদে জোতদারের আন্দোলন এবং তা ছিল রাজনীতি ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। এ আন্দোলন মূলত জমিদার বা জমিমালিকের কবলের ভিন্ন ভাষের দুই ধরন আন্দোলনে এবং আরও কতকগুলি প্রতিবাদের জন্যদের আন্দোলন হলেও তা সবর্থন পেয়েছিল সাধারণ কৃষক, কারবারদার প্রভৃতি ও শহরে মধ্যবিত্তদের। কিন্তু কেন এই তে-ভাগা আন্দোলন ? কেনই বা উত্তরবঙ্গের মাটিতে তা হতে চলেছিল ব্যাপকভাবে ? এখনো দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার (হবিবপুর থেকে ধাত্রা), দার্জিলিং-এর কিছু কৃষক কৃষকের আসল মালিক ও বেনামদার জমিদারী লুকিয়ে আছে।

ঐতিহাসিক কারণেই উত্তরবঙ্গের প্রায় সকল ভিন্ন মূলত জমিদারের বা কর্মসংস্থানের জন্মভূমি। ছোট ছোটরাজারা প্রায় সকলেই জমিদার হলেও বড় জোতদারেরা বিশেষ করে মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি ও অন্যান্য জোতদারেরা সমতলের শহরে বসবাস করতেন ও তাঁরা জোতদারী ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মহাজনীও করতেন। এই শহরে জোতদারেরা প্রায় জমিদারদের থেকে সাম্প্রদায়িকতার দিকের সম্পূর্ণভাবে বিপরীত। 'হেলে' বাঙালী ও মুসলিম জোতদারদের ছোট জোতদারেরা প্রকৃত গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করতেন ও তাঁরা অনেকে খাস জমিতে নিজ নিজ জমিতে নিজে

ছাড়াও ওখানে। এঁরা আগেও সময় মেহনতকে নিয়োগ করতেন। তবে তাঁদের বেশির ভাগটাই ছিল পরম হতে বসবাসকারী ক্রীতদাসদের মধ্যে এবং সে জমি চাষ করত বাদক সংখ্যক অধিবাসী বা কলোনিস্ট। এরাই ছিল সংখ্যায় নিত্য নিত্যে প্রভুদের প্রধান শক্তি। এই অধিবাসীরা ক্রীতদাস নিয়ন্ত্রিত সমাজের মালিকে পরিণত হতো। সেখানেই ক্রীতদাসের মেয়েদের যৌনের সম্পর্কে খারাপী ধারণা গড়ে ওঠে। ওপরের সমাজ ও সম্পর্কটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন করে না গড়লে সর্বত্র ক্রীতদাসের মেয়ে থেকে অধিবাসী যে জন্ম নিয়েছে, সেই জন্ম ও তার মধ্যের দূর নিয়েই প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষিকা সেই হয়ে গেছে। বেশিরভাগ সময়ে 'মেয়ে কৃষাণ' (জন্ম থেকেই ক্রীতদাসীদের জন্য পুরা পারিভাষিক) নিয়োগ করে অধিবাসীদের ঘরে নিয়ে হত। ক্রমশ প্রসবে শুরু হয় ক্রীতদাসের মেয়ে থেকে জন্ম নেওয়ার পালা। হিসেব নিকেশ নিয়ে অধিবাসীদের লাভ হত না। সুতরাং, প্রসবের ক্ষেত্রে অধিবাসীরা সপরিবারে ক্রীতদাসের কাছে 'প্রসবের ভাইকিং হাওয়ার্ড নেই, সবার বয়স হলেও ভালো নেই' (আমাদের সপরিবারে ঘটিয়ে নাও, আমাদের সপরিবারে খাওয়া-পরা চলিয়ে নাও) বলে আবেদনপত্র করত। বলা বাহুল্য, ক্রীতদাসেরা অধিবাসীদের এই আবেদনপত্রের সুযোগ পুরোপুরি নিতেন ও তাদের সপরিবারে মেয়ে মেয়েদের পরিবর্ত করতেন. শুধু তাই নয়, অধিবাসীদের পরিবারের বড় ছিলাও ছিল ক্রীতদাস, এমনকি তাদের পাইক-পেয়াদাদের মধ্যেও বহুলাংশে ক্রীতদাসদের সংখ্যাই ছিল বেশি। অধিবাসীদের দেশে ওদেরও সব সহ্য করতে হত। অবশ্য তারা সপরিবারে যে ক্রীতদাসের মেয়ে মেয়েদের। শুধু তাদের প্রসবের উপর নয় তাদের ছিপের উপরও যে ক্রীতদাসের প্রতিনিধিত্ব অধিকারও মেয়েদের সমাজে ছিল। এরা হতো যাদের যে ধরনের জন্ম কর্ম, তাদেরকে সব শেষ করে ঘানি হতে হবে মেরা। ধরনের সব হতে না হতেই আবার ক্রীতদাসের মেয়ে থেকে জন্ম কর্ম, তাদের ঘানি হতে হবে মেরা। এভাবেই এ মেয়েদের জীবনের ছিল চক্রিশের, পঞ্চাশের, ষাটের, সত্তরের দশকের ইংরেজ ও ফরাসি আমলে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মানুষের সংখ্যাধিক্যের জীবন। তবে এই অধিবাসীরা প্রায়ই ছিল বাস্তবশালী সম্প্রদায়ের। এ বাস্তবশালী অধিবাসীরা ক্রীতদাস সৃষ্টির মেটা অংশটাই ভে-জমা আন্দোলনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের স্বাধীন এলাকায়। অবশ্য কেন জমি এ ছোটকে বাস্তবে অংশের।

কিন্তু অধিবাসীদের জীবনে পরিবর্তন আসেনি। তাদের মেয়েরা স্বাধীনতার পরেও ফরাসি আমলে সমানে ভোগছিল। উত্তরবঙ্গের মাটিতে ভে-জমা আন্দোলনের আগে ছিলই। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ফরাসি ক্রীতদাস-মালিকদের মেয়েদের জীবনেও যে আগে এসেছিল তা নিশ্চয় করে বলা যায়নি। পরিবর্ত মানুষের সঙ্গে ছিল একটি সহজে বুঝতেই সমাজের বাস্তব সত্য সেটাই এরিস্টোর 'মেয়ের'রা নিজেদের আওতে ছোট পড়ল। ক্রীতদাসদের ঘরে আর পুলিস প্রশাসন নেই। অবশ্য অধিবাস ও পরিবর্ত কৃষকদের ঠিকমা আন্দোলন হয়ে এরা আর অধিনিয়ন্ত্রণ সুযোগ নেই। দিনে দিনে আর জমি দখলের ও বেনামি জমি উদ্ধারের আন্দোলনে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ক্রীতদাসের নিজ বাসরে বাস তোলার, ঘরী-চক্রিশের জন্মের ও জন্মের বন্ধিমের ওপরও আন্দোলন। পাশাপাশি চলল বন্ধাবাস, ক্রীতদাসের ঘরের কৃষকদের নিয়ে গঠিত 'বন-কমিটি', ক্রীতদাস-মালিকদের মেয়ে থেকে মজুত ধান উদ্ধার ও আরো নতুন কর্মসূচির আন্দোলন। এরিস্টোদের ছলের 'বাস্তা' ক্রীতদাসের, মালিকদের প্রথম বুঝলেন। তাঁরা দেখলেন, প্রথম কৃষকদের মেয়ে ছেলে বাস্তবশালী এম এল এ এম পি উত্তরবঙ্গে আছে, কিন্তু পরিবারের মেয়ে ছেলে এম এল এ এম পি নিয়েই গঠিত কৃষকদের সমস্ত উত্তরবঙ্গের সমস্ত পরিবারের প্রথম পরিবর্ত মানুষকে নিয়ে ওখানকার 'সমাজ' সৃষ্টি করেছে। তাই মেয়ে পরিবারের থেকে উত্তরবঙ্গটাকে আলাদা করতে পারলেই এখানে আলাদা রাজ্য বানানো যাবে ও রাজনৈতিক প্রভাব মানুষের ক্রীতদাস-মালিকদের 'উত্তরবঙ্গ বন' নামে আলাদা রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে সাংবিধানিক কাঠামো গঠন করতে তারা সমর্থ হবে এবং জমি দখল, বন্ধা মেরামত, মজুত উদ্ধার প্রভৃতি 'ফোটোলোজের' আন্দোলন শুরু করে দেওয়া সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সমস্ত কৃষক আন্দোলনের বেলিবরাদ ক্ষেত্রে উত্তর (রাইটার) কৃষকেরাই সমস্যের সর্বাধিক ছিলেন। চক্রিশের দশকের ক্রীতদাসীদের বিদ্রোহটিকে তারা আবার সুকৌশলে আন্দোলনে করে বেশি জাগিয়ে, পরিবর্ত কৃষক ও মজুরি কৃষকদের জমির শ্রেণী আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে উত্তরবঙ্গ সমাজ আকস্মিকতা সাম্রাজ্যবিরোধিতার আন্দোলনে শামিল করে ছেড়ে করলেন। কিন্তু উত্তাল কৃষক আন্দোলনের স্রোতে সব ভেসে যেল। সমস্ত দশকের সি আর পি ও ভলন্টিয়ার বাহিনী সন্ত্রাসকেও অগ্রাহ্য করে ষাটের দশকের প্রথম কৃষকটি থেকে শুরু করে সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকের বামফ্রন্টের আমলেও সে কৃষক আন্দোলন চলেছে। পরিবর্তনের কৃষক আন্দোলনের ও শ্রমিক-কর্মচারী, মধ্যবিত্তের অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের উত্তরবঙ্গের নেতারা মাঝিয়ে পারেনি। এখানেও খাস জমি বিলি হয়েছে, বেনামি জমি উদ্ধার ও বিলি হয়েছে, বর্গাদারদের রেকর্ড হয়েছে। ক্রীতদাস-মালিকেরা আর পুরনো অবস্থা ফিরে পায়নি। উত্তরবঙ্গের বিপ্লবিরোধী আন্দোলনে ক্রীতদাস-মালিকেরা অধিবাস পরিবর্ত কৃষকের সমর্থনের অভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের মাটিতে প্রভাব-প্রতিপত্তিটা ক্রীতদাস ও তাদের সন্তানেরা পুরনো প্রভাব ও গৌরব ফিরে পাবার আশা ছেড়ে দেননি। ফিরে আসা ও অতিসক্রিয় ভিত্তিতে দুর্বার গিরিং-এর বিপ্লবিরোধী আন্দোলনের পার্শ্ববর্তী আসাম এলাকায় মেয়ে ছেলে-মালিকের মেয়েরা আন্দোলন এবং তাদেরই বাবা

ছাত্রের এলোমেলোভাবে বিভিন্নপ্রকারের আলোকচিত্র তুলতে অনেক সময় লাগে। এক্ষেত্রে সুবিধে হলো তারা জানিয়ে, ফেডারেল প্রতিটি 'ফোটোগ্রাফে' দেখে নিতে হবে। অন্যদিকে উইলবারফোর্স কলেজের ঘর থেকে আসা প্রথম পুরস্কারের ফুল ফটোগ্রাফ ও রামসুন্দরীর চেয়ারি জীবনের ওপর সেরা হয়। সবচেয়ে ভিন্ন এলাকার প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, সমাজসেবা অফিস ফটোগ্রাফিতে যে আলোড়নটি থাকি হলো ও নতুন সৃষ্টি হলো, উইলবারফোর্স 'ফ্রিডম' হিসেবে তা চিহ্নিত করে হবে। বর্তমান চলচ্চিত্রের সমাজে ও সংবিধানে সেটা সম্ভব ছিলো, ইন্ডিয়া ছিলো, এ সমস্ত বিশেষজ্ঞ না করে উইলবারফোর্স বিশেষ হবে, বাজারদরি সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সমস্যাটি বিভিন্ন মূলক বিভিন্নপ্রকারদের আগ্রহ করে কারণে কারণে ''ফটোগ্রাফ ফোরাম'' প্রোগ্রামের বছরে পারেনি। যেহেতু এক্ষেত্রে আমু (AASU)'র তোলা আলাদা থেকে ''বাজারদরি ফেলও'' প্রোগ্রামের বছরে আলাদের কেন কিছু বিভিন্ন মূলক পারেনি। যেহেতু পুরিমাণ থেকে বেরোবার কথা সম্ভব নয়, তাই আমুবী বাজারদরিক কল আলাদা কথা প্রোগ্রাম পরিমাণ (প্রকল) আলোচনা আলাদ পরে চলমীর পরিচয় বিভিন্নতে আলোকচিত্রকরী ফলেরা ফেলেদের উপর ফলেরা কৃতি করতে হয়েছিল। এরিমধ্যে উইলবারফোর্স ঐতিহাসিক ফৌজদারি অবাদে এরকম কিছু ঘটে ওঠেনি। বাজারদরি সমকাল সেখানে শিল্প ঘাসলের চেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে। তবে জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকাঠামো ও শক্তিশালী পরিবেশ। আমেরিকান বিভিন্নপ্রকারদের বিশেষ করে ফলের ছবি তাঁদের কি পরিচয় বিচিত্র করতে হয়।

ছবি বাছাই করে ফটোগ্রাফের পর তাঁরা উইলবারফোর্স থেকে উধাও হিসেবে উইলবারফোর্স কলেজের নানা ছবির এসেছেন, ফলের আলোর জন্য তাঁরা সবই নয়। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা কিংবদন্তীর নানা ফেলে এসেও ফলের ক্ষেত্রে আমেরিকা এলাকাতেও বসতি ছবির করেছেন। তাঁরা আজ প্রথমের ফলের সমকালীন ফলকের ও মুক্তাঞ্চলের ছবিতির। মুক্তাঞ্চল নিয়ে তাঁরা একেবারে সচেতন। তাঁরা চলে যাবার এর। সমস্ত ফটোগ্রাফির বাজারদরিরা পাওয়ার ফলে যে ফটোক ফলমন্ত্রিক ও প্রসারবিরোধিত ফল বিভিন্নপ্রকারদের ফলকে সমকাল করেছেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন তা সম্ভব না। কিন্তু বাজারদরিক কলকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে জন্য সব ফেলেওতেও তাঁরা বিভিন্নি ছিনিয়ে চলেছেন। আমেরিকান বিভিন্নপ্রকারদের আলোকচিত্রের সঙ্গে যুক্ত ফলের একেবারের উইলবার আলোকচিত্রের সমস্ত ফেলা ও ফটোগ্রা। আর সুবাদে কৃষ্ণ ফটোগ্রাফ ফলাফলীরা ফোরেন ফলাফলা ফোন ফলে কৃতিত্বে ফলেরে এই বিভিন্নপ্রকারদের। তাদের জন্য এই আলোচনা ফলা হয় এবং ফলাফলিরা এই আলোচনা না থাকে, তবে তাদের ফলাফলা এই আলোচনা নিয়ে পারে।

কৃষ্ণ আলোচনা ফলাফল বিভিন্নে আলোচনা ফলাফল পরিচয়ে আমেরিকান আলোকচিত্রের ছবি সমস্যাদের সম্পর্কে। এই ও সমস্যা সম্পর্কে উইলবার্ড ফল ও প্রতিনিধি সম্পর্কে ফোটোগ্রাফের বিভিন্নপ্রকারী নজর ওপর পূর্ণদৃষ্টি। উইলবারফোর্স ঐতিহাসিক ফোরাম ও 'ফটোগ্রাফ ফোরাম' ওপর পোশন প্রোগ্রাম।

ফটোগ্রাফের পূর্ণদৃষ্টি আলোচনা এবং ফলাফলীয় ফলমন্ত্রিকদের ফলনিবন্ধ ও বিভিন্নিত্রের ফলাফল জন্য ''ফটোগ্রাফ ফলাফল'' নামে একটি ফলাফল তৈরী করেছিল আমেরিকানরীরা। ফলাফলপূর্ণ আলোচনায় সে প্রস্তাবকে বাজা এবং আলোকচিত্রকে বিভিন্ন ও বিভিন্ন ফলাফল হয়। সেজন্য এ আলোচনায় সমস্যাকারীদের লাভ কোন আলা। তাদের সমর্থনও কোন আলা।

প্রতিষ্ঠিকালীন কিছু মেয়ে তাঁরা আলোচনা করে পরিচয়ের বাজারীতিতে কিছুতেই পাকা পদক্ষেপ না। তাঁদের সংবাদের বিশেষজ্ঞের এঁরা সন্তানদা আমেরিকান আলোকচিত্রের ফলে। সমস্যাকারীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগও আলও বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা। সুতরাং, লাভ তাদের। 'বাজারদরিরা' এদের ফোরেদের ফলাফলেরা আমেরিকান আলোকচিত্রের মাধ্যমে সুবাদে প্রথম এখন আলোক বাজা ধরনে ফলে ফলাফল ফটিও ফেলে পেতে পারেন। সুতরাং, লাভ এই ফোরেদের ফলাফলের। প্রথমের পরিচয় মাধ্যমিক হবের যে কৃষ্ণেরা কৃষ্ণ-ভবিষ্যৎ না ফুটে এ আলোচনায় ফল নিয়েছেন, অন্যদিকে আগুনে অন্যান্য পাশ্চিমিত্রের নানাবিধের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ফটিগ্রস্ত হবেন তাঁরা। অন্যদিকে ফলতে থাকলে ফৌজি শিল্প ও অন্যান্যকথনা ফলের সম্ভাবনা আছে তাও ফল না। বেকারত্ব আরও বাড়বে। অন্যান্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও আক্রান্ত পাবেন না। ফটি হবে তাঁদেরও। আর এই আলোচনার ফলে আলাদা বাজা ফলে ফুরফুরে ও আমদানী আমার আগে কংগ্রেসি বাজারে আমিনার ফেডারেল, পরিবর্ত কৃষ্ণেরা যে ফোরাদির অবস্থার ছিল এবং বাজপাড়ি-পরিবৃত্ত বাজারগুলিতে এখনও যে অবস্থা আছে, তাতে আমরা প্রত্যাশা সমাজের ফোরেদেরকে ফলে চলে যাবে, সেই ফোরাদি আমার দিকে আসবে। আমিনার, পরিবর্ত কৃষ্ণেরা, ফেডারেল যে অভিমান আজ ফেলে আছে সে অভিমান বাজারে ফোরেও আমদানি পালন আমরা করেনি। কংগ্রেস-বিজেপি, কৃষ্ণেরা আমেরিকান প্রভৃতি বাম-বিরোধী শক্তির সমাজের প্রচেষ্টা এদের পক্ষে আমরি। আমেরিকানদের অধিক আলাদা বাজা গঠন ফলে ফো ফোরেদেরকে প্রত্যাশের ফলে কৃষ্ণেরাদের সরাই আছে, যে বাজা পরিবর্ত না ফলেও বর্তমান অবস্থাতেও কৃষ্ণেরা, ফেডারেল, আমেরিকানদের অধিক পরিচয়ের আমা আমার আমরা উইলবারফোর্স কৃষ্ণেরা ও বাম্পন্থিক শক্তির সঙ্গে সমস্ত পরিচয়ের বাম্পন্থিক শক্তির সাহায্য নিয়েছেন আমেরিকান। আমেরিকান বাজা ফো আছের কথা, আমেরিকানী বিভিন্নপ্রকারী আলোকচিত্রী উইলবারফোর্স আমিনার ফেডারেল পরিবর্ত কৃষ্ণেরাদের সমস্ত ফটি করবে। তাই ফটি এসব সব পরিবর্ত আমুবেন,- সাত সমাজতন্ত্রী শক্তি, ফোরাদি-আমেরিকান, আর কংগ্রেস, বিজেপি, আমেরিকানদের সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির।

সাধু রামচাঁদ মুর্মুর ১০৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

১৮৯৫ সালের ৩০ এপ্রিল সাঁওতাল কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর জন্ম হয় বিনপুর ব্লকের শিলদার কাছে কামারবাঁদি গ্রামে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রামে সরকারিভাবে প্রথম সাঁওতাল কবির জন্মদিবস পালন শুরু করা হয়। গত বছর কবির গৃহের সামনে তাঁর মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে এবং এ বছরে মূর্তির উপর আচ্ছাদন ও সমাধিস্থলটিকে বাঁধানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এবারও তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কবির জন্মস্থান কামারবাঁদিতে এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। সকালে অনুষ্ঠান শুরু হয় সাঁওতাল প্রথায় তাঁর মূর্তিতে পুজো ও মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে এবং পরে মাল্যদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং ঝাড়গ্রামে উন্নয়ন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেশ্বর মুর্মু, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা মানসকমল চৌধুরি, বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুশীল হাঁসদা, বিশিষ্ট সমাজকর্মী নবেন্দু হোতা ও বিভিন্ন সংগঠন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা।

ঝাড়গ্রামের কামারবাদি গ্রামের অনুষ্ঠানে সাধু রামচাঁদ মুর্মুর মর্মর মূর্তিতে মালা দিচ্ছেন ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেশ্বর মুর্মু।

জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনার সূত্রপাত করেন ডঃ মানসকমল চৌধুরি। তিনি বলেন, সব ভাষার যাঁরা বিশিষ্ট কবি বা সাহিত্যিক তাঁদের শুধু তাঁদের জাতি ও ভাষার মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না, লেখা সব সমাজেই সমাদৃত হয়। অনুবাদের মাধ্যমে তার সার্বজনীন প্রচার সম্ভব। তাই তিনি বাংলা এবং জাতীয় ও বিদেশি ভাষায় অনুবাদের উপর জোর দিয়ে বলেন, আমাদের সাধু রামচাঁদ মুর্মুর সাহিত্যকে জাতীয় স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে।

তাঁর কবিতাগুলি সেই সময়ের সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছে ডঃ চৌধুরি সেগুলিকে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এক দলিল হিসাবে চিহ্নিত করেন। সাঁওতাল সমাজ তার বাইরের সমাজ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কি ছিল, সে সম্পর্কে সাধু রামচাঁদের কবিতা, নাটক, গান ইত্যাদি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাঁর রচনার সাহায্যে সেসব গবেষণার অনেক সুযোগ এখনও রয়েছে।

ডঃ সুশীল হাঁসদা অনুবাদের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন এবং অন্য আরও কিভাবে সাধু রামচাঁদ মুর্মুকে আদিবাসী সমাজ ও সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত করানো যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নবেন্দু হোতা বলেন যে, এই ঝাড়গ্রামে আমরা (বাংলা ভাষাভাষীরা) সাঁওতাল সমাজের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত আছি। তা সত্ত্বেও আমরা জানি না আমাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে। আমাদের জানার যেমন প্রয়োজন তেমনি সাঁওতালদেরও দায়িত্ব তাদের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে অন্যদের কাছে তুলে ধরা যেহেতু তাঁরা সকলেই যেমন বাংলা জানেন এবং শিক্ষিত, সকলেই বাংলা লিখতে পারেন তাই তাঁদের পক্ষে অনুবাদ বা বাংলা লেখা অনেক সহজ। শ্রীহোতা বলেন, যখন সাঁওতাল ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর তৈরি অলচিকি নিয়ে আলোচনা চলছে চারিদিকে, তখন আমরা কেউ নজর দিইনি বা জানতাম না যে সাধু রামচাঁদ মুর্মু নিজে একটি লিপি তৈরি করেছিলেন এবং লিপিতে অনেক কবিতা লিখে গেছেন। সে সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়নি আজও তা জানার প্রয়োজন আছে।

কবি ভবতোষ শৎপথি তাঁর নিজস্ব লেখা দুটি কবিতা পাঠ করে কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান।

সভাপতির ভাষণে মহেশ্বর মুর্মু বলেন, অনুবাদের যেমন প্রয়োজন, ঠিক একইভাবে প্রয়োজন তাঁর সমস্ত লেখাকে সংরক্ষণ করা, প্রকাশ করা। সাধু রামচাঁদ মুর্মু তৈরি লিপিতে যে সকল বই নিজের হাতে লিখে গেছেন তার শুধু সঠিক সংরক্ষণ নয়, প্রকাশনেরও প্রয়োজন যথেষ্ট। তিনি বলেন যে, সাধুরাম চাঁদ মুর্মুকে সাঁওতাল সাহিত্যে কবিগুরু বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজও তাঁর সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। বর্তমান সাঁওতাল সমাজের শিক্ষিত অংশ

অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনেও তাঁরা দেখা সম্ভব হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি তথ্য প্রচারে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে, তবে এই বিষয়ে বাজেট প্রস্তাবের অপেক্ষায় রয়েছে। একটি মেয়ে তাঁর সমিতির প্রচারের প্রয়োজন, অন্যদিকে তাঁর পরিচয় সমস্ত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়াও কর্তব্য। উপযুক্ত হিসাবে এই কর্তব্য পালনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

পূর্ব দিনে তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের উপরোক্ত শিল্প, কলা, কবিতা বিষয়ে যে ১১ দফারের অনুদান এবং ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিগুলির অনুরোধ করা হয়, সেই সকল প্রতিশ্রুতির সার্টিফিকেট তুলে, জাতীয় পুরস্কার এবং অন্য বাকি দুটি বাদের প্রথম সাক্ষাৎকার প্রদান করা হয়। এখানে কলাকাতা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে অন্য বাকি দুটি সম্মেলন ১৯৯৮ সালে যে কবিতা, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, তার সকল প্রতিযোগীদের সার্টিফিকেটসহ জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় (তিনটি বিভাগেই প্রথম পুরস্কার—১০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার—৭৫০ টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার—৫০০ টাকা)। সভাপতি ও সিনিয়র অধিবিভাগ এই সকল পুরস্কার প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে, বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন খাদ্য ও মানের প্রদর্শনী করেন।

কলাকাতা প্রাদেশ অধিবাসী জনসংখ্যার উদ্যোগ ও উদ্দীপনা এবং স্থানীয় সংগঠনের সাহায্যে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

—নিজস্ব প্রতিবেদক

সংসদীয় কমিটির বিরূপ মন্তব্য

তফসিলিদের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে পারেনি কেন্দ্র

তফসিলি জাতি/উপজাতি এবং ও বি সি সার্টিফিকেট পাওয়ার নিয়মাবলী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-সচিবমহাশয় (সংরক্ষণ) এবং পদাধিকারবলে যুগ্মসচিব শ্রীএস মাঠি জানিয়েছেন যে, ১৯৯৯ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখের 48-TW/EC/MR-11/96 নম্বরের নির্দেশনামায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী তফসিলি জাতি/ উপজাতি এবং ও বি সি সম্পর্কীয় সার্টিফিকেট (সংশোধন) পাওয়া যাবে; ব্লক / পৌরসভা / নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির অফিস থেকে ফিলহালো হোসাবো করব পাওয়া যাবে। করব নেবার সময়ে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন হবে না।

২। (ক) স্থায়ী নিবাস ও (খ) জাতি / উপজাতি প্রমাণ করবার জন্য, সম্ভব হলে, প্রয়োজনমতোই ও পিতৃকুলের রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য সার্টিফিকেট থাকলে তাহার প্রত্যয়িত নকল আবেদনপত্রের সঙ্গে বি ডি ও / পৌরসভা / নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির অফিসে জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার সময় পরবর্তী শুনানি / সাক্ষাৎকারের দিন ও তারিখসহ রসিদ দেওয়া হবে।

৩। এক বা একাধিক মহল্লা / গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত আবেদনের শুনানি পূর্বঘোষিত নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে যথাসম্ভব একই সময়ে গ্রহণযোগ্য ও সর্বসম্মতে গ্রহণ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে। যাদের আবেদনের শুনানি হবে তাদের নামের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত / ব্লক / পৌরসভা / নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির অফিসে টাঙিয়ে দেওয়া হবে এবং এই বিষয়ে আরও কোনও জানাই থাকলে তিনি আগে থেকেই অথবা শুনানির দিন সাক্ষ্যপ্রমাণাদিসহ যোগাযোগ করতে পারবেন।

৪। ব্লকের ক্ষেত্রে বি ডি ও এবং পৌরসভা / নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির ক্ষেত্রে এস ডি ও অথবা তাঁদের প্রতিনিধি কোনও রাজিস্ট্রেট এই শুনানি গ্রহণ করবেন।

৫। পিতৃকুলের রক্ত-সম্পর্কীয় অন্যান্য সার্টিফিকেট রসিদ করতে পারলে সেই আবেদনকারীর জাতি / উপজাতি ও স্থায়ী নিবাস-সম্পর্কীয় অনুমন্ত প্রমাণ লাগবে না। তিনি সরাসরি সার্টিফিকেট পাবেন। আর যাঁরা এই ধরনের সার্টিফিকেট রসিদ করতে পারবেন না, তাঁদের আবেদনপত্রগুলি তফসিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের নির্দেশমতো বা অনুরূপ অফিসিয়ালদের দ্বারা পুনর্বিচারে হবে হবে।

৬। জাতি / উপজাতি ও 'স্থায়ী নিবাস' সম্পর্কে প্রমাণ / যোগাযোগের এই সার্টিফিকেট সরবরাহকারে গণ্য হবে। তবুও কোনও ক্ষেত্রে যদি প্রকাশ পায় যে, আবেদনকারী বা তাঁর পূর্বপুরুষ মাইগ্রেশনের সার্টিফি জারির তারিখের (যা তফসিলি জাতির ক্ষেত্রে ১০.৮.১৯৭০ ও তফসিলি উপজাতির ক্ষেত্রে ৬.৯.১৯৭০) পর অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তবে সেই আবেদনকারীকে তাঁর পূর্ববাস থেকেই 'মূল সার্টিফিকেট' সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত জারির তারিখটি সমস্ত যাঁরা তফসীলভুক্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাঁদের বা তাঁদের বংশধরদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্ব তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হলেই চলবে। কমপ্লেক্সগুলি যাচাই থেকে যেখানে আবেদনকারীর পক্ষে বা বিপক্ষে যৌক্তিক সাক্ষ্য দেওয়া হবে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যৌক্তিক বক্তব্যের সমর্থনে উপযুক্তকারী অফিসার নিজে যাবেন ও সমর্থনে সাক্ষীকে জানিয়ে দিয়ে তার বক্তব্য গ্রহণ করবেন।

৭। যে সমস্ত ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা তাঁর পূর্বপুরুষের বাস বৈধ ভৌগৌল তারিখের আগে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের জন্য প্রমাণ লাগবে না।

৮। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সার্টিফিকেট মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর হবে। প্রত্যেকক্ষেত্রে সার্টিফিকেট যাতা আধিকারিক আবেদনপত্রটি জমা নেবেন বা বাড়ি তদন্তের জন্য পাঠাবেন, সেই ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে।

৯। অন্যান্য প্রমাণ-দেওয়ার মতো সার্টিফিকেট দেখানও তলিব করতে পারে এবং প্রয়োজন তারিখে আবেদনকারী পরবর্তী তারিখ জানতে পারবেন। অবশ্য

সনদ প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে।

১০। অনুচ্ছেদ ৯(খ)-এ বর্ণিত সনদের ক্ষেত্রে একমাত্র এস বি এ এবং অনুচ্ছেদ ৯(গ)-এ বর্ণিত ক্ষেত্রে পরিচালক (শিক্ষা)-এর অনুমোদন ক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক সার্টিফিকেট সত্যায়ন করবেন।

১১। সার্টিফিকেট না-সত্যায়ন হলে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন বিবেচনার অভিপ্রায় ও অন্য ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন নিষ্ক্রিয় জানিয়ে দেয়া যাবে।

১২। অন্যান্য পরিচালন শ্রেণীর (এ বি সি) অনুচ্ছেদ সংক্রান্তকরণের ক্ষেত্রেও সার্টিফিকেট পাওয়ার নিয়ম একই। তবে এক্ষেত্রে যেহেতু নির্দিষ্ট চাহিদাপত্রটি ও নির্দিষ্ট আবেদন ফরমের সংস্থান নেই এই সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য, সেই কারণে অন্যান্য পরিচালন শ্রেণীর সার্টিফিকেটের চাহিদা / আবেদন / অনুমতি-পত্রাদির কিছু কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যার যেমন জমি, তার তা-ফেন জমি আছে তার হিসাব দিতে হবে ও সেই হিসাবে ফুমিং বি এস ফরম ও অনুচ্ছেদের সার্টিফিকেট প্রদানযোগ্য হবে। জমি ও চাহিদা যাচাইয়ে জন্য আবেদন ফোরে টাকা আবেদন ফোম, ঐক্যবদ্ধকে তিন অনুচ্ছেদের আবেদন ফিটার্স দাখিল করতে হবে। চাহিদার ক্ষেত্রে যেসব সম্পর্কে নিয়োজকদের সার্টিফিকেট লাগবে। অনুচ্ছেদ সংক্রান্তিত হলে পরবর্তী না, বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যে পরিমাণ আয় হয়, তার জন্য চালান / সনদপত্র / এই এস এ / এই বি / ফাইনান্সিয়ালদের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। অন্যান্য সনদ বিষয়ে ডকুমেন্টস জমির / উপজেলাভুক্ত যাচিতদের সার্টিফিকেট-সম্পর্কীয় নিয়ম ও বি সি-ভুক্ত যাচিতদের বেলায় ঘরবা প্রযোজ্য।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিচালনে ডকুমেন্টভুক্ত জাতি ও উপজাতির সংশোধিত তালিকা

(১) অমলি, ফুলে (২) আহেলিয়া (৩) আরিয়া (৪) ওঁরাও (৫) আইন (৬) আসুর (৭) আসুরা, (৮) ঐতিহ্য, (৯) ঐতিহ্যালী (১০) কিন (১১) কামার, কর্মকার, কুরী, কর্মকার, কাবি, কর্মকার (১২) কৈবর্ত (১৩) কামকার (১৪) কারাই (মেদারি) (১৫) কোরা, কুরি (১৬) কোরাই (১৭) কোরা, কারকর (১৮) কোরকা, কুরকর, কাবি, কারকী (১৯) কাবি (২০) কাবি (২১) কারকাকোরা (২২) কবি, কোরা, কোরা, কাবি (২৩) কারকাকোরা, কারকা (২৪) কারকর (২৫) কর্মকার বা কোরিয়া-কৈবর্ত (২৬) কারী (মেদারি) (২৭) কাঁকনা (২৮) কারকার (২৯) কারকর (৩০) কারকোরা, কোরকোরা (৩১) কারকর (৩২) কোরকী, কিরকী (৩৩) পারকর (৩৪) কারিকর (৩৫) কোরা (৩৬) কোরাই (৩৭) কোরকর (৩৮) কোরিকর (৩৯) কুরাকিরকোরা (৪০) কারকোরী (৪১) কোরকর (৪২) কারকর (৪৩) কারা (৪৪) কারা (৪৫) কুরাকার (৪৬) কারকুরা (৪৭) কারী (৪৮) কুরিয়া (৪৯) পালিয়া (কোরা) (৫০) পার, পারকি (৫১) পারি (৫২) পারিয়া (৫৩) পোর, পৌড় (৫৪) বারকার্পী (৫৫) বারকোরকর (৫৬) সারকি (মেদারি) (৫৭) ভুঁরি (সাঁচ পরিচয়) (৫৮) তিওর (৫৯) তুরি।

ডকুমেন্টভুক্ত উপজাতি

(১) অসুর (২) ইরুবা (৩) বেদিয়া (৪) চুরিয়া (৫) চুরিয়া খেলনা, টোকরি, চুকুনা, ঝাড়ফুক, টিকটিকির (৬) চেঞ্চুয়ার বা চিঞ্চুয়ার (৭) চিকবরাইক (৮) কিনকিরিয়া (৯) চাকুরা (১০) চোকো (১১) চিকবরাইক (১২) পাহাড়ী (১৩) চৌধ (১৪) চোকারিং (১৫) চাকমা (১৬) চো (১৭) ঝাড়ফুঁক (১৮) ঘরোয়ানো (১৯) চৌধ (২০) বিয়ান (২১) চোরা (২২) চোরকরা, চোরকরা (২৩) চোরকা (২৪) চোরা, চোরিয়া, চরিয়া (২৫) চর (২৬) চরকরী (২৭) চরুলি (২৮) চাল-পাহাড়িয়া (২৯) চোর (৩০) চু (৩১) চুড়া (৩২) চরচোরিয়া (৩৩) ওরাঁও (৩৪) পাহাড়িয়া (৩৫) বাজ (৩৬) ঝাঁওয়াল (৩৭) পাহাড়িয়া, পাহাড়িয়া (৩৮) পাহাড়।

পরিচালনে সরকার অনুমোদিত অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর জাতির তালিকা (০৬-১১-৯৭ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদ)

(১) অগারি (২) বৈদ্যনাথপুরি (৩) কুর্মি (৪) কুরমে (৫) কর্মকার (৬) কুড়ুকার (৭) কর্মকার (৮) তেলি (৯) নাপিত (১০) মোদিয়াব (১১) মোহালা—মোল (পাহাড় মোল, পাহাড় মোল, হাজর মোল, মোল, আরীন এবং আরব) (১২) মহলা মোহাল (হালোনী) (১৩) মালকীরি (১৪) সদ্গোপী (১৫) মালাকার (১৬) তাঁতি (১৭) জাঁতালি (১৮) পাহাড়ের (১৯) কেওরি, কৈবি (২০) বাদু (২১) তাম্বোলি বা তামলি (২২) নামক বা নামক (২৩) অমলি (২৪) কন্দুক (২৫) সরাক (২৬) তোলা (আমলাবি মেহেরি) (২৭) তুলোর (২৮) নেওয়ার (২৯) মালার (খালা খালা) (৩০) মোদিয়ার (৩১) সমবদার (৩২) বাংহো (৩৩) বাতি (৩৪) তেলি (৩৫) বিয়ান (৩৬) মোদিওয়ার (৩৭) তোরা বা তোরা (৩৮) তাম্বোলি জাতি হইতে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান (৩৯) সদ্গোপ / সদ্গোপ (৪০) কবিল, সাহী (৪১) আহার (৪২) তামার (৪৩) পৌড়িয়ার (পৌড়িয়ার) (৪৪) বিশ্বকর্ম (৪৫) মালাকার (৪৬) তুলার / তুলা (৪৭) তম (৪৮) তুলিয়া (৪৯) পাতলিয় (৫০) পাতিলার (৫১) পারাকী (৫২) কর্মকী (৫৩) তেলে / তেলিয়া / তেলি-তৈলকার।

গ্রন্থ পরিচিতি

জাতীয় নেতার অভিষেক

ড. অমিল বিশ্বাস

যে ঘোর দুর্দিনে কেন,
যাদের অন্যের অপমানে,
অপমানে হতে হবে
জাগানের সবার সামনে।
মনুষ্যত্বের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সমুখে দাঁড়ায়ে রেখে
তবু কোনো লাভ নাই ভাই,
অপমানে হতে হবে
তাহাদের সবার সামনে॥

মন্তব্যটিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১৭ সনের ২০-এ ভাদ্র যখন পূরী রওনা হবার তাঁকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়নি অস্পৃশ্য বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এখানে "শিক্ষালী বাবুদের" অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয় ভাইদের প্রবিধান বলে। তাই রবীন্দ্রনাথ "পত্রপুটের" ১৫-সংখ্যক কবিতায় নিজের পরিচিতি দিয়েছেন এভাবে—

আমি ছোটা, আমি অন্ত্যজ,
যেখানে ভদ্রলোকদের
আসর বৈঠকা পৌঁছয় না।

হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত "জাতির অসমত্বে" উপর। যেখানে দৃষ্টিকোণের জন্যে মানুষের অধিকারের প্রশ্ন প্রবলভাবে দায়ভাগবিহীনের জন্যে। এখানে বৈষম্যই চরম কথা। বিশ্বাসবুদ্ধির কোন মূল্য নেই। এই বৈষম্য অনুবাদীদের কাছে বিভিন্নভাবে ধরা পড়ে। এর একটি হল তথাকথিত অস্পৃশ্যদের হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদের ঘৃণার প্রবণতায়। এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ড. আম্বেদকর। হিন্দুসমাজে বলা হয় "মহান জাতীয় নেতা"। কেউই তাঁকে জাতীয়ী ছাড়া বলেন না, তবুও তিনি তাই। বলা যায় এঁরা in wondering mood-এ অর্থাৎ প্রাচ্যবাদ ঘোরলাগানো এঁরা অভিভূত হয়েছেন।

নীতীশ বিশ্বাস

এঁরা দলভুক্ত অনুবাদীরা জাতির নামে বজ্জাতি সমাজমনে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের এই শিকার হয়েছেন সাম্প্রতিক কালে ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ঘটনাস্থল দুবার ব্রেট পঠিত হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদীরা এখনও উল্লিত হননি তাঁকে উপযুক্ত বর্ণনা করে। তিনি একবারে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি এবং এল এল বি, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস সি এবং বার-অ্যাট-ল এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট। কিন্তু অনুবাদীদের কাছে এসব মূল্যহীন, কেননা জীব হিসেবে এঁরা বিশ্বাসঘাতক এবং কেবল কারও এঁদের উপরে হোলো বসছে না। ফিটনের কথায় কিন্তু বলা কেন নেতা "অস্পৃশ্য" হয় তবে তাঁকে বলা হয় "অস্পৃশ্য নেতা"। এই স্বাদের বৈষম্যের দৃষ্টিভূমে কাজ করে এই বিশ্বু ভাবনা যে অস্পৃশ্যরা বিশ্বাসঘাতক প্রকৃতি এবং তাই তাঁরা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হন না কেন, তাঁদের মতামতও গুরুত্বের অস্পৃশ্যদের মতো বর্জনীয়। "তাঁরা তখনও হিন্দু সমাজভুক্তদের সমানের না তাঁদের চেয়ে আলাদা ছাড়ে পড়েন না" (Ambedkar's Writings / Speeches, Vol 5, p. 109)। এ হল ড্রাকার্থের ভূমিকায় অনুবাদীদের মেনিচিত্তা। এই আলোকে তাঁরাও রবীন্দ্রনাথ আমদানি করেছেন শেষ-পাংক্তেয় রূপে। রবীন্দ্রনাথকে এঁদের প্রয়োজন সমধিক। যৌথভোট বিল এ যেন একজনের সামনে হিন্দুদের নীতিশ হিসেবে। তিনি ড. আম্বেদকরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন "জাতীয় নেতা" হিসেবে এখানে তিনি এত হালে কবিতা গানও করেছেন। তাঁর বাঁধনের মন্তব্যও হয়েছে—"জাতীয় নেতা ড. আম্বেদকর"।

৬০ পৃষ্ঠার বই হলেও এর গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ তিনিই প্রথম ড. আম্বেদকরকে "জাতীয়" রূপে উল্লিত করলেন এক পত্রিকার প্রচ্ছদে। এজন্যে ধন্যবাদ। পাঁচজন তাঁকে নিয়োগ দেবে। কবিদের আম্বেদকরের মহত্ত্ব বা জাতীয় রূপে উল্লিত কেন বাহিত স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না। তিনি নিজের মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত! লেখক গুরুত্বে এই ঘটনাবলী বিবৃতি। লেখকের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি তাঁর দৃষ্টিতে এ লেখাকে দেখেছেন। যা অনুবাদীদের নাগরা ছোঁয়ে রাখা পড়েনি। বইখানি চারটি খণ্ডে বিভিত—(১) বিজাতীয়ন ; (২) জীবন সংগ্রাম (১) : (৩) জীবন সংগ্রাম (২) ; ও (৪) উপসংহার। লেখনভঙ্গি সহজ ও সরল। আর এতে প্রকাশ পেয়েছে ঘটনাসন্নিষ্ঠ দৃষ্টি, যেখানে সাথে অনুকূল সমন্বয়ীকৃত নীরব ঈক্ষা, গুরুত্ব বিশ্লেষণ। একদিকে রয়েছে ইতিহাসের প্রতিফলন, অন্যদিকে তার পূরণ। এখানে যৌথ নির্বাচন প্রতিষ্ঠান উপলক্ষে বর্ণিত হয়েছে গুরুত্বের আমরণের কথা, যা অনুবাদীদের আক্রমণ—এঁরা অস্পৃশ্যদের জন্যদান

...আছে তেমন নয়। লেখক মন্তব্য করেছেন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে: "ভবভূতির লেখার ভিতরই এই পুস্তকের মূল পরিচয় খোঁজা ভুল কেননা, তাহাতে, ইহা, এই জন্য পূজা উপলক্ষে।... এখনও পৌষমেলা ১৯২৭ এর ৪ঠা মাঘটি—ব্রহ্মানন্দের জন্মদিনের প্রতীক্ষায় রহিয়া গেল।" এরপর লেখকের লেখনীসহযোগে পৌষ নতুন প্রকাশের মধ্যে এ ঘটনাকে কেন্দ্র সৃষ্টি করে দেবে? তবে কি ধরে নেওয়া যায় যে ভবভূতীয়া এখনও বাংলার ঐতিহ্যের কুয়ো—এখা সমাজের অন্তরালে এখনও পৌষমেলে পড়েনি। তবে তাহাদিগের ভূমিকিতেরা এই ঐতিহ্যের সমর্থক। তাই ৪. অন্তরালের মেরুতে 'ভবভূতি'কে পুষ্টিতে তার ৪৩তম চুমকে ঘুরে গেলো এই ১৯১৭ সালের ২১ ডিসেম্বর।

ভবভূতিকে আলোচনা উপলক্ষে প্রফেসর নীলমণি চৌধুরী তাঁর The Classical Age (1954) তে তাঁর বলেন: "ভিন্নরুচের মতো এত দেশী সমালোচনা আছে. এই সমালোচনা হয়তো ভিন্নরুচির ঐতিহ্যের মধ্যে ভূমিকে আছে এক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। তবে এই 'বিশ্লেষণ' মানুষিক হয়ে পারে যদি ভিন্নরুচের ঐতিহ্যের সঙ্গে এ আলোচনার তিনটি বক্তব্যের এবং আলোচনা হয় বক্তব্যের। ভিন্নরুচির এই তত্ত্বকেন্দ্রিক আলোচনা হয়তো আমাদের ভূমিকায় অথবা তার বিপরীত" (পৃ: ১৩৯-৩০)। এই উপলব্ধি থেকে প্রাচীন বিশ্লেষণ বই থেকে, যেমন কীথ পুরুষ আলিখনে, ভবভূতিকে পণ্ডিত হয়েছে, বাস্তবিকতে আলোচনা, ঘোষণাটেলিয়া, পুনরুক্তি, রাজনীতির সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, সংবেদন ইত্যাদি, যেমন ঘটনাবলীর ভাষা ও অন্যান্য প্রকৃতিতে। এই ধরণের বিষয়ে ভবভূতির ভবভূতিকে "পরিবর্তনশীল বক্তব্যের ও ভাব-বক্তব্যের" লেখক এবং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন প্রবন্ধটি পড়লে 'কিছু মন্তব্যিকতা'। এ ছাড়া ভবভূতির ভাষা ইংরেজি।

প্রবন্ধের শেষের দিকে লেখকের এই নতুন সৃষ্টিতত্ত্বের ভাষা এবং তাঁর ভাষা, অনেক ক্ষেত্রে ভাষা, সমালোচনা ভবভূতির কাব্য এবং তাঁর ভাষা আলোচনা। এই প্রসঙ্গে তাঁদের যে লেখা হয়ে উঠেছে, সেটা আলোচ্য বইটির সমালোচনা। লেখকের ভাষা বইটি তাঁর পাঠকের সমৃদ্ধ করে।

ইতিহাস ভিত্তিক—ভারতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির ১৯১১, পৃ—১০। ভিন্ন: ভবভূতি—ডি. এস-১৯৫৪, কলিকাতা ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

পুর-পরিষেবা বার্তার এক বিরল সম্ভার

বিমল দত্ত

পুর-পরিষেবা কি আমাদের বিশ্লেষণের সঙ্গী? না আমরা সমাজের কোন বিশেষ প্রয়োজনে তার আত্মপ্রকাশ?

ঘটনার ইতিহাসের পাতায় দিয়ে তাকালে দেখা যাবে যে, সাধারণ মানুষ ও শাসনের বিভিন্নতার মধ্যে কয়েক শ' বছর ধরে ক্রমেই ভারতের কোনোদিন ঐতিহ্যের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। কেন কোন যুগে, কখন, মহাজনদের নিজস্বে প্রথম প্রতিষ্ঠানের ভাষা দিয়ে তার।

ঐতিহাসিক সূত্রে আমাদের সুপ্রভাত চৌধুরী (দ্রঃ পৃঃ ৩২১-২১৭) 'প্রতিষ্ঠানের' প্রথম এক ধরনের সাথে সমালোচক নিযুক্ত করেছেন। পাশ্চাত্যিকদের আলোচনার (দ্রঃ পৃঃ ২১২-২৩২) এমন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ ছিল এক ঐক্য নিয়ন্ত্রিতদের মধ্যে আর্থিক কাজের স্থানী প্রভাব সে সুযোগ মহাজন ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্তরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ইতিহাস পড়ে, আমরা, আমরা আমাদের পাই, খ্রিস্টপূর্ব ১০১ অব্দে প্রথম সাধারণতন্ত্রের প্রবর্তনের কথা জানা যায়। নাম ছিল আর্ত্তা (Aarta)। এ'টি ছিল পরিষেবা, সমবিধি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথম শুরু হয়ে এরপর। ভূমিকার নিয়ন্ত্রণের আমাদের (দ্রঃ পৃঃ ১০২-৪৪) এক ভূমিকায় ছোমান আর্ত্তা। আর্ত্তা

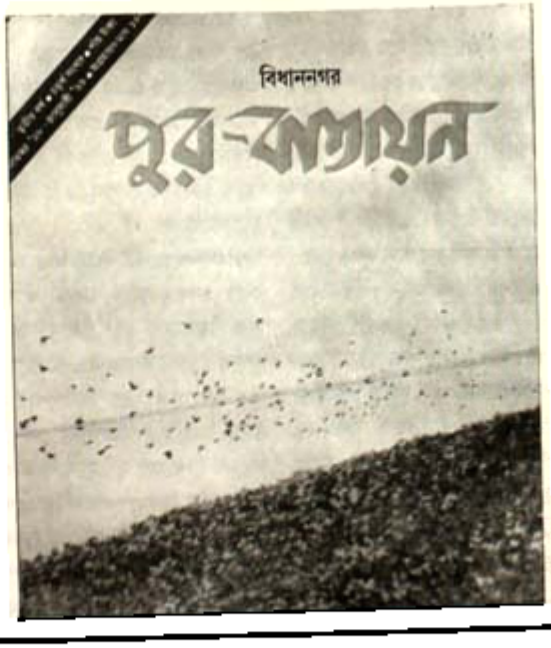

দেশীয় হয়ে পড়বে এবং তখনও যা ঘটবে পরে।

টীনে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ঘটনা পত্রিকাটি, পেকিন-এ। ইউরোপের মার্কিনির মুদ্রণযন্ত্র ইয়ুয়ানের (১৪৫০-১৪৫০) পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইউরোপে আধুনিক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে গেলবার্গে। এটিকে প্রথম সংবাদপত্র বলা যায় কিনা সন্দেহ আছে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে। ১৪৮৮

ওষুধ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে এবং নিয়েছে। তিনি নিরাপত্তাবিধানের পুনরাবৃত্তির কথা দিয়ে নিবন্ধটি উপসংহারে টানেন।

প্রবন্ধ-বিষয়, লক্ষ্য, কর্মবিধান পূর্ব-বাক্যগুলি একটি প্রবন্ধ হোমীয় পূর্বাপর সাহিত্যিকপত্রে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আরম্ভনীয় বিজ্ঞানবিদে প্রবন্ধ লক্ষণ-পরিচয়ের কথা থাকে ১: কর্মবিধান তো'র বিষয় সম্প্রসারণ ব্যবহার যে কোন প্রবন্ধ শ্রেণীর প্রবন্ধ কোনোক কার্যকরীতা প্রকাশ দেখা নমুনা পরিচিতির প্রতি উৎসুক্য জাগিয়ে তুলবে।

পরিশেষে এসে প্রবন্ধান, বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং তাহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রবন্ধের সেগুলির কোনটিরই উল্লেখ নেই। সংক্ষেপ পরিচিতি দেই। সংক্ষেপ পরিচিতি দেওয়া হলে পরিচিতি-প্রবন্ধ আরো সুন্দর হবে।

উপরি, বৈজ্ঞানিক বিষয়ক্ষেত্রে সাধারণ বিজ্ঞানসম্মত পূর্ব-বাক্যগুলি ভাল পূর্ব-পরিচিতির উপর ভাল প্রবন্ধের আকর্ষণীয়ে বিজ্ঞানে লিখিত না থেকে তার অধিকাংশের চলতি কথা ব্যবহার করে অধিকে তুলেছেন।

বিজ্ঞানের পূর্ব-বাক্যগুলি: সম্পাদকীয় মন্তব্যী—রিপোর্টমূলক ৩৪, সম্পাদক—বিজ্ঞানিক সম্মেলন। দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য়ার্থ সংখ্যা। মূল্য পঁচ টাকা।

বিজ্ঞানের খবর

গৈরিক অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মিছিল

রাজধানীর বেশ কয়েক এলাকার বিজ্ঞানের প্রবন্ধ, পরিচালকের সম্পাদকীয় সমিতিরই অবহেলার জন্যে ব্যবহৃত উপায় হয়েছে আজ এসে এসে ৩ বিভিন্নে পরিবেশের মধ্যে গৈরিক শ্রেণীর ছিন্নভিন্ন করিতে। বিদেশি বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিভিন্ন প্রকাশিকের ভাষার মধ্যে বিজ্ঞানের আজ স্বার্থ হয়ে এর সাধারণ চিন্তি প্রকাশকীয়ের উপরে ভাষে সাড়ই হয়েছে।

ওরকারী, সম্প্রসারণ ও প্রবিধানের বিশেষজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের ওপর আজকের সম্মেলনে পক্ষ উক্ত বৈশিষ্ট্য শ্রেণী পরিচালনের উপরোক্তদের বিজ্ঞানের প্রকাশকীয় উপর আক্রমণ করিতে এসেছে। আর্থে আজ প্রবন্ধে আলিকারী ও আক্রমণ সম্প্রসারণে আজকের মানুষদের উপর প্রবন্ধ প্রকাশে ওরা। প্রবন্ধে সাথে প্রবন্ধের বিষে, বিজ্ঞানি বাহিরে সাথে পাকী নীচের আলোচনা আজুন হয়েছে।

সম্প্রসারণে প্রবন্ধে এসে সম্প্রসারণ বিজ্ঞানে প্রবন্ধে বাহিরে সম্পাদিনের মূল বিজ্ঞানে আছে আজকে পাকার প্রবন্ধে প্রবন্ধের সম্প্রতি সম্প্রসারণ প্রবন্ধে আলিকার প্রবন্ধ পাকারের আলোচনা প্রবন্ধে আলিকারীর আলিকারীর। উপর আলোচনা প্রবন্ধ থেকে এক বিকট বিজ্ঞানের যোগদান করেন।

বিজ্ঞানের উদ্বোধন করেন মূলক নেতা প্রবন্ধ মুর্তু। আক্রমণকারী প্রবন্ধে প্রবন্ধে আলোচনা করেন, পাকারের প্রবন্ধে প্রবন্ধের আলোচনা করেন, সম্প্রসারণ সাথে প্রবন্ধের মূলক নেতৃত্বের। উপর আলিকারী প্রবন্ধের সম্প্রসারণ আজকের আলোচনা আজুন করেন। প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধের প্রবন্ধের আলিকারী আলোচনার আজুন বিজ্ঞানে পরিচালনা প্রবন্ধে সম্প্রসারণের ও সম্প্রতি বিজ্ঞানি পরিচালনা বিজ্ঞানে আর্থে ওঠেন। এসকল বিজ্ঞানে প্রবন্ধ মূলে বিজ্ঞানি সম্প্রসারণের প্রবন্ধে এসে শেষ হয়।

ডঃ জীমরাও আম্বেদকর ১০৯তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন

উত্তর দিনাজপুর, রায়গঞ্জ

পরিচালনের আলোকে জেলাগুলির মধ্যে গত ২৭ মে কৃষ্ণাগরিনের সন্ধ্যা ৬ টায়ের ইনিয় প্রবন্ধের ইন্সটিটিউট হলে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের ১০৯-তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ৪, বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাংসদ মানিক সাহা, বিধায়ক নিখিল দাস, জেলা শাসক অনুপমা জেলা আম্বেদকর প্রবন্ধের বিজ্ঞান এবং প্রবন্ধের সম্প্রসারণ সম্প্রসারণের আলোচনা এবং একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনে সভাপতি হিসাবে অতিরিক্ত জেলা শাসক কৃষ্ণপ্রসাদ বক্তব্য ৩. বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মালাদান এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ করেন। এছাড়া ৩. বি আর আম্বেদকর প্রবন্ধের সমিতির ওপর থেকে বক্তব্য তাদের জীবনমূলক বিজ্ঞান। প্রাক্তন প্রবন্ধে শিক্ষক মূর্তিমূলক হয়, ৩ বি আর আম্বেদকরের উক্তির সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ বক্তব্য পাঠ করেন। সভাই উপস্থিত ছিলেন, বক্তব্যে ৩. বি আর আম্বেদকর সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য বক্তব্য তাদের তিনি ধারণের মূল্যায়ন (প্রবন্ধ অতিরিক্তের প্রবন্ধ জেলা শাসক বিজ্ঞান অতিরিক্তের, সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ উত্তর দিনাজপুর)।

মূলে আলোচনা করেন বিশ্বনিধি ছোটেরী বক্তব্য প্রবন্ধ। বক্তব্য সংখ্যার ৩. বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য করিয়া পাঠ করেন জেলা টৌধুরী ও অন্যান্য প্রবন্ধটি। বক্তব্য আলোচনা পরিচালনা করতে সহায়তা করেন আলোচিত ব্যক্তিদের বক্তব্যসমূহের সমূলনা।

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

সংকলক : বিশ্বজিৎ রায়

[জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পাতা থেকে সংকলিত উল্লেখযোগ্য তারিখগুলি তুলে ধরার এই প্রয়াস পাঠকসাধারণের মনে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিতে পারে। বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্ম ও জীবনাবসানের তারিখগুলি এবং স্মরণীয় ঘটনাবলীর কাল ও কাল সম্পর্কে প্রবাদের মতো সেসব ব্যক্তির ও ঘটনার সৃষ্টিকর্তা ও সংগঠকদের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায় অন্ধকারের নতুন অক্ষরে উদ্ভাসিত হবে, এই বিশ্বাসে সংকলনটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদক]

১ জুলাই :

- ১৮৬২-এর এই দিনে কলকাতা হাইকোর্টের উদ্বোধন হয়।
- পণ্ডিতপ্রবর বিটীয় মুখোপাধ্যায় ওরফে বিদ্যাসাগর মাত্র ১৮৮২-এর এই দিনে মহাপ্রয়াণ করেন এবং ১৯৯১ এর এই দিনেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯২১-এর এই দিনে ব্রিটেনে শ্রমিকদলীয় পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৮-এর এই তারিখে ইন্দিরাবিমান বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় এবং তার নাম পালটে হয় পেটি বাদ্য এবং ইন্দিরা।
- ১৯৪৮-এর এই দিনে ব্রিটেনে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস প্রবর্তিত হয়।
- ১৯৬৯-এর এই দিনে প্রথমবারের মতো ভারতীয় কলকাতায় 'বিজয়া দশমী'র উদ্বোধন করেন।

২ জুলাই :

- ১৭৪৭-এর এই দিনে মুঘলদের মনসবদারী থেকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে হত্যা করে।
- ১৮৫০-এর এই তারিখে ফ্রেডিক উইলিয়ামস জন্ম গ্রহণ করেন যিনি পরবর্তীকালে রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।
- ১৯১১-এর এই দিনে ইউরোপের আদি-বিজয়ী মানুষজনের অধিবাসী অধিবাসিন্দা নেতা বাসভবিহারী বসু ডিসিটুডের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৭২-এর এই তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

৩ জুলাই :

- ১৭৮০-এর এই তারিখে ফরাসীবিদ্রোহী সিপাই বিদ্রোহ সংগঠিত করে।
- ১৯২০-এর এই দিনে স্বাধীনতাসংগ্রামী দেশবন্ধু জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৭৯-এর এই দিনে বিটীয় হুগলি সেতু (যার নাম এখন 'বিদ্যাসাগর সেতু') তৈরি শুরু হয়।

৪ জুলাই :

- ১৭৭৬-এর এই দিনে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
- ১৭৮৯-এর এই তারিখে বিপ্লবের ও সেপ্টেম্বরের সময় ইংরেজরা টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধিতে অবতীর্ণ হয়।
- ১৮৯১-এর এই তারিখে ফ্রেডিরিক্সিয়া ও পার্টিসিয়া এর মধ্যে খেলা শুরুহয়ার শুরু হয়।
- ১৯০২-এর এই দিনে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান ঘটে।
- ১৯৩৪-এর এই তারিখে প্রথমে জার্মানি বিজয়ী হলার মুখিব মেয়াদকাল ঘটে।
- ১৯৪৩ এর এই দিনে ফ্রেডেরিকসে সংগ্রামের প্রথম পর্বের ১৭তম ফ্রেডারিকা।

৫ জুলাই :

- ভারতের প্রথম প্রাইভেট ফ্রেডিরিক্সে অপেক্ষ যার 'ঠ' কম ফ্রেডিরিক্সে অপেক্ষ ১৯১৬ এর এই দিনে স্থাপিত হয়।
- ১৯৪৭ এর এই তারিখে ভারতের স্বাধীনতা বিল 'ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়।

৬ জুলাই :

- ফিল ফ্রেডিরিক্সে ফ্রেডা প্রথমে ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিক) তে ১৯১৬ এর এই দিনে প্রথমে হয়।
- ১৯৮৬ এর এই দিনে ফ্রেডিরিক ফ্রেডা এবং ফ্রেডিরিক ফ্রেডে ফ্রেডারিক ফ্রেডারিকের ফ্রেডি ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিকের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৯৪ এর এই দিনে ফ্রেডারিক ফ্রেডারিকের জীবনাবসান ঘটে।

৭ জুলাই :

- ১৭৯০-এর এই তারিখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্রেডারিক ফ্রেডারিক ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিক করেন।
- ১৮৭৪-এর এই দিনে ফ্রেডারিক ফ্রেডারিক শুরু হয়
- ১৯০৭-এর এই দিনে ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিক ফ্রেডারিক।
- ১৯৩১-এর এই দিনে ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিকের ফ্রেডারিকের

- ৫ পলাশী বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ১৭৫৮ এর এই দিনে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট লর্ড ক্লাইভ-কে 'পেরাজ' উপাধি ঘোষণা করেন।
- ১৯৫৪-এর এই তারিখে ঢাকায় 'রাজারবাগ পুলিশ হাঙ্গামা' সংঘটিত হয়।

৯ জুলাই :

- ১৯৫১-এর এই দিনে বাজেটের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমল (১৯৫১-৫৬) প্রকাশিত হয়।
- ১৯৬৬-এর এই তারিখে সিংহ জাতীয় পশু হিসাবে ঘোষিত হয়।

১০ জুলাই :

- ১৫১৬-এর এই দিনে পর্তুগিজদের হাতে প্রথম বাঙালি ক্রীতদাস হস্তান্তর করেন।
- ১৮৫৭-এর এই তারিখে মিরাটে সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয়।
- ১৯৬২-এর এই তারিখে মহাকাশীয় প্রথম টেলিভিশন সংযোজক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।

১১ জুলাই :

- ১৮৩১-এর এই দিনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সর্বপ্রথম প্রথা বন্ধ করার বিলটিপ্রসঙ্গে উঠে বিশ্বজুড়ীদের আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়।
- ১৯২১-এর এই তারিখে আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী কোর্ট গঠিত হয়।

১২ জুলাই :

- ঐতিহ্যপূর্ণ ১০০ (অন্য মতে ১০২) বছরের এই দিনে মুর্শিদাবাদ সিরাজের জন্ম।
- ১৮৭৪-এর এই তারিখে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া জেনারেল সার্ভিস ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে ইন্সিওরেন্স কাভার করেন রাজশাহি সিল্কাটি।
- ১৯২০-এর এই তারিখে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন সম্পর্কিত 'মহাযুদ্ধ' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ।

১৩ জুলাই :

- ১৯৪৫-এর এই দিনে বিটিশ বিমানযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল স্যার জর্জ পট্টনমহোদয় তিন প্রকার ইউনিফর্ম পরেন। তিন যুদ্ধ পদ্ধতি—জেনিভাতে ইউনিফর্মের পরিধান, আফ্রিকা যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রাউজার এবং ব্রিটেনের রাজধানীর জন্য এই ইউনিফর্ম হলে ২ আগস্ট পর্যন্ত।

১৪ জুলাই :

- ১৭৮৯-এর এই তারিখে বিদ্রোহী জনতা অত্যাচারী শাসকের দুর্গের শেষ ফটক ভেঙে ঢুকে পড়ে। অবাধ লিখন শুরু হয়ে যায়।
- ১৯৪২-এর এই দিনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কর্মসূচি অনুমোদন করে।
- ১৯৪৮-এর এই দিনটিতে ইরাক বিপ্লবকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে।

১৫ জুলাই :

- ১৭৮৮-এর এই তারিখে প্রথম আমির বিটি অভিষেক করেন।
- ১৮২০-এর এই দিনটিতে প্রথাত লেখক তথা সমাজ সংস্কারক কাশীপ্রসাদ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

১৬ জুলাই :

- ঐতিহাসিক বিদ্রোহসমরে মহাসমরের আন্দোলনের ফলে ১৮৭৬-এর এই তারিখে বিধু বিবাহ পদ্ধতি আইনি রূপে ঘোষিত হয়। লর্ড আমির্স তখন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল।
- ১৯০৫-এর এই তারিখে বাঙলার দুখনা জেলার মহেশবাহাটি (এখন বাংলাদেশে) সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পদ্ধ হকটি শুরু হয়।
- ১৯৬৮-এর এই দিনে আন্তর্জাতিক অলিম্পিকটিতে পদক্ষি মুখস্থ 'জেফ্রি আর্চার' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭ জুলাই :

- ১৯৪৮-এর এই দিনে ভারতীয় প্রশাসনিক ট্রাইবিউনে (ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস বা I.A.S) মেয়েদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮ জুলাই :

- ১৯০৬-এর এই দিনে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯৪৭-এর এই দিনে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্রিটিশ আইন রানীর সম্মতি পায়।

১৯ জুলাই :

- প্রখ্যাত নাট্যকার ও কবি বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩-এর এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৬৯-এর এই তারিখে ভারতের ১৪টি প্রধান জাতীয়করণ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

২০ জুলাই :

- ১৯০৫-এর এই তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বঙ্গভঙ্গ আইনে অনুমোদন করে।
- ১৯৪৯-এর এই দিনে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নটিকে কেন্দ্রের আলোচনে ঐকমত্য ঘটে।

২১ জুলাই :

- ১৮৮০-এর এই দিনে 'স্টেস ম্যান'-এর যাত্রারম্ভের শুরু হয়।
- ১৯০৬-এর এই তারিখে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৬৯-এর এই তারিখে মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো ১১-এ মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং প্রথম চাঁদে পা রাখেন। তাঁর মাত্র দুই ঘণ্টা এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স পর পর চাঁদে নামেন।
- ১৯৭৭-এর এই দিনে শ্রীলঙ্কার সাধীন বেন্দি ভাণ্ডারনায়কে বর্ষ যাত্রাপথি হয়ে শপথ গ্রহণ করেন।

২২ জুলাই :

- ১৭০২-এর এই তারিখে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-প্রতিষ্ঠিত 'ইউনাইটেড কোম্পানিজ অব ট্রেডিং টু দি ইস্ট ইন্ডিজ' নামের একটি কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়।
- 'আলফ্রেডের বৃক্ষের মুকুল' হিসেবে খ্যাত লর্ডশিপ ওক (টেস্টেড ট্রি) ১৮১৪-এর এই দিনে রোপণ করেন।
- ১৮৮৭-এর এই তারিখে চার্চহিল বন পরিষদ 'হ্যাম্পস্টেড হিথ'কে জাতীয় ঐতিহ্য বলে ঘোষণা করে।
- ১৯১৬-এর এই দিনে চার্চহিলের বন্ধু লোকমান্য হেড়ে দেওয়া হয়।

২৩ জুলাই :

- ১৮২৭-এর এই দিনে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯১৮-এর এই দিনে প্রথমে ইংলান্ডিস্থ চেলমন্ডে বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮২৭-এর এই তারিখে লেকহার্স্টে (বর্তমান সুরাট) ব্রাবর্নের প্রথম বেতারকেন্দ্র চালু হয়।
- ১৯৫৪-এর এই দিনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ব্রাবর্নে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়।
- ১৯৪২-এর এই দিনে ব্রিটিশ সরকার ব্রাবর্নের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।
- ১৯৪৩-এর এই তারিখে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর গুজব রটে।

২৪ জুলাই :

- রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতবিতান' নামক ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য ব্রেডফোর্ড কেরল শাখে ১৮৮১-এর এই তারিখে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
- বাংলার মহাজনদের কবিতা জমিদারদের নিয়ে ১৮৭৩-এর এই দিনে প্রকাশ হয়।
- ১৯০৮-এর এই তারিখে বোম্বাইয়ের প্রথম বন্দরনিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হয়।
- বিশ্বে সর্বপ্রথম অন্যান্যের সেবা ব্যবস্থার জন্য কর্মীটিমিনি এই দিনে ভোর ১৯২৪-এর এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৩২-এর এই দিনে বাজকুমার সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

২৫ জুলাই :

- ১৯৪০-এর এই দিনে ইংরেজির জুলাইমিনির পতন ঘটে এবং জনসিদ্ধান্তের অবসান ঘটে। সংক্ষেপে প্রকাশ, এই জনসিদ্ধ নিয়োগদির প্রতি দৃশ্য প্রকাশের জন্য ইংরেজির জনগণ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে তার ব্যাপারে দুর্ভ নিক্ষেপ করে।
- ১৯৮২-এর এই দিনে জনগণের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে জ্ঞানী জৈল সিং শপথ গ্রহণ করেন।

২৬ জুলাই :

- ১৮৫৬-এর এই তারিখ থেকে নিলামদারের উদ্যোগে সৃষ্টির নিকম বিমান ভাড়ার ব্যবস্থা করে ব্রিটিশ লাভবান।
- ১৮৭১-এর এই দিনে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র হলে ৫ জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৮৫-এর এই দিনে ঔষধ ও পীড়িতের বন্ধুটিকায় সেবা জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৭৯-এর এই তারিখে জনজাতির ভাষাতত্ত্ব (ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজিস্টিক্স) প্রকাশিত হয়।
- ঔষধ ও সরঞ্জামের ফ্রেডিটেশন চালুসের ১৯৫১-এর এই দিনে প্রচার হয়।
- ১৯৮৭-এর এই তারিখে কে জন নামাজনের ভাবনের জন্য বাষ্ট্রপতি গুলে শপথ গ্রহণ করেন।

২৭ জুলাই :

- ১৮৭৯-এর এই তারিখে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শাখা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অফিস স্থাপিত হয়।
- ১৯১৩-এর এই দিনে কেমিব্রিজের যুদ্ধে সন্ধি স্থাপিত হয়।
- ১৯৭৬-এর এই তারিখে ভিশন যুদ্ধের খাল জাতীয়করণ করে।

২৮ জুলাই :

- ১৯৩১-এর এই দিনে বেজন পেজারিন লিখ স্থাপিত হয়।
- ১৯৭৯-এর এই তারিখে চৌধুরী চরণ সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন।

২৯ জুলাই :

- ১৮৭৬-এর এই দিনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৮৯১-এর এই তারিখে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৫৮-এর এই দিনে লন্ডনস্থের বর্ষাটী ১৩ ও ৩৪ ফুটবের মধ্যবর্তী প্রবিতক বাংলা এবং যন্ত্রক ফ্রেসিডেন্সিতে ছবতরণ ও সাজেশন বছরটী পালিত হয়।

৩০ জুলাই :

- ১৮৫৭-এর এই দিনে এক্সচেন্ট বিল্ড ইনসিওরেন্স কোম্পানি অব ইন্ডিয়া (প্রাইভেট) লিমিটেড আত্ম হয় করে।
- ১৯৫৬-এর এই দিনে ভারতে ফোনেলাস্ত্র বাস বিলামিনি প্রবাহ হন।

৩১ জুলাই :

- ১৮৮০-এর এই দিনে প্রথমে লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯২০-এর এই দিনে বাল গঙ্গাধর তিলকের জীবনাবসান ঘটে।
- ১৯৩৩-এর এই দিনে বাষ্ট্রীয় সমবায়ী আন্দোলন তাঁর অবদান।
- ১৯৪৮-এর এই তারিখে আলজেরিয়া বেটে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানের পরিচয় হয়।
- ১৯৫৯-এর এই তারিখে কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভা বাষ্ট্রপতি ভেঙে দেন।

সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

আমরা বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যে বিষয়ে সব চেয়ে অনগ্রসর তাহা হইল এই যে, এখনও আমরা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে কোনও সুচিন্তিত মত গঠন করিতে পারি নাই। আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা এখনও পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার কোনও চেষ্টা হয় না। ফলে তাহারা বিজ্ঞানের প্রতি কোনও আকর্ষণ অনুভব করে না। বিজ্ঞান শিক্ষার এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঢালিয়া সাজিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা বলিবার আছে। আমার মনে হয় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ছাত্রদিগকে কোনও পুঁথিগত বিদ্যা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া বিজ্ঞান-কক্ষ থাকা প্রয়োজন। এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে।

এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে।

এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এই কক্ষে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে।

ইতি

বিনীত অধিকারী

(নাম ও ঠিকানা)

মহাশয়,

গত ১৩৪ সনে মাঘ 'উত্তরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ করে আনন্দলাভ করি। বিশেষ করে পত্রলেখক মহাশয়ের ছিন্নপত্রাবলী সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পত্রিকার ভূমিকা। উচ্ছ্বাসটি সঙ্গত কিনা সে-বিচারে আমি যাব না। কিন্তু ছিন্নপত্রাবলী সম্বন্ধে মন্তব্যটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

যে কে নি প্রকার (৩-শ্রেণীর সাময়িক পত্রপত্রিকা ও কথিকাদি) উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে আমরা যারা শিক্ষা ব্রতে (পত্রিকাকর, বিদ্যুৎ ও লেখক হিসাবে) এসেছি— শিক্ষা, প্রকাশন, প্রচারই ও সমাজসেবা যেসব প্রতিষ্ঠান হাতেই যেসব ঘটনার সঙ্গে নিজেদের যোগ সংস্কার ও নিজের আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছি সেগুলি কথিকাদি ও সাময়িকের মতামতগুলির প্রতি আমাদের চিত্ত দৃঢ় আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের সেবার ও শিক্ষাব্রতের নিজের শ্রেষ্ঠীর শ্রেণির, বিশেষত, সাময়িক শিক্ষাবিষয়ক কথিত মতামতগুলিকে সমালোচনার পথে যেসব দেখা। তাদের কারও, যেসব নিজস্ব ও সমাজ কথিত সমালোচনার সমালোচনা করেছি, সে কারণে সমালোচনা আমাদের নিজ 'উত্তরণ' প্রকাশ করে রয়েছে।

সমালোচনা একটি কথা। 'মনে হয়ের মনে নি, মনে পড়ার মনে পড়ে' যেসবটির 'নিজ' ও 'পরের' সমষ্টিগত নিজস্বতাকে সাধিত্ব নিজের প্রকাশ করবার আমাদের মনের সমালোচনা পরিমাণ আমার উপস্থিত হই।

প্রার্থনা

বিনয়াবনত ভূত্য

সমালোচনাধিকার

আমাদের পত্র আমাদের নিজস্বতায় আছে। আমাদের সমালোচনা প্রকাশনটি ছাত্রসমাজের সমস্ত অধিকারের কার্যকারী এবং সমাজ এ সমালোচনা, আমাদের সমালোচনা নিজের-পরিচয় রাখে।

—উ. স.

নি বে রোড, কলিকাতা-৬১ থেকে শশিভূষণ ভট্টাচার্যের পত্র প্রসঙ্গে :

উত্তরণ' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা ('৬১) ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হয়েছে 'আমাদের ছাত্র 'মুক্তধারা' পড়ার ছবি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের প্রথম ছবি এই মুক্ত প্রাঙ্গণের নিশ্চিন্ত ছবি দেখিয়ে '১৩৪৮ মুক্তধারিণী' অনুষ্ঠানে উত্তরণ থেকেই 'মুক্ত প্রাঙ্গণ' পরিচয়টি সূচনা হয়ে ওঠে।

১৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পরিচ্ছেদের লেখক প্রসঙ্গে : তিনি অবশ্য বিদেশী ছিলেন। পরিচ্ছেদের অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের লেখকরূপে প্রকাশের, এক সময় বিদেশী বন্ধু অনুষ্ঠানের পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের সঙ্গে। বিদেশের যুক্ত অনুষ্ঠানে এবং বিশিষ্ট প্রকাশ হয়ে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের সমালোচনা প্রকাশ করে থাকা অনুষ্ঠানে যে কবিটি পরিচয় করে পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকাশের সময় নির্ধারিত হয়। ১৯২১-২২ সালে আমার-যোগে যেসব প্রতিষ্ঠান কবিটি সমাপ্ত করে যেসবের প্রথম তিনি সমাপ্তির বিবরণ করেন। অবশ্যই সব কিছু যেসবে উত্তর 'বিদেশী' আখ্যা দেওয়া সম্ভব।

—উ. স.

ডাঃ বি,আর,আ
১০ তম জন্মদিবস
হাওড়া ট